পাতঞ্জল দর্শন

ও

যোগ-পরিশিষ্ট।

মূল, পদবোধিনী বৃত্তি, বঙ্গানুবাদ ও যোগশাস্ত্রোক্ত
বিবিধ বিচার সম্বলিত।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও অনুবাদিত।

কলিকাতা ১২৭ নং মসজীদবাড়ী ষ্ট্রীট
শ্রীহীরালাল ঢোল দ্বারা প্রকাশিত

কলিকাতা;
২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯১।

বিজ্ঞাপন।

মূল, টীকা ও ভাষ্যপ্রভৃতি পুরাতন টীকার তাৎপর্য্যবিচার সহ পাতঞ্জলদর্শন ও যোগ-পরিশিষ্ট মুদ্রিত হইল। মৎপ্রণীত সাংখ্যদর্শনের দ্বিতীয়খণ্ডের শেষে "সাধনকাণ্ড" লিখিব, এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, পাতঞ্জল-দর্শন লেখায় আজ্ তাহা পূর্ণ হইল।

এই গ্রন্থের যে সকল অংশ বহুপূর্ব্বে ভারতী-নামক ও পাক্ষিক-সমালোচক নামক মাসিক-পুস্তিকায় যোগতত্ত্ব-নামে ও যোগরহস্য-নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সকল অংশ উপযুক্তরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এই গ্রন্থের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

প্রত্যেক মূলসূত্রের নীচে পদবোধিনী নাম্নী একটী বৃত্তি প্রদান করিয়াছি। স্বল্পাক্ষরা পদবোধিনী বৃত্তিটী বহু পুরাতন না হইলেও প্রাচীন ও বিখ্যাত সমস্ত টীকার সারসংগ্রহ; সুতরাং ইহা অপ্রামাণিক নহে। এই টীকার দ্বারা সহজেই সূত্রার্থ জানা যায় এবং ইহা অতীব সরল; সেই জন্যই অন্যান্য টীকা পরিত্যাগ করিয়াছি।

এই গ্রন্থের অবতরণিকা ভাগে যোগশাস্ত্রীয় নানা গুহ্য কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার পরিশিষ্টভাগেও অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীকালীবর দেবশর্ম্মা।

অন্তরণিকা।

এক জন প্রসিদ্ধ কবি একদা সাশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর গদ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি কিন্তু গদ্য কি? তাহা জানিতাম না। এইরূপ, প্রত্যেক মনুষ্যই প্রায় প্রতিদিনই কোন-না কোন-রূপ যোগের কার্য্য করিতেছেন—অথচ তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলে বলেন, আমরা যোগী নহি—যোগ কি তাহা জানি না। কিপ্রকার কার্য্যের উপর, বা কিরূপ মনোবৃত্তির উপর যোগ-শব্দের সঙ্কেত—তাহা জানা না থাকাতেই তাঁহারা উক্তবিধ প্রত্যুত্তর দিয়া থাকেন। স্বর্ণকার, শরনির্ম্মিতা, যন্ত্রনির্ম্মাতা, চিত্রকর ও জ্যোতির্ব্বিদগণ সময়ে সময়ে এরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও তন্মনা হইয়া থাকেন যে, পার্শ্ব দিয়া হাতী চলিয়া গেলেও তাহা তাঁহারা দেখিতে পান না। তদ্রূপ তন্মনস্ক হইয়াও এবং তদ্রূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াও তাঁহারা উল্লেখ করিতে পারেন না যে, আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত যোগী হইয়াছিলাম। ডাক্তারেরা মিস্‌মেরাইজ (Mesmerise) করিয়া, অর্থাৎ কৌশলে অথবা ক্লোরোফরম (Chloroform) আঘ্রাণ করাইয়া ব্যাধিতব্যক্তির অঙ্গকর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন; পরন্তু তাঁহারাও জানেন না যে, আমরা রোগীকে যোগীর তুল্য করিয়া এই কার্য্য সমাধা করিতেছি। এইরূপ, অনেকানেক লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বদাই যোগের বিবিধ প্রতিচ্ছায়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, তথাপি লোকে তাহার মূল অনুসন্ধান করে না, এবং মূল যোগ কি? তাহা জানিবার ইচ্ছাও করে না।

"যোগ" কথাটী এ দেশের কত পুরাতন? তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যোগ শব্দটী যে প্রথমে কোন্ প্রক্রিয়ার উপর উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাও এক্ষণে দুর্জ্ঞেয়। কেন-না, এখন আমরা নানা অর্থে যোগ-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। যে যে অর্থে, বা যে যে প্রক্রিয়ার উপর যোগ শব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে, তত্তাবতের একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

১। কোন এক বাহ্যবস্তুতে অন্য এক বাহ্যবস্তু সংলগ্ন করার নাম যোগ।

২। এক বস্তুতে অন্য বস্তু মিশ্রিত করণের নাম যোগ।

৩। কার্য্যের কারণ সমূহ একত্রিত করণের নাম যোগ।

৪। যোদ্ধৃগণের অস্ত্রশস্ত্রাদি বিধারণের (বিধানানুসারে ধারণ) নাম যোগ।

৫। বস্তুতত্ত্বনিশ্চায়ক যুক্তিবাক্যের নাম যোগ।

৬। ছল বা প্রকৃত তত্ত্ব গোপন পূর্ব্বক কার্য্যপ্রদর্শনের নাম যোগ।

৭। দেহকে দৃঢ় ও সুস্থির করণের উপায়ের নাম যোগ।

৮। শব্দবিন্যাসের সুশৃঙ্খলার নাম যোগ।

৯। শব্দের অর্থবোধিক্য-শক্তিবিশেষের নাম যোগ।

১০। কৌশলে কার্য্যনির্ব্বাহ করার নাম যোগ।

১১। লব্ধবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নাম যোগ।

১২। চিন্তার দ্বারা দুর্লভ্য লাভের উপায় পরিজ্ঞানের নাম যোগ।

১৩। বস্তুকে অন্য এক নূতন আকারে পরিণমিত করণের নাম যোগ।

১৪। আত্মায় আত্মায় সংযোগ করার নাম যোগ।

১৫। বস্তুবিষয়কচিন্তাপ্রবাহ উত্থাপিত করার নাম যোগ।

১৬। সমস্ত মনোবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ।

১৭। চিত্তকে একতান বা একাগ্রকরণের নাম যোগ।

এই সপ্তদশ প্রকার যোগের মধ্যে, শেষোক্ত চারি প্রকার যোগ যত দুর্ব্বোধ্য ও দুঃসাধ্য,—অন্য গুলি তত দুর্ব্বোধ্য ও দুঃসাধ্য নহে। অসুরাচার্য্য উশনা, সুর-গুরু বৃহস্পতি, দেবরাজ ইন্দ্র, ঋষিশ্রেষ্ঠ পুনর্বসু ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রথমোক্ত ত্রয়োদশবিধ যোগের আদিম উপদেষ্টা, এবং হিরণ্যগর্ভ, মহেশ্বর, শিবানী, মহর্ষি কপিল, তৎশিষ্য পঞ্চশিখ মুনি, রাজর্ষি জনক, ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ, যোগিবর দত্তাত্রেয়, জৈগীষব্য, যোগীশ্বর যাজ্ঞ্যবল্ক্য ও পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিগণ শেষোক্ত যোগচতুষ্টয়ের পরম গুরু।* প্রথমোক্ত সপ্তদশ

---

* "ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ স্কন্দশ্চেন্দ্রঃ প্রাচেতসোমনুঃ।
বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ ভারদ্বাজোমহাতপাঃ॥
বেদব্যাসশ্চ ভগবান্ তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
এতে হি নীতিযোগানাং প্রণেতারঃ পরন্তপাঃ॥" [বৈশম্পায়ন।
"হিরণ্যগর্ভোযোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ" [যাজ্ঞ্যবল্ক্য।

প্রকার যোগভিত্তির উপর নীতি, শিল্প ও চিকিৎসা প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্র গ্রথিত হইয়াছে, এবং শেষোক্ত চতুর্বিধ যোগ অবলম্বন করিয়া বিবিধ অধ্যাত্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

শেষোক্ত যোগ চতুষ্টয়ের উদ্দেশ্য বা অধিগম্য বস্তু এক; পরন্তু তাহার প্রাপক পথ অনেক বা ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন যোগ পথের পথিকেরা সকলেই স্বস্বপথে গমনকালে অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু লাভ কবেন ও দেখিতে পান। পথি-দৃষ্ট সেই সকল অদ্ভুত কুহকে যাঁহারা মুগ্ধ না হন—তাঁহারা সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় অধিগন্তব্য প্রদেশে যাইয়া সকলেই সমান ফল লাভ করিতে পারেন। অন্যথা কে কোথায় গিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। সেইজন্যই যোগীরা যোগপথকে চতুষ্পথাকার কল্পনা করিয়া তাহার প্রত্যেক পথের দুর্গমতা বর্ণন করিয়া থাকেন।

ভিন্ন ভিন্ন আকারের চারিটী পথ থাকায় যোগকে চতুষ্পথ বলা হইল। সেই চতুষ্পথ বা চতুঃপ্রকারে বিভক্ত যোগ পথ কি কি? তাহা শুনুন।

"মন্ত্রযোগোলয়শ্চৈব রাজযোগোহঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তো-যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"

মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ। তত্ত্বদর্শী যোগীরা এই চারি প্রকার যোগপথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই চতুষ্পথাকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন পথ গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন মহাযোগীর দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এক সময়ে বা এক যোগীর দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। যদি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয় যে, কোন্ সময়ে কোন্ পথ কোন্ মহাযোগীর দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল? কোন্ পথের কি রূপ প্রণালী? এবং কোন্ পথের জন্যই বা কিরূপ সম্বল সংগ্রহ করিতে হয়? তাঁহাদের এ সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আমরা পরিশিষ্টে প্রদান করিব। তজ্জন্য তাঁহারা যেন উদ্বিগ্ন না হন। ফল কথা এই যে, প্রত্যেক যোগেই লয়সম্বন্ধ আছে। লয় ছাড়া যোগ হয় না। লয় কি? কাহার লয়? চিত্তের লয়। চিত্ত কোনো এক অনির্দ্দেশ্য আকারে লয় প্রাপ্ত হইলেই তদ্দশায় তাহাকে লয়-যোগ বলা যায়। এই লয়-যোগ, ইংরাজ পাঠককে সংক্ষেপে বুঝাইতে হইলে, (Self mes

marism) সেল্‌ফ মিস্‌মেরিজম্‌, আর অনক্ষর বঙ্গীয় পাঠককে বুঝাইতে হইলে, কৌশলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়া বা আপনাআপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক চিত্ত লয় করা ভিন্ন অন্য শব্দ উচ্চারণ করিতে হয় না। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইংরাজদিগের উদ্ভাবিত পরাধীন চৈতন্যহরণের ছেদ ভেদ (কাটা ছেঁড়া) ভিন্ন অন্য কোন সুফল নাই, কিন্তু আমাদের যোগীগণের উদ্ভাবিত লয়-যোগের অনেকানেক সুফল আছে। পরন্তু সে সমস্ত ফল লোকাতীত।

যোগের সুফল ও অলৌকিক ক্ষমতা আছে শুনিয়া হয় ত অনেকেই হাঁসিবেন। অনেকেই হয় ত বুদ্ধিমোহবশতঃ যোগের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। না পারেন, না পারিবেন, তজ্জন্য আমরা ব্যথিত বা ঈর্ষ্যান্বিত নহি। জিগীষাপরবশ হইয়া বাগ্‌জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত আমরা বাগ্‌যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। কেন-না আমরা জানি, বাক্যের দ্বারা ইহার সাফল্য সপ্রমাণ করা যায় না। উৎকট শ্রদ্ধা সহকারে যথোক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান করিয়া না দেখিলে ইহার ফলাফলসম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। যদি বল, যুক্তির দ্বারা, তর্কের দ্বারা, বিজ্ঞানের দ্বারা জানিব? আমরা বলি তাহা ভ্রম। কেন না যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, রসায়ন, এ সকল লৌকিকবুদ্ধিপ্রসূত। সুতরাং তাহারা লৌকিক জগতেই সঞ্চরণ করে। সেইজন্যই তাহারা অলৌকিক অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতে পারে না। যে কখন অলৌকিক দৃশ্য দেখে নাই, কি প্রকারে সে অলৌকিক অস্তিত্বে প্রত্যয় উৎপাদন করিবে? যাহাই হউক, ফল কথা এই যে, আমরা যখন যোগী নহি—যোগ করি নাই—যোগী দেখিও নাই;—তখন হঠকারিতামাত্র অবলম্বন করিয়া যোগফলকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিবার চেষ্টা করিলে আমাদিগকে উডুম্বর-মশকের ন্যায় নিন্দনীয় হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যোগফলের প্রতি মিথ্যাদৃষ্টি প্রয়োগ না করিয়া তাহার অবশ্য কোন সত্য ফল আছে, এরূপ নিশ্চয় করিয়া তদ্বোধার্থ যত্নবান্‌ হওয়াই কর্ত্তব্য। *

* এস্থলে আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন মনোযোগপূর্ব্বক নিম্ন লিখিত প্রবাদ বাক্য গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখেন। একটা প্রবাদ এই যে, রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে গুব্‌রে পোকা নামক পতঙ্গ আনিয়া প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিবার উপক্রম করিলে, যিনি যিনি সেই গৃহে থাকিবেন, তাঁহারা সকলেই সজোরে আপন আপন হস্ত মুষ্টি বদ্ধ করিবেন। ২।৩ মিনিট পরেই দেখিবেন যে, সেই পতঙ্গের উড়িবার শক্তি স্তম্ভিত হইয়াছে এবং সে চপ্

যোগীরা সর্ব্বজ্ঞ হন, দীর্ঘজীবী হন, অনাহারে জীবন ধারণ করিতে পারেন, শ্বাসরোধেও তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়,—এ সকল কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে। প্রকৃতি-শরীরে বা জীব-জগতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যাহা দেখিয়া, যোগীগণের উল্লিখিত সামর্থ্যথাকার প্রতি অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাস উৎপাদন করা যাইতে পারে। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য যদি তন্মনা হইয়া কিছু কাল ধরিয়া প্রকৃতি পুস্তক পাঠ করে, স্বভাবতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে শীঘ্রই যোগফলের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে পারে। মনুষ্য এ যাবৎ যে কিছু শিখিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস এই যে, তাহার একটীও মনুষ্যগুরুর নিকট শিখে নাই। সমস্তই প্রকৃতি-গুরুর নিকট শিখিয়াছে। আমরা অতি অলসস্বভাব ও স্থূলবুদ্ধি লোক,—তাই আমরা বেদ, কোরাণ, কমৃট, ও মীল পড়ি। কিন্তু যাঁহারা নিরলস, অধ্যবসায়ী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি,—তাঁহারা কোন মানুষের পুস্তক পড়েন না। সদাসর্ব্বদা প্রকৃতি-পুস্তকই পাঠ করেন। প্রকৃতি-পুস্তক পড়েন বলিয়াই তাঁহারা নূতন নূতন আবিষ্কার করিতে পারেন। মানুষের পুস্তকে কোন নূতন নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যোগীরাও প্রকৃতি-পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে যোগবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিলেই জানা যায়। বস্তুতঃ প্রকৃতিই যোগীদিগের আদি গুরু। প্রকৃতিতত্ত্ব বা স্বভাবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা না করিলে তাঁহারা কোনক্রমেই যোগী হইতে পারিতেন না। স্বভাবের অনুকরণ বা স্বভাবকে স্বায়ত্ত করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়। স্বভাবতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই যোগীদিগের যোগ কৌশল জানা যায়, এবং যোগের যেসকল অলৌকিক ফল বর্ণিত আছে—সে সমুদায়েও অবিশ্বাস থাকে না।

প্রকৃতিই যোগীদিগের গুরু, এবং প্রকৃতিই যোগীদিগের বর্ণিত যোগফল বুঝিবার দৃষ্টান্ত স্থল। এই দুই কথা এক্ষণে বিশদ করিয়া বুঝান আবশ্যক হইতেছে। প্রথম যোগী কোন্ স্বভাবের নিকট, বা কোন্ প্রকৃতির নিকট,

করিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ২য় প্রবাদ এই যে, যদি কখন তৃণময় স্থানে বসিবার আবশ্যক হয়, এবং সে স্থানে যদি অনেক ছিনে জোঁক থাকে, তবে সজোরে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা তর্জ্জনী অথবা কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ টিপিয়া রাখিবেন। দেখিবেন যে, জলৌকা সকল নিকটে আসিয়াই স্তম্ভিত আছে। জগতে এইরূপ অনেক কাণ্ড আছে, যাহার কারণ, কি কোন পুষ্কল যুক্তি অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে।

কি কি শিক্ষা করিয়াছিলেন ? তাহা অনুসন্ধান কর। অনুসন্ধান দ্বারা যখন জানিতে পারিবে যে, যোগীরা অমুক স্বভাবের নিকট অমুক বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তুমি অনায়াসেই তাহার তথ্য বুঝিতে পারিবে। তাহার ফলাফল সত্য কি মিথ্যা তাহা বুঝিতে পারিবে। যোগফলের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য এতদ্বিধ উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এসম্বন্ধে আমরা এ স্থানে দিগ্‌দর্শনের নিমিত্ত, যোগলিপ্সু ব্যক্তিদিগের যোগ-মন্দির-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ দুই একটী সহজ নিদর্শন উদ্ধৃত করিলাম। এতদ্দৃষ্টে পাঠকগণ বোধ হয় অল্পক্লেশে যোগফলের সত্যাসত্য বুঝিতে পরিবেন।

প্রথম সার্ব্বজ্ঞ্য-শিক্ষা।—মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, এই জ্ঞান তাঁহারা প্রথমে সূর্য্যকান্তমণির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

"যথার্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তোহুতাশনম্।
আবিঃকরোতি নৈকঃসন্ দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ ॥"

সূর্য্যরশ্মিসংযোগে সূর্য্যকান্তমণি বহ্নি আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয়া যোগিগণ সার্ব্বজ্ঞ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন।

কি আশ্চর্য্য উপদেশ! এ উপদেশের কি গভীর মর্ম্ম নহে? ঐ অত্যল্প কথার ভিতর কি শত সহস্র বিজ্ঞান লুক্কায়িত নাই? চিন্তা করিয়া দেখিলে কি অঙ্গে পুলকোদ্গম হয় না? মস্তক কি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয় না? ঘুড়ীর লকে বিদ্যুতের আবেশ দেখিয়া তাড়িত-বিজ্ঞান Telegraph শিক্ষা অপেক্ষা, বাষ্পবলে রন্ধন-স্থালীর মুখশরাব উৎপতিত হইতে দেখিয়া ষ্টিম্‌ওয়ার্কের সৃষ্টি করা অপেক্ষা, ফল-পতন-দৃষ্টে পার্থিব আকর্ষণ Gravilation জ্ঞাত হওয়া অপেক্ষা, আতস্ পাথরের দ্বারা সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীকৃত বা পুঞ্জীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা তৃণপুঞ্জ দগ্ধ করিতে দেখিয়া, ইতঃস্ততোবিক্ষিপ্ত বা সহস্রমুখী বুদ্ধিবৃত্তিকে এককেন্দ্রক করিয়া তদ্দ্বারা সূক্ষ্মবিজ্ঞান, ব্যবহিত বিজ্ঞান, ও অতীতানাগতবিজ্ঞান আবিষ্কার করা কি অত্যধিক ক্ষমতার বিষয় নহে? সমধিক বিস্ময়াবহ নহে? সম্পূর্ণ নূতন নহে? বিস্তৃত, তরল, বা বিরলাবয়ব সূর্য্য-কিরণ,—যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি,—সে কাহাকেও দগ্ধ করে না। প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু

কৌশলক্রমে, বা উপায়ের বলে, সেই তরলায়িত আলোক রাশিকে যদি কেন্দ্রীকৃত করা যায়, ঘন বা পুঞ্জীকৃত করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, সেই সূর্য্যালোক সমূহের পুঞ্জন-স্থানে অর্থাৎ কেন্দ্র স্থানে প্রলয়াগ্নি সদৃশ দাহিকাশক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। আতস্ পাথরের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের অত্যল্প মাত্র উদাহরণ দেখান যায়। সূর্য্যকিরণে এক খানি অর্ককান্তমণি বা আতস্ পাথর ধর। তন্নিম্নে কতকগুলি তুলা কি শুষ্ক তৃণ রাখ। তুলায় অথবা তৃণে যদি অগ্নি জন্মিতে বিলম্ব দেখ,—তবে পাথর খানিকে অল্পে অল্পে হয় উপরে, না হয় কিছু নীচে আন। যে স্থানে আসিলে পাথরের ফোকস্ (Focus) ঠিক হইবে,—পাথর সেই স্থানে আসিবামাত্র দেখিবে, নিম্নস্থ তুলা অথবা তৃণগুলি পুড়িয়া যাইতেছে। উহা পোড়ে কেন?-না ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সহস্রমুখী বিরলাবয়ব সূর্য্যকিরণ আতস্ পাথরের শক্তিতে কেন্দ্রীকৃত হওয়ায় তাহার কেন্দ্রস্থানটী অগ্নিরূপে পরিণত হয়। সুতরাং কেন্দ্রস্থান-স্থিত দাহ্য বস্তু মাত্রেই দগ্ধ হইয়া যায়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহুস্থানে ব্যাপৃত বুদ্ধিতত্ত্বকে যদি প্রযত্নের দ্বারা, পথনিরোধের দ্বারা, একত্রিত করা যায়, ক্রমসঙ্কোচপ্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়; তাহা হইলে সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত বুদ্ধিতত্ত্বের অগ্রস্থিত যে কোন বস্তু—সমস্তই তাহার বিষয় বা প্রকাশ্য হইবে। যে সকল বিষয় আমরা সহজে বুঝিতে পারি না, সে সকল বিষয় বুদ্ধ্যারোহ করিবার জন্য আমরা একাগ্রচিত্ত বা তন্মনা হই। বহুক্ষণ একাগ্র হইয়া চিন্তা করিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেন পারি?-না দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিণী বুদ্ধিবৃত্তি তখন একাগ্রতার দ্বারা, প্রযত্নবিশেষের দ্বারা, পুঞ্জীকৃত হয়। পুঞ্জীকৃত হইলেই তাহার ক্ষমতা অধিক হয়। আমরা যেমন স্বল্প বিষয় জানিবার জন্য অত্যল্প একাগ্রতা অবলম্বন করি, যোগীরা তেমনি বস্তুর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য সমস্তমনোবৃত্তি নিরুত্থান করতঃ একমাত্র জ্ঞাতব্যবিষয়কবৃত্তি প্রবাহিত করেন। অন্যান্য মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, বুদ্ধিতত্ত্বটী পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহার অন্যান্য মুখ বন্ধ হইয়া গিয়া একটী মাত্র মুখ প্রবল হইলে, কোন বস্তুই তাহার অগোচর থাকে না। সহস্রমুখী বুদ্ধির অন্যান্য মুখ রুদ্ধ

করিয়া দিয়া একটী মাত্র মুখ খুলিয়া রাখিলে তাহার বেগ, প্রভাব, বল, এত অধিক হয় যে তাহা বর্ণনাতীত। সহস্রমুখী বুদ্ধি এক মুখী হইলে যে তাহার বেগ অত্যধিক প্রবল হয়,—ইহা তাঁহারা কেবল আতস্ পাথরের নিকট শিক্ষা করেন নাই,—নদীর নিকটেও শিখিয়াছিলেন। নদীর সর্ব্বাঙ্গ রুদ্ধ করিয়া এক স্থানে একটী ছিদ্র করিয়া দিলে, সেই ছিদ্র স্থানটিতে তাহার সমস্ত বেগ একত্রিত হইয়া এক মহান্ বেগ উপস্থাপিত করে। সে বেগের তুলনা নাই। তাহা দেখিয়া তাঁহারা শিক্ষা পাইলেন যে, বুদ্ধির সমস্ত মুখ বাঁধিয়া দিয়া একটী মাত্র মুখ খুলিয়া রাখিলে তাহার অসাধারণ বেগ বা ক্ষমতা জন্মিবে।

বর্ণিত হইল যে, প্রকৃতিই মনুষ্যের সকল অভিজ্ঞতার ও সকল উন্নতির মূল। প্রকৃতিই সকল শিক্ষার আদর্শ বা পাঠ্যপুস্তক। প্রকৃতিই বিজ্ঞান-গৃহের প্রবেশ দ্বার। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য প্রকৃতি পুস্তকের এক একটী অক্ষর পাঠ করেন, আর বুদ্ধিসহকারে তাহারই অনুরূপ এক একটী দৃশ্য আবিষ্কার করেন। প্রকৃতির অনুকরণ করা ভিন্ন মনুষ্যের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই। আমরা যে বাষ্পীয়যান, ব্যোমযান ও তাড়িত-যন্ত্র প্রভৃতি দেখিয়া সাশ্চর্য্য হই, নূতন সৃষ্টি মনে করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হই, বস্তুতঃ উহার কিছুই নূতন নহে। সমস্তই স্বভাবের বা প্রকৃতির অনুকরণ মাত্র। স্বভাবের অনুকরণ করাই যোগীরা দীর্ঘ জীবনাদি লাভ করেন।

দীর্ঘ জীবন, অনাহার, ও কুম্ভক শিক্ষা।—যোগিগণ প্রকৃতি পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আরও দেখিলেন যে, যদি আমরা উপায়ক্রমে ভেক, কচ্ছপ, ও সর্পাদি জাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে পারি ত অবশ্যই দীর্ঘজীবী হইতে পারিব, এবং দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও আমাদের দেহ বিয়োগ হইবে না।

"নাশ্নন্তি দর্দ্দুরাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ।
কূর্ম্মাশ্চ স্বাগোপ্তারো দৃষ্টান্তা যোগিনো মতাঃ॥"

ঐ সকল জীব শীতকালে মৃত্তিকাবিবর ও গিরি গহ্বরাদি আশ্রয় করিয়া অনাহারে জড়বৎ কালযাপন করে। বিশেষতঃ শীতকালে ভেক জাতির দেহ প্রায় মৃত্তিকাতুল্য হইয়া যায়। তৎকালে তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কি অন্য

কোনরূপ চেতন কার্য্য বর্ত্তমান থাকে না। পরন্তু বর্ষার প্রারম্ভ হইলে পুনশ্চ তাহারা নবজীবন প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা আহার বিহারাদি জৈবিক কার্য্য করিতে থাকে। যে যোগী কৌশলক্রমে ঐ সকল জীবের স্বভাব অনুকরণ বা অভ্যস্ত করিতে পারেন, তিনি সহজেই সমাহিত হইতে পারেন; এবং অনাহারেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন। তৎকালের অনাহার তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে না। কেন-না যোগীর সমাধি আর উল্লিখিত প্রাণিনিচয়ের শীতনিদ্রা প্রায় সমান।

যোগীরা যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা উল্লিখিত প্রাণিসমূহের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল প্রাণীর শ্বাসসংখ্যা অল্প ও অল্পায়ত;—সেই সকল প্রাণীরাই দীর্ঘজীবী। আর যাহাদের শ্বাসসংখ্যা কিছু অধিক ও দীর্ঘ;—তাহারা অল্পায়ু অর্থাৎ তাহারা অল্প কাল জীবিত থাকে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, মনুষ্য যদি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে অল্পায়ত ও অল্পসংখ্যক করিতে পারে ত অবশ্যই তাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জীবন-কাল অপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে। জীব শ্বাস-সংখ্যার ও শ্বাস-আয়তনের অল্পতা প্রযুক্তই যে দীর্ঘজীবী হয়,—স্বরোদয়যোগে তাহার কার্যকারণভাব বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। সে বিচার উঠাইয়া এস্থানে ভূমিকার অবয়ব বৃদ্ধি করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং এ স্থলে একটী তদনুযায়ী ক্ষুদ্র তালিকা মাত্র প্রদান করিলাম।

প্রাণী		প্রায়িক-শ্বাস-সংখ্যা		প্রায়িক-পরমায়ু
শশ	,,	৩৮। ৩৯	,,	৮
কপোত	,,	৩৬। ৩৭	,,	৮।৯
বানর	,,	৩১। ৩২	,,	২০।২১
কুক্কুর	,,	২৮। ২৯	,,	১৩।১৪
ছাগল	,,	২৪। ২৩	,,	১২।১৩
বিড়াল	,,	২৪। ২৫	,,	১২।১৩
ঘোড়া	,,	১৮। ১৯	,,	৫০।৪৮

মনুষ্য*	,,	১২। ১৩	,,	১০০
হস্তী	,,	১১। ১২	,,	ঐ
সর্প	,,	৭। ৮	,,	১২০।২২
কচ্ছপ	,,	৪। ৫	,,	১৫০।৫৫

এ সম্বন্ধে কএকটী খনার বচন আছে। তাহার একটী এই——

"নরা গজা বিশে শয়
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়।
বাইশ বলুদা তের ছাগলা
গুণে পড়ে বরা পাগলা॥"

কেহ কেহ বলেন, "ভেবে ভেবে বরা পাগলা" এইরূপ পাঠই সঙ্গত। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বরাহ সকল ছাগল অপেক্ষাও অল্পজীবী। বস্তুতঃ অনেক বৃহৎকায় পশু সর্ব্বদাই ধুঁকিতে থাকে। তন্নিবন্ধন তাহাদের রক্ত-সঞ্চলন-ক্রিয়ার আধিক্যহেতু দৈহিক-গঠন দৃঢ় ও বলাধিক্য থাকিলেও তাহাদের আয়ুষ্কাল অতি সংক্ষিপ্ত। ছাগ, গো, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি পশুর রোমন্থকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের আধিক্য ও আয়তন বৃদ্ধি হয়। সেই জন্যই তাহারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না। আয়ুঃক্ষয়কারী ও আয়ুর্ব্বদ্ধিকারী কারণান্তর বর্ত্তমান থাকিলে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াও থাকে। যোগিগণ সেই জন্যই উল্লিখিত জীব-নিবহের শ্বাস-প্রশ্বাস আদর্শ করিয়া প্রথমতঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন। পরন্তু সেই প্রাণায়াম-কার্য্যটী নিতান্ত বিঘ্ন পরিশূন্য নহে। উহা যদি সুনিয়মে শিক্ষা করা না হয় ত উহা হইতে বিবিধ

* পূর্ব্বে যখন লোক সকল সবলকায়, অরোগী ও শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিত, তখনকার শ্বাস-সংখ্যার সহিত এখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যার ঐক্য হয় না। তখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যা প্রায় ১১।১২ ই ছিল, কিন্তু এখনকার মনুষ্যের আয়ুর অল্পতা প্রভৃতি দোষে তাহাদের শ্বাস সংখ্যা প্রায় প্রতি মিনিটে ১৫।১৬ সংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রকারেরা কলির মনুষ্যের শ্বাসসংখ্যা গণনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—"ষষ্টি শ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্ প্রাণা নাড়িকা মতা। ষষ্টিনাড্যা অহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমোমতঃ॥ একবিংশতিসাহস্রং ষট্ শতাধিকমীশ্বরি। জপতে প্রত্যহং প্রাণী—ইত্যাদি। ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মনুষ্যজীব এক অহোরাত্রে একুশ হাজার ছয় শ বার হংস মন্ত্র জপ করে। অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে। সুতরাং জানা গেল যে, কলির মনুষ্যেরা প্রতি মিনিটে ১৫ বার মাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস বহন করে।

রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। ফুসফুসের স্ফীতি-নিবন্ধন শ্বাস, কাশ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তিষ্কবিকার ও বিবিধ বায়ুরোগ জন্মিতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কায়িক পরিশ্রমে উদ্যম হীনতা প্রভৃতি দোষ প্রায়শঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধনের ব্যতিক্রম হইলেই রোগ জন্মিবে,—ইহা শুনিয়া ভয় পাওয়া উচিত নহে। কেন না, ভোগজ উপসর্গের ন্যায় যোগজ উপসর্গেরও শান্তি হইয়া থাকে। "ভোগে রোগভয়ম্" ভোগে রোগভয় আছে, কুষ্ঠিনী সুন্দরী-সম্ভোগ করিতে গেলে রোগ হইবে, ইহা ভাবিয়া কে কোথায় ভোগ-বিমুখ হইয়াছে? তদ্রূপ, যোগীরাও যোগানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হইলে রোগ হইবে, ইহা ভাবিয়া যোগ-বিমুখ হন না। তাঁহাদের মনোভাব এই যে, রোগ হয় হইবে, তথাপি ছাড়িব না। রোগ হয় চিকিৎসা করিব। চিকিৎসার দ্বারা তাহার শান্তিবিধান করিব। আমাদের ভোগজ ব্যাধি সকল বৈদ্যের নিকট যত দুরপনেয় বা দুঃসাধ্য—যোগীর নিকট যোগজ ব্যাধি তত দুরপনেয় বা তত দুঃসাধ্য নহে। যোগীর নিকট যোগজ উপসর্গ সকল (রোগ) অতি যৎসামান্য ও তুচ্ছ বটে, পরন্তু তাহা বৈদ্যের নিকট তুচ্ছ নহে। বৈদ্যেরা কেবল ভোগীদিগের ভোগজ ব্যাধির শান্তিবিধান করিতে পারেন, যোগীদিগের যোগজ উপসর্গের কিছুমাত্র করিতে পারেন না। যোগীদিগের চিকিৎসা এক স্বতন্ত্র কাণ্ড। আমরা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ করিব। এক্ষণে প্রসঙ্গাগত কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক।

প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে যোগী যখন তাহার উচ্চপ্রান্তে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার এক কিংবা দুই প্রসৃতি নির্জল দুগ্ধ হইলেই যথেষ্ট হয়। তখন তিনি উক্ত পরিমাণের অধিক আহার করিতে পারেন না। করিলেও তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। তৎকালের উপযুক্ত দ্রব্য ব্যতীত, অনুপযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলেও তাহা তাঁহাদের পীড়াকর হয়। তৎকালের অর্থাৎ যোগ-সাধন-কালের উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য কি? তাহা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে বলিব। কোন্ দ্রব্য কিরূপ করিয়া কি পরিমাণে ভোজন করিলে তৎকালের উপযুক্ত হইবে, অর্থাৎ পীড়াকর হইবে না, সে সমস্তই যোগশাস্ত্রে লিখিত

আছে, এবং সে সমস্তই পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক।

আহার পরিমাণ সঙ্কুচিত হইলে দেহ প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ হয় বটে; পরন্তু তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযম থাকায় পরিণামে সেই ক্ষীণদেহেই এক আশ্চর্য্য কান্তি প্রাদুর্ভূত হয়। তাঁহার শরীর তখন রুগ্ন নহে অথচ অধিক বলশালীও নহে, এরূপ মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যদিও কাহারও কাহারও অধঃকায় কিছু কৃশ, কান্তিহীন ও শিরাব্যাপ্ত হয় বটে, পরন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে এমন এক অনির্বাচ্য শ্রী ও জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয় যে, সে জ্যোতির বা সে শ্রীর সাদৃশ্য আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তদীয় দৃষ্টি বা নেত্র-জ্যোতিঃ অতীব মহিমান্বিত হয়।

"যোগীকো ভোগীকো রোগীকো জান্,
আঁক্‌মে নিশান্ ঔর্ আঁক্‌সে পছান।"

বস্তুতঃ অপরিচিত লোকের চোক্ মুখের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তিনি যোগী কি ভোগী কি রোগী তাহা বিলক্ষণ অনুমান করা যায়।

[জান্—হৃদয় বা অন্তঃকরণ। নিশান্—চিহ্ন। পছান্—পরিচয় পাওয়া।]

পূর্ব্বকালে এক ঋষি একদা এক শিষ্যের প্রতি অগ্নিসেবার ভার অর্পণ করিয়া প্রবাসগমন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে অগ্নিদেবতা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন। অনন্তর ঋষি গৃহাগত হইয়া দেখিলেন, শিষ্যের মুখকান্তিতে ও নেত্রজ্যোতিতে আর পূর্ব্বের ন্যায় অজ্ঞানভাব নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথং সৌম্য! ব্রহ্মবিদিব ভাসতে তে মুখম্?" বৎস! তোমার মুখ যে আজ্ ব্রহ্মজ্ঞদিগের মুখের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি কেন?

ঋষি যেমন শিষ্যের মুখ দেখিবামাত্র তাহার ব্রহ্মজ্ঞতা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ, সকল ব্যক্তিই নৈপুণ্য-সহকারে লোকের চোক্ মুখ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সে ব্যক্তি যোগী? কি ভোগী? কি রোগী? তাহা বুঝিতে পারেন। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের ন্যায় এক জন ইংরাজ পণ্ডিতও বলিয়াছেন, "A Face is an index of a man's character" বস্তুত চোক্ মুখই পর-মনো-

বৃত্তি বুঝিবার আদর্শ। কেন না, মনুষ্যের অন্তঃকরণ ও তাহার ইচ্ছাশক্তি সকল চিৎপ্রতিবিম্বিত হইয়া সদাসর্ব্বদাই নেত্রপথে বহিরাগত হইতেছে *। লোকের মনোভাবসকল চাক্ষুষ-আলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া নেত্ররশ্মির যোগে বহিরাগত হয় বলিয়াই মুখমণ্ডলে বিবিধ বিকার প্রাদুর্ভূত হয়। সেই জন্যই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লোকের চোক্ মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা পারে না। যে অভিজ্ঞ অথবা যে মহাত্মা নিসর্গের উক্ত অদ্ভুত প্রভাব বুঝিতে পারেন, অবশ্যই তিনি তদ্বিষয়ক নূতন শিল্প উদ্ভাবন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। সেই নূতন শিল্পের দ্বারা তিনি না করিতে পারেন এমন কার্য্যই নাই। তিনি সেই দৃষ্টি-বিজ্ঞান বা চাক্ষুষী-বিদ্যার দ্বারা † মনুষ্যকে পাগল করিয়া তুলিতে পারেন, মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, ইন্দ্রজাল বা বিবিধ ভোজবাজী (ভেল্কী) দেখাইতে পারেন, অন্যের আত্মায় ও অন্যের অন্তঃকরণে আপনার আত্মাকে ও আপনার ইচ্ছাশক্তিকে আবিষ্ট করিতে পারেন। তাহার আত্মাকে আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ও অভিভূতকরণ প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। পূর্ব্বে অজ্ঞ লোকেরা এই চাক্ষুষী-বিদ্যাকে ছিটা মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র ও কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞা বলিয়া জানিত। পূর্ব্বে কামরূপবাসিনী রমণীরা নাকি এই চাক্ষুষীবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ মহিমা জ্ঞাত ছিল, তাই তাহারা নির্ব্বোধ পুরুষদিগকে ভেড়া বনাইয়া রাখিত। এখনকার বারাঙ্গনারা ত কোন বিদ্যাই জানেন না, তথাপি তাঁহারা সম্মুখে আদর্শ বা আয়না রাখিয়া মনোমুগ্ধকরী দৃষ্টি বা চাহনী শিক্ষা করেন। হাঁসি ও ভ্রূভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, আমরা লোককে " আইস " বলিয়া ডাকিব না, অথচ লোক সকল মুগ্ধ হইয়া আপনা আপনিই আমাদের নিকট আসিবে। অনেক ফকীর, অনেক দরবেশী, অনেক বাউল, অনেক নেড়া বৈষ্ণব, অনেক নানক পন্থী ও অনেক সন্ন্যাসীরাও চাক্ষুষী-বিদ্যা কি ? তাহা জানেন না।

---

* " চক্ষুর্জন্যমনোবৃত্তি-শ্চিদ্ব্যক্তা রূপভাসিকা।
দৃষ্টিরিত্যুচ্যতে তজ্‌জ্ঞৈঃ সৈব লিঙ্গং তদাত্মনঃ ॥"
তদাত্মনঃ তস্য জনস্য আত্মনঃ স্বভাবস্য অন্তঃকরণস্য বা লিঙ্গং গমকম্।

† চাক্ষুষী নাম বিদ্যেয়ং যাং সোমায় দদৌ মনুঃ।
দদৌ স বিশ্বাবসবে মম বিশ্বাবসুর্দদৌ ॥"

তথাপি তাঁহারা উহার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিচ্ছায়া শিক্ষা করিতে ত্রুটী করেন না। বস্তুতঃ মনের ভাব, মনের ইচ্ছা, মনের নেশা বা মনের আসক্তি চক্ষে আনিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই লোককে আত্মমতে আকর্ষণ করা যায় না। লোক সংগ্রহ করাও যায় না। যে সাধক বা ধর্ম্মাচার্য্য আপনার অন্তরের ইচ্ছাকে বা ধর্ম্মের নেশ্যাকে চক্ষে আনিতে পারেন, সেই সাধকই লোককে আত্মমতে আকর্ষণ করিতে পারেন, অন্যে পারেন না।

"প্রাকৃতিক মনুষ্যেরা অতি জঘন্য অভিলাষ চরিতার্থের নিমিত্ত অতি যৎসামান্যাকারের চাক্ষুষী-বিদ্যা বা তাহার আভাস মাত্র অভ্যস্ত করিয়া থাকে। পরন্তু যোগীরা অতি উচ্চতমক্ষমতালাভের নিমিত্ত যাহা উচ্চতম দৃষ্টিবিজ্ঞান বা চাক্ষুষী-বিদ্যা—তাহারই অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যোগশাস্ত্রে যে "ত্রাটক" নামক যোগের উল্লেখ আছে, তাহা সেই অদ্ভুত দৃষ্টিবিজ্ঞান বা চাক্ষুষী-বিদ্যার ক্ষুদ্রতমশাখামাত্র। দৃক্‌শক্তি বাড়াইবার জন্য, সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বস্তু দেখিবার জন্য, সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি অমানবপ্রাণী সন্দর্শনের জন্য, চাক্ষুষ জ্যোতিকে স্বাধীন করিবার জন্য, নিদ্রাতন্দ্রাদি অশেষ বিশেষ চাক্ষুষ-দোষ বিনাশের জন্য, প্রথমতঃ তাঁহারা ত্রাটক-বিদ্যা বা ত্রাটক যোগ শিক্ষা করেন। ত্রাটক-বিদ্যা শিখিবার প্রথম সোপান এই——

"নিরীক্ষেন্নিশ্চলদৃশা সূক্ষ্মলক্ষ্যং সমাহিতঃ।
অশ্রুপ্রপাতপর্য্যন্তমাচার্য্যৈস্তৎ ত্রাটকং স্মৃতম্॥
ত্রোটনং নেত্ররোগানাং তন্দ্রাদীনাং কবাটকম্।
এতচ্চ ত্রাটকং গোপ্যং যথা হাটকপেটকম্॥"

কোন এক সজ্যোতি বস্তুর (ধাতু অথবা প্রস্তরের) দ্বারা প্রস্তুত সুন্দর, সুদৃশ্য বা নেত্রপ্রীতিকর একটী সূক্ষ্ম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিবে। অনন্তর যোগাসনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে কেবল তাহাই দেখিতে থাকিবে। যতক্ষণ না চক্ষে জল আইসে—ততক্ষণ দেখিবে। শরীর না নড়ে, পলক না পড়ে, মন বিচলিত না হয়, এরূপ নিয়মে, চক্ষে জল আসা পর্য্যন্ত সেই দৃশ্যের প্রতি চক্ষুকে বা দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিবে। চক্ষে জল আসিলেই তাহা আর দেখিবে না। কিছুকাল এইরূপ করিলেই দৃক্ শক্তি বাড়িয়া

যাইবে। চক্ষুর দোষ সকল নষ্ট হইবে। নিদ্রাতন্দ্রাদি স্বাধীন হইবে, এবং চক্ষুর রশ্মিনির্গমপ্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে।*

ত্রাটক বিদ্যার অপর সোপান এই যে,—

"গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমীশ্বরং
নিরীক্ষ্য বিস্ফারিতলোচনদ্বয়ম্।
যদাঙ্গণে পশ্যতি স্বপ্রতীকম্
নভোঽঙ্গণে তৎক্ষণমেব পশ্যতি।" (?)

* * * * *

প্রখর রৌদ্রের সময় আত্মপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আকাশে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিবেক। অনন্তর ক্রমে যখন চত্বরে আত্মপ্রতীক দৃষ্ট হইবে, তখন তাহা আকাশেও দৃষ্ট হইবে (?)। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে যোগী গগনচর সিদ্ধপুরুষদিগকেও দেখিতে পান। (?)

চাক্ষুষীবিদ্যা লাভের জন্য এইরূপ অনেক সুপন্থা আছে। পরন্তু সে সকল পন্থা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ও দুষ্প্রচার আছে। এই বিদ্যায় অধিকারী হইবার জন্য, সদাসর্ব্বদা অভ্যাসের জন্য, অপর কতক গুলি এরূপ সুগম প্রক্রিয়ার উপদেশ আছে—যাহা সকল লোকেই সহজে (অক্লেশে) আয়ত্ত করিতে পারে। পরন্তু সে সকল প্রক্রিয়া কেবল ত্রাটকবিদ্যালাভের উপায় নহে, মনঃস্থৈর্য্যেরও উপায় বটে। প্রক্রিয়াগুলি এইঃ—সদা সর্ব্বদা নাসাগ্রদর্শন, ভ্রূমধ্যদর্শন ও দেব চক্ষু করিয়া ললাটবিন্দুদর্শন। যথা——

"নাসাগ্রং দৃশ্যতে যেন পদ্মাসনগতেন বৈ।
মনসোমরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিধ্যতি॥"

---

* আমাদের দেশে যে শালগ্রাম শিলা, ধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ও ত্রিকোণাকার স্বস্তিক যন্ত্র প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিবার পদ্ধতি প্রচারিত আছে, এই ত্রাটক যোগই তাহার মূল। ত্রাটকযোগে অধিকারিতা লাভের জন্যই উক্ত প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। পরন্তু তাহা এক্ষণে বিপরীত অর্থে পরিণত হইয়াছে। স্বর্ণরৌপ্যরেখাদিসমন্বিত শালগ্রাম শিলা, বাণ লিঙ্গ, অষ্টধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, স্ফটিকনির্ম্মিত ও স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত ত্রিকোণ যন্ত্র, চতুষ্কোণ ও ষট্‌কোণ যন্ত্র প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া আমরা প্রত্যহই পূজা করি, পরন্তু উদ্দেশ্য জ্ঞান না থাকাতেই আমরা তাহার ফলভাগী হই না। আজন্মকাল শালগ্রাম পূজা করিয়াও আমরা ত্রাটক ফলে বঞ্চিত হই, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

"ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টিঃ * * * * ॥" ইত্যাদি।

যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়া নাসাগ্রমাত্র দর্শন করিবেন। করিতে করিতে, ক্রমেই তাঁহার মনের মরণ অর্থাৎ মনোবৃত্তির লয় বা অনুত্থান হইবে এবং খেচরী-বিদ্যায় পটুতা জন্মিবে *।

দৃষ্টি যদি ভ্রূদ্বয়ের অন্তরস্থ বিন্দুকেন্দ্রে আবদ্ধ হয় ত শীঘ্রই ত্রাটক সিদ্ধি ও সমাধি জন্মে।

এই ভারতবর্ষে এক সময়ে এই উচ্চতম যোগবিদ্যার এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকেরাও এই বিদ্যায় পারদর্শিনী হইত। মহাভারতে একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, সুলভা নাম্নী জনৈক রমণী যোগবিদ্যায় এরূপ অভিজ্ঞা ছিলেন যে, তৎকালের প্রধান যোগী জনক রাজাকেও তিনি যোগবলে অভিভূত করিয়াছিলেন। যথা——

" সুলভা ত্বস্য ধর্ম্মেষু মুক্তোনেতি সসংশয়া।
সত্ত্বং সত্ত্বেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ ॥
নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্য রশ্মীন্ সংযম্য রশ্মিভিঃ।
সা চ স্ম তোদয়িষ্যন্তী যোগবন্ধৈর্ব্ববন্ধ হ ॥"

যোগিনী সুলভা শুনিলেন যে, রাজর্ষি জনক মুক্তপুরুষ ও পরমযোগী। অনন্তর তিনি তাঁহার মুক্ততা পরীক্ষা করিবার জন্য মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি আপনার বুদ্ধিসত্ত্বের দ্বারা রাজার বুদ্ধিসত্ত্বে (অন্তঃকরণমধ্যে) প্রবেশ করিলেন। কিরূপে তিনি আপনার আত্মাকে রাজার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইলেন? ইহা উহার পরশ্লোকেই ব্যক্ত আছে।

* ত্রাটক যোগে অধিকারী হইবার জন্যই সদাসর্ব্বদা নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য ও ললাট কেন্দ্র দর্শন করিতে হইবে। এই মহান্ সাধনাকে সুগম করিবার জন্যই ঋষিরা কেহ ভ্রূমধ্যে, কেহবা ললাটমধ্যে তিলক ধারণ করিতেন। অভিপ্রায় এই যে, সেই সেই স্থানে কোন একটা চিহ্ন বিন্যাস করিলে দৃষ্টি তাহাতে সহজে আবদ্ধ করা যায়। এতদ্বিধ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই ঋষিরা তিলক ধারণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া "স্নানের সাক্ষী ফোটা" করিয়া তুলিয়াছেন। বৈষ্ণবী রমণীরা যে নাসাগ্রে রসকলি তিলক পরেন, ভাবিয়া দেখিলে, তাহাই উত্তম অবলম্বন। তাহাই নাসাগ্র দর্শন সাধনার প্রকৃত উপায়। পরন্তু তাহা এক্ষণে সংযোগের প্রধান বা উচ্চতম অনুকরণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

অর্থাৎ তিনি আপনার চক্ষুর্দ্বয়কে রাজার চক্ষুর্দ্বয়ের অভিমুখে ঠিক্ সমসূত্র-পাতক্রমে স্থাপিত করিয়া এবং আপনার নেত্ররশ্মির দ্বারা রাজার নেত্ররশ্মি সংযত করিয়া, তাঁহার আত্মাকে যোগরূপ বন্ধনে বদ্ধ করিলেন। রাজাও সেই সুলভার অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, ইনি আমাকে কি জন্য বাঁধিতেছেন? ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

যোগিনী সুলভা রাজর্ষি জনককে যাহা করিতে ছিলেন, তথায় কোন ইংরাজ দর্শক থাকিলে বলিতেন যে, সুলভা রাজাকে Mesmarise মিস্‌মেরাইজ্ করিতেছে। যাহাই হউক, এখনকার মিস্‌মেরীজম্ সুলভার সেই কার্য্যের ছায়ার স্বরূপ হইলেও হইতে পারে।

ভাল এক প্রসঙ্গাগত কথায় প্রস্তাবিত কথা ভুলিয়া গেলাম। সে সকল কথা কোথায় বা কোন্ প্রান্তে পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানাও নাই। যাহাই হউক, এক্ষণে পুনর্ব্বার প্রস্তাবিত বিষয় উত্থাপিত করা যাউক।

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা,
বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন চ চক্ষুঃপীড়নে,
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥"

সমাধিলিপ্সু যোগী জনশূন্য, বায়ুশূন্য ও উপদ্রবশূন্য মনোরম প্রদেশে বাস করতঃ স্বীয় অভীষ্ট সাধনে নিবিষ্ট থাকিবেন। যে স্থানে কোন অপ্রীতিকর বা মনশ্চাঞ্চল্যজনক উপদ্রব বর্ত্তমান থাকে—অথবা কোন উৎকট শব্দাদি শুনিবার সম্ভাবনা থাকে—যোগী তাদৃশ স্থলে বাস করিবেন না। অপক্কনিদ্রাবস্থায় হঠাৎ কোন উৎকট ধ্বনি কর্ণপ্রবিষ্ট হইলে, কি শরীরে কোন বেদনাদায়কবস্তু স্পৃষ্ট হইলে সহসা নিদ্রাচ্ছেদ হওয়ায় যেমন শরীরের ও মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সেই রূপ, অপক্ক সমাধি অবস্থাতেও হঠাৎ কোন উৎপাত ঘটনা হইলেও মনের একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তজ্জনিত মনের চমক্ ও তাহা হইতে বিবিধ মানস ব্যাধি উৎপন্ন হয়। অতএব যোগসাধনকালে নির্জন গিরিগুহা ও উপদ্রবশূন্য নিবিড় অরণ্য আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। গিরিগহ্বরে ও ভূ-বিবরে বাস করিলে প্রকারান্তরে সর্পা-

দিজাতির বিবর-বাসের অনুকরণ করাও হয়। ঐ সকল প্রাণী যেমন শীতসময়ে গর্ত্তপ্রবেশপূর্ব্বক অনাহারে কাল যাপন করে, যোগীরাও তদ্রূপ গিরিগহ্বরে ও নিবিড় নিকুঞ্জোদরে প্রবেশপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া থাকেন। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, অনেক বুজ্‌রুক্‌ মুসলমান ফকীর গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে অতি যৎসামান্য আহার অবলম্বন করিয়া মাসাধিক কাল বাস করিয়াছেন। বিবর-বাসের অন্যবিধ উদ্দেশ্যও আছে। তাঁহাদের মনোভাব এই যে, বাহিরের বায়ু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। তন্নিবন্ধন তাহার উষ্ণতাদিও ন্যূনাধিক হয়। বায়ুর পরিবর্ত্তন ও তাহার সেই ন্যূনাধিক-গুরুত্বাদির দ্বারা শরীরেরও পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর হয়। সেইজন্য, শরীরকে অপেক্ষাকৃত স্থিরতর রাখিবার জন্য, যে স্থানে বায়ুর পরিবর্ত্তন বা তাহার রূপান্তর অতি অল্প পরিমাণে হয়, যোগীদিগের তাদৃশ স্থান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। তাদৃশ স্থানই জড় অবস্থায় বাস করিবার বিশেষ উপযোগী। গর্ত্তে বা গিরিগহ্বরে বাস করিলে যদিও শরীরের ত্বক্‌ কিছু বিকৃত হইবার সম্ভাবনা,—নির্ম্মল ও বহমান বায়ু সেবন না করিলে যদিও পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে,—কিন্তু সে সম্ভাবনা কুম্ভক অর্থাৎ দৈহিক বায়ুর বেগধারণপূর্ব্বক সমাহিত বা বাহ্যজ্ঞানবর্জ্জিত অবস্থায় আছে কি না সন্দেহ। চিকিৎসক-দিগের নির্ণীত উক্তনিয়ম বোধ হয়, সমাধি অবস্থায় খাটে না। চিত্তের দৃঢ় একাগ্রতাই তাঁহাদের শরীরকে তখন অবিকৃত রাখে।

বায়ুর বেগধারণই যে সমাধির বা বাহ্য-সংজ্ঞা-বিলোপের প্রধান কারণ, তাহা আধুনিক ডাক্তার গণের মত অবলম্বন করিলেও সপ্রমাণ করা যায়। ডাক্তারেরা বলেন যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বারংবার নিঃশ্বসিত বায়ু সেবন করিলে লোকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ডাক্তারদিগের এই মত যদি সত্য হয় ত যোগীদিগের " বার বার রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিলে সমাধি জন্মে " এমত সত্য না হইবে কেন? ইংরাজ ডাক্তারেরা বলেন যে, বায়ু যতই ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বহির্গত হয়—ততই তাহাতে (Nitrogen) ক্ষারযানের আধিক্য হয়। কোন কোন ডাক্তার নাকি দেখিয়াছেন, উপর্য্যুপরি বারবার ও ঘনঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, প্রতিবারের নিঃশ্বসিত বায়ুতে শতকরা এক ভাগ করিয়া ক্ষারযানের বৃদ্ধি হয়। অন্য এক সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন যে, যে সকল

প্রাণীর দেহে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হয়—তাহাদিগকে যদি গবাক্ষবর্জ্জিত প্রকোষ্ঠমধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়,—তাহা হইলে যখন তত্রস্থ বায়ুতে শতকরা ১০ কি ১১ ভাগ ক্ষারযান জন্মিবে,—তখন আর তাহাদের চৈতন্য থাকিবে না। নিশ্চয়ই তাহারা তখন অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। ইংরাজদিগের বর্ণিত নিঃশ্বসিত বায়ুর পুনঃ পুনঃ সেবন যদি চৈতন্য-হরণের বা বাহ্যজ্ঞান-বিলোপের কারণ হয় ত যোগীদিগের বর্ণিত রেচক পূরক ও কুম্ভক নামক প্রাণায়াম ক্রিয়াটী সমাধিলাভের কারণ না হইবে কেন?

আরও দেখা যায় যে, যে সকল জীবের শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়,—তাহাদের দৈহিক সন্তাপ অতি অল্প। যাহারা ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে,—তাহাদের দৈহিক উষ্ণতা কিছু অধিক। জীব সকল আত্ম-শরীরের তাপ-পরিমাণের অল্পাধিক্য অনুসারে ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়া থাকে। শিশুগণ ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে বলিয়া তাহাদের দেহের তাপপরিমাণ কিছু অধিক। তজ্জন্যই তাহারা ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে অক্ষম। যুবকদিগের শ্বাস সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের দৈহিক তাপও অল্প,—সুতরাং তাঁহারা কিছু অধিক সহিষ্ণু। পক্ষিজাতির দৈহিক সন্তাপ প্রায় ১০৩ হইতে ১০৯। সেই জন্যই তাহারা দুই তিন দিনের অধিক ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। সর্পজাতির দেহ পক্ষিজাতির দেহের ন্যায় সন্তপ্ত নহে। সেইকারণে তাহাদের নিকট অল্পপরিমিত (Oxygen) অম্লযান বায়ুই যথেষ্ট। এবং সেই কারণেই তাহারা তিন চারি মাস আহার না করিয়াও থাকিতে পারে। * প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীদিগেরও দৈহিক সন্তাপ অল্প,—সুতরাং তাঁহারাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু। এমন কি তাঁহারা সর্পজাতির ন্যায় দীর্ঘকাল পান ভোজন ও নির্ম্মলবায়ু সেবন না করিয়াও জীবিত ও বিনা উদ্বেগে গিরিবিবরে ধ্যাননিমীলিতনেত্রে থাকিতে পারেন।

ব্রাহ্মণেরা যে আয়তস্বরে প্রণবোচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের প্রাণায়ামশিক্ষার বিশেষ উপযোগী। প্রণব যদি বিহিতনিয়মে বার বার উচ্চারিত হয় ত তৎসঙ্গে কিছু না কিছু প্রাণ সংযম হইবেই হইবে। অর্থাৎ

---

* "ফণিনঃ পবনাশনাঃ।" প্রসিদ্ধি আছে যে, সর্পেরা বায়ু মাত্র ভোজন করিয়া অনেক দিন জীবিত থাকিতে পারে।

যে সময়ের মধ্যে তাঁহাদের অন্যূন তিন বার নিঃশ্বাস হইত— বিহিতক্রমে প্রণবোচ্চারণ করিলে সেই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের একটীর অধিক নিঃশ্বাস হইতে পারে না। মনঃসংযোগপূর্ব্বক প্রণবোচ্চারণ করিলে তাহা যেমন প্রাণায়ামের সাহায্যকারী হয়; তেমনি অন্যান্য উপকারও সাধিত হয়। কি উপকার হয়? তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়। মনঃসংযোগপূর্ব্বক দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট প্রণবাদি অল্পাক্ষর শব্দের উচ্চারণ যে শরীরের উপর কিরূপ কার্য্য করে? কিরূপ শক্তি বা ক্ষমতা বিস্তার করে? তাহা অতীব দুর্বোধ্য। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার যৎকিঞ্চিন্মাত্র লৌকিক ফল দেখা যায়। সে ফলটীও প্রায় সমাধির অনুরূপ অর্থাৎ সুষুপ্তি বা নিঃস্বপ্ন-নিদ্রার তুল্য। মানসিক উদ্বিগ্নতাহেতু জনিত রাত্রে যাঁহাদের শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হয় না,—তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, একমনে দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট ওঁ অথবা হ্রীঁ প্রভৃতি শব্দ এক মনে অনূন ৫০০ বার স্মরণ করিলে অত্যুত্তম তৃপ্তিজনক নিদ্রার আবির্ভাব হয় কি না। উচ্চারণকালে চিত্তকে প্রশান্তভাবে নিমগ্ন রাখিবে, অথবা কোন এক তৃপ্তিকর বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিবে। কদাচ চঞ্চল হইতে দিবে না। তাহা হইলে ক্রমে উত্তম নিদ্রার আবির্ভাব হইবে।* উত্তম নিদ্রা হইবার কারণ এই যে, স্নায়বিক উত্তেজনায় শরীর ও মন গ্লান হইলে উক্তবিধশব্দের অনুধ্যানদ্বারা স্নায়বিক উগ্রতার শান্তি হয়। এই সকল নিগূঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধানদ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, একমনে প্রণব কি অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমে স্নায়বিক উগ্রতা উপশান্ত হইয়া অবশেষে উৎকৃষ্ট নিদ্রার অনুরূপ অত্যুত্তম সমাধিও আবির্ভূত হয়। ওঁ হ্রীঁ প্রভৃতি ঈশ্বর-বোধক শব্দ ভিন্ন অন্যকোন নিরর্থক শব্দের উক্তবিধ শক্তি আছে কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; পরন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যোগিগণ যোগ সাধনকালে অনির্ব্বচনীয়শক্তিপূর্ণ ঈশ্বরবোধকশব্দ ভিন্ন অন্যকোন নিরর্থক শব্দ অবলম্বন বা উচ্চারণ করেন না। মন্ত্রজপের চরমে অত্যুত্তম সমাধি জন্মে, ইহা দেখিয়াই যোগীরা মন্ত্রজপকে যোগের অন্যতম পথ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই মন্ত্রযোগের বিষয় ও পদ্ধতি আমরা পরিশিষ্টে বর্ণন করিব।*

* "নমস্কৃত্যাঽব্যয়ং বিষ্ণুং সমাধিস্থঃ স্বপেন্নিশি।
জপন্নিষ্টমন্তুং শস্তঃ সুখসুপ্তো শতাধিকম্॥" [গর্গ]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আদিম মনুষ্যেরা নিসর্গের বা প্রকৃতির অনুকরণ করিয়াই যোগী হইতেন। সর্পাদিজাতির হৈমন্তিক জড়তা ও অনশন প্রভৃতি অনেকানেক দুষ্কর কার্য্য সকল কখন কখন মানবদিগেরও ঘটিয়া থাকে। পরন্তু অজ্ঞ লোকেরা অনবধানবশতঃ তাহার কারণ অনুধাবন করিতে পারে না। অনেক প্রাকৃত মানব কিছুমাত্র প্রকৃতিতত্ত্ব জানে না—অথচ তাহারা এরূপ অনেক কার্য্য করে—যাহার সঙ্গে যোগের কোন কোন অঙ্গের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। ভানুমতীর বাজী তাহার অন্যতম নিদর্শন। ভানুমতীর বাজীকে আমরা সমাধির অনুকরণ বলিলেও বলিতে পারি। কেন না, সেই কার্য্য দেখাইবার পূর্ব্বে তাহাকে কুম্ভক করিতে হয় ও তদ্দ্বারা আপনার বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত করিতে হয়। শরীরের মধ্যে বায়ুপুঞ্জ আবদ্ধ থাকাতে তাহার শরীর যখন নিতান্ত লঘু হইয়া পড়ে, তখন সে এক গাছী যষ্টিমাত্র অবলম্বন করিয়া শূন্যোপরি যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারে। ক্রমে তাহার অবলম্বিত যষ্টিগাছিকে ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেও, সে সাগরবক্ষে ভাসমান তরণির ও তূলরাশির ন্যায় শূন্যোপরি বায়ুসমুদ্রে ভাসিতে পারে। এইকার্য্যে পটুতা লাভ করিতে হইলে, শৈশবকালেই উহার শিক্ষারম্ভ করিতে হয়। বয়স অধিক হইলে ঐ কার্য্য অতি দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্যই ভোজবাজী ব্যবসায়ীরা আপন আপন কন্যাদিগকে উক্তবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত অতি শৈশবকালেই তাহাদিগকে প্রথমতঃ জলমগ্ন হইতে শিখায়। শিক্ষার সময় দুগ্ধ, ঘৃত, মাংসের যুস্ ও কোমল অন্নমণ্ড প্রভৃতি সুপথ্য প্রদান করে। ক্রমে জলমগ্ন থাকা যখন অভ্যস্ত হয়—যখন তাহারা অন্যূন অর্দ্ধদণ্ডকাল জলমগ্ন থাকিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করেনা,—তখন তাহাদিগকে স্থলে বালুকারাশির উপর বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট করাইয়া কুম্ভক করিতে শিখায়। কুম্ভকাভ্যাস সুদৃঢ় হইলে ক্রমে তাহার নিম্নস্থ বালুকারাশি অল্পে অল্পে (নিঃসাড়ে) সরাইয়া লয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমে তাহাদের নিরবলম্ব

* পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণেরা রোগ শোক নিবারণের জন্য যে বিবিধ শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি (মন্ত্র জপ ও চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি) করিতেন, ভাবিয়া দেখিলে, সে সকল কার্য্য অযুক্ত বা অমূলক বলিয়া বোধ হয়না। পরন্তু সে সমুদায়ই এতন্মূলক বলিয়াই প্রতীত হইবে। একমনে মন্ত্রোচ্চারণ ও মন্ত্রার্থস্মরণ করিতে করিতে যদি স্নায়বিক উগ্রতার শান্তি হয় ত তৎক্রমে স্নায়বিক পরিবর্ত্তন ও তদ্ঘটিত রোগাদি প্রশমিত না হইবে কেন?

হইয়া শূন্যোপরি যোগাসনে বসিবার শক্তি জন্মে। বাজীকরদিগের এই যৎ-সামান্য কুম্ভকাভ্যাস অপেক্ষা যোগীদিগের কুম্ভকাভ্যাস অতীব গুরুতর ও অসাধারণ ফলপ্রদ জানিবেন।

কুম্ভকাভ্যাস সুগম ও তাহার স্থিতিকাল দীর্ঘ করিবার জন্য যোগীরা জিহ্বার নিম্নত্বক্ ছিন্ন করিয়া দেন। দুই চারি দিন নবনীত মর্দ্দন করিলেই ছিন্নস্থান শুকাইয়া যায়। অনন্তর সেই ছিন্নমূল জিহ্বায় নবনীত মাখাইয়া তাহা লৌহ-আঙ্কোড়নীর দ্বারা আকর্ষণ করেন। কিছুদিন এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহাদের জিহ্বা পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও পাতলা হইয়া পড়ে; সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহারা সহজেই সর্পাদিজাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের প্রত্যাশা এই যে, জিহ্বাকে উক্তপ্রকারে বড় ও পাতলা করিতে পারিলে আমরাও ভেকাদিজাতির ন্যায় দীর্ঘকাল অনাহার ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিব। বস্তুতঃ ভেক ও সর্পাদিজাতির জিহ্বা স্বভাবতঃই দীর্ঘ, পাতলা ও সমধিক স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট। শীতনিদ্রার সময় তাহা তাহারা উৎকর্ষণ পূর্ব্বক কণ্ঠকূপে প্রবিষ্ট করতঃ সুখে ও নিরশনে কাল যাপন করে। উহা দেখিয়া যোগীরাও আপনার লম্বিতজিহ্বার অগ্রভাগদ্বারা উপজিহ্বাকে চাপিয়া শ্বাসচ্ছিদ্রের অপ্রশস্তপথ রুদ্ধ করতঃ কুম্ভকাবিষ্ট হন। পরন্তু যাঁহাদের জিহ্বা কিছু স্বভাবতঃই লম্বা ও পাতলা,—তাঁহাদের জিহ্বার মূল-ত্বক্ ছিন্ন করিতে হয় না। কিছুদিন চেষ্টা করিলেই তাঁহারা জিহ্বাকে সহজে অন্ননালীপ্রদেশে বা কণ্ঠকূপে প্রবিষ্ট করিতে পারেন। যোগিগণ বলেন যে, এতদ্বিধ উপায় অবলম্বন করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত বায়ুর বেগ ধারণ করিয়া থাকা যায়। ইহাই কুম্ভকস্থায়িত্বের বিশেষসহায় এবং যোগশাস্ত্রে ইহারই অন্য নাম খেচরী মুদ্রা। *

যোগীরা আরও বলেন যে, চতুর্বিংশতি বৎসর এতদ্রূপ কুম্ভকাভ্যাস করিতে পারিলে শরীরের সমস্ত শোণিত পয়োবৎশুভ্ররসে পরিণত হয়। তখন আর তাহার দেহে মানবীয় উপাদান থাকে না। তৎপরিবর্ত্তে কোন এক অনির্ব্বচনীয় অভিনব উপাদান আবির্ভূত হয়। সেইজন্যই তাঁহাদের

* "ছেদন চালন দোহৈ র্জিহ্বাং সম্বর্দ্ধয়েত্তাবৎ।
যাবদিয়ং ভ্রূ মধ্যং স্পৃশতি ভবতি তদা খেচরী সিদ্ধিঃ

মানবোচিত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, সুখ, দুঃখ, কিছুরই অনুভব থাকে না। এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, মঙ্কনক নামা জনৈক ঋষি যোগচর্য্যায় রত ছিলেন। এক দিন কুশধারে তাঁহার অঙ্গুলি কর্ত্তিত হওয়ার পর, কর্ত্তিতস্থান হইতে শাক রস নিঃসৃত হইল। তদ্দর্শনে তিনি হর্ষে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তাঁহার বিস্ময়ভঙ্গের জন্য পরমযোগী সদাশিব তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি আপনার অঙ্গুলি ছিন্ন করিয়া ছিন্নস্থান হইতে শুভ্র ভস্মাকার রস নির্গত করিয়া দেখাইলেন। শরীরের শোণিত দুগ্ধবর্ণ হইয়া গেলেও মানুষ বাঁচে, এ কথা আজ্ কাল বলিবার যোগ্য না হইলেও বলিলাম। যোগীদিগের লেখা দেখিয়াই বলিলাম। আরও দুই চারিটী অবসরোচিত কথা বলিব, বিরক্ত হইবেন না।

শ্বাসপ্রশ্বাসের অল্পাধিক্য শরীরের উপর যে কত কার্য্য করে, কত ক্ষমতা বিস্তার করে, এক জন বিলাতী ডাক্তারের চিকিৎসা বৃত্তান্ত শুনিলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ মর্ম্ম বোধগম্য হইতে পারে। ইয়ুরোপবাসী জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার, শস্ত্রচিকিৎসাকালে তিনি রোগীকে ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি চৈতন্য-হারক ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া, অন্য একটী নূতন উপায় অবলম্বন করিতে বলেন। অর্থাৎ রোগীকে তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস তুলিতে ও ফেলিতে বলেন। আরও বলেন, যেন প্রতি মিনিটে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা এক শতের (১০০) ন্যূন না হয়। রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়িত হইলে চিকিৎসক তাহার মুখ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দেন, এবং নিকটে কোনপ্রকার বিকট শব্দ কি অন্যকোন উপদ্রব হইতে দেন না। ৭। ৮ মিনিট অতীত হইতে না হইতেই ঐ প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাহার স্নায়বিক উত্তেজনা উপশান্ত ও চৈতন্যলোপ হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চৈতন্যহরণ করা কিছু সুসাধ্য। রোগী অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বে আপনার মস্তক কিছু ভার বোধ করে এবং তাহার মুখশ্রী কিছু রক্তিম হয়। ইহার অল্পকাল পরেই তাহার মুখ মলিন, বিবর্ণ ও তাহার হৃৎস্পন্দন মৃদু হইয়া আইসে। ডাক্তার হিউসন্ বলেন যে, এই প্রক্রিয়ার দ্বারা চৈতন্য হরণ করিলে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই।

মনুষ্য যে উক্ত প্রক্রিয়ায় হতচেতন হয় কেন? তাহা বুঝিবার জন্য অনেক সুযুক্তি আছে। তাহার স্থূল স্থূল দুই একটী যুক্তির উল্লেখ করিলেই বোধ হয় পাঠকবর্গের কুতূহল নির্বাপিত হইতে পারিবে। প্রথম যুক্তি এই যে, উপর্য্যুপরি ঘন ঘন শ্বাস টানিতে থাকিলে, রক্তের অম্লযান স্বল্প হইয়া পড়ে। সুতরাং ক্ষারযানের আধিক্য হইয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলকে ক্রমে বিষাক্ত করিয়া তুলে। সুতরাং তাহার মস্তিষ্কও বিষক্রিয়ায় অভিভূত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। এই যুক্তিটী ডাক্তার হিণ্টসনের সম্মত। ডাক্তার বন্ উইল্ও "ক্ষারযানের আধিক্যই চৈতন্যলোপের কারণ" বলিয়া উক্ত মতের পোষকতা করেন। কিন্তু এতদপেক্ষা, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসনির্ব্বাহ হওয়ায় তাহার মস্তিষ্কগত কৈশিকশিরাসমূহ রুধিরস্রোতে উপপ্লুত হইয়া উঠে, তন্নিবন্ধনই তাহার চৈতন্যলোপ হয়, এই মতটি বোধ হয় অধিক সঙ্গত। ইচ্ছাপূর্ব্বক বা প্রযত্নসহকারে শ্বাসপ্রশ্বাস উত্থাপিত করিতে চিত্তের যে একাগ্রতা লাগে,—সেই একাগ্রতা যে নিদ্রা তুল্য সমাধির বা সংজ্ঞাবিষ্টত্বের কারণ নহে, এরূপ বলাও যায় না। যাহাই হউক, শ্বাসরোধের সহায়তায় যে কত শত অলৌকিক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হয়—তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শ্বাসরোধের সহায়তায় বাজীকরেরা অন্য একটী অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে, এস্থলে তাহাও বলা যাইতেছে। এক খানি চতুষ্কোণ দীর্ঘ বস্ত্রের চারিটী কোণ, চারিদিক্ হইতে চারিজনে ধরিয়া রাখে। বাজীকর শ্বাসরোধপূর্ব্বক অনায়াসেই তাহার উপর দিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে দৌড়িয়া যায়। বস্ত্রে কিছুমাত্র ভার লাগে না। এমন কি, বস্ত্রে তাহার পদস্পর্শ হইল কি না তাহাও বোধগম্য করা যায় না। অনেকেই গল্প করেন যে, অমুকস্থানে এক যোগী আসিয়াছিল, সে খড়ম ও জুতা পায় দিয়া জলের উপর চলিয়া গিয়াছিল। যাঁহারা বাজীকরদিগের বস্ত্র পার হওয়া দেখিয়াছেন—তাঁহারা উক্ত জনরবকে কদাচ গল্প বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন না। কারণ, যে কৌশলে বস্ত্রের উপরে দৌড়িতে পারা যায়, সেই কৌশলেই জলের উপর দৌড়িতে পারা যায়।

প্রাণায়ামপ্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত অনেক কথাই বলা হইল। তাহাতে স্থির হইল যে, অভ্যাসই বলবান্ পদার্থ। অভ্যাস করিলে সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই নাই। অভ্যাস করিলে স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অত্যধিককাল রুদ্ধশ্বাসে থাকা

যায় ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াও থাকা যায়। তাহার দেহ তৎকালে এত লঘু হয় যে, নিষ্পিঞ্জিততূলরাশির ন্যায় শূন্যোপরি ভাসমান হইতে পারে। এ কথায় হয় ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, বায়ুই জীবের জীবন,—যাহা ছাড়া হইয়া জীব ক্ষণার্দ্ধও জীবিত থাকিতে পারে না,—প্রাণধারণের প্রধান উপকরণ তাদৃশ বায়ু অবরুদ্ধ থাকিবে,—অথচ সে মরিবে না,—ইহা কিরূপ কথা? এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের সুসাধ্য নহে। রাশি রাশি শারীর-শাস্ত্র সংগ্রহ করিলেও, উক্তপ্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারা যায় কি না সন্দেহ। যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

শ্বাসরোধপূর্ব্বক বহুদিন অনশনে থাকিলেও যোগীর যে প্রাণক্ষয় হয় না,—তদ্বিষয়ে অনেক কারণ আছে। সে সকল কারণ আমরা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। পরন্তু এ বিষয়ের দুই একটী নিদর্শন পাইলে বুদ্ধিমান্ পাঠক হয়ত উহার কার্য্যকারণভাব উহ্য করিয়া লইতে পারিবেন। সুদীর্ঘকাল অনাহার থাকিলেও যে শরীরবিনাশ হয় না,—তাহা দীর্ঘনিদ্রা, স্বল্পাহার ও প্রগাঢ় চিন্তা,—এই তিনটী বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন তথ্য অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ তিন ব্যাপার যে শরীরের উপর কি কি অদ্ভুত কার্য্য করে, তাহা বুঝিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।

দীর্ঘনিদ্রা।—এরূপ শুনা গিয়াছে যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন মানুষ হঠাৎ এরূপ নিদ্রালুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের কেহ এক মাস, কেহ বা ততোধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিত। তাহাদের সেই দীর্ঘনিদ্রারূপ রোগের কারণনির্ণয় ও জাগ্রদবস্থা (চৈতন্য) আনয়নের নিমিত্ত অনেক সুবিজ্ঞ ডাক্তারের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাদৃশ নিদ্রারোগের স্থল নির্দ্দেশার্থ আমরা রামায়ণ-বিখ্যাত কুম্ভকর্ণের উল্লেখ না করিয়া, কালের ঔচিত্য অনুসারে আমরা একজন ইয়ুরোপীয় লোকের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, "টিস্বরি"-নামক স্থানে "বিল্টন্"-নামক জনৈক শ্রমজীবী মনুষ্য অবিচ্ছেদে মাসাধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিত। তাহার এরূপ অভ্যাস হইয়াছিল যে, সে আপনার তাদৃশ দীর্ঘনিদ্রার মধ্যে জলবিন্দুও পান করিত না। অথচ তাহার শরীরের স্থূলতা ও লাবণ্যাদি সমস্তই যথা-যোগ্য ও অব্যাহত ছিল। ইংরাজদিগের লেখনীমুখে আমরা এরূপ—অনেক-

দীর্ঘনিদ্রার বা' নিদ্রারোগের সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু কোনও নিদ্রিতকে কখন অনাহারে কৃশ হইতে শুনি নাই। বস্তুতঃ প্রগাঢ়-নিদ্রার প্রভাব (অজ্ঞাত শক্তি) যে, শরীরের উপর কি কি কার্য্য করে ও কি কি কার্য্য করে না,—তাহা কে বলিতে পারে। মোটামোটী আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, যে কারণে দীর্ঘনিদ্রাকালে ক্ষুদ্বোধ থাকে না, যোগীর সমাধি-কালেও হয়ত সেই কারণেই ক্ষুদ্বাধা বিনিবৃত্ত থাকে। অতএব, যোগীর সমাধি আর নিদ্রারোগীর প্রগাঢ়নিদ্রা প্রায় তুল্যকার্য্যকারী।

প্রগাঢ় চিন্তা।—ইনি একজন ক্ষুধামান্দ্যের মহাগুরু। যাঁহারা সদা সর্ব্বদা চিন্তারত থাকেন—তাঁহারা অধিক ভোজন করিতে পারেন না। করিলেও তাহা তাঁহাদের পরিপাক হয় না। দেহকে কৃশ ও নিস্তেজ করিতে এমন আর কেহই নাই। সত্য বটে, " চিন্তাজ্বরোমনুষ্যাণাম্ "।—চিন্তার-দ্বারাই মনুষ্য জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। সত্য বটে, চিন্তার প্রভাবেই মনুষ্য ক্ষুদ্বোধে বঞ্চিত থাকে। তজ্জন্য তাহারা রুগ্ন ভুগ্ন ও কৃশ হয়। পরন্তু এতৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিচার্য্য আছে। সকল চিন্তা ও সকল চিন্তার ফলাফল সমান নহে। উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক চিন্তা হইলে তাহা শরীরের নাশক হয়, সরস চিন্তায় শরীরের নাশ হয় না। অথচ তাহা ক্ষুদ্বোধের নিবারক হয়। একজন বৃদ্ধ বৈদ্য (চরক) শরীরপুষ্টিসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—

"অচিন্তনাচ্চ কার্য্যাণাং ধ্রুবং সন্তর্পণেন চ।
স্বপ্নপ্রসঙ্গাচ্চ নরোবরাহ ইব পুষ্যতি॥"

মনুষ্যের যদি কার্য্য চিন্তা (উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক আধ্যান) না থাকে, ইন্দ্রিয়গুলি যদি পরিতৃপ্ত থাকে, তৎসঙ্গে যদি সুনিদ্রা থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ মনুষ্য বরাহের ন্যায় স্থূল বা পরিপুষ্ট হয়। অতএব, কার্য্যচিন্তাই শরীরের নাশক। অকর্ম্মাপুরুষের যে আত্মচিন্তা অথবা সুখবিশেষের অনুধ্যান থাকে,—তাহা তাহার শরীরের পোষক ভিন্ন নাশক নহে। কেননা কার্য্যচিন্তাই চিন্তা, আত্ম-চিন্তা চিন্তা নহে। যেমন "অকামো-বিষ্ণুকামোবা" ঈশ্বরপ্রীতিকামনা কামনা-মধ্যে গণ্য নহে, তদ্রূপ আত্মানুধ্যানরূপ চিন্তাও চিন্তা বলিয়া গণ্য নহে। সেই জন্যই লোকে কার্য্যচিন্তাবর্জ্জিত ব্যক্তি দেখিলে তাহাকে নিশ্চিন্ত পুরুষ

বলিয়া উল্লেখ করে। এ সম্বন্ধে অন্য এক সিদ্ধান্ত কথা এই যে, কার্য্যচিন্তাই হউক, ঈশ্বরার্পিতচিত্তরূপ চিন্তাই হউক, আর সুখবিশেষের অনুধ্যানই হউক, ধ্যান বা চিন্তা মাত্রেই ক্ষুধানাশক। মনুষ্য যখন কার্য্যচিন্তায় রত থাকে, অথবা কোন অনির্ব্বচনীয়সুখে নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাদের ক্ষুদ্বোধ থাকে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ কথা। পরন্তু তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, কার্য্যচিন্তায় চিত্তের ও দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়, কিন্তু পরমাত্ম-চিন্তায় ও সুখবিশেষের চিন্তায় তাহা হয় না। চিত্ত যদি তৃপ্তিরসে পরিপূর্ণ থাকে ত তদবস্থায় শরীরও ক্ষয়োদয়রহিত থাকে। এ কথা বোধ হয় কোনও ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যোগীর সমাধিতেও বোধ হয় কোন অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস প্রবাহিত থাকে, সেই জন্যই তাঁহারা অনাহার করিয়াও কৃশ হন না, অথচ জীবিত থাকেন।

দীর্ঘচিন্তার দ্বারা ক্ষুদ্বাধা নিবৃত্ত হয়,—এতৎপ্রসঙ্গে এস্থলে আরও একটী গুরুতর কথা বলিতে হইল। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি যৎসামান্য চিন্তা (ধ্যান) উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তৎসঙ্গে তাহার শরীরও পরিবর্ত্তিত হয়। অঙ্গচেষ্টা সকল শিথিল, অবয়ব কৃশ ও বিবর্ণ, দৃষ্টি স্থির ও বৈলক্ষণ্যযুক্ত হয়। চিত্তও তখন অপেক্ষাকৃত তন্ময় হইয়া পড়ে। শরীর যখন সামান্যচিন্তার বলে উক্তবিধ পরিণামের অধীন হইয়া পড়ে, তখন যে, সে উৎকট চিন্তার বলে কোনরূপ উৎকট পরিণামের অধীন হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। উৎকটচিন্তা বা প্রগাঢ়ধ্যান সমভাবে ও সমবলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে যে শরীরের কি কি পরিবর্ত্তন হয় ও হয় না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাধ্য। ঈদৃশস্থলে মনস্তত্ত্ববিৎ বা প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ যোগীরা বলেন যে, ধ্যান যদি অচ্ছিদ্র বা অনন্তরিতরূপে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়,—চিত্ত যদি ধ্যেয়-সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে,—তাহা হইলে তাহার শরীরও ক্রমে, হয় তদাকার (ধ্যেয়বস্তুর আকার) প্রাপ্ত হইবে, না হয় অন্য কোন আকারে পরিণত হইবে। এই সিদ্ধান্তটী উত্তমরূপ হৃদ্গম্য করাইবার নিমিত্ত তাঁহারা তৈলপায়িকা-নামক পতঙ্গের ভয়জনিত ধ্যানের প্রভাব বর্ণন করিয়া থাকেন। তৈলপায়িকা (আর্শুল্লা বা তেলাপোকা) কাঁচ পোকাকে (কুমুরুকে পোকাকে) অত্যন্ত ভয় করে।

কাঁচপোকা যদি তেলাপোকাকে একবার স্পর্শ করে, তাহা হইলে আর তাহার অব্যাহতি নাই। সে ভয়ে এমন অভিভূত হয় যে, সে মরিয়াছে কি জীবন্ত আছে, তাহা জানা যায় না। ক্রমে ৮।১০ দিনের মধ্যে তাহার শরীরভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রায় সেই কাঁচপোকার আকার হইয়া যায়। কাঁচপোকার আকার হয় কেন ? না কাঁচপোকার স্পর্শাবধি নিরন্তরই তাহার চিত্ত ভয়ে উচ্ছিন্ন ও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল,—তন্ময় অর্থাৎ কাঁচ-পোকার আকারে পরিণত হইতেছিল;—সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সেই ভয়জনিত ধ্যানের প্রভাবেই তাহার চিত্ত তন্ময় হইয়া যাওয়ায় তৎক্রমে তাহার শরীরও কাঁচপোকার আকারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। *

* তেলাপোকা কাঁচপোকা হয়, একথা শুনিয়া হয় ত অনেক পাঠক হাস্য করিবেন। তাঁহাদের সেই চাপল্যপ্রভব হাস্য নিবারণ করাইবার জন্য আমরা একটী ইংরাজী ইতিবৃত্ত উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। ইতিহাসটী ১২৯০ সালের বৈশাখমাসের 'প্রবাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"জীবন্ত পাথরের মানুষ।—প্রাণিগণের অস্থি কালে প্রস্তরীভূত হয়। ভূগর্ভে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সজীব মনুষ্যের অস্থিসমূহও প্রস্তরীভূত হয়, একথা অতি বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। ডব্‌লিন্ নগরের কৌতুকাগারে (মিউজিয়মে) এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের প্রমাণ আছে। কর্ক-নামক নগরবাসী ক্লার্ক-নামক এক ব্যক্তি সজীব অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই অবস্থায় সে বহুদিন জীবিত ছিল। যাহারা ক্লার্ককে জানিত তাহারা সকলেই বলিয়াছে যে, এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে ক্লার্ককে সকলে ক্ষিপ্রকারী ও বলশালী ব্যক্তি বলিয়া জানিত। একরাত্রে ঘোরতর সুরাপানাদি অত্যাচারের পর ক্লার্ক মাঠে পড়িয়াছিল। উত্থানকালে ক্লার্ক বুঝিতে পারিল, তাহার শরীর কেমন অবশ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ক্রমে ক্লার্কের চক্ষু, চর্ম্ম ও অন্ত্রাদি ব্যতীত সকলই প্রস্তরভাবাপন্ন হইয়া গেল। সাহায্য বিনা আর বসিতে উঠিতে পারিত না; এবং পরিশেষে দেহ আর কোন দিগে নত করিতেও পারিত না। দাঁড় করাইয়া দিলে ক্লার্ক দাঁড়াইতে পারিত কিন্তু নড়িবার চেষ্টা করাও তাহার সাধ্যা-তীত হইয়াছিল। তাহার দুই পাটী দাঁত জোড়া লাগিয়া একখান হইয়া গিয়াছিল। তরল খাদ্য তাহার উদরে চালাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে দাঁত ভাঙ্গিয়া ফাঁক করা হইয়া-ছিল। তাহার রসনা স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়াছিল এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে সে আর চক্ষেও দেখিতে পাইত না। ডবলীনের কৌতুকাগারে ক্লার্কের প্রস্তরীভূত দেহ সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন গ্রীসের দেবতত্ত্বমধ্যে এতাদৃশ কাহিনী এক আধটা শুনা যায়। আমাদের দেশে গৌতমপত্নী অহল্যা বহুকাল পাষাণী হইয়াছিল।" (পাষাণভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই ইহাদের কোন উৎকট মনোবিকার বা চিন্তাবেগ উপস্থিত হইয়াছিল; তাহা-রই প্রভাবে তাহাদের মানবীয় উপাদান নষ্ট (ডিকম্পোজ) হইয়া গিয়া নূতন এক প্রকার গঠন উপস্থিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।)

ভয়জনিত-ধ্যানের স্থায় কামজনিত, দ্বেষজনিত এবং স্নেহ বা প্রীতিজনিত ধ্যানও হয়। সেই সেই ধ্যানে চিত্তও তন্ময় হয় এবং তন্ময়তানিবন্ধন তাহাদের দেহও অন্যথা হইয়া যায়। ভয়, কাম, দ্বেষ ও স্নেহ প্রভৃতি যদি ঈশ্বরের প্রতি উৎকট বা প্রগাঢ় হইয়া পড়ে,—তাহা হইলে সে মোক্ষপদ পাইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই ভাগবত-পুরাণে কামভাবে গোপীগণের, ভয়ে কংসের, দ্বেষ হেতুক শিশুপাল প্রভৃতির মোক্ষ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে।*

যোগীরা আরও এক অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন, তাহাও এস্থলে ব্যক্ত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক মনুষ্যের দৃশ্যমান ভৌতিক চক্ষু ছাড়া অন্য একটী তৃতীয় চক্ষু আছে। যাবৎ না সেই তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তাবৎ তাহা থাকা না থাকা তুল্য। সেই জন্যই যোগীরা তাহাকে যোগানুষ্ঠান-দ্বারা উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করেন। দৃশ্যমান চক্ষুর দ্বারা কেবল কতকগুলি স্থবিষ্ঠ বাহ্যবস্তু দেখা যায়, সূক্ষ্ম বা কোন আভ্যন্তরীণ বস্তু দেখা যায় না। পরন্তু সেই প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত বস্তুই জ্ঞাত হওয়া যায়। তাদৃশ তৃতীয় চক্ষুর শাস্ত্রীয় নাম দিব্যচক্ষু, আর্ষবিজ্ঞান, জ্ঞান চক্ষু, ইত্যাদি। সেই চিত্তময় বা জ্ঞানময় তৃতীয়চক্ষুর গোলোক অর্থাৎ আশ্রয়স্থান ভ্রূসন্ধির উপরিস্থ ললাটভাগের অভ্যন্তর। ললাটাভ্যন্তরে তদ্বিধ তৃতীয় চক্ষু আছে, ইহা জানাইবার জন্যই আমাদের পরমযোগী সদাশিব ত্রিনেত্র এবং শিবানীও ত্রিনেত্রা। যোগী হইলেই সেই তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইবে, নচেৎ হইবে না, ইহা জানাইবার জন্যই আমরা মহাযোগী শিবের ললাটে অন্য একটী জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অঙ্কিত করি। তাঁহার বাহ্যচক্ষুর্দ্বয় অর্থাৎ নীচের দুই চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত কেন? তাহাও বলিতেছি। তাঁহার আঁখি ধুস্তূরপানে ঢুলু ঢুলু নহে। তৃতীয় চক্ষু সর্ব্বক্ষণ বিকসিত থাকায় তাঁহার দিদৃক্ষাবৃত্তি (দর্শনেচ্ছা) আর নিম্নচক্ষে আইসে না। প্রত্যুত নিম্নচক্ষুর সমুদায় শক্তি তাঁহার সেই ঊর্দ্ধচক্ষেই যাইতেছে। সেই জন্যই তাঁহার নিম্নচক্ষু নিষ্ক্রিয়ের স্থায় অর্দ্ধ নিমীলিত ও ঢুলু ঢুলু হইয়াই থাকে। তুমিও যদি ধ্যানী হও, জ্ঞানী হও,

* "কামাৎ গোপ্যোভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়োযূয়ং স্নেহাদ্ভক্ত্যা বয়ং বিভো!" (ভাগবত)

তোমারও যদি তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয় ত তোমারও দৃশ্যমান চক্ষুর্দ্বয় ক্রমে অর্দ্ধনিমীলিত ও ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিবে।

দৃশ্যমান স্থূল চক্ষুর দ্বারা দেখা, আর অদৃশ্যমান তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা দেখা, তুল্যপ্রণালীক নহে। অত্যন্ত প্রভেদ আছে। যেরূপ ক্রমে বা যেরূপ প্রণালীতে তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা বস্তু দর্শন করেন—তাহা তাঁহাদের মৌখিক সংবাদে জানা যায়। সেই সংবাদটী কিরূপ? তাহা শুন।

যোগীরা বলেন যে, আমরা যখন তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করিবার ইচ্ছা করি, চর্ম্মচক্ষুর অগ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা প্রথমতঃ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করতঃ সমুদায় দিদৃক্ষাবৃত্তি পুঞ্জীকৃত করিয়া ললাটাভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করি। তদ্বলে চিত্ত তখন একতান হয় এবং ভৌতিক-চক্ষুর সমুদায় শক্তি তখন সেই একাগ্রীকৃতচিত্তে গিয়া আবিষ্ট হয়। অর্থাৎ আমরা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ভৌতিক-চক্ষুর ও অন্যান্য ভৌতিক-ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমূহ আকর্ষণ করিয়া তৎসমুদায়কে পুঞ্জীকৃত, কেন্দ্রীকৃত, বা একমুখ করিয়া তাহা চিত্তের উপর প্রয়োগ করি। এই কার্য্য করিবামাত্র আমাদের চিত্তস্থান অর্থাৎ ললাটাভ্যন্তর যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। অর্থাৎ তথায় এক প্রকার আশ্চর্য্য আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। সেই আলোকে আমরা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বা দিদৃক্ষিতবস্তু সকল অবাধে দেখিতে পাই। পৃথিবীর প্রান্তস্থিত বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের সেই প্রান্তস্থানে যাইতে হয় না। তাহা আমরা এই ললাটমধ্যেই দেখিতে পাই। ঈপ্সিত বস্তু দেখিবার জন্য আমাদের কোন ভৌতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না। সেই জ্যোতির্ম্ময়, আলোকময় বা প্রজ্ঞানময় তৃতীয়-চক্ষুর দ্বারা আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (যাহার মধ্যে ব্যবধান আছে), বিপ্রকৃষ্ট (বহু দূরস্থ), সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই।

এতাদৃশ তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ যোগসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, বিবিধ অলৌকিক আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা অনুভূত হইতে থাকে। বিবিধ অমানুষ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশে কখন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, কখন দেবানুচরদিগের ছায়া, কখন ইষ্টদেবতার

প্রতিমূর্ত্তি, কথন দিব্যগন্ধ, কথন বা দিব্যবাণী (দৈববাণী), কথন বা দিব্য নিনাদ উত্থিত হয়। দেহাভ্যন্তরে কথন ঘণ্টানিনাদ, কথন বেণুবীণাদির শব্দ, হৃদয়ে কথন ইষ্টদেবতার বা উপাস্য দেবতার উদয়, ইত্যাদি বহু অলৌকিক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত হইতে থাকে। সে সকল ব্যাপার সত্য? কি ভক্তির ছলনা? তাহা আমরা জানি না। এতৎসম্বন্ধে সার উপদেশ এই যে, যখন দেখিবে যে, উক্ত প্রকার অলৌকিক বা অমানুষ কাণ্ড সকল প্রত্যক্ষ হইতেছে; তখন জানিবে যে, তোমার সিদ্ধি অদূরে। সুতরাং সেই সকল অমানুষ বা অলৌকিক আশ্চর্য্য দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া ভীত হওনা। মুগ্ধও হইও না। সে সকল ঘটনাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বা জাগ্রৎভ্রম মনে করিও না। বায়ুরোগ বা মস্তিষ্কবিকার বিবেচনা করিও না। বরং দৃঢ়তাসহকারে সমধিক উৎসাহী, সমধিক আনন্দিত ও যোগবলের প্রতি সমধিক বিশ্বস্ত হইও। তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার তৃতীয় চক্ষু বিকসিত হইবে, শীঘ্রই তোমার অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হইবে।

যোগীদিগের এই কথা এই উপদেশ কতদূর সত্য তাহা আমরা জানি না। যাঁহারা কোন সূক্ষ্ম বস্তুর ধ্যান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা কোন দুরূহ সাধনার্থ সদাসর্ব্বদা ধ্যানরত থাকেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন পরীক্ষা করিয়া বা অনুভব করিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের সেই সেই চিন্তার ফললাভকালে কোনরূপ আলোকোদয় অনুভূত হয় কি না। আমাদের বিবেচনা হয় যে, তাঁহাদেরও ললাটাভ্যন্তরে যৎকিঞ্চিৎ আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। লৌকিক-পুরুষের লৌকিক-বস্তু-ধ্যানের ফললাভকালেও ললাটাভ্যন্তর যে কিছু না কিছু প্রদীপ্ত হয়, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

প্রসঙ্গাগত কথায় উন্মত্ত হইয়া আমরা অনেক দূর আসিয়াছি সত্য; পরন্তু উদ্দেশ্য হারা হই নাই। অতএব এক্ষণে স্বল্পাহারসম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিব, অবশেষে পূর্ব্বগৃহীত পথে গমন করিব।

স্বল্পাহার।—মনুষ্যের দৈনন্দিন শ্রমাদির দ্বারা যে দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়—দৈনন্দিন আহারাদির দ্বারা তাহা আবার পরিপূরিত হয়। যাহাদের শ্রমাদি অল্প—তাহারা অল্পভোজী। আর যাহারা বহুপরিশ্রমী—তাহারা বহুভোজী। এক জন কৃষকের আহারের সহিত একজন শ্রমবিমুখ ভদ্র-

লোকের আহার তুলিত করিয়া দেখিলেই উক্তসিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হইতে পারে। অতএব শ্রমাদির অল্পতাই যখন স্বল্পক্ষয় ও স্বল্পাহারের কারণ, তখন ভাবিয়া দেখ, যোগীর দৈহিক ক্ষয়ের ও তৎপূরণার্থ আহারের কি পরিমাণ কারণ সন্নিহিত আছে। প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহারা নিশ্চলভাবে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় উপবিষ্ট থাকেন। সর্ব্বদাই তাঁহাদের অভ্যন্তর সাত্ত্বিক আনন্দে পূর্ণ থাকে। সুতরাং তাঁহাদের দৈহিকক্রিয়াও উপশান্ত বা স্তম্ভিত থাকে। এরূপ স্থলে তাঁহাদের অনাহারজনিত দৈহিকক্ষয়ের সম্ভাবনা কি? প্রথম প্রথম তাঁহাদের অল্পমাত্র ভোজনের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু যখন তাঁহাদের সমস্ত দৈহিকক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে উপশান্ত বা স্তম্ভিত হয়, তখন আর তাঁহাদের আহারের প্রয়োজন হয় না। শরীর নিশ্চল, চিত্ত আনন্দপূর্ণ ও রসবাহী থাকায় তাঁহাদের দৈহিক-ক্ষয় হয় না, সুতরাং তৎপূরণার্থ আহারেরও প্রয়োজন হয় না। এমন কি, সে অবস্থায় তাঁহাদের শ্বাসরোধজনিত মৃত্যুও হয় না।

শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা দেহের অশেষ উপকার সাধিত হয় বটে, শ্বাস প্রশ্বাস এই মলময়দেহের মার্জনীস্বরূপ বটে,—দেহের যে কিছু মালিন্য—যে কিছু বিকৃতি—যে কিছু দূষিতপদার্থ—সমস্তই উহার দ্বারা নিরাকৃত ও শোধিত হয় বটে;—পরন্ত যে স্থলে শ্রমাদির অল্পতাহেতু আহারাদির স্বল্পতা থাকে—সে স্থলে সেরূপ দেহে অধিকপরিমাণে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় না। যে যৎকিঞ্চিৎ হয়—তাহার সংশোধনজন্য অল্পমাত্র উপকরণ থাকিলেই যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ দিনান্তে দুই একবার মাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন হইলেই তাহার সংশোধন হইতে পারে। শারীরিক ক্রিয়ার বিরামজন্য সমাহিতযোগীর দেহে যে যৎকিঞ্চিৎ দুষ্ট পদার্থ জন্মে, শ্বাসরোধহেতু তাহা তাঁহার দেহেই থাকিয়া যায়। সেই আবদ্ধ ও ক্রমসঞ্চিত দুষিত বস্তুর এমন কোন অজ্ঞাত শক্তি থাকিতে পারে—যদ্দারা তাঁহার চৈতন্যহরণ অথচ জীবিত থাকা অসম্ভব হয় না। শরীরের দূষিত পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া না গেলে শরীরে ও তৎসংসৃষ্ট চিত্তে যে বিবিধ বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়,—বোধ হয় তাহা কেহই অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

প্রসঙ্গক্রমে ক্ষুধা কি? তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কেন না, ক্ষুধার প্রকৃততথ্য ও যথোচিত স্বভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে,

বোধ হয়, যোগিগণের অনশন-জীবনের প্রতি বিশ্বাস হইলেও হইতে পারে। ক্ষুধা কি? উহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? উহার উপাদানই বা কি? এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর দেওয়া সুকঠিন। তথাপি আমরা এতৎ-সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন, ক্ষুধা এক প্রকার স্পৃহা বা ইচ্ছোদ্রেক মাত্র। সেই উদ্রেকের দ্বারা আমরা শরীরের ক্ষতিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারি। শ্বাস প্রশ্বাস ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চলনাদি-জনিত দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হইলে তাহা আমরা ক্ষুধার দ্বারাই জানিতে পারি। সেই সময় যদি আমরা শরীরে খাদ্যপ্রয়োগ না করি, সেই উদ্রিক্ত স্পৃহাকে অর্থাৎ বুভুক্ষাকে যদি আমরা খাদ্য প্রয়োগ দ্বারা বিনিবৃত্ত না করি, তাহা হইলে সেই ক্ষুধা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে যাতনা প্রদান করে, অবশেষে প্রাণবায়ুকেও এই দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া দেয়।

এই সিদ্ধান্ত যে কত দূর সঙ্গত? কত দূর যুক্তিযুক্ত? তাহা আমরা উত্তমরূপ বুঝিতে পারি না। কেননা তামাক, অহিফেণ ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য—যাহাতে কিছুমাত্র শরীর-পোষক বস্তু নাই,—সেই সকল দ্রব্যের দ্বারাও আমরা অনেক সময়ে ক্ষুদ্বাধা নিবারিত করিতে দেখিয়াছি।

খাদ্যের অভাব হইলেই ক্ষুধা জন্মে। ইহা দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন যে, খাদ্যের অভাবই ক্ষুধার উপাদান কারণ। এসম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন, ক্ষুধার সময় জঠর শূন্য ও তাহার উভয় পার্শ্বের ত্বক্ আকুঞ্চিত ও পরস্পর ঘর্ষিত হইতে থাকে। সেই ঘর্ষণই ক্ষুদ্-যাতনা। এ মত কতদূর সত্য? তাহা দুই চারি প্রমাণের দ্বারাই নির্ণীত হয়। ১ম,—ক্ষুধা অনুভব হইবার অনেক পূর্ব্বেই জঠর শূন্য হয় অথচ তখন ক্ষুদ্-যাতনা অনুভূত হয় না। ২য়,—অনেক রোগীকে অনেক সময়ে মাসাধিক কাল শূন্যজঠরে থাকিতে দেখা গিয়াছে অথচ তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুদ্বাধা অনুভব করে নাই। অনেক উন্মাদ দীর্ঘকাল অনাহারে থাকে অথচ তাহারা কিছুমাত্র কাতর হয় না। ৩য়,—অনেক শোকাভিভূত লোকের ক্ষুধা থাকে না, প্রত্যুত তাহারা ভোজনকে অতি দুষ্কর জ্ঞান করে। *

* নদীয়া জেলার অন্তর্গত "দামুর হুদো" নামক গ্রামে একটি স্ত্রীলোক ছিল। সে কিছু

ক্ষুধা সম্বন্ধে অন্য এক প্রবাদও আছে। যে সকল ঔদর্য্য-রসে ভুক্ত-দ্রব্যের পরিপাক হয়, বৈদ্যেরা যাহাকে জাঠরাগ্নি বলেন, সেই রস খাদ্যের অভাবে জঠরত্বক্ জীর্ণ করিতে থাকে। তদ্রূপ প্রকারে জঠরত্বক্ জীর্ণ হওয়া আর ক্ষুদ্যোতনা অনুভূত হওয়া তুল্য কথা। এ প্রবাদ সুসঙ্গত হইত—জঠরে যদি ঐ রস সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা নির্ণীত হইত। ডাক্তারেরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ রস জঠরে প্রস্তুত থাকে না। খাদ্য নিক্ষিপ্ত হইলে পর তাহারই উত্তেজনায় উহা উৎপাদিত ও নিঃসারিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ রস আদৌ নিঃসৃত হয় না। স্তনে দুগ্ধসঞ্চয় হইলে তাহার বিস্তারস্থলে যেমন প্রথম হর্ষজনক চেতনা,—অবশেষে তাহাতে বেদনাবিশেষ অনুভূত হয়, সেইরূপ, পাচক রস জঠরকোষে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখদায়ক হয়, পশ্চাৎ তাহা আবদ্ধ হওয়ায় বেদনাদায়ক হয়। একথা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা বুঝা যায় না। পাচক-রস যে স্তন্যপদার্থের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া আপন আপন কোষে আবদ্ধ হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, অত্যন্ত ক্ষুধার সময় খাদ্য দ্রব্য পিচকারীর দ্বারা নাভিমধ্যে প্রপূরিত করিয়া দিলেও ক্ষুধার শান্তি হয়। ক্ষুধাসম্বন্ধে অপর এক মত আছে—তাহার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝি না। ক্ষুধা একপ্রকার চেতনা। উহা সর্ব্বশরীর ব্যাপিনী হইলেও তাহার গোলক অর্থাৎ প্রকাশস্থান জঠর। শ্রান্তির দ্বারা সমস্ত শরীর অলস হইলে যেমন চক্ষুতে

মাত্র পান ভোজন করিত না। অথচ তাহার শরীর সুস্থ ও লাবণ্যযুক্ত ছিল। অনেক নীলকর সাহেব্ ও অনেক বাঙ্গালী তাহার সেই অদ্ভুত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার সেই অনশন-ব্রতের সম্বন্ধে জনরব এই যে, স্ত্রীলোকটি বিধবা হইলে ২০।২২ দিন পর্য্যন্ত শোকে অভিভূত ছিল। পান ভোজন দূরে থাকুক, একাল পর্য্যন্ত সে শয্যা হইতেও উঠে নাই। ক্রমে শোক হ্রাস হইয়া আসিলে তাহার আহারে ইচ্ছা জন্মিল। আহার করিল, কিন্তু তাহা উদরস্থ হইল না, বমন হইয়া গেল। পরদিনও ঐরূপ হইল। প্রতিদিন যখন বমি হইতে লাগিল, তখন সে আহার পরিত্যাগ করিল। আহার পরিত্যাগ অবধি সে দীর্ঘকাল জীবিত ছিল এবং বিশেষ কোন রোগগ্রস্ত হয় নাই, বলহীন বা কৃশও হয় নাই। প্রতিদিন স্নান করাতে তাহার একবার কি দুইবার মাত্র প্রস্রাব হইত, মলচেষ্টা হইত না। এই রমণী বাঙ্গালা ১২৮০ সালেও জীবিতা ছিলেন।

নিদ্রার আবেশ হয়,—শ্রান্তিসম্ভূত সর্ব্বশরীর-ব্যাপিনী চেতনাও তেমনি জঠর প্রদেশেই আবির্ভূত বা প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা নাম ধারণ করে।

এই সকল মতের মধ্যে কোন্ মত সত্য? তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ ক্ষুধার স্বভাব অতি দুর্ব্বোধ্য। দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই বহুজনে বহুপ্রকার অনুমান করেন। যিনি যতই বলুন, কেহই যখন ক্ষুধাশান্তির প্রকৃতকারণ বা নির্দ্দিষ্টকারণ নির্ণয় করিতে পারেন না—তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে যোগ বিশেষকে ক্ষুধাশান্তির কারণতাপক্ষে বিশ্বাস করিতে হইবেই হইবে। উন্মত্তেরা, জ্বরিতেরা ও শোকাতুরেরা যখন দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিতে পারে—তখন ধ্যান-যোগীরা যে তাহা পারেন না—এ কথার কোন অর্থ নাই। নাভির মধ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করাইলে যদি ক্ষুধার শান্তি হয় ত তালুমধ্যে জিহ্বাগ্র প্রবিষ্ট রাখিলে তাহার শান্তি না হইবে কেন? বস্তুতঃ ক্ষুধা ও তন্নিবৃত্তির মধ্যে যে কি অদ্ভুত ও নিগূঢ় কার্য্যকারণভাব আছে—তাহা অস্মদাদির অবোধ্য। যোগীরা বলেন যে "কণ্ঠকূপে সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসাজয়ঃ" আমরা যখন চিত্তকে কণ্ঠকূপে নিমগ্ন রাখিয়া সমাহিত হই—তখন আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। যাহাই হউক, প্রোক্ত উদাহরণ গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা কোন ক্রমেই যোগিগণের অনাহার-জীবনে অবিশ্বাস করিতে পারি না। মনের যে কি অসীম ক্ষমতা আছে, এবং মন যে কখন কিরূপ কারণ অবলম্বন করিয়া শরীরকে কখন কিরূপ করিয়া তুলে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহাই হউক, অতঃপর আর আমরা মুখ-দোষী হইতে ইচ্ছা করি না। ভূমিকা উপলক্ষ্যে আমরা অনেক কথাই বলিলাম এবং অনেক চাপল্য প্রকাশ করিলাম। আমরা যখন যোগী নহি, কখনও কোনরূপ যোগ যাগ করি নাই, দেখিও নাই, তখন যোগের কথা বলায় আমাদের চাপল্য প্রকাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাও বলিতেছি যে, এ সকল কথার একটীও আমরা উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলি নাই। এ সমস্তই পরের কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগীরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ মাত্র আপনাদিগের সমক্ষে অর্পণ করিলাম, সুতরাং আমরা ইহার দোষগুণের ভাগী নহি।

" আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং পরম্ ॥ "

পাতঞ্জল-দর্শন।

১ম, সমাধি-পাদ। *

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যাহার যে রূপ ভাবনা—সে তদনুরূপ সিদ্ধিই লাভ করে,—অথবা যে যাহা ভাবে—সে তাহাই পায়,—এই চিরন্তনী কথাটী প্রথমতঃ যোগীদিগের মুখ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছিল। কথাটীর অর্থ কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, ঘটনাবলির সহিত মিলাইয়া না দেখিলে, অনুষ্ঠান করিয়া না দেখিলে, বুঝা যাইতে পারে না।

ভাবনার মূলকারণ ইচ্ছা। ইচ্ছোদ্রেক না হইলে যখন ভাবনাপ্রবাহ উৎপন্ন হয় না,—তখন অবশ্যই তাহার মূলকারণ ইচ্ছা। ভাবনাস্রোতের উত্থাপক ইচ্ছার যে কত বল—ভবানার যে কি অসাধারণ মহিমা—মানব মনের যে কত ক্ষমতা—সকল মানব তাহা জানে না। বহির্জগতের যে কিছু শিল্প—সে সমস্তই মনঃপ্রসূত,—এ কথা বোধ হয় অসত্য নহে। আর্য্যেরা যাহাকে "যোগ" বলেন, তাহাও মনঃপ্রসূত শিল্প বিশেষ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" কার্য্যকৌশলের নামই যোগ। বহির্জগতের কার্য্য-কৌশল যেমন যোগ,—তদ্রূপ অন্তর্জগতের কার্য্যকৌশলও যোগ। এই যোগই এতদ্গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এবং তাহাকে মানস-ক্রিয়ার কৌশল অথবা মানস-শক্তির শিল্প ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। এ সম্বন্ধে যোগীরা বলেন যে, যোগ-নামক মানস-শিল্পের ক্ষমতা বা প্রভাব এত অধিক যে, তাহা যোগাবস্থা ব্যতীত বোধগম্য হইবার নহে। ফলতঃ লৌকিকজগতে যোগ-নামক মানস-শিল্পের অসাধ্য কিছুই নাই বলিলেও বলা যায়। তাদৃশ

---

* চারি ভাগের এক ভাগকে পাদ বলে। এই গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত। সেই জন্য ইহার পরিচ্ছেদ গুলিকে "পাদ" শব্দে উল্লেখ করা গেল।

অসাধ্যসাধক অদ্ভুত মানসশিল্পের (যোগের) আদি বক্তা হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা)। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও পতঞ্জলি প্রভৃতি যোগিগণ তাঁহারই উপদিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই উপদেশ সমূহ বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্ম বিবিধ গ্রন্থ রচনাও করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে পতঞ্জলি-প্রোক্ত গ্রন্থটী অতি উত্তম। তজ্জন্যই আমরা তাহার তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। পতঞ্জলিকৃত-যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র এই :—

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির উপদিষ্ট যোগশাস্ত্র আরম্ভ করা যাইতেছে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

মনের বৃত্তিসমূহকে রুদ্ধ করার নাম যে ।

"মনোবৃত্তি রুদ্ধ করার নাম যোগ" এ কথার অর্থ অত্যন্তগভীর ও বিস্তীর্ণ। যোগ-নামক মানস-শিল্প জানিতে হইলে অগ্রে মানস-ক্রিয়া বা মনোবৃত্তি কি? ও তাহা কত প্রকার? তাহা জানিতে হয়। বৃত্তি কি? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। পরন্তু তাহা কতপ্রকার? অগ্রে তাহাই বলা যাউক। মনোবৃত্তি অসংখ্য; সুতরাং এক একটী করিয়া গণিতে গেলে শেষ হয় না। ফল, এক একটী করিয়া গণনা করিবার আবশ্যকও নাই। মনোবৃত্তির অবস্থাগত প্রবিভাগ বা শ্রেণী জানিতে পারিলেই যোগনামক মানস-শিল্পের উপকরণবিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়। মনস্তত্ত্ববিৎ যোগিগণের মতে মনোবৃত্তি অসংখ্য হইলেও তত্তাবতের অবস্থাবিভাগ অসংখ্য নহে। অর্থাৎ, মানবদিগের মানসিক অবস্থা পাচ প্রকারের অধিক নহে। যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনুষ্যের যত প্রকার মনোবৃত্তি থাকুক—সমস্তই ঐ পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। এক্ষণে ক্ষিপ্তাবস্থা কি? তাহা শুন।

---

(১) অথ আরম্ভে। যোগঃ সমাধিঃ। যুজ্ সমাধৌ ধাতুঃ। তস্য অনুশাসনং উপদিষ্টস্য তস্য পুনরুপদেশঃ। হিরণ্যগর্ভাদিভিরুপদিষ্টং যোগশাস্ত্রমারভ্যত ইতি সূত্রার্থঃ।

(২) বিষয়যোগাৎ চিত্তস্য যা পরিণতিঃ সা বৃত্তিঃ। তাসাং নিরোধঃ স্বকারণে লয়ঃ যোগঃ। চিত্তস্য ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধঞ্চেতি পঞ্চ ভূময়ঃ (অবস্থাঃ) সন্তি। তাসু নিরুদ্ধস্যৈব যোগশব্দবাচ্যতা মুখ্যা। রজস্তমোবৃত্তি নিরোধরূপত্বাদেকাগ্রতায়া অপি যোগশব্দবাচ্যতা ভবতি।

ক্ষিপ্ত।—ক্ষিপ্ত নাম শুনিয়া পাগল অবস্থা মনে করিও না। মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলাবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। মন যে স্থির থাকে না,—এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না,—সন্তুষ্ট থাকে না,—ইহা হউক উহা হউক করিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হয়,—জলোকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্য একটী—সেটী ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়,—তাহাই তাহার ক্ষিপ্তাবস্থা। বাহ্য-বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকাই তাহার ক্ষিপ্তাবস্থা। এক্ষণে মূঢ় নামক অবস্থার পরিচয় কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে।

মূঢ়।—মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কামক্রোধাদির বশীভূত হয়, এবং নিদ্রাতন্দ্রাদির অধীন হয়,—আলস্যাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে,—তখন তাহার মূঢ়াবস্থা। বিক্ষিপ্ত কি? তাহাও বলিতেছি।

বিক্ষিপ্ত।—বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা। অর্থাৎ মন চঞ্চলস্বভাব হইলেও, সে যে মধ্যে মধ্যে স্থির হয়,—সেই স্থির হওয়াকেই আমরা বিক্ষিপ্ত নাম প্রদান করিয়া থাকি। চিত্ত যখন দুঃখজনকবিষয় পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিরবলম্বতুল্য হয়, অথবা কেবলমাত্র সুখাস্বাদে নিমগ্ন থাকে,—তখন তাহার বিক্ষিপ্তাবস্থা জানিবে। এক্ষণে একাগ্র অবস্থা কিরূপ? তাহাও শুন।

একাগ্র।—একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্যবস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে বর্ত্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবল মাত্র সাত্বিক বৃত্তি উদিত থাকে, অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সাত্বিক বৃত্তি মাত্র প্রবাহিত থাকে, তখন জানিবে যে, তাহার একাগ্র অবস্থা হইয়াছে। এক্ষণে নিরুদ্ধ অবস্থা কিরূপ? তাহা শুন।

নিরুদ্ধ।—পূর্ব্বোক্ত একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থার অনেক প্রভেদ আছে। প্রভেদ কি? তাহা বলিতেছি। একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন-না

কোন অবলম্বন থাকে. কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকে না। চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে। দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ পরিণাম থাকে না। আত্মার অস্তিত্ব-দ্বারাই তৎকালে তাহার দেহ বিধৃত ও অবিকৃত থাকে। মৃতের ন্যায় নিপতিত ও পূতিভাব প্রাপ্ত হয় না।

চিত্তের এবম্বিধ পাঁচ ভূমিকার অর্থাৎ পাঁচ প্রকার চিত্তাবস্থার মধ্যে প্রথমোক্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত যোগের আদৌ সম্পর্ক নাই। "যোগে সুখ আছে" শুনিয়া বিক্ষিপ্ত চিত্তে কদাচিৎ যোগসঞ্চার হইলেও হইতে পারে বটে; পরন্তু তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। কাযে কাযেই বিক্ষিপ্তাবস্থ-চিত্তকে যোগ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অতএব, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দ্বিবিধ অবস্থাকেই যোগ শব্দে উল্লিখিত করা যায়। তন্মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগশব্দের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ জানিবে। পরন্তু নিরুদ্ধ অবস্থাটী সহজে বোধগম্য হইবার নহে। এই অবস্থা পাইবার জন্য যোগীকে প্রথমে উপায় দ্বারা চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরীকৃত হয়। অনন্তর একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হয়। নিরুদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে কি হয়? তাহা বলা যাইতেছে।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥ বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

সেই সময়ে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা নিরুত্থানসময়ে দ্রষ্টার অর্থাৎ আত্মার বা পুরুষের স্বীয়রূপে অবস্থিতি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, এই অবস্থাতেই আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্যুত থাকে, অন্যান্যসময়ে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত

---

(৩) তদা তস্মিন্ নিরোধকালে দ্রষ্টুঃ চিৎস্বভাবস্য স্বরূপে চিন্মাত্রতায়াং অবস্থানং ভবতীতি শেষঃ। পুরুষস্য চৈতন্যমাত্রং স্বভাবোন তু বৃত্তয় ইতি কুসুমাপগমে স্ফটিকস্যেব বৃত্ত্যপগমে তস্য স্বরূপপ্রাপ্তিরিতি দিক্।

(৪) ইতরত্র অন্যস্যামবস্থায়াম্। বৃত্তয়ঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ। তাভিঃ সারূপ্যং সমানাকারত্বং তত্তাদাত্ম্যভ্রমো ভবতীতি বাক্যশেষঃ। অতএব ন তদাপি তস্য স্বরূপক্ষতিরস্তি লৌহিত্যভ্রম কালে স্ফটিকস্যেবেতি দ্রষ্টব্যম্।

একীভূত থাকায় তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই জন্যই মনুষ্য অযোগী অবস্থায় প্রকৃত আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে।

আশঙ্কা।—আমরা দেখিতেছি যে, নিরুদ্ধাবস্থা আর মনের লয় বা বিনাশ প্রায় তুল্য কথা। নিরুদ্ধাবস্থায় যদি চিত্তের লয় বা অভাব হয় ত থাকে কি? কিছুই ত থাকে না? সুতরাং সে অবস্থাকে যোগ না বলিয়া অন্য একপ্রকারের মরণ বলাই উচিত। কেন না, মনের লয় আর আত্মার অভাব তুল্য কথা। পতঞ্জলি বলেন, না,—তুল্য কথা নহে, অনেক প্রভেদ আছে। অজ্ঞ মানবদিগের ঐ প্রকার ভ্রম হয় বটে, পরন্তু মন আর আত্মা, এই দুইটী যে পৃথক্ পদার্থ,—তাহা সেই যোগিগণের সমাধি-কালেই প্রমাণীকৃত হয়। মন ও আত্মা এক বস্তু হইলে সমাধি অর্থাৎ চিত্তবিলয় হইবামাত্র অবশ্যই তাঁহাদের দেহের পতন হইত। যখন তাহা হয় না, তাঁহাদের শরীর যখন যেমন তেমনিই থাকে, তখন আর তৎকালে তাঁহাদের মনোলয় হইয়াছে বলিয়া আত্মারও লয় হইয়াছে বলিতে পার না। বরং তৎকালে তাঁহাদের আত্মার যথার্থরূপ (অনারোপিত স্বরূপ) ও পার্থক্য অনুভূত হয়, এইরূপ বলাই বিধেয়। অতএব, মনোবৃত্তির নিরোধকালেই পুরুষ বা আত্মা আপনার প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, অন্যান্যসময়ে সেরূপ থাকেন না। অন্যান্যসময়ে তিনি চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া বিবিধভাবে দৃশ্য হন। কতপ্রকার মনোবৃত্তি আছে? এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

মনের বৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তি আবার দুই প্রকার। তন্মধ্যে ক্লেশদায়ক বলিয়া একপ্রকারের নাম ক্লিষ্ট এবং ক্লেশের (সংসারদুঃখের) নাশক বলিয়া অন্যপ্রকারের নাম অক্লিষ্ট। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ,—

বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই বিষয়াকার প্রাপ্তি হওয়ার নাম বৃত্তি। অর্থাৎ দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বহিঃস্থ

(৫) বৃত্তয়ঃ বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্য পরিণামবিশেষাঃ। তাশ্চ ক্লিষ্টাদিভেদেন দ্বিধা প্রমাণাদিভেদেন চ পঞ্চতয্যঃ। পঞ্চাবয়বাঃ পঞ্চভিরঙ্গৈরুপেতা বিভক্তা বা ইত্যর্থঃ। তত্র অবিদ্যাদিক্লেশফলাঃ ক্লিষ্টাঃ। অক্লিষ্টাস্তু তদ্বিপরীতাঃ। তে চাগ্রে স্ফুটীভবিষ্যন্তি।

বিষয়, এই দুইএর সম্বন্ধবশতঃ মনের বিবিধ অবস্থা বা পরিণাম (পরিবর্ত্তন) হইতেছে। সেই সকল মনঃপরিণামের নাম বৃত্তি। তাহাকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করি। বিষয় অসংখ্য; সুতরাং বৃত্তিও অসংখ্য। বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তত্তাবতের শ্রেণী বা প্রকারগত বিভাগ অসংখ্য নহে। প্রকারগত-বিভাগ প্রধানকল্পে পাঁচ এবং অন্য এক ভাবে তাহা দুই। সেই দুইএর একের নাম ক্লিষ্ট এবং অন্যতরের নাম অক্লিষ্ট। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের অর্থাৎ সংসার-দুঃখের কারণ বলিয়া ক্লিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি বৃত্তি সকল তাহার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ বলিয়া অক্লিষ্ট। ক্লিষ্টবৃত্তিগুলি হেয় এবং অক্লিষ্টবৃত্তিগুলি উপাদেয় অর্থাৎ রাখিবার যোগ্য। পরন্তু যোগের সময় কি ক্লিষ্ট কি অক্লিষ্ট সমস্ত মনোবৃত্তি রুদ্ধ করিতে হয়। এক্ষণে মনোবৃত্তির প্রকার-গত পাঁচ বিভাগ কি কি? তাহা নির্ণীত হইতেছে।

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তি। এই পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তির লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণিত হইবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ প্রমাণবৃত্তি কি ও তাহা কতপ্রকার? তাহা বর্ণিত হইতেছে।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম,—এই তিন্ প্রকার মাত্র প্রমাণ বৃত্তি আছে।

কোনো এক দ্রবীকৃত ধাতু ছাঁচে ঢালিবা মাত্র তাহা যেমন ঠিক্ ছাঁচের

---

(৬) প্রমাণাদীনাং লক্ষণন্তু সূত্রৈণৈবোক্তম্।

(৭) প্রমাণশব্দোঽজহল্লিঙ্গঃ। তেন প্রমাণানীতি প্রয়োগঃ। প্রমাকরণং প্রমাণমিতি তৎ সামান্যলক্ষণম্। প্রমা চ অবাধিতার্থাবগাহী বোধঃ। চিত্তস্য অর্থাকারায়াং বৃত্তৌ চিদাত্মনঃ যঃ প্রতিবিম্বঃ স চাস্মিন্ শাস্ত্রে পৌরুষেয়োবোধঃ ফলমিতি চোচ্যতে। তত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ দ্বারা চিত্তস্য বিষয়সম্বন্ধে সতি যা তত্র বিশেষনির্দ্ধারণা বৃত্তিরুপজায়তে সা প্রত্যক্ষম্। হেতু দর্শনাৎ হেতুমতি যা সাধ্যতাবচ্ছেদকসামান্যনির্দ্ধারণা বৃত্তির্জায়তে সা অনুমানম্। আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতোবার্থো যেন শব্দেনোপদিশ্যতে তস্মাচ্চ শব্দাৎ শ্রোতুর্যা তদর্থবিষয়া বৃত্তিরুদেতি সা আগম ইতি সংক্ষেপঃ।

আকার ধারণ করে, সেই রূপ, জীবের অন্তঃকরণও বাহ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইবা মাত্র ঠিক্ সেই সংযুক্তবস্তুর আকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের তদ্বিধ পরিণামকেই আমরা জ্ঞান বলি, কিন্তু যোগশাস্ত্রকারেরা তাহাকে বৃত্তি বলেন। অপিচ, ছাঁচ এক প্রকার, কিন্তু ঢালিবার দোষে কি অন্য কোন দোষে যদি তাহার বৈলক্ষণ্য হয়, তাহা হইলে, তাহা যেমন মিথ্যা হয়, সেই-রূপ, বস্তু এক প্রকার, কিন্তু মনোবৃত্তি অন্যপ্রকার, এরূপ ঘটিলেও সে বৃত্তি বা সে জ্ঞান মিথ্যা হয়। মনোবৃত্তি সকল অবলম্বিতবস্তুর অবিকল সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমাণ বা সত্য-জ্ঞান নামে গণনীয়, আর বিপরীত ভাবে উৎপন্ন হইলে তাহা বিপর্য্যয়, ভ্রম বা মিথ্যা-জ্ঞান বলিয়া স্বীকার্য্য। এতদ্রূপ-লক্ষণাক্রান্ত প্রমাণবৃত্তি সকল তিন প্রকার কারণে উদিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে তিন্ শ্রেণী করা হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বস্তুর সংযোগের অব্যবহিত পরেই যে তৎসম্বন্ধবস্তুর স্বরূপবোধক বৃত্তি জন্মে, তাহারই নাম "প্রত্যক্ষ"। এক বস্তুর প্রত্যক্ষের পর তৎসহচর অন্য কোন অপ্রত্যক্ষবস্তুর প্রতীতি হইলে (যেমন ধূমপ্রত্যক্ষের পর তৎসহচর বহ্নির প্রতীতি) তাহা "অনুমান" এবং বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণ করিবার পর তদ্বাক্য-বোধক-পদার্থের জ্ঞান জন্মিলে তাহা "আগম"। এক্ষণে বিপর্য্যয়-বৃত্তি কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে।

বিপর্য্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

যে জ্ঞান মিথ্যা—যাহা তদ্রূপে স্থায়ী হয় না—অর্থাৎ যাহা বিষয়দর্শনের পর অন্যথা হইয়া যায়—সেই জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। এই বিপর্য্যয়-জ্ঞানকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, বস্তু এক প্রকার, কিন্তু মনোবৃত্তি অন্য প্রকার, এরূপ হইলেই তাহা বিপর্য্যয় বা ভ্রম হইবে। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই বিপর্য্যয় নামক ভ্রমের রজ্জু সর্প, শুক্তি-রজত, মরু-মরীচিকা প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

---

(৮) যস্য যৎ পারমার্থিকং রূপং তস্মিন্ ন প্রতিতিষ্ঠতীত্যতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। অতথাভূতেঽর্থে তথাভূততয়োৎপদ্যমানং মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ ভ্রম ইতি যাবৎ। অস্যৈব ভেদাঃ পঞ্চ ক্লেশা ইত্যগ্রে স্ফুটী ভবিষ্যতি।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যোবিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

বস্তু নাই অথচ শব্দজন্য এক প্রকার মনোবৃত্তি জন্মে। তাদৃশ মনোবৃত্তির নাম বিকল্প। অর্থাৎ অনাসন্ন কল্পনার নাম বিকল্প। বস্তু নাই, অথচ শব্দের প্রভাবে মনোবৃত্তি জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত আকাশ-কুসুম। আকাশ-কুসুম নাই, অথচ উহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে এক প্রকার বৃত্তি জন্মে। পদার্থ দুইটী, কিন্তু শব্দের প্রভাবে একটি মাত্র বৃত্তি জন্মিলে তাহাও বিকল্পবৃত্তি হইবে। বস্তু একটি অথচ শব্দের প্রভাবে যদি দুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মে তবে তাহাও বিকল্প বলিয়া গণ্য। আত্মা ও চৈতন্য বস্তুতঃ এক বস্তু; পরন্তু "আত্মার চৈতন্য" বলিলে দুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মে। চৈতন্যযুক্ত মূল-বুদ্ধিতত্ত্বস্বরূপ অহংতত্ত্বটী বস্তুতঃ দুই পদার্থ; কিন্তু "আমি" এই শব্দের দ্বারা এক বৈ দুই বৃত্তি বা জ্ঞান জন্মে না। অতএব, বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া, অর্থাৎ বস্তুর যথার্থরূপ বিবেচনা না করিয়া, অনাসন্ন বা আগন্তুক কল্পনাত্মক মিথ্যা বৃত্তির নাম বিকল্প।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

যাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ নিদ্রাও এক প্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির আলম্বন। যখন তমোময় অজ্ঞানময় নিদ্রা-বৃত্তির উদয় হয়—তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্ত্বগুণটী অভিভূত থাকে। সুতরাং তৎকালে কোনও প্রকার প্রকাশ্যবস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেই জন্যই লোকে বলে, "আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না।" বস্তুতঃ তখন তাহার

---

(৯) শব্দজন্যং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তৎ অনুপতিতুং শীলং যস্য স তথোক্তঃ। বস্তু শূন্যঃ নির্বিষয়ঃ। তাদৃশো যোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্পঃ। নরশৃঙ্গাদিশ্রবণসমনন্তরমবশ্যমেব ভবতি নির্বিষয়া বৃত্তিঃ। তস্যা যোবিষয়োনরশৃঙ্গাদিঃ স নাস্তীতি তস্যা নির্বিষয়ত্বম্। তস্যা বিপর্য্যয়বৎ বাধোনাস্তীতি পূর্ব্বোক্তাৎ বিপর্য্যয়াদ্ভেদঃ।

(১০) কার্য্যং প্রতি অয়তে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ঃ কারণম্। অভাবে জাগ্রৎস্বপ্নবৃত্তীনাং প্রবিলয়ে কারণং তমঃ। তদেব আলম্বনং বিষয়োযস্যাঃ সা তথোক্তা বৃত্তিঃ নিদ্রেত্যুচ্যতে।

কোনও জ্ঞান ছিল না এরূপ নহে, অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান ছিল। সেই জন্যই সে নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞান বৃত্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রা-কালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহা তাহার স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণের দ্বারাই নিদ্রার বৃত্তিত্ব নির্ণয় হয়।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

বস্তু একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিতে আরূঢ় হইলে তাহা আর যায় না। সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই থাকাকে স্মৃতি নাম দিয়া উল্লেখ করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায়—যাহা শুনা যায়—যাহা কিছু অনুভব করা যায়—চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। উদ্বোধক উপস্থিত হইলেই সেই সংস্কার বা শক্তিবিশেষ প্রবল হইয়া চিত্তে সেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্বরূপ পুনরুদিত করিয়া দেয়। সেই সকল সমুদিত মনোবৃত্তির নাম স্মৃতি বা স্মরণ। যথাক্রমে বর্ণিত এতদ্বিধ পাঁচ শ্রেণী ভিন্ন ছয় শ্রেণীর মনোবৃত্তি নাই। যোগকালে এই পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তিই রুদ্ধ করিতে হয়। রুদ্ধ করিবার উপায় দ্বিবিধ। অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উক্ত সমুদায় বৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের চিরাভ্যস্ত বহির্গতি ফিরিয়া গিয়া অন্তর্মুখী গতি জন্মে; অর্থাৎ কেবল মাত্র আত্মার প্রতিই তাহার অভিনিবেশ জন্মে। ক্রমে একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়। সেই দুই অবস্থা অর্থাৎ একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, স্থায়ী করিবার নিমিত্ত, অভ্যাসের আবশ্যক আছে। কেননা, একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই উহা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

যাহার যে বস্তুতে উৎকট বিরাগ জন্মে, তাহার চিত্ত কোনক্রমেই সে বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল হয় না। অথবা সে বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় না। এই

---

(১১) অনুভূতঃ প্রমাণবৃত্ত্যাবারূঢ়ঃ যঃ বিষয়ঃবস্তু তস্য যঃ অসম্প্রমোষঃ অস্তেয়ঃ সংস্কার-দ্বারেণ বুদ্ধাবুপারোহঃ সঃ স্মৃতিরিত্যুচ্যতে।

(১২) অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাভ্যামেব তাসাং বৃত্তীনাং নিরোধঃ অনুত্থানং সেৎস্যতীতি বাক্যশেষঃ।

দৃষ্টান্তে, যদি সকল বিষয়েই বিরাগ উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে কেন না সকল বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে? অপিচ, বৈরাগ্য অপেক্ষা অভ্যাসের ক্ষমতা অধিক। যে যেরূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, অভ্যাস দৃঢ় হইলেই তাহা স্বভাবের সমবল ধারণ করে। মন যে স্থির থাকে না, তাহাও তাহার অভ্যাসের ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। জীবের মন চিরকাল কেবল চঞ্চলতা বা অস্থিরতাই অভ্যাস করিয়াছে, সুতরাং এখন আর সে সহজে স্থির হইতে পারে না। কেননা সে চঞ্চলস্বভাবই প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন যদি সে আবার স্থির হওয়া অভ্যাস করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হইবে। অতএব, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে চিত্তের অনন্তবৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া একতানবৃত্তি স্থায়ী হইতে পারে, ক্রমে নির্বৃত্তি অবস্থাও পাইতে পারে, ইহা যুক্তিবহির্ভূত নহে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

চিত্তকে স্থির রাখিবার যত্ন,—যাহাতে রাজস ও তামস বৃত্তি উদিত না হয়,—তদ্রূপ যত্নবিশেষকে অভ্যাস বলা যায়। বস্তুতঃ অভ্যাসের সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে, বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক বার বার একাগ্র বা একতান করা এবং তাহার পূর্ব্বসাধক যমনিয়মাদি সাত প্রকার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করা। ফলকথা এই যে, যেরূপ যত্নের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ যত্ন ও তদ্রূপ অনুষ্ঠান করার নাম অভ্যাস। যমনিয়মাদির দ্বারা পরিশোধিত চিত্তকে বার বার একাগ্র করিতে করিতে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য হইয়া দাঁড়াইবে। যখন দেখিবে যে, অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে, তখন তুমি তাদৃশ চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখনই একতান করিতে পারিবে।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতোদৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

---

(১৩) রজস্তমোবৃত্তিশূন্যস্য চিত্তস্য একাগ্রতাপরিণামঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ পরিণামো বা স্থিতিঃ। তস্যাং যত্নঃ অত্যন্তোৎসাহঃ পুনঃ পুনস্তথাত্বেন চেতসি নিবেশনং বা অভ্যাস ইতি শব্দ্যতে।

(১৪) স তু অভ্যাসস্তু দীর্ঘকালং নৈরন্তর্য্যেণ তপোব্রহ্মচর্য্যবিদ্যাশ্রদ্ধাদিরূপেণ চ সৎকারেণ আদরাতিশয়েন বা আসেবিতঃ সম্যক্ অনুষ্ঠীয়মানঃ সন্ দৃঢ়ভূমিঃ স্থিরঃ ভবতীতি শেষঃ।

তাদৃশ অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সদাসর্ব্বদা ও শ্রদ্ধাসহকারে সম্পন্ন করিতে পারিলে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়।

বস্তুতঃ উক্তবিধ অভ্যাস দু পাঁচ দিনে দৃঢ় হয় না। দুই একবার করিলেও হয় না। অযত্নপূর্ব্বক করিলেও হয় না। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, উৎসাহের সহিত, সদাসর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘকালে গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ যোগাভ্যাস যখন দৃঢ় হইবে তখন তোমার চিত্ত তোমারই অধীন হইবে। এক্ষণকার ন্যায় তোমাকে আর চিত্তের অধীন থাকিতে হইবে না। তখন তুমি তাদৃশ স্বাধীনচিত্তকে যখন ইচ্ছা তখন এবং যথা ইচ্ছা তথায় আবিষ্ট করিতে পারিবে। অভ্যাস যেমন অত্যধিক প্রযত্নসাধ্য, বৈরাগ্য আবার ততোধিক ত্যাগসাধ্য।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥

দৃষ্টবিষয় ও শাস্ত্রপ্রতিপাদিতবিষয়, যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপ নিস্পৃহ হইতে পারিলে "বশীকার" নামক বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিলেই ক্রমে উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়।

বস্তুতঃ বৈরাগ্য জন্মান অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ভোগস্পৃহা-বর্জনের নাম বৈরাগ্য। পরন্তু তাহা বস্তুবিবেকের অধীন। অনুসন্ধানের দ্বারা যদি প্রত্যেক বস্তুর দোষ হাড়ে হাড়ে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রত্যক্ষ করা যায়, তবেই তদ্বিষয়ক-স্পৃহা পরিত্যাগ হইতে পারে, নচেৎ পারে না। পরন্তু অনুসন্ধানদ্বারা যখন শত শত বস্তুর দোষ দেখা যায় এবং শত শত দৃষ্টদোষবস্তুতে বিতৃষ্ণা জন্মে,—তখন অবশ্যই সহস্র সহস্র বস্তুর দোষ দেখা যাইবে এবং তত্তাবতের স্পৃহাও পরিত্যাগ হইবে। এতদ্রূপ দৃঢ়সংকল্পের বা মনোবৃত্তির সাহায্যে, প্রত্যেক বস্তুই সদোষ ও দুঃখপ্রদ,—এতদ্রূপ ভাবনা আরম্ভ করিলে, অথবা উক্ত প্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প ধারণ করিলে, ক্রমে সকল বিষয়েই বৈরাগ্য জন্মিতে পারে।

---

(১৫) দৃষ্টঃ ইহৈবোপলভ্যমানঃ স্রক্‌চন্দনবনিতাদিঃ। অনুশ্রবোবেদস্তদ্বোধিতঃ স্বর্গাদিরানুশ্রবিকঃ। তয়োর্দ্বয়োরপি বিষয়য়োর্নশ্বরত্বদুঃখানুষ্যতত্বাদিদোষদর্শনাৎ বিতৃষ্ণস্য নিস্পৃহস্য যা বশীকারসংজ্ঞা মমৈবৈতে বশ্যা নাহমেষাং বশ্য ইতি জ্ঞানং সা বৈরাগ্যমিত্যুচ্যতে।

বৈরাগ্যের বিষয় অর্থাৎ পরিত্যক্তব্য বস্তু দুই প্রকার। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। যাহা দেখা যায় তাহা দৃষ্ট এবং যাহা দেখা যায় না, তাহা অদৃষ্ট। স্ত্রী, অন্ন, পান ও উপলেপন প্রভৃতি বর্ত্তমান ভোগসাধন বস্তু সকল দৃষ্ট, এবং স্বর্গ, অমৃত, অপ্সরা ও অমরত্ব প্রভৃতি পারলৌকিক ভোগ্য বস্তু সকল অদৃষ্ট। কেননা সেই সকল বস্তুর অস্তিত্ব বা ভোগ বর্ত্তমানশরীরে অনুভূত হয় না। "পরে উহা ভোগ করিব" এতদ্রূপ প্রত্যাশার দ্বারাই আমরা উহার আকার অথবা অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লই। শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস করি বলিয়াই আমাদের উক্তবিধ প্রত্যাশা জন্মে। যাহাই হউক, যদি উক্ত দ্বিবিধ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্বাদিদোষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত দ্বিবিধ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিবে। উক্ত দ্বিবিধ বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ হইলেই তত্ত্বজ্ঞানের উপযুক্ত ও সমাধির উপযুক্ত উৎকৃষ্টতর বৈরাগ্য জন্মিবে। বৈরাগ্যের অঙ্কুরাবস্থা হইতে তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহার চারি প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইবে। তাহার প্রথম যতমান। দ্বিতীয় ব্যতিরেক। তৃতীয় একেন্দ্রিয়। চতুর্থ বশীকার। চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান নামক বৈরাগ্য এবং তাহাই বৈরাগ্যের অঙ্কুর বা প্রথমাবস্থা। অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন্ অনুরাগই বা সজীব থাকিল,—তাহা পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সজীব অনুরাগ গুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করার নাম ব্যতিরেক। এই ব্যতিরেক-চেষ্টাই বৈরাগ্যের দ্বিতীয়াবস্থা। ক্রমে যখন দেখিবে যে, চিত্ত আর কোন বিষয়েই অনুরক্ত হয় না, আকৃষ্টও হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বা অত্যল্প মাত্র ঔৎসুক্য দেখা দেয়, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট আছে, তখনই জানিবে যে, একেন্দ্রিয়-নামক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। সেই একেন্দ্রিয়নামক জ্ঞান-পরিপাক-অবস্থাটী বৈরাগ্যের তৃতীয় স্থানে সন্নিবিষ্ট। ক্রমে যখন সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকিবে না, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কার গুলিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন জানিবে যে, অত্যুৎকৃষ্ট বশীকার জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং বৈরাগ্যও তখন চতুর্থাবস্থা বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বশীকার-জ্ঞান উপস্থিত হইলে ইহলোকের কথা দূরে থাকুক,—স্বর্গলোকের কথাও দূরে থাকুক,—ব্রহ্মলোকের প্রতিও তুচ্ছজ্ঞান জন্মিবে। এই বশীকার-

যখন দৃঢ় হয়, তখন তাহা পর-বৈরাগ্য নাম ধারণ করে। সেই পর-বৈরাগ্য যোগ-জ্ঞানের চরমসীমা এবং যোগের বা সমাধির অসাধারণ উপকরণ।

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগু´ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

তাহারই অব্যবহিতপরে অর্থাৎ তাদৃশ পর-বৈরাগ্য জন্মিলে পর, আপনা হইতেই পুরুষখ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান (সাক্ষাৎকার) হয়। তৎকালে তাঁহার গুণের প্রতি অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মে। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য তখন আর তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। সুতরাং তিনি তখন নির্ব্বিঘ্নে নিরোধ-সমাধির আশ্রয় লইয়া কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। যোগের বা সমাধির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা যাহা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—এক্ষণে সে গুলির প্রতি মনোনিবেশ করুন।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা;—এই চারি প্রকার অবস্থা বা প্রভেদ থাকায়, সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিটী চারিপ্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। যথা—

এক-বস্তু-বিষয়ক তীব্রভাবনা বা উৎকটচিন্তাপ্রয়োগের নাম যোগ ও সমাধি। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরালম্ব অবস্থাও যোগ ও সমাধি। শেষোক্ত সমাধির প্রথমাবস্থায় ভাব্যপদার্থের (যাহা ভাবা যায় তাহার নাম ভাব্য) জ্ঞান থাকে বটে; পরন্তু ক্রমে তাহার অভাবও হয়। চিত্ত তখন বৃত্তি-শূন্য বা নিরালম্ব হইয়া কেবল অস্তিত্বমাত্রে অবস্থিত থাকে। সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, যোগীরা বলিয়াছেন যে, সমাধি দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত-

---

(১৬) তৎ বৈরাগ্যং পুরুষখ্যাতেঃ পুরুষস্য খ্যাতির্জ্ঞানং তস্মাৎ পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ ধর্ম্মমেঘাখ্যাৎ ধ্যানাৎ ভবতি। তস্যৈব ফলীভূতং গুণবৈতৃষ্ণ্যং প্রকৃতিবিষয়কং বৈরাগ্যম্। পরং নিরোধসমাধেরত্যন্তানুকূলত্বাদুৎকৃষ্টম্।

(১৭) সম্যক্ সংশয়বিপর্য্যয়রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে ভাব্যস্য স্বরূপং যত্র সঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। স চ বিতর্কাদিচতুষ্টয়ানুগতত্বাচ্চতুর্বিধঃ। তত্র স্থূলে সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিতর্কঃ। সূক্ষ্মসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিচারঃ। ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা আনন্দঃ। অস্মিতাসাক্ষাৎকারবতী অস্মিতা। অস্মিতা আত্মনাসহৈকীভূতা বুদ্ধিঃ।

সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি। (সম্—সম্যক্, প্র—প্রকৃষ্টরূপে, জ্ঞা—জানা) ভাব্য-পদার্থের বিস্পষ্ট জ্ঞান থাকে বলিয়া প্রথমোক্ত সমাধির নাম "সম্প্রজ্ঞাত" আর "ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে" কোন প্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাম "অসম্প্রজ্ঞাত"।

ধানুষ্কেরা যেমন প্রথমে স্থূল লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিক্ষা করে, ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা বিদ্ধ করিতে অভ্যাস করে, সেইরূপ, প্রথমযোগীরাও প্রথমে স্থূলতর শালগ্রাম, কি অন্য কোন কল্পিত দেবমূর্ত্তি, অথবা কোনরূপ ভৌতিকপদার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক তদুপরি ভাবনা-স্রোত প্রবাহিত করিতে শিক্ষা করেন। পরে সূক্ষ্ম, ক্রমে সূক্ষ্মতম পদার্থ অবলম্বন করিয়া ধ্যান-প্রবাহ প্রবাহিত করেন। সুতরাং জানা গেল যে, তাঁহাদের ধ্যেয় বা ভাব্যবস্তু দুই প্রকার। স্থূল ও সূক্ষ্ম। "স্থূল" ও "সূক্ষ্ম" এই দুই শব্দের দ্বারা যাহা বুঝা যাইতে পারে, সে সমস্তই তাঁহাদের ভাব্য বা ধ্যেয় বস্তু বটে; পরন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা——

বাহ্য স্থূল ও বাহ্য সূক্ষ্ম। এবং আধ্যাত্মিক স্থূল ও আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ,—এই পাঁচ প্রকার স্থূল ভূত বাহ্য-স্থূল-নামে এবং ইন্দ্রিয়গুলি আধ্যাত্মিক-স্থূল-নামে কথিত হয়; এবং উহাদের কারণীভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্রা বা পরমাণু সকল এবং অহংতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব নামক মূল পদার্থকে যথাক্রমে বাহ্য-সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক-সূক্ষ্ম নাম দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন আত্মা ও ঈশ্বর, এই দুই পৃথক্ বা স্বতন্ত্র ভাব্যও আছে। এই সকল ভাব্য অবলম্বনে করিয়া ভাবনা-প্রবাহ প্রবাহিত করিতে পারিলে ভাব্য-বস্তুর ক্ষমতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ হইয়া থাকে। সমাধির প্রারম্ভেই যদি বাহ্য-স্থূলে আভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারস্বরূপিণী প্রজ্ঞা জন্মে,—তাহা হইলে তাহাকে "বিতর্ক" বলা যায়; এবং বাহ্যসূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাহা "বিচার" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন আধ্যাত্মিক স্থূল যদি সমাধির অবলম্বন হয়, আর তাহাতে ধ্যানজ প্রজ্ঞা জন্মে,—তাহা হইলে সে অবস্থার নাম "আনন্দ" এবং বুদ্ধিসম্বলিত অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্যে অর্থাৎ জীবাত্মাতে যদি তাদৃশ আভোগ (সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা) জন্মে, তাহা হইলে তাহার নাম "অস্মিতা"। এতদ্রূপ বিভাগ অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি চারিপ্রকার

বিভাগে বিভক্ত হয়। তাহাদের ক্রমানুগত নাম "সবিতর্ক" "সবিচার" "সানন্দ" ও "সাস্মিতা।" এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরে যে সম্প্রজ্ঞাত-যোগ সাধিত হয়—তাহা স্বতন্ত্র; এবং তাহার ফলও ভিন্ন। ঈশ্বরাত্মায় সম্প্রজ্ঞাতযোগ সিদ্ধ করিতে পারিলে তাহার আর কোনরূপ কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না। সে তখন পূর্ণকাম হইয়া নিত্যতৃপ্ত অবস্থায় কল্পকল্পান্ত অতিবাহন করিতে সক্ষম হয়। উল্লিখিত ভাব্য-সমূহের যে কোন ভাব্যের উপর ধ্যানপ্রবাহ ছুটাইবে—ক্রমে ধ্যান পরিপক্ব বা প্রগাঢ় হইলে চিত্ত তখন সেই ধ্যেয়বস্তুর সারূপ্য প্রাপ্ত অর্থাৎ তন্ময় হইয়া গিয়া, অবিচাল্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তৎকালে অন্য কোন জ্ঞান বা মনোবৃত্তি উদিত থাকিবে না। উদিত হইলেও তাহা তখন ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত বা তন্ময়ীভূত স্থিরবৃত্তির প্রতিরোধ বা ভঙ্গ করিতে পারিবে না। তাদৃশ স্থিরবৃত্তি যখন কোন প্রকারেই প্রতিরুদ্ধ হইবে না, তখন তাহাকে "সম্প্রজ্ঞাতসমাধি" বলিয়া জানিবে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-সম্বন্ধে আরও একটু জ্ঞাতব্য আছে। কি? তাহা বলিতেছি। ভাবিয়া দেখ, যখন তুমি কোন ঘটের কি পটের ধ্যান কর—তখন তোমার ঘট-জ্ঞানের সঙ্গে অথবা পট-জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকার অথবা বস্ত্র-খণ্ডের জ্ঞান থাকে কি না। অবশ্যই থাকে। তৎসঙ্গে আমি জ্ঞানও থাকে। আবার কখন কখন এমনও হয় যে, ঘটজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবল 'আমি'-জ্ঞান ও মৃত্তিকা-জ্ঞান পরস্পর জড়িত হইয়া গিয়া হরিহরমূর্ত্তির ন্যায় এক অভিন্ন আকারে স্ফুরিত হইতে থাকে। আবার এরূপও হয় যে, উক্ত দুই জ্ঞান পরস্পর পৃথক্ থাকে, অথচ তাহাদের পূর্ব্বাপরীভাব থাকে না; অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারের ন্যায় যুগপৎ একযোগেই ভাসিতে থাকে। কখন কখন এমনও হয় যে, অন্যান্য সমুদায়জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র ঘটজ্ঞান, অথবা মৃত্তিকাজ্ঞান, অথবা কেবলমাত্র 'আমি'-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। এরূপ হয় কি না, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যিনি কখন ভাবিতে ভাবিতে হত-জ্ঞান হইয়াছেন, নির্ম্মনস্ক হইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, উহা হয় কি না। তিনিই উক্ত উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারিবেন, অন্যে পারিবেন কি না সন্দেহ। যাহাই হউক, উক্ত দৃষ্টান্তে, ধ্যানের বা সমাধির পরিপাকদশায় যদি ধ্যেয়বস্তুর জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞান না থাকে, অর্থাৎ অহং জ্ঞান, কি

ধ্যেয়বস্তুর উপাদানবিষয়ক জ্ঞান, কিংবা তাহার নাম-জ্ঞান না থাকে, (প্রতিমা কার জ্ঞান ভিন্ন তাহার নামজ্ঞান কি প্রস্তরজ্ঞান না থাকে), অর্থাৎ চিত্ত যদি ধ্যেয়বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যায়, তাহা হইলে, সে প্রকার সমাধিকে সবিতর্ক সমাধি না বলিয়া নির্বিতর্ক-সমাধি বলা যাইবে। সবিচারস্থলে উক্ত প্রকার তন্ময়তা ঘটিলে তাহাকে নির্বিচার বলা যাইবে। সানন্দ ও সাস্মিতা নামক সমাধিতে উক্তবিধ তন্ময়ীভাব জন্মিলে যথাক্রমে বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় বলা যাইবে। আত্মা ও ঈশ্বরবিষয়ক সম্প্রজ্ঞাতসমাধির পরিপাকদশায় উক্তবিধ একতানতা জন্মিলে যথাক্রমে নির্ব্বাণ ও ঈশ্বর-সাযুজ্যপ্রাপক সমাধি বলা যাইবে।

কোন কোন যোগী বলেন যে, যে যোগী কোন ভূত অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রতি তন্ময়ীভাবের ভাবনাপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে তন্ময় করিয়া মৃত হন, মরণের পরেও যদি তাঁহার সে তন্ময়তা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আমরা সেই যোগীকেই বিদেহলয় বলিব; এবং প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, অথবা কোন তন্মাত্রায় লীন হইলে তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃতিলয় বলিয়া উল্লেখ করিব।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি? তাহা বলা হইল। এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি? তাহা বলা যাইতেছে।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

বিরাম শব্দের অর্থ নিবৃত্তি। কাহার নিবৃত্তি? মনোবৃত্তির নিবৃত্তি। মনোবৃত্তি-নিবৃত্তির প্রধান কারণ বৈরাগ্য। পুনঃ পুন, বা বার বার বৈরাগ্য উত্থাপিত করিতে করিতে ক্রমে চিত্তে আর কোন বৃত্তিই উদ্ভূত হয় না। চিত্ত তখন দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে তখন, নাই বলিলেও বলা যায়। কেন না অত্যল্প সংস্কার থাকে। (যে ছিল, সে গেলেও যে তাহার

(১৮) বিরামঃ বিতর্কাদিচিন্তাত্যাগঃ। সর্ব্ববৃত্তীনামভাব ইতি যাবৎ। তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং পরং বৈরাগ্যম্। তস্য অভ্যাসঃ পৌনঃ পুন্যেনানুষ্ঠানং পূর্ব্বে যস্য স তথোক্তঃ। সংস্কারশেষঃ নির্বৃত্তিকত্বাৎ সত্তামাত্রপ্রতিষ্ঠঃ নিরবলম্ব ইতি যাবৎ। অন্যঃ সম্প্রজ্ঞাতাদ্ভিন্নঃ অসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। পরবৈরাগ্যাভ্যাসাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারনাশক্রমেণ সর্ব্ববৃত্ত্যভাবরূপোনিরবলম্বনামধেয়োঽসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতীত্যর্থঃ।

সূক্ষ্ম দাগ থাকে, তাহার নাম সংস্কার) তাদৃশ সংস্কারভাবাপন্ন এবং থাকা না থাকার তুল্য নিরবলম্ব-চিত্তাবস্থার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অত্যন্তপরিপাক হইলে চিত্ত তখন আপনা আপনিই ভাব্য-চ্যুত হইয়া যায়। সুতরাং তখন সহজেই নিরবলম্বতা ঘটে। তাদৃশ নিরবলম্ব সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। "অত্র ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে" সে অবস্থায় কোন প্রকার মনোবৃত্তি থাকে না। এতদ্বিধ নিরবলম্ব-সমাধির সময় চিত্ত প্রসুপ্তের ন্যায় অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় বা লয়-প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া থাকে। তাদৃশ নিরবলম্বতা সহজে হয় না। কঠোরতর বৈরাগ্যাভ্যাসের শেষসীমায় যাইতে পারিলেই উক্তবিধ নিরবলম্বতা লাভ করা যায়, নচেৎ যায় না। তাদৃশ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি সকল ব্যক্তির হয় না। সম্প্রজ্ঞাতসমাধিতে যাহার তৃপ্তি হয় না—সেই যোগীরই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রকার চিন্তাত্যাগ করিতে ও চিত্তকে নিরবলম্ব করিতে পারেন। চিত্তকে নিরবলম্ব করিবার প্রধান উপায় অতৃপ্তি। সকল বিষয়েই অতৃপ্তি। অর্থাৎ চিত্তে কোনপ্রকার বৃত্তি উঠিতে দিব না, সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তিকেও থাকিতে দিব না, এতদ্রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প। উক্ত প্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প ধারণ করিলে চিত্ত ক্রমেই নিরবলম্ব হইয়া আইসে। সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তি অর্থাৎ ধ্যেয়বস্তু পরিত্যাগ করিলেও যদি তৎকালে অন্য কোন বৃত্তি অর্থাৎ অন্য কোন বস্তু মনে আইসে, তবে তাহাকেও মন হইতে তাড়াইয়া দিবে। ফল কথা এই যে, যখন যে বৃত্তি হইবে তখনই তাহাকে "এটীও দূর হউক" ইত্যাকার দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা দূরীকৃত করিবে। বার বার ঐরূপ করিতে করিতে অভ্যাস ক্রমে দৃঢ় হইয়া আসিবে। অবশেষে সেই দৃঢ়াভ্যাসপ্রভাবে চিত্ত আর কোনও বিষয় গ্রহণ করিবে না। ক্রমে প্রসুপ্তের ন্যায় বা লয়প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া যাইবে। সুতরাং চিত্ত তখন নিশ্চল নিরবলম্ব ও স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সেই স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থাই যোগীদিগের অসম্প্রজ্ঞাতযোগ ও নির্বীজ সমাধি।

ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

---

(১৯) ভূতেন্দ্রিয়াণামন্যতমস্মিন্ বিকারে অনাত্মনি আত্মত্বভাবনয়া দেহপাতানন্তরং ভূতেষু ইন্দ্রিয়েষু বা লীনা বিদেহাঃ। অব্যক্ত মহদহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রেষু প্রকৃতিষু আত্মত্বভাবনয়া লীনাঃ

বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় এই দুই প্রকার যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাতযোগ, তাহা ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক ও সংসারাগমনের কারণ, মুক্তির কারণ নহে।

তাৎপর্য্য এই যে, সম্প্রজ্ঞাতযোগ দুই প্রকার। ভবপ্রত্যয় আর উপায়-প্রত্যয়। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় এই দুই প্রকার যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাতযোগ—তাঁহা ভবপ্রত্যয় নামে উক্ত হয়। যাঁহারা মুমুক্ষু—তাঁহারা বিদেহলয় হইতে চাহেন না। প্রকৃতিলয় হইতেও ইচ্ছা করেন না। সুতরাং তাঁহারা সেই ভব-প্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক ও নশ্বরফল সম্প্রজ্ঞাতযোগ ইচ্ছাও করেন না। বিদেহলয় কি? তাহা শুন। যাঁহারা কোন মহাভূতে অথবা সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ে সম্প্রজ্ঞাতযোগ সুসিদ্ধ করিয়াছেন,—দেহপাত হইলেও যাঁহাদের অব-লম্বিত যোগ নষ্ট হয় না,—প্রত্যুত যাঁহারা দেহপাতের পরেও সেই মহাভূতে অথবা সেই ইন্দ্রিয়ে গিয়া লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—তাঁহাদের নাম বিদেহ লয়। আর যাঁহারা অব্যক্ত (প্রকৃতি), মহৎ, অহঙ্কার, অথবা কোন তন্মাত্রায় চিত্তলয় করিয়াছেন,—তাঁহাদের নাম প্রকৃতিলয়। প্রথমোক্ত বিদেহলয় ও শেষোক্ত প্রকৃতিলয়, এই দ্বিবিধ যোগীরাই মুক্তিফলে বা কৈবল্যফলে বঞ্চিত হন। কেননা তাঁহাদের সেই সম্প্রজ্ঞাতযোগ ভবপ্রত্যয় (ভব= অবিদ্যা। প্রত্যয়=কারণ) অর্থাৎ অবিদ্যামূলক। যেহেতু তাঁহারা সক-লেই অনাত্মপদার্থে মনোলয় করিয়াছেন—সেই হেতু তাঁহারা কৈবল্যলাভে অসমর্থ। সুষুপ্তিভঙ্গের পর জাগ্রদবস্থা প্রাপ্তির ন্যায় তাঁহাদের চিত্ত পুনর্ব্বার যথাকালে সংসারিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা বিদেহ-লয় ও প্রকৃতিলয় হইতে ইচ্ছা করেন না, ভবপ্রত্যয়যোগের অত্যল্প কামনাও করেন না।

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্॥ ২০॥

প্রকৃতিলয়াঃ। তেষাং চিত্তসংস্কারমাত্রশেষমিত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ। স চ ভবপ্রত্যয়ঃ—ভবন্তি জায়ন্তে অস্যাং জন্তব ইতি ভবঃ অবিদ্যা অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিরূপা। স এব প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স তথোক্তঃ। অবিদ্যাহেতুকোঽয়ং যোগোমুমুক্ষুভির্হেয় ইতি তাৎপর্য্যম্।

(২০) বিদেহপ্রকৃতিলয়ব্যতিরিক্তানান্তু যোগিনাং শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকাঃ—শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব্বে উপায়া যস্য স তথাবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতোযোগোভবতীতি বাক্যশেষঃ। তত্র শ্রদ্ধা যোগবিষয়ে চিত্তস্য প্রসন্নতা। বীর্য্যং উৎসাহঃ। স্মৃতিঃ অনুভূতাসম্প্রমোষশ্চিত্তস্য অব্যাকুলত্বং বা।

যাঁহারা বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় নহেন—অর্থাৎ যাঁহারা মুমুক্ষু বা কৈবল্যাভিলাষী—তাঁহাদের যোগ উপায়-প্রত্যয়। অর্থাৎ তাঁহাদের যোগ বা সমাধি শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা, এবংক্রমেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করত প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হন।

প্রথমতঃ তাঁহাদের যোগের প্রতি, আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের প্রতি, শ্রদ্ধা জন্মে। পরে বীর্য্য, তৎপরে স্মৃতি, অনন্তর একাগ্রতা, পশ্চাৎ তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা জন্মে। প্রজ্ঞালাভের পরেই তাঁহাদের উৎকৃষ্টতম সমাধি জন্মে এবং তাহা হইতেই তাঁহারা প্রকৃতিনির্মুক্ততা বা কৈবল্যলাভ করেন। যোগের প্রতি, বা যোগফলের প্রতি, চিত্তপ্রসন্ন হওয়ার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা জন্মিলেই ক্রমে তাহা হইতে বীর্য্য অর্থাৎ সমধিক উৎসাহ (অথবা শক্তিবিশেষ) জন্মে। বীর্য্য জন্মিলেই স্মৃতি অর্থাৎ অনুভূতপদার্থের অবিস্মরণ হয়। লোকে যাহাকে চিত্তের অব্যাকুলতা বা ধ্যানশক্তি বলে—তাহাই এস্থলে স্মৃতিশব্দের তাৎপর্য্যার্থ জানিবে। চিত্তের অব্যাকুলতা বা ধ্যানশক্তি জন্মিলেই সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। একাগ্রতা জন্মিলেই প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য-প্রবিবেক হয়। লোকে যাহাকে বস্তুর যথার্থ স্বরূপসাক্ষাৎকার বলে—যোগীরা তাহাকে জ্ঞাতব্যপ্রবিবেক ও প্রজ্ঞা বলেন। বস্তুতঃ শ্রদ্ধা হইলেই উৎসাহ বা যত্ন হয়, যত্ন হইলেই ধ্যানশক্তি জন্মে, ধ্যানশক্তির প্রভাবেই একাগ্রতা দৃঢ় হয়, একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলেই জ্ঞাতব্যসাক্ষাৎকার হয়। জ্ঞাতব্যসাক্ষাৎকার হইলেই যোগের সমুদায় কার্য্য বা অঙ্গ পূর্ণ হয়। সম্প্রজ্ঞাত-যোগ যদি এতদ্রূপ উপায়-পরম্পরার দ্বারা অথবা এতদ্রূপ প্রণালীক্রমে ঈশ্বর অথবা আপন আত্মা অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেই কৈবল্য লাভ হয়, নচেৎ স্বর্গাদিমাত্র লাভ হয়। কৈবল্যলাভ হইলে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না, অন্যথা সংসারে আসিতে হইবেই হইবে।

সমাধিরেকাগ্রতা। প্রজ্ঞা জ্ঞাতব্যপ্রবিবেকরূপা। তত্র শ্রদ্ধাবতোবীর্য্যং জায়তে। যোগবিষয়ে উৎসাহবান্ ভবতীতি যাবৎ। সোৎসাহস্য তু স্মৃতিরুপজায়তে। স্মরণসামর্থ্যাচ্চ চেতস্সমাধীয়তে। সমাহিত এব ভাব্যং বিজানাতি। তদভ্যাসাচ্চ বৈরাগ্যাৎ সম্প্রজ্ঞাতযোগোভবতি।

তীব্রসম্বেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

কার্য্যপ্রবৃত্তির মূলীভূত সংস্কারবিশেষের নাম সম্বেগ। সেই সম্বেগ যাহাদের তীব্র—তাহাদেরই শীঘ্র শীঘ্র সমাধি হয়।

বস্তুত, উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলেও সকলের ভাগ্যে সমানরূপে বা সমানসময়ে ফললাভ সংঘটন হয় না। তাহার কারণ এই যে, কার্য্য সম্পাদনের মূলকারণ যে সংস্কার বা মনোবৃত্তি—তাহা সকলের সমান নহে। কাহার তীব্র, কাহার মধ্য, কাহার বা মৃদু (অতীক্ষ্ণ)। যাহার কার্য্য-শক্তি তীব্র—সে সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে পারে, অন্যে তাহার সমান হইতে পারে না। কার্য্যশক্তি বা কার্য্যসম্পাদনের মূল-কারণ সংস্কার কি? তাহা শুন। যে শক্তি থাকায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মনোমধ্যে সমস্ত কার্য্যবিবরণ অথবা কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতাসকল শীঘ্র প্রকাশ পায়—চিত্তের সেই শক্তির নাম সংস্কার। ইহার অন্য নাম "সম্বেগ"। এই সম্বেগ যাহার তীব্র—সে শীঘ্র কার্য্য করিতে পারে, অন্যে সেরূপ পারে না। এজন্য তীব্রসম্বেগসম্পন্ন যোগীরাই শীঘ্র সমাধি লাভ করেন, অন্যের বিলম্ব হয়।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র প্রভৃতি ভেদ থাকায় তাহাতেও আবার বিশেষ আছে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি উপায়ের কথা বলা হইল—সে সকল, সকলের সমান নহে। কাহারও বা মৃদু, কাহারও বা মধ্য, কাহার বা অধিমাত্র অর্থাৎ অতিপ্রবল। এতদনুসারেই কার্য্যসিদ্ধির কালের তারতম্য হয়। যাহার শ্রদ্ধাদি মৃদু—তাহার কিছু বিলম্ব লাগে। যাহার মধ্য—তাহার কিছু শীঘ্র হয় এবং যাহার শ্রদ্ধাদি অতিপ্রবল—তাহারই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র সম্পন্ন হয়। সুতরাং বলা হইল যে, যোগিগণের যোগশক্তি বা সম্বেগ তীব্র হইলে এবং শ্রদ্ধাদি উপায় সকল সমধিক প্রবল বা তীক্ষ্ণ হইলেই শীঘ্র শীঘ্র সমাধি হয়, অন্যথা কিছু বিলম্ব লাগে।

---

(২১) সম্বেগঃ ক্রিয়াহেতুর্দৃঢ়তরঃ সংস্কারঃ। স তীব্রোযেষাং তেষাং সমাধিরাসন্নঃ শীঘ্রমেব নিষ্পদ্যত ইত্যর্থঃ।

(২২) ততঃ তত্র অপি বিশেষঃ অস্তীতি শেষঃ। তত্রাপি মৃদুতীব্র মধ্যতীব্রাধিমাত্রতীব্রত্বাদিভি র্ভেদোদ্রষ্টব্যঃ।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

সম্প্রজ্ঞাতসমাধিলাভের অন্য এক সুগম উপায় আছে। কি? ঈশ্বরপ্রণিধান। অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরানুধ্যানদ্বারাও জীবের সমাধি লাভ হয়। যোগীদিগের ঈশ্বরোপাসনা কিরূপ? তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ঈশ্বরের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি উচ্ছলিত করা আর ঈশ্বরোপাসনা প্রায় তুল্য কথা। কায়িক বাচিক মানসিক—সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের অধীন জ্ঞান করিবে। যখন যে কার্য্য করিবে—ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া—সুখের অনুসন্ধান না করিয়া—সমস্ত কার্য্যই সেই পরমগুরু পরাৎপর পরমেশ্বরে অর্পণ করিবে। যখন কিছু না করিবে—তখন কেবল তাঁহাকেই ধ্যান করিবে। অকপটে ও পুলকিত হইয়া অনবরত ঐরূপ করিলেই তোমার ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হইবে। তখন তুমি দেখিবে যে, তোমার অভিলষিতসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সর্ব্বগুরু পরমেশ্বরের শুভানুগ্রহ তোমার আত্মায় অধিরূঢ় হইয়াছে এবং সেই উৎকৃষ্টতম সম্প্রজ্ঞাতসমাধিলাভের আর অধিক বিলম্ব নাই।

ঈশ্বর কি? তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য না হইলে তৎপ্রতি বিশিষ্ট ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্যই পরমকারুণিক মহাত্মা পতঞ্জলি সেই ভাবরূপী পরমগুরু পরমেশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন। পরন্তু ভাবুক না হইলে তাঁহার সেই অত্যল্প উপদেশ দ্বারা হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ আরূঢ় করান যায় না। তিনি বলিলেন যে,———

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যাবন্ত সংসারী আত্মা ও যাবন্ত মুক্তাত্মা হইতে যিনি পৃথক্ বা স্বতন্ত্র,—তিনিই ঈশ্বর।

(২৩) ঈশ্বরঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ তত্র প্রণিধানং ভক্তিবিশেষঃ বিশিষ্টমুপাসনমিতি যাবৎ। তস্মাদপ্যাসন্নতমঃ সমাধিরিতি শেষঃ। বা শব্দোভক্ত্যুপায়স্যসুগমত্বখ্যাপনার্থঃ।

(২৪) ক্লেশা বক্ষ্যমাণলক্ষণা অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চ। কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। বিপাকঃ কর্ম্মফলানি। আশয়াঃ ফলানুকূলাঃ সংস্কারাশ্চিত্তস্থাঃ। এতৈরপরামৃষ্টঃ কালত্রয়েপ্যসম্বদ্ধঃ। পুরুষবিশেষঃ স্বতন্ত্র আত্মা। ঈশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ামকঃ নিরতিশয়জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমানিতি যাবৎ। অত্র বিশেষপদেন কালত্রয়াসম্বন্ধবাচিনা মুক্তজীবাভ্যোব্যাবৃত্তিঃ কৃতা। তেষান্তু পূর্ব্বকালে বন্ধত্রয় সম্বন্ধ আসীদিত্যনুসন্ধাতব্যম্।

ক্লেশ=অর্থাৎ অজ্ঞানাদি পাঁচ প্রকার—যাহা আত্মা চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া ভোগ করিতেছে এবং যাহা থাকাতেই আত্মার জীব নাম হইয়াছে। কর্ম্ম=অর্থাৎ নানাপ্রকার ক্রিয়া—জীব যাহা প্রতিক্ষণই অনুষ্ঠান করিতেছে। বিপাক=অর্থাৎ কর্ম্মফল—যাহা সুখ দুঃখাদি ও ভোগ নামে পরিচিত। আশয়=অর্থাৎ সংস্কার। কর্ম্ম ফলের পর চিত্তে যে কৃত-কর্ম্মের ভাব আহিত হয়—তাহাই সংস্কার। ফলিতার্থ এই যে, তিনি জীবের ন্যায় ক্লেশভাগী নহেন। তিনি সর্ব্বক্লেশবিমুক্ত। জীবের ন্যায় তাঁহার কর্ম্মফলভোগ হয় না। সুখ, দুঃখ, জাতি ও আয়ু-ভোগও হয় না। কেননা তিনি নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। সংসারী আত্মা যেমন চিত্তের সহিত একীভূত থাকায় বাসনা নামক সংস্কারের বশীভূত হয়—তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অচিত্ত; তন্নিমিত্ত তিনি বাসনারহিত। চিত্তনিষ্ঠ জন্যজ্ঞান ও জন্য- ইচ্ছার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক-ইচ্ছা-শক্তির তুলনা হয় না। তিনি এক অসাধারণ, অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত ও দেহাদিরহিত আত্মা বা পরম পুরুষ।

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫ ॥

তাঁহাতে নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞান শক্তি বিদ্যমান আছে, অন্য আত্মায় তাহা নাই। ফলিতার্থ এই যে, তিনি ভক্ত-সাধকের হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশ পান। তাঁহার স্বরূপ অন্যকে বোধগম্য করাইতে হইলে অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। সে অনুমান এইরূপ:—সকল আত্মাতেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে। সকল আত্মা অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান বুঝিতে পারে। কেহ বা অল্পজ্ঞ, কেহ বা তদপেক্ষা কিছু অধিকজ্ঞ। আবার তাহাদের অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আত্মাও আছে। অতএব যাঁহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আর নাই, তিনিই পরমগুরু পরাৎপর পরমেশ্বর। যেমন অল্পতার চূড়ান্ত পরমাণু আর বৃহত্ত্বের শেষ সীমা আকাশ; সেইরূপ, জ্ঞানশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্রজীব; আর তাহার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

(২৫) সর্ব্বজ্ঞত্বস্য যৎ বীজং জ্ঞাপকং নিরতিশয়ং জ্ঞানং তৎ তত্র তস্মিন্ ভগবতি অস্তীতানুমীয়তে। যত্র নিরতিশয়ং জ্ঞানং তত্র সর্ব্বজ্ঞত্বমিতি নিরতিশয়জ্ঞানবত্ত্বেন সর্ব্বজ্ঞস্য সিদ্ধেস্তেনৈব রূপেণ তস্যানুমানমিতি দিক্। নিরতিশয়ত্বং কাষ্ঠাপ্রাপ্তিত্বম্।

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টি কর্ত্তাদিগেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। কোন কালের-দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন; অর্থাৎ সকল কালেই তাহার বিদ্যমানতা আছে। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় বটে, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগেরও স্রষ্টা ও উপদেষ্টা। ব্রহ্মাদিদেবতার জন্ম ও বিনাশ আছে, কিন্তু তাঁহার জন্ম নাই, বিনাশও নাই। তিনি অনাদি ও অনন্ত। সেই অনাদি অনন্ত আদ্য পিতা পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ অর্থাৎ সৃষ্টিজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব তিনিই সর্ব্বস্রষ্টা ও সর্ব্বজ্ঞানের সমষ্টি বা আকর।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

তাঁহার বোধক শব্দ প্রণব অর্থাৎ ওঁ। শৃঙ্গলাঙ্গূলাদিযুক্ত পশুবিশেষের সহিত "গো" এই শব্দের যেরূপ সঙ্কেত বা সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সেই রূপ সম্বন্ধ। পশুবিশেষের প্রতি "গো" শব্দের সঙ্কেত থাকা যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের নিকট "গো" শব্দ উচ্চারণ করিলে যেমন তাঁহাদিগের হৃদয়ে সেই পশু-বিশেষের আকার উদিত হয়,—ওঁ বলিলেও সেইরূপ সঙ্কে-তজ্ঞ সাধকের হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বরভাব উদিত হয়। উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্ব-রের সহিত প্রণবের সঙ্কেতবন্ধন করা হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু তাহা আজ কাল নহে। অনাদিকালের প্রণবের সহিত ঈশ্বরের অনাদি-কালের সম্বন্ধ। অনাদি কাল হইতেই যোগীরা প্রণবকে ঈশ্বরবাচক বলিয়া জানেন।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

সেই প্রণব-মন্ত্রের জপ ও তাহার অর্থধ্যান করাই তাঁহার উপাসনা। যোগীরা

(২৬) সঃ ভগবান্ পূর্ব্বেষাং আদ্যানাং স্রষ্টৄনাং ব্রহ্মাদীনাং অপি গুরুঃ উপদেষ্টা যতঃ স কালেন নাবচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ। ব্রহ্মাদীনাস্ত্বাদিমত্ত্বাদস্তি কালেনাবচ্ছেদঃ।

(২৭) তস্য বাচকঃ অভিধায়কঃ প্রণবঃ ওঁকারঃ। ঈশ্বরোঙ্কারয়োর্বাচ্যবাচকভাব-লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ স নিত্যঃ সঙ্কেতেন ব্যজ্যতে ন তু কেনচিৎ ক্রিয়ত ইতি দ্রষ্টব্যম্।

(২৮) তস্য প্রণবস্য জপঃ যথাবদুচ্চারণং তদর্থস্য চ ভাবনং পুনঃ পুনশ্চেতসি বিনিবেশনং তস্য ঈশ্বরস্য উপাসনং ভবতীতি শেষঃ। তচ্চ একাগ্রতায়াঃ সুগমোপায় ইত্যর্থঃ।

ঈশ্বরের অন্যরূপ উপাসনা করেন না, কেবল সেই প্রণবের জপ (বাচিক ও মানসিক উচ্চারণ) করেন এবং তাহার অর্থ ধ্যান করেন। তাঁহারা যখন সাংসারিক বা দৈহিক কার্য্য করেন, তখনও তাঁহাদের ঈশ্বরধ্যান ত্যাগ হয় না। এই ঈশ্বরধ্যানসম্বন্ধে মহাসাধক তুলসীদাস একটী মিষ্ট কথা বলিয়াছেন। যথা—

"তুলসী অ্যাসা ধেয়ান্ ধর্,
য্যাসা বিয়ান্‌কা গাই।
মুমে তৃণ চানা টুটে,
চেৎ রাখয়ে বাছাই।"

নবপ্রসূতা গাভী যেমন মুখে তৃণ চনকাদি ভক্ষণ করে অথচ চিত্ত বৎসের প্রতি অর্পিত রাখে (রাখে কি না তাহা বৎসের নিকট গেলেই বুঝিতে পারিবেন) যোগীরাও সেইরূপ অন্যান্য কার্য্য করেন অথচ সর্ব্বদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ধ্যান করেন; করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্ত ক্রমে তাঁহাতেই বিনিবিষ্ট বা একাগ্র হইয়া পড়ে, ক্রমে সমাধিও উপস্থিত হয়।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত যখন নির্ম্মল হইয়া আইসে তখন তাহার প্রত্যক্ চৈতন্যের জ্ঞান অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মা সম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান জন্মে। তখন আর কোন বিঘ্নই থাকে না, নির্ব্বিঘ্নে সমাধি লাভ হয়।

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

(২৯) ততঃ তজ্জপতদর্থভাবনাভ্যাং যোগিনঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমঃ—প্রতীপং অঞ্চতীতি প্রত্যক্ বুদ্ধেরপ্যান্তরঃ আত্মা ইত্যর্থঃ। স চাসৌ চেতনঃ দৃকশক্তিস্তস্যাধিগমঃ সাক্ষাৎকারঃ অন্তরায়াঃ বক্ষ্যমাণাস্তেষামভাবশ্চ ভবতীতি বাক্যশেষঃ।

(৩০) ব্যাধিঃ প্রসিদ্ধঃ। স্ত্যানং অকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য। সংশয়ঃ যোগঃ সাধ্যোনবেতি জ্ঞানম্। প্রমাদঃ অনুত্থানশীলতা সাধনেষু ঔদাসীন্যম্। আলস্যং কায়চিত্তয়োর্গুরুত্বং যোগপ্রবৃত্ত্যভাবকারণম্। অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শনং বিপরীতবুদ্ধিঃ যোগাসাধনেষু তৎসাধনবুদ্ধিস্তথা সাধনেঽপ্যসাধনত্ববুদ্ধিরিত্যর্থঃ। অলব্ধভূমিকত্বং কুতশ্চিৎ নিমিত্তাৎ সমাধিভূমের্বক্ষ্যমাণস্য অলাভঃ। অনবস্থিতত্বং তত্র তত্র চিত্তস্য অস্থিরত্বম্।

অযোগী অবস্থায় (বিষয়ভোগাবস্থায়) যথার্থ আত্মজ্ঞান ও সমাধিলাভ না হইবার যে কারণ আছে—তাহার নাম "বিঘ্ন"। বিঘ্ন অনেক; কিন্তু এই কয়টী বিঘ্নই প্রধান। যথা—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, এবং অনবস্থিতত্ব। ব্যাধি = ধাতুবৈষম্যজনিত জ্বরাদি অবস্থা প্রাপ্তি। স্ত্যান = মনের অক্ষমতা (ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্য করিবার শক্তির অভাব)। সংশয় = যোগ করিতে পারিব কি না অথবা যোগ হয় কি না ইত্যাকার জ্ঞান। প্রমাদ = চিত্তের ঔদাসীন্য (উদ্যম্-রাহিত্য)। আলস্য = শরীরের ও মনের গুরুত্ব (যদ্দারা যোগে অপ্রবৃত্তি জন্মে)। অবিরতি = বিষয়তৃষ্ণা অর্থাৎ ইহা হউক, উহা হউক, ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা। ভ্রান্তিদর্শন = ভ্রমজ্ঞান অর্থাৎ একে আর জ্ঞান; যেমন শুক্তি খণ্ডে রজত-জ্ঞান। যোগপক্ষে ভ্রম এই যে, যাহা যোগের উপকরণ নহে তাহাকে উপকরণ মনে করা, এবং যাহা প্রকৃত উপায় তাহাকে অনুপায় জ্ঞান করা। অলব্ধভূমিকত্ব = কোন কারণে বা প্রতিবন্ধকবশতঃ যোগাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া (যোগ আরম্ভ করিয়া কোন সিদ্ধিলক্ষণ না দেখিলে চিত্তে অমনি বিক্ষেপ উপস্থিত হয়; মনে হয় যে, বৃথা পণ্ডশ্রম হইতেছে; ইহাও বিঘ্নমধ্যে গণ্য)। অনবস্থিতত্ব = চিত্তের অস্থিরতা (কোন এক যোগাবস্থা পাইলেও চিত্ত তাহাতে স্থির বা সন্তুষ্ট না থাকা)। এই গুলির প্রত্যেকটীই সমাধি ও একাগ্রতা লাভের বিঘ্ন অর্থাৎ বিপক্ষ। এ সকল দোষ নিঃশক্তি বা নিহত না হইলে কি একাগ্রতা কি সমাধি কিছুই হয় না। চিত্তের এই সকল দোষ রজ ও তমঃ-প্রভাবে উপস্থিত হইয়া চিত্তকে ইতস্তত বা বিক্ষিপ্ত করায়, একাগ্র হইতে দেয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ঈশ্বরোপাসনা ও পশ্চাৎ বক্তব্য যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ক্রমে ঐ সকল দোষ লুপ্ত হইয়া যায়। দোষ সকল লুপ্ত বা বিদূরিত হইলেই একাগ্রতাশক্তি স্থায়ী হয়, সমাধি লাভও হয়।

রজোজন্য অস্থিরতা বা চলচ্চিত্ততা যোগ বা সমাধির প্রবল বিঘ্ন। সেই প্রবল বিঘ্ন নিবারণের জন্য চিত্তকে বার বার স্থির বা একতান করিতে হয়। বার বার একতান করিতে করিতে চিত্ত ক্রমে স্থিরস্বভাব হইয়া পড়ে। স্থির স্বভাব হইলেই যোগ অদূরবর্ত্তী হয়। চিত্ত স্থির না হইবার আরও কারণ আছে। যথা——

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস, এ গুলিও বিক্ষেপের জনক এবং সমাধির প্রবল বিঘ্ন।

বিক্ষেপ অর্থাৎ রজোজন্য অস্থিরতা। দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস, এগুলি সেই বিক্ষেপের সহচর। অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এ সমুদায় গুলিই বর্ত্তমান থাকে। দুঃখ কি? তাহা সকলেই জানেন। ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে যে মনঃক্ষোভ জম্মে তাহার নাম দৌর্ম্মনস্য। শারীরিক অস্থিরতার নাম অঙ্গকম্পন। ইহা আসন ও মনঃস্থৈর্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক। যে কোন কারণে হউক, বিক্ষেপ অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যের অভাব হইলে তৎসঙ্গে দুঃখাদি উপস্থিত হইবেই হইবে। দুঃখাদি উপস্থিত হইলেও চিত্তস্থৈর্য্যের অভাব হইবে। তৎকারণে উপরোক্ত দুঃখাদি যোগের প্রতিবন্ধক বা প্রবল বিঘ্ন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং বিক্ষেপ ও তদুপদ্রব দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গপ্রচলন, শ্বাস ও প্রশ্বাসকে জয় করা আবশ্যক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তপ্রকারের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে এবং নিম্নলিখিত উপায়েও হইতে পারে।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

ঐ সকল দোষ নিবারণের জন্য একতত্ত্ব অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ বিক্ষেপ ও তদুপদ্রব দুঃখাদি নিবারণের জন্য বার বার কোন এক অভিমত তত্ত্ব (যে কোন মনোরম্ আকৃতি বা প্রীতিজনক বস্তু) ধ্যান করিবে। ধ্যানের সময় মন যেন অন্য দিকে না যায়, সেই ধ্যেয়বস্তুতেই যেন স্থির থাকে। যিনি ঈশ্বরকে ভাল বাসেন তিনি ঈশ্বর-ধ্যান করিবেন, যিনি রামমূর্ত্তি ভাল বাসেন তিনি রামমূর্ত্তি চিন্তা করিবেন। যতক্ষণ না ও যত দিন না তুমি স্বীয় ইষ্ট-

(৩১) দুঃখং প্রসিদ্ধম্। দৌর্ম্মনস্যং ইচ্ছাবিঘাতাৎ মনসঃ ক্ষোভঃ। অঙ্গমেজয়ত্বং অঙ্গানাং প্রচলনম্। প্রাণোযদ্বাহ্যবায়ুমা চামতি স শ্বাসঃ। যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং রেচয়তি স প্রশ্বাসঃ। অত্র অনিচ্ছত ইত্যাহ্যং। পূরকরেচকয়ো র্নিরাসার্থম্। এতে বিক্ষেপৈঃ সহ ভবন্তীতি বিক্ষেপ সহ ভুবঃ। বিক্ষিপ্তচিত্ত স্যৈবৈতে ভবন্তীত্যর্থঃ।

(৩২) তেষাং বিক্ষেপাণাং নিষেধার্থং একস্মিন্ কস্মিংশ্চদভিমতে তত্ত্বে অভ্যাসঃ পুনঃ পুনশ্চিত্তনিবেশনং কর্ত্তব্যঃ। তদ্বলাৎ জাতায়ামেকগ্রতায়াং বিক্ষেপাঃ প্রশামমুপয়ান্তীতার্থঃ।

দেবতায় একতান বা অনন্যচিত্ত হইতে পারিবে, ততক্ষণ ও তত দিন তুমি বার বার বহুবার ধ্যান করিবে। যখন ধ্যান করিবে না, সাংসারিক কার্য্য করিবে, তখনও তুমি স্বকৃত কায়িক বাচিক মানসিক—সমুদায় কার্য্যই সেই পরম-গুরুর ও ইষ্টদেবের প্রতি অর্পণ করিবে। এইরূপ করার নাম একতত্ত্বাভ্যাস। এই একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা তোমার চিত্তে একাগ্রতাশক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে। ধ্যেয়বস্তুর সহিত চিত্তের অবিচ্ছিন্নসংযোগ উৎপন্ন হইবে। চিত্ত যদি পরমেশ্বরে কি অন্য কোন অভিমততত্ত্বে তন্ময় হইয়া যায়, তাহা হইলে আর বিক্ষেপ কি বিক্ষেপের উপদ্রব দুঃখাদি কিছুই থাকিবে না। এতদ্ভিন্ন আরও এক উপায় আছে। যথা——

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপবিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। কেননা ইহার দ্বারাই চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে।

তাৎপর্য্য এই যে, একাগ্রতা-শিক্ষার পূর্ব্বে, প্রথমে চিত্তপরিষ্কার করিতে হয়। অপরিষ্কৃত বা মলিনচিত্ত সূক্ষ্মবস্তুগ্রহণে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, স্থির বা সমাহিত হয় না। স্বচ্ছস্বভাব কাচ যদি মলিন থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। আকর্ষণক্ষম চুম্বক যদি মলদিগ্ধ থাকে তা সে আপন ক্ষমতায় বঞ্চিত থাকে। ইহা যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, চিত্তও মলিন থাকিলে সে সূক্ষ্মবস্তুগ্রহণে অক্ষম হয়, সুতরাং যোগক্ষমতায় বঞ্চিত থাকে। যদি বল, চিত্তের আবার মলিনতা কি? হইাতে যোগীরা বলেন, চিত্তের মলা কাচের মলার ন্যায় নহে। রজস্তমোজন্য ঈর্ষা ও দ্বেষ প্রভৃতিই চিত্তের মলা। সে সকল মল উন্মার্জ্জিত না হইলে চিত্ত স্থিতিপ্রবাহ-যোগ্য ও প্রকাশময় হইবে না। অতএব, অগ্রে নিম্নলিখিত উপায়ে চিত্তের পরিকর্ম্ম অর্থাৎ মলাপনয়ন কর, পশ্চাৎ সমাধি অভ্যাস করিও।

---

(৩৩) সুখিতেষু সাধ্বেষাং সুখিত্বমিতি মৈত্রী, দুঃখিতেষু কথন্নু নামৈষাং দুঃখবিমুক্তিরিতি করুণাং, পুণ্যবৎসু পুণ্যানুমোদনেন মুদিতাং হর্ষং, অপুণ্যবৎসু চ উপেক্ষাং মাধ্যস্থবৃত্তিং ঔদাসীন্যং বা ভাবয়েৎ। এবং ভাবনয়া চিত্তস্য প্রসাদনং মলাপনয়নং ভবতি। ততশ্চ সমাধিরাবির্ভবতীতি। তাৎপর্য্যম্।

পরের সুখ, পরের দুঃখ, পরের পুণ্য ও পরের পাপের প্রতি তুমি যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা করিবে। পরের সুখ দেখিলে সুখী হইও, ঈর্ষা করিও না। পরের সুখে সুখী হইতে অভ্যাস করিলে তোমার ঈর্ষামল বিদূরিত হইবে। তুমি যেমন সর্ব্বদা আত্মদুঃখনিবারণের ইচ্ছা কর, পরের দুঃখ দেখিলেও ঠিক্ সেইরূপ ইচ্ছা করিও। পরের দুঃখে দুঃখী হইতে শিখিলে তোমার চিত্তে বিদ্বেষ-মল থাকিবে না, পরাপকার-চিকীর্ষাও থাকিবে না। আপনার পুণ্যে বা আপনার শুভানুষ্ঠানে যেমন হৃষ্ট হও, পরের পুণ্যে ও পরের শুভানুষ্ঠানেও সেইরূপ হৃষ্ট হইও। পর-পুণ্যে হৃষ্ট হইতে শিখিলে তোমার মনের অসূয়ামল উন্মার্জ্জিত হইবে। পরের পাপ বা অসৎ-কর্ম্ম দেখিলে বিদ্বেষ করিওনা, ঘৃণাও করিও না। ভাল মন্দ কিছুই আন্দোলন করিও না। সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকিও। এরূপ করিলে তোমার চিত্তের অমর্ষ-মল নিবারিত হইবে। সুখিতের প্রতি মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মুদিতা অর্থাৎ প্রেম, পাপীর প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে। প্রত্যেক রাজস ও তামস বৃত্তির বিরুদ্ধে সাত্ত্বিক-বৃত্তি সকল উদিত করিবে। করিতে করিতে তোমার চিত্ত ক্রমে সুপ্রসন্ন ও সুনির্ম্মল হইয়া উত্তমরূপ একাগ্র শক্তি সম্পন্ন হইবে।

চিত্ত নির্ম্মল হইলে, একাগ্রযোগ্য হইলে, তাহাকে স্থির বা একতান করিবার অন্য এক সুগম উপায় আছে। কি? তাহা বলা যাইতেছে।

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

বায়ুর প্রচ্ছর্দন (আকর্ষণপূর্ব্বক বমন বা পরিত্যাগ) ও বিধারণ অর্থাৎ আকৃষ্যমান বায়ুকে যথোক্তবিধানে ধারণ,—এই দুই প্রক্রিয়ার দ্বারাও চিত্তকে স্থির বা একতান করা যায়। প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া,

(৩৪) প্রচ্ছর্দ্দনং নাম নাসাপুটাভ্যাং কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ শাস্ত্রোক্তরীত্যা বহির্নিঃসারণম্। বিধারণং নাম প্রাণস্য শাস্ত্রোক্তবিধানেন গতিবিচ্ছেদ করণম্। তাভ্যাং চিত্তমেকত্র লক্ষ্যে স্থিতিং লভত ইতি যোজ্যম্। বা শব্দোঽত্র বক্ষ্যমাণোপায়ান্তরাপেক্ষয়া বিকল্পার্থঃ। রেচক পূরক কুম্ভক ভেদেন ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ। স চ চিত্তস্যৈকাগ্রতাং নিবধ্নাতি। অত্রায়মভিসন্ধিঃ সর্ব্বাসামিন্দ্রিয়বৃত্তীনাং প্রাণবৃত্তিপূর্ব্বকত্বাৎ মনঃ প্রাণয়োশ্চ স্বব্যাপারে তুল্যযোগক্ষেমত্বাৎ নিরুদ্ধঃ প্রাণঃ সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধদ্বারেণ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং প্রভবতি।

গুরূপদেশ ক্রমে, নাসিকার দ্বারা অমৃতময় বাহ্য বায়ু আকর্ষণ করিবে। পশ্চাৎ পরিমিতরূপে ও যোগশাস্ত্রোক্তবিধানক্রমে তাহা ধারণ করিবে। অনন্তর তাহা ধীরে ধীরে ও শাস্ত্রানুযায়ি-নিয়মে পরিত্যাগ করিবে। এই প্রক্রিয়াকে "প্রাণা য়াম" বলে। প্রাণ + আ + যম = প্রাণকে সম্যক্ সংযত অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ নিরোধ করণ। প্রাণের গতি যদি ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে চিত্তকে সহজে অনাকুল অর্থাৎ স্থির করা যায়। কেন না, যে কোন ইন্দ্রিয়কার্য্য—সমস্তই প্রাণ-গতির অধীন। প্রাণই শ্বাসপ্রশ্বাস রূপ গতি অবলম্বন করিয়া সমুদায় দেহযন্ত্র পরিচালিত করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে উন্মুখ করিয়া দিতেছে। খাদ্য-দ্রব্যকে রস-রক্তাদি আকারে পরিণত করিয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিকট অর্পণ করিতেছে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ও প্রত্যেক দেহ-যন্ত্রের গতি, বল ও স্বভাব রক্ষা করিতেছে। প্রাণই ইন্দ্রিয়চক্রের, নাড়ী-চক্রের ও মনের পরিচালক এবং প্রাণই মনশ্চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ। প্রাণের চলনে মনের চলন, প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ,—প্রাণের স্থিরতায় মনের স্থিরতা হয়। ঘড়ীর প্যান্‌ডুলমের ন্যায় প্রাণ এদিক্ ওদিক্ করিতেছে বলিয়াই কাঁটার ন্যায় মনও এদিক্ ওদিক্ করিতেছে। প্যানডুলম-স্থানীয় প্রাণ যদি না চলে, স্থির হয়, তাহা হইলে কাঁটা-স্থানীয় মনও স্থির হয়। যেমন প্যান্‌ডুলমের গতি সদোষ হইলে কাঁটার গতিও সদোষ হয়, তেমনি, প্রাণ-গতির দোষেই মনের গতি সদোষ হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, ও মোহ প্রভৃতি যে কিছু মনোদোষ, যে কিছু বিক্ষেপ, সমস্তই প্রাণ-গতির দোষে উৎপন্ন হয়। প্রাণ-গতি যদি বিশুদ্ধ হয় ত মনোদোষও নিবারিত হয়। প্রাণ যদি নিরুদ্ধ হয় ত মনের গতিও রুদ্ধ হয়। এই গূঢ় রহস্যটী জ্ঞাত হইয়া যোগীরা মনোদোষ নিবারণের জন্য, তাহার বিক্ষেপ বিনাশের জন্য, বা পাপক্ষয়ের জন্য, প্রাণায়ামের উপদেশ করিয়াছেন। এই প্রাণায়াম যদি সুসিদ্ধ হয় বা আয়ত্ত হয় ত তদ্দ্বারা মনের যে কিছু বিক্ষেপ সমস্তই বিদূরিত হয়। নির্দ্দোষ ও নির্ব্বিক্ষেপ চিত্ত তখন আপনা হইতেই সুপ্রসন্ন, সুপ্র-কাশ, স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহযোগ্য বা একাগ্র যোগ্য হইয়া পড়ে।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥ ৩৫॥

৩৫। বিষয়া গন্ধাদয়ঃ। তে ফলত্বেন বিদ্যন্তে যস্যাং সা তথোক্তা। প্রবৃত্তিঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ

বিষয়বতীপ্রবৃত্তি অর্থাৎ গন্ধাদিসাক্ষাৎকাররূপ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলেও মন স্থির হয়। অভিপ্রায় এই যে, উল্লিখিত উপায়ের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, স্থির-স্বভাব প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে যথেচ্ছ প্রয়োগ করা যায়,যথা ইচ্ছা তথায় স্থাপন পূর্ব্বক তন্ময় করা যায়। নির্ম্মল চিত্ত যখন যে বিষয়ে ধৃত করিবে সেই বিষয়েই সে স্থির হইবে ও তন্ময় হইবে। তদ্দ্বারা তাহার সমুদায় স্বরূপ বা সমুদায় অন্তস্তত্ত্ব সাক্ষাংকৃত হইবে, কোন অংশই আবৃত থাকিবে না। যদি তুমি তখন চন্দ্রে চিত্তসংযম কর ত তোমার চিত্ত চন্দ্রেই তন্ময় হইবে অর্থাৎ চন্দ্রতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে। সূর্য্যে চিত্তসংযম কর ত সূর্য্যতত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইবে। ইহারই নাম দিব্য-জ্ঞান, ইহারই নাম যোগজ-প্রজ্ঞা। প্রথম যোগীরা প্রথমে দেহের প্রতি মনোনিবেশ করেন। দেহের অঙ্গবিশেষে মনঃসংযম করিয়া তাঁহারা অনেক আশ্চর্য্য তত্ত্ব প্রত্যক্ষ (মানসপ্রত্যক্ষ) করিয়া থাকেন। নাসাগ্রে চিত্তসংযম করিয়া তাঁহারা দিব্যগন্ধ-সাক্ষাৎকার করেন। জিহ্বাগ্রে চিত্ত-সংযম করিলে দিব্যরসবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। তালুর অগ্রভাগে দিব্যরূপ, জিহ্বা-মধ্যে দিব্যস্পর্শ, এবং জিহ্বামূলে দিব্য শব্দ অনুভূত হয়। অধিক কি, তাঁহারা যে কোন স্থূল বিষয়ে চিত্তসংযম করেন, সেই বিষয়েই তাঁহাদের দিব্য-জ্ঞান বা উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া যোগের প্রতি ও যোগফলের প্রতি তাঁহাদের দিন দিন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতে থাকে। তদ্বলে তাঁহাদের চিত্তের একাগ্রতাও দিন দিন বাড়িতে থাকে, ক্রমে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম বিষয়ে একাগ্র হইবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে।

• বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

উদরকন্দরের ঊর্দ্ধে, হৃৎপিঞ্জরের মধ্যে, অন্তঃসুষির ও অপূপাকার এক-খণ্ড মাংস আছে। তাহা প্রায় পদ্মাকার বলিয়া হৃৎপদ্ম নামে বিখ্যাত। এই

সাক্ষাৎকাররূপা প্রজ্ঞা ইত্যর্থঃ। সা উৎপন্না সতী মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী চিত্তস্য স্থৈর্য্যে হেতুর্ভবতি। নাসাগ্রাদৌ চিত্তং ধারয়তো দিব্যগন্ধাদিসাক্ষাৎকারো ভবতি। ততশ্চ যোগফলে-বিশ্বাসঃ সমুৎপদ্যতে, তস্মাচ্চ চিত্তমনাকুলং ধীয়ত ইতিভাবঃ।

৩৬। প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃস্থিতিনিবন্ধিনীত্যনুবর্ত্ততে। জ্যোতিঃ সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ। স প্রশস্তোভূয়ানতিশয়বাংশ্চ বিদ্যতে যস্যাং প্রবৃত্তৌ সা সম্বিদিত্যর্থঃ। সা চ বিশোকা সুখময়সত্ত্বসাক্ষাৎকারাৎ বিগতঃ শোকোরজঃপরিণামো যস্যাঃ সা তথোক্তা। অয়মতি-

হৃৎপদ্ম রেচকপ্রাণায়ামদ্বারা উর্দ্ধমুখ (অথবা উর্দ্ধমুখ ভাবনা) করিয়া তদন্তরালে চিত্তধারণ করিলে এক প্রকার জ্যোতিঃ বা আলোক সাক্ষাৎকার হয়। সে জ্যোতির বা সে আলোকের তুলনা নাই। তাহা নিস্তরঙ্গ ও নিষ্কল্লোল ক্ষীরোদার্ণব তুল্য মনোহর ও প্রশান্ত। নির্ম্মল ও সুশুভ্র। অথচ তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে সূর্য্যপ্রভা চন্দ্রপ্রভা মণিপ্রভা এবং অন্যান্য শত শত বিচিত্র প্রভা প্রস্ফুরিত হইতে দেখা যায়। এ আলোক বা এ জ্যোতিঃ সাক্ষাৎকার হইলে আর কোন শোকই থাকে না। সেই জন্যই এ আলোক "বিশোক" নামে খ্যাত। এই বিশোক-জ্যোতির অন্য নাম বুদ্ধিসত্ত্ব ও চৈতন্যপ্রদীপ্ত অস্মিতা (সাত্ত্বিক অহঙ্কার)। চিত্ত এই হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যস্থ বুদ্ধিসত্ত্ব ধ্যানে নিমগ্ন হইলে, তন্ময় হইলে, শীঘ্রই সম্প্রজ্ঞাতসমাধি বা উৎকৃষ্টতম যোগ উপস্থিত হয়।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

মহাত্মাদিগের বৈরাগ্যযুক্ত অন্তঃকরণ ধ্যান করিলে কখন কখন তাহাও চিত্তস্থৈর্য্যের হেতু হয়।

জিহ্বামূল, জিহ্বাগ্র, তাল্বগ্র, হৃৎপদ্ম, তৎকর্ণিকাগত নাড়ীচক্র ও তদন্তরালস্থ বুদ্ধিসত্ত্ব,—এই সকল স্থানে চিত্তসংযম করা যেমন একাগ্রতা-সিদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়, তেমনি অন্য এক উৎকৃষ্ট উপায় আছে। কি?—না বীতরাগীর চিত্তে চিত্তার্পণ করা। সিদ্ধপুরুষের চিত্তে চিত্তসংযোগ করিলেও একাগ্রতা জন্মিতে পারে। অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের নির্ম্মল-চিত্ত ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে উৎকৃষ্টতম সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা একাগ্রতা জন্মিতে পারে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

স্বপ্ন অর্থাৎ সুষুপ্তি। নিদ্রা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শন। সুষুপ্তি কালের সুখ ও স্বপ্ন

সঙ্কিঃ—হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যে প্রশান্তকল্লোলক্ষীরোদার্ণবপ্রখ্যং বুদ্ধিসত্ত্বং ভাবয়তঃ প্রজ্ঞালোকপ্রাদুর্ভাবাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যত এব।

৩৭। বীতরাগাঃ পরিত্যক্তবিষয়াভিলাষা ব্যাসশুকাদয়ঃ তেষাং যচ্চিত্তং তদেব বিষয়ং আলম্বনং যস্য তত্তথোক্তং চিত্তং মনসঃ স্থিতিমুৎপাদয়িষ্যতি। ব্যাসশুকাদীনাং চিত্তে ধার্য্যমানং চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইত্যর্থঃ।

৩৮। স্বপ্নশব্দঃ সুষুপ্তিপরঃ। জ্ঞানশব্দোজ্ঞেয়পরঃ। নিদ্রাস্বপ্নজ্ঞেয়াবলম্বনমপি চিত্তং

দৃষ্ট মনোরম মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেও চিত্তস্থৈর্য্য হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, মনোরম স্বপ্ন দর্শনের ও সুখনিদ্রার পর, সেই সেই স্বপ্নদৃষ্টমনোরম বস্তুতে ও সেই সেই সৌষুপ্ত-সুখে মনোনিবেশ করিবে। স্বপ্নে যদি কোন মনোহর দেবমূর্ত্তি বা ইষ্টমূর্ত্তি সন্দর্শন কর, তবে জাগিবামাত্র সেই স্বপ্নদৃষ্ট মনোরম মূর্ত্তিতে চিত্তার্পণ করিবে। স্বপ্নে যদি কখন নির্ম্মল সুখানুভব হয়, তবে, জাগিবামাত্র তাহাতে চিত্ত সমর্পণ করিবে। অর্থাৎ সেই সেই মূর্ত্তি ও সেই সেই সুখ তন্মনা হইয়া ধ্যান করিবে। করিতে করিতে ক্রমেই তোমার চিত্তে দৃঢ় একাগ্রশক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

ফল, যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু,—যাহা মনে হইলে তোমার মন প্রফুল্ল হয়, শান্ত হয়,—একাগ্রতা শিক্ষার নিমিত্ত তুমি তাহাই ধ্যান করিবে। তাহাতেই তোমার একাগ্রতা সিদ্ধ হইবে। রামমূর্ত্তি ভাল লাগে ত রামমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। কৃষ্ণমূর্ত্তি ভাল লাগে ত কৃষ্ণমূর্ত্তিই চিন্তা করিবে। বুদ্ধদেবের-মূর্ত্তি ভাল লাগে ত তাহাতেই চিত্তার্পণ করিবে। ফল কথা এই যে, কোন এক অভিমত বা বাঞ্ছিততম বস্তু অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করিবে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ ধ্যেয়-পদার্থে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যস্ত হইলে, দৃঢ় হইলে, পশ্চাৎ তুমি যথা ইচ্ছা তথায় একাগ্র হইতে পারিবে। কি অন্তর্জগতের নাড়ী-চক্র—কি বহির্জগতের চন্দ্র সূর্য্য;—কি স্থূল—কি সূক্ষ্ম;—সর্ব্বত্রই চিত্তপ্রয়োগ ও তাহাতে চিত্তকে তন্ময় করিতে পারিবে। (এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, কামিনীমূর্ত্তি ভাল লাগে বলিয়া যেন কামিনীমূর্ত্তি ধ্যান করিও না। করিলে যোগ দূরে থাকুক—বিয়োগসাগরে ডুবিবে)।

পরমাণুপরমমহত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ॥ ৪০ ॥

মনঃস্থৈর্য্যহেতুর্ভবতি। স্বপ্নে ভগবতোমূর্ত্তিমত স্তমনোহরামারাধয়ন্ প্রবুদ্ধস্তত্রৈব চিত্তং ধারয়েৎ। সুসুপ্তৌ যৎ নির্ম্মলং সুখং তত্রাপি চিত্তং ধারয়েৎ। সা ধারণা মনসঃ স্থিতিমুৎপাদয়িষ্যতি।

৩৯। কিং বহুনা, যদ্যদভিমতং শিবরামকৃষ্ণাদিরূপং বাহ্যং বা চন্দ্রসূর্য্যাদিকং আভ্যন্তরং বা নাড়ীচক্রাদিকং তত্তধ্যানাদপি চেতঃ স্থিরং ভবতি। এতেন চিত্তং একত্র লব্ধস্থিতিকমন্যত্রাপি স্থিতিং লভত ইতি সুচিতং ভবতি।

৪০। অস্য সূক্ষ্মে নিবিশমানস্য চিত্তস্য পরমাণন্তঃ পরমমহত্বান্তশ্চ বশীকারঃ অপ্রতিঘাতো-

পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী-ভাবনাদির দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও বাঞ্ছিততত্ত্বে উৎকট মনোনিবেশ বা একাগ্রতা-অভ্যাস সিদ্ধ হইলে; স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হইলে, সে চিত্ত তখন কি পরমাণু, কি পরম মহৎ, সর্ব্বত্রই স্থির হয়, কিছুতেই কুণ্ঠিত হয় না, বিক্ষিপ্তও হয় না। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুই তাহার গ্রাহ্য, প্রকাশ্য বা বশ্য হয়।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহিতৃগ্রহণ
গ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

নির্ব্বৃত্তিক চিত্ত তখন স্ফটিকমণির ন্যায় তন্ময়ীভাব ধারণে সক্ষম ও সংযুক্তফলভাগী হয়। নির্ম্মল স্ফটিক যেমন যখন যে রঙের বস্তুতে অর্পিত হয়, সে সেই রঙেই রঞ্জিত হয়, সেইরূপ, নির্ম্মলচিত্তও যখন যে বস্তুতে অর্পিত হয় সে তখন সেই বস্তুতেই ব্যাসক্ত বা স্থির হয়। এমন কি, তন্ময় হইয়া যায়। একাগ্রতাশিক্ষার নিয়ম এই যে, প্রথমে গ্রাহ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞেয় বস্তু দ্বিবিধ। স্থূল ও সূক্ষ্ম। প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম। প্রথমতঃ স্থূলে চিত্তস্থির করা আরম্ভ করিতে হয়। তাহা অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে মন,বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম বস্তু অবলম্বন করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ে চিত্ত স্থৈর্য্য দৃঢ় হইলে, অস্মিতা বা জীবাত্মায় একতান হইতে হয়। অবশেষে পরমাত্মা কি ঈশ্বরে গিয়া মনোলয় করিতে হয়। এতদ্রূপ সোপান-পরম্পরা অবলম্বন ব্যতীত, সহসা অর্থাৎ একবারে সেই পরম মহৎ পরমেশ্বরে সমাহিত হওয়া যায় না। যখন দেখিবে যে, চিত্ত আর কোথাও প্রতিহত হয় না, সর্ব্বত্রই স্থির হয়, তখনই জানিবে যে, তোমার

ভবতীতি শেষঃ। পরমাণুপর্য্যন্তে সূক্ষ্মে তথা আকাশাদিপরমমহৎপর্য্যন্তে স্থূলে যোগিনো মনোন প্রতিহন্যত ইতি ভাবঃ। তেন বশীকারেণ চিত্তং লব্ধস্থিতিকমিতি জ্ঞাত্বা তত্তদুপায়ানুষ্ঠানাদুপরন্তব্যমিত্যুপদেশোদ্রষ্টব্যঃ।

৪১। ক্ষীণা বৃত্তয়োযস্য তথাবিধস্য চিত্তস্য গ্রহিতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু অস্মিতেন্দ্রিয়বিষয়েষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তির্ভবতি। তৎস্থত্বং তদেকাগ্রতা। তদঞ্জনতা তন্ময়ত্বম্। স্বস্বরূপপরিত্যাগেন তদ্রূপপ্রাপ্তিরিতি যাবৎ। দৃষ্টান্তমাহ—অভিজাতস্যেব মণেঃ যথা অভিজাতস্য শুদ্ধস্য স্ফটিকমণেস্তত্তদ্রূপাশ্রয়বশাৎ তত্তদ্রূপাপত্তির্ভবতি তথা নির্ম্মলস্যাপি চিত্তস্য ভাব্যবস্তূপরাগাৎ ভাব্যরূপাপত্তির্ভবত্যেব। গ্রহিতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষ্বিত্যত্র গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহিতৃবিষয়কসমাপত্তিরার্থকত্বাৎ

চিত্ত বশীভূত হইয়াছে। তখন আর তোমার চিত্তস্থির করিবার জন্য কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। কোনও প্রকার অনুষ্ঠান করিতেও হইবে না।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা ॥ ৪২॥

সেই সেই প্রকার সমাপত্তির বা তন্ময়তার মধ্যে যাহা শব্দজ্ঞান দ্বারা কি অর্থজ্ঞানদ্বারা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ প্রতিবিদ্ধ বা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যভাবে স্ফুরিত হয়,— তাদৃশ তন্ময়তার বা তাদৃশ সমাপত্তির নাম সবিতর্ক অথবা সবিতর্ক সমাধি।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥

যদি শব্দের ও অর্থের স্মরণ পরিশুদ্ধ অর্থাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুই চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক সমাপত্তি বা নিবিতর্ক সমাধি নামে উল্লেখ করা যায়।

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

ইহার দ্বারা অর্থাৎ উক্ত সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক নির্ণয়ের দ্বারা সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচার ও নির্বিচার সমাধিও নির্ণীত হইল, ইহা বুঝিতে হইবে।

গ্রাহ্য। নামজ্ঞেয়বস্তুবিষয়া ইতি যাবৎ। গ্রহণং জ্ঞানকরণানি ইন্দ্রিয়াণি। গ্রাহ্যং বিষয়ং নাম নামাদিমদ্বস্তু। গ্রহিতা অস্মিতা জীব ইতি যাবৎ।

৪২। তত্র তাসু সমাপত্তিষু যা সমাপত্তিঃ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা তৈস্তৈস্তুল্যা সা সবিতর্কা ইত্যুচ্যতে। অয়ংভাবঃ—গৌরিত্যুক্তে শব্দার্থজ্ঞানানি ত্রীণ্যভিন্নানি ভাসন্তে। তত্র গৌরিতি শব্দ ইত্যেকোবিকল্পঃ। অয়ং হি গৌরিত্যুপাত্তয়োরর্থজ্ঞানয়োঃ শব্দাভেদবিষয়কঃ। তথা গৌরিত্যর্থ ইত্যেকোবিকল্পঃ। অত্র গৌরিত্যুপাত্তয়োঃ শব্দজ্ঞানয়োরর্থাভেদবিষয়কঃ। এবং গৌরিতি জ্ঞানমিত্যেকোবিকল্পঃ। অয়ন্তু গৌরিত্যুপাত্তয়োঃ শব্দার্থয়োর্জ্ঞানাভেদগোচরঃ। ত এতে বিকল্পা অসদভেদগোচরত্বাৎ। এবং ঘটঃ পট ইত্যাদাবপি বিকল্পা জ্ঞেয়াঃ। তত্র শব্দজ্ঞানাভ্যামভেদেন বিকল্পিতে স্থূলে গবাদিবস্তুনি সমাহিতচিত্তস্য যোগিনঃ সমাধিপ্রজ্ঞা সাক্ষাৎকারো যতঃ কল্পিতার্থমেব গৃহ্নাতি ততঃ সা সমাধিপ্রজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞানানাং বিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা তৈস্তুল্যা ভবতি। অতএব সা সঙ্কীর্ণা সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে।

৪৩। স্মৃতেঃ শব্দার্থাস্মরণস্য পরিশুদ্ধৌ প্রবিলয়ে ত্যাগে সতীত্যর্থঃ। অর্থমাত্রনির্ভাসা বিকল্পত্যাগাৎ অবিকল্পিতার্থরূপং যৎ গ্রাহ্যং তৎস্বরূপেণৈব নির্ভাস্যমানা অতএব স্বরূপশূন্যা ইব গ্রাহ্যাকারাকারিতা ইব যা সম্পত্তিস্তন্ময়তা সা নির্বিতর্কা ইত্যুচ্যতে।

৪৪। এতয়া সবিতর্কয়া নির্বিতর্কয়া চ এব সূক্ষ্মবিষয়া সূক্ষ্মঃ তন্মাত্রান্তঃকরণরূপঃ বিষয়ঃ

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধির বিষয় সূক্ষ্ম এবং তাহার সীমা প্রকৃতি। ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা, অহংতত্ত্ব, অনন্তর মূল প্রকৃতি। এতদ্রূপ ক্রমপরম্পরা অনুসারেই তাহা প্রকৃতিতে গিয়া পরিসমাপ্ত হয়। ৪২ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত চারি সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

নির্ম্মল চিত্ত কোন এক অভিমত বস্তুতে তন্ময় হইলে তাহাকে "সম্প্রজ্ঞাত" যোগ বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত-যোগ "সবিকল্প সমাধি" ইত্যাদি নানা ন্যামে অভিহিত হয়। সেই তন্ময়তার বা সমাধির চারি প্রকার প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ অনুসারে তাহার চারি প্রকার নাম কল্পিত হইয়া থাকে। যথা— "সবিতর্ক" "নির্ব্বিতর্ক" "সবিচার" ও "নির্বিচার"। স্থূল-আলম্বনে তন্ময় হইলে তাহা সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক এবং সূক্ষ্মাবলম্বনে তন্ময় হইলে তাহা সবিচার ও নির্বিচার। চিত্ত যখন স্থূলে তন্ময় হয়, তখন যদি তৎসঙ্গে বিকল্পজ্ঞান থাকে, তবে সে তন্ময়তা "সবিতর্ক" এবং যদি বিকল্প জ্ঞান না থাকে, তবে তাহা "নির্বিতর্ক" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। চিত্তের তন্ময়তায় বা ধ্যেয়াকারপ্রাপ্তিতে যে বিকল্পজ্ঞানের সংস্রব থাকে—তাহা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে।

চিত্ত যে-কোন পদার্থে অভিনিবিষ্ট হউক, অগ্রে নাম, পরে সঙ্কেত-স্মৃতি, পশ্চাৎ বস্তুর স্বরূপে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। ভাবিয়া দেখ, অগ্রে ঘ-অ-ট এই বর্ণ-ত্রয়ের জ্ঞান, পশ্চাৎ কম্বুগ্রীবাদিমদ্বস্তুবিশেষের সহিত তাহার যে সঙ্কেত আছে তাহার স্মরণ, তৎপশ্চাৎ ঘটাকার চিত্তবৃত্তি নিষ্পন্ন হয় কি না। যদি হয়, তবে নিশ্চিত জানা গেল যে, প্রত্যেক তন্ময়তায় উক্ত বিকল্প-ত্রয়ের অর্থাৎ উক্ত আনুপূর্ব্বিক জ্ঞান ত্রয়ের সংস্রব আছে। আবার এমনও হয় যে, ঘট দেখিবা মাত্র অথবা ঘটশব্দের উল্লেখসমকালে কম্বুগ্রীবাদিমদ্বস্তু ও তাহার সহিত ঘট শব্দের সঙ্কেত জ্ঞান এবং ঘ-অ-ট এই বর্ণজ্ঞান, অথবা "ঘট" ইত্যা-

---

যস্যাঃ সা সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সমাপত্তিঃ ব্যাখ্যাতা। স্থূলবিষয়কসবিতর্কনির্বিতর্কযোগবৎ সূক্ষ্মবিষয়ক-সবিচার-নির্ব্বিচারয়োর্ভেদোত্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ।

৪৫। সবিচারনির্ব্বিচারসমাপত্ত্যোর্যৎ সূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তং তৎ অলিঙ্গে প্রধানে পর্য্যবস্যতীতি অলিঙ্গপর্য্যবসানং তৎপর্য্যন্তমিতি যাবৎ।

কার নামজ্ঞান অতি শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র ঘটাকার জ্ঞান বা ঘটাকার মনোবৃত্তিটী বিদ্যমান থাকে। অতএব, যে স্থলে স্থূল আলম্বনের নাম জ্ঞান ও সঙ্কেত জ্ঞান থাকে, সে স্থলে সবিতর্ক; এবং যে স্থলে সঙ্কেত জ্ঞান কি নামজ্ঞান থাকে না, কেবল মাত্র অর্থাকার জ্ঞান থাকে, সেস্থলে নির্ব্বিতর্ক। চিত্ত যদি কৃষ্ণে তন্ময় হয়, এবং তৎসঙ্গে যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, তবে তাহা সবিতর্ক কৃষ্ণযোগ এবং যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান না থাকে, কেবলমাত্র নবজলধরমূর্ত্তিটী স্ফুরিত হয়, তবে তাহা নির্ব্বিতর্ক কৃষ্ণযোগ। সবিচার ও নির্ব্বিচার যোগও এইরূপ প্রণালীর জানিবে। তদ্বয়ের আলম্বনীয় বিষয় সূক্ষ্ম বস্তু। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চভূত। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অহংতত্ত্ব। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রকৃতি। সূক্ষ্মবিষয়ক যোগের চরম সীমা এই পর্য্যন্ত বটে; পরন্তু পরমাত্মযোগ ও পরব্রহ্মযোগ এতদপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

উক্ত চতুর্বিধ সম্প্রজ্ঞাত যোগকে "সবীজ" সমাধি বলে। কেন না উহা সবীজ অর্থাৎ আলম্বন যুক্ত। অথবা উহা বীজের ন্যায় অঙ্কুর জনক। অর্থাৎ ঐ সকল সমাধিতে পুনঃ সংসারাবস্থার বীজ থাকে। সমাধিভঙ্গের পর পুনশ্চ তাহা হইতে সংসারাঙ্কুর উৎপন্ন হয়।

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

উক্ত চতুর্বিধ সবীজ সমাধির মধ্যে সবিতর্ক সমাধিই নিকৃষ্ট। তদপেক্ষা নির্বিতর্ক সমাধি উৎকৃষ্ট। নির্বিতর্ক অপেক্ষা সবিচার শ্রেষ্ঠ এবং সবিচার অপেক্ষা নির্ব্বিচার শ্রেষ্ঠ। এই উৎকৃষ্ট নির্ব্বিচার-যোগ উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলেই চিত্তের স্বচ্ছ-স্থিতি-প্রবাহ দৃঢ় হয়। কোন দোষ বা কোন প্রকার

৪৬। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সমাপত্তয়ঃ বীজেন আলম্বনেন সহ বর্ত্তমানত্বাৎ বিবেকখ্যাত্যভাবেন বদ্ধবীজস্য সত্ত্বাদ্বা সবীজঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে।

(৪৭) নির্বিকল্পকল্পা প্রধানান্তসূক্ষ্মগোচরা সমাধির্নির্বিচারা ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। তস্যা বৈশারদ্যং অতিনৈর্ম্মল্যং অত্যন্তস্বচ্ছস্থিতিরূপোবৃত্তিপ্রবাহ ইতি যাবৎ। তস্মিন্ সতি যোগিনঃ অধ্যাত্মপ্রসাদঃ স্বাত্মনিষ্ঠঃ সাক্ষাৎকারবিশেষঃ সমুপজায়তে।

ক্লেশ কি কোন মালিন্যই থাকে না। সর্ব্বপ্রকাশক চিত্তসত্ত্ব তখন নিতান্ত নির্ম্মল হয়, এবং আত্মাও তখন বিজ্ঞাত হন। ইহারই নাম অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান।

তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

তৎকালে যে উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানালোক আবির্ভূত হয়, তাহার নাম সমাধি-প্রজ্ঞা। এই সমাধিপ্রজ্ঞার অন্য নাম "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা"। এ প্রজ্ঞা কেবল ঋত অর্থাৎ সত্যকেই প্রকাশ করে। অর্থাৎ তৎকালে ভ্রম ও প্রমাদের লেশও থাকে না। যোগিগণ এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা সমুদ্বয় বস্তুতত্ত্ব যথাবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্টতম চরমযোগ অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া মুক্ত হন।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

এই নির্ব্বিচার প্রজ্ঞার সহিত অন্য কোন প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। কি ইন্দ্রিয়জনিত প্রজ্ঞা, কি অনুমানজাত প্রজ্ঞা, কি শাস্ত্রবিজ্ঞানজনিত প্রজ্ঞা, কেহই এই ভাবনা-প্রকর্ষ-জনিত নির্ব্বিচার প্রজ্ঞার সমকক্ষ নহে। কেন না, উল্লিখিত প্রজ্ঞা গুলি বস্তুর একদেশ বা সামান্যাকারমাত্র গ্রহণ করে। বিশেষ-তত্ত্ব গ্রহণ করে না। সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, কিংবা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থ বস্তু জানিতে পারে না। কিন্তু নির্ব্বিচার নামক যোগজ-প্রজ্ঞা কি সূক্ষ্ম কি বিপ্রকৃষ্ট কি ব্যব-হিত,—সমস্তই প্রকাশ করে। তাহার কারণ এই যে, বুদ্ধি পদার্থ মহান্, সর্ব্ব-ব্যাপক ও সর্ব্বপ্রকাশক। তাহার যে সার্ব্বজ্ঞ্য-শক্তি বা সর্ব্বপ্রকাশকত্ব-শক্তি আছে, তাহা রজ ও তমোরূপমলে কলুষিত আছে। রজস্তমোরূপ মলে কলুষিত থাকাতেই অত্যন্তব্যাপক ও সর্ব্বপ্রকাশক বুদ্ধি প্রায়ই আপনার প্রধানতম

---

(৪৮) তত্র নির্বিচারবৈশারদ্যে সতি যোগিনঃ ঋতম্ভরা নাম প্রজ্ঞা সমুৎপদ্যতে। যয়া প্রজ্ঞয়া সর্ব্বং যথাবৎ পশ্যন্ যোগী প্রকৃষ্টতমং যোগং প্রাপ্নোতি। ঋতং অবিকল্পিতং সত্যমিতি যাবৎ। তৎ বিভর্ত্তি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। কদাচিদপি তস্য বিপর্য্যাসোনোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ।

(৪৯) শ্রুতং আগমজ্ঞানম্। অনুমানং পূর্ব্বমেবোক্তম্। তাভ্যাং যা জায়তে প্রজ্ঞা সা সামান্যবিষয়া। ন হি তয়োর্বিশেষপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যমস্তি। কিন্তু, হস্যাস্তদস্তি। অতএবেয়ং তাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষবিষয়া চ। ইদমত্র দ্রষ্টব্যম্—বুদ্ধিসত্ত্বং ব্যাপকত্বাৎ প্রকাশস্বভাবত্বাচ্চ স্বতঃ সর্ব্বগ্রহণক্ষমমপি তমসাবৃতং সৎ মানমপেক্ষ্যাবিভক্তবিষয়ং ভবতি। যদা তু তৎ সমা-

ক্ষমতায় বঞ্চিত আছে। যোগাভ্যাস দ্বারা যদি সে মল অপনীত হয়, তাহা হইলে সে অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ হইবে, সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক হইবে।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

তজ্জনিত সংস্কার অন্যসংস্কারের প্রতিবন্ধক জানিবে। তাৎপর্য্য এই যে, কথিত প্রকার নির্ব্বিচারসমাধি অভ্যাস করিতে করিতে, বারবার সমাধি-প্রজ্ঞা উদিত করিতে করিতে, পূর্ব্বকালের অর্থাৎ অযোগী অবস্থার অভ্যস্ত সমুদায় জ্ঞানসংস্কার বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে কেবল সেই সমাধি-প্রজ্ঞাই অবশিষ্ট বা বিদ্যমান থাকে। ক্রমে সমাধিপ্রজ্ঞাও নিরুদ্ধ হয়। সমাধি-প্রজ্ঞা নিরুদ্ধ হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহার সংস্কার অর্থাৎ সূক্ষ্মতম অভ্যাস-চ্ছায়া বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে চিত্ত যখন বৃত্তিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র সংস্কার মাত্রে পর্য্যবসন্ন হয়, তখন আর তাহার কোন কর্ত্তব্যই থাকে না। কোন চেষ্টা, কোন ক্লেশ, কোন ক্রিয়া, কিছুই থাকে না। এই স্থানেই চিত্ত-চেষ্টার শেষ, এই স্থানেই চিত্ত-গতির পরিসমাপ্তি।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১॥

সেই সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তিটীও যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন, সর্ব্বনিরোধ নামক নির্বীজ সমাধি জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে, যোগী বহুকাল হইতে নিরোধাভ্যাস করিতে-ছিলেন। এক্ষণে সেই অভ্যাসের বলে তাঁহার চিত্তের সেই অবলম্বনটীও নিরুদ্ধ বা বিলীন হইয়া গেল। চিত্ত যে-বীজ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ছিল, —এক্ষণে তাহাও নষ্ট হইল; সুতরাং এক্ষণে নির্বীজ-সমাধি হইল। এই নির্বীজ-সমাধি যেমন পরিপাক প্রাপ্ত হইল, চিত্ত অমনি আপনার জন্মভূমি

ধিনা বিগততমঃপটলং সর্ব্বতঃ প্রকাশমানং অতিক্রান্তমানমর্য্যাদং ভবতি তদা প্রকাশানন্ত্যাৎ তস্য সর্ব্বগোচরতা জায়তে। অতস্তস্যাং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সূক্ষ্মব্যবহিতাদি বস্তূনাং বিশেষঃ স্ফুটেনৈব প্রকাশতে।

(৫০) তজ্জঃ নির্বিচারসমাধিপ্রজ্ঞাজন্যঃ সংস্কারঃ অন্যান্ ব্যুত্থানজান্ সংস্কারান্ প্রতি বধ্নাতি। নেতি নেত্যভ্যাসদার্ঢ্যাদেবোত্থানসংস্কারাঃ সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তয়শ্চ লীয়ন্তে ইতি তাৎপর্য্যম্।

(৫১) অভ্যাসদার্ঢ্যাৎ তস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য নিরোধে প্রবিলয়ে সতি সর্ব্ববৃত্তিনিরোধাৎ

প্রকৃতি আশ্রয় করিল। প্রকৃতিও স্বতন্ত্রা হইলেন, সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। আর তাঁহার শরীর হইবে না, জন্মমরণ হইবে না, সুখদুঃখের আদ্যন্ত ভোগ করিতেও হইবে না।

সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং স্বকারণে প্রবিলয়াৎ নির্বীজঃ সমাধিরুৎপদ্যতে। ততশ্চ কালক্রমেণ নির্বীজ নিরোধসংস্কারপ্রচয়ে সতি স্বকারণে চিত্তমপি লীয়তে। ততশ্চ পুরুষোমুক্তোভবতি প্রকৃতিত্যাগাৎ কেবলোভবতী তিভাবঃ।

২য়, সাধন-পাদ।

"উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।"

মনুষ্য বিনা চেষ্টায় কিছুই পায় না। এক একটী বিষয় সুসিদ্ধ করিতে মানুষের যে কত ক্লেশ ও কত অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় এবং কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন।

কোন কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে প্রস্তুত হইতে হয়। প্রস্তুত না হইয়া, আপনাতে কার্য্যশক্তির উদ্রেক না করিয়া, সহসা যিনি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন,—তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি দূরে থাকুক,—হয় ত তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন। অতএব, প্রস্তুত না হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা শ্রেয়স্কর নহে।

পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করা আর প্রস্তুত হওয়া প্রায় তুল্য কথা। প্রস্তুত হওয়া আর অধিকারী হওয়া, সমানার্থক জানিবে। অতএব, যিনি যেরূপ পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি তদ্রূপ প্রস্তুত অথবা তদ্বিষয়ে অধিকারী হইয়াছেন। যিনি যে বিষয়ে প্রস্তুত—তিনিই সেই বিষয়ের অধিকারী, অন্যে অনধিকারী। যিনি প্রস্তুত হন নাই, বা পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তিনি সে বিষয়ের অনধিকারী বা অযোগ্য পাত্র; ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। পণ্ডিত হইবার জন্য ও শিল্পী হইবার জন্য প্রথমতঃ যেমন পাণ্ডিত্যের ও শিল্পের পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিতে হয়,—বিবিধ ক্রিয়া-যোগের (কৌশলের) অনুষ্ঠান করিতে হয়,—তদ্রূপ, যোগী হইবার জন্যও প্রথমতঃ পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিতে হয় ও কতকগুলি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সমাধিযোগের পূর্ব্বসাধনস্বরূপ ক্রিয়াযোগ গুলি আয়ত্ত না করিয়া সহসা যিনি উচ্চতম সমাধিযোগের উদ্দেশে ধাবিত হন,—তাঁহার সমাধিলাভ দূরে থাকুক,—হয় ত তাঁহাকে অনিবার্য্য বিপদ্ আসিয়া অভিভূত করিবে। ইহা ভাবিয়াই যোগীরা মুমুক্ষুদিগের উপকারার্থ কতকগুলি ক্রিয়া-যোগের উপদেশ করিয়াছেন। যিনি কখনও কোনরূপ যোগসাধক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, তিনি যদি যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত সমাধি-

যোগ ও তাহার সাক্ষাৎসাধনগুলি সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। যাহা করিলে উহা সুসাধ্য হইয়া আসিবে, অগ্রে তাহাই করা কর্ত্তব্য; ইহাতে বোধ হয় কাহারও সংশয় হইবে না। উক্ত সমাধি-যোগ সুসাধ্য করিবার প্রথম সোপান ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়াযোগে সিদ্ধ হইতে পারিলেই সমাধি-যোগে অধিকারিত্ব লাভ করা যায়; ইহা যুক্তিসম্মত ও শাস্ত্রসম্মত কথা। ক্রিয়াযোগ কি? তাহা বলা যাইতেছে।

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) ও ঈশ্বরপ্রণিধান। এই তিন প্রকার ক্রিয়ার নাম ক্রিয়াযোগ।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদি অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা, প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ অর্থাৎ অর্থস্মরণপূর্ব্বক উচ্চারণ এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায়, এবং ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। তুলসীদাস-নামক জনৈক সাধক এই কথাটী উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

"তুলসী য়্যাসা ধেয়ান্ ধর জ্যাছা বিয়ান্‌কা গাই,
মু-মে তৃণ চানা টুটে ঔর্ চেৎ রাখয়ে বাছাই।"

তুলসীদাস আপনিই আপনাকে উপদেশ করিতেছেন। অরে তুলসি! নবপ্রসূতা গাভী যেমন বৎসের প্রতি মন রাখিয়া আহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে ধ্যান কর। তুলসী যেমন নবপ্রসূতা গাভীর দৃষ্টান্তে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়াছিলেন, যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে সকল ব্যক্তিরই উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণ অর্থাৎ নবপ্রসূতা গাভীর দৃষ্টান্তে ঈশ্বরপ্রণিধানে রত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

তপস্যা কেন?-না তপস্যাব্যতিরেকে যোগসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।

(১) তপঃ=ব্রহ্মচর্য্য-সত্য মৌন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বন্দ্বসহন মিতাহারাদিকম্। স্বাধ্যায়ঃ=প্রণবশ্রীরুদ্রপুরুষসূক্তাদিমন্ত্রাণাং জপঃ মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নঞ্চ। ঈশ্বরপ্রণিধানম্=ঈশ্বরে ভক্তি শ্রদ্ধাতিশয়ং ফলাভিসন্ধানং বিনা কৃতানাং কর্ম্মণাং তস্মিন্ পরমগুরৌ সমর্পণরূপম্।

"নাতপস্বিনোযোগঃ সিধ্যতি।" তপস্বী না হইলে যোগসিদ্ধি হইবে না। কেন না মনুষ্যের চিত্তে অনাদিকালের বিষয়বাসনা ও অবিদ্যা (অজ্ঞান) বদ্ধমূল হইয়া আছে। তপস্যাব্যতীত তাহার ক্ষয়সম্ভাবনা নাই। চিত্তে বাসনা থাকিতে যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই; কাযে কাযেই বাসনানাশের নিমিত্ত তপস্যা করার আবশ্যক আছে। বাসনা কি? তাহা একটু স্থিরচিত্তে শুন।

মনে কর, কোন ব্যক্তি আহারান্তে নিদ্রা গেল। এক-দিন দু-দিন, ক্রমে দশ পোনারো দিন নিদ্রা গেল। দশ পোনারো দিন নিদ্রা যাইতে যাইতে তাহার এমন এক কু-অভ্যাস হইয়া আসিল যে, সে আর আহারান্তে নিদ্রা না যাইয়া থাকিতে পারে না। যতই কার্য্য থাকুক—তাহাকে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতে হইবেই হইবে।—এরূপ হয় কেন? না, মনুষ্যের মন, ইন্দ্রিয়, শরীর, এ সমস্তই প্রসঙ্গপ্রবণ। অর্থাৎ মনুষ্য যে-বিষয়ে প্রসক্ত হয়, অধিক দিন ধরিয়া যে-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্রমে তাহার চিত্ত সেই কার্য্যেই নত হয়, সেই বিষয়েই প্রধাবিত হয়; সুতরাং সে সেই কার্য্য করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, অন্য কার্য্য করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মনুষ্য যখন যেরূপে যে যে কার্য্যের প্রসঙ্গ করে (আসক্ত হইয়া অনুষ্ঠান করে), তাহাদের চিত্ত সেই সময়ে ও সেইপ্রকারে সেই কার্য্য করিবার জন্য উন্মুখ বা প্রধাবিত হয়। ঠিক্ সেইরূপে ও সেই সময়ে অবশ হইয়া আপনাআপনি প্রক্ষিপ্ত হয়। মনুষ্যগণের এতদ্রূপ প্রসঙ্গপ্রবণতাকে লোকে "নেসা" এই ভাষা নাম দিয়া উল্লেখ করে, এবং শাস্ত্রীয় ভাষায় উহা অভ্যাসজনিতসংস্কার ও বাসনা নামে অভিহিত হয়। এতদ্বিধ বাসনা নামক সংস্কার থাকায় লোকের অনেক সময়ে অনেক প্রকার কার্য্যহানি হয়। মনুষ্য যখন দুই চারি দিন মাত্র নারীপ্রসঙ্গ, ক্রীড়াপ্রসঙ্গ, ও অন্যান্য ব্যসন-প্রসঙ্গ করিয়া অভিভূতচিত্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে,—তখন যে, সে অনাদিকালের অভ্যস্ত কার্য্যবাসনা, ক্লেশ-বাসনা বা সংসারবাসনা লইয়া যোগী হইবে, এ কথা বড় সঙ্গত নহে। সুতরাং যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে অগ্রে সংসারবাসনার অথবা চিত্তস্থ ক্লেশবাসনার নাশক ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। সেই ক্রিয়াযোগ সমাধি-উদ্ভবের পূর্ব্বনিমিত্ত এবং ক্লেশবিনাশের প্রধান কারণ। যথা—

স সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত তিন্ প্রকার অথবা তিন্ প্রকারের কোন এক প্রকার ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিয়া কালকর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে যোগাধিকার দৃঢ় হইয়া আইসে। ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং সমাধি-শক্তিও জন্মে। মনুষ্য যদি উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া ভক্তিসহকারে তপশ্চর্য্যা করে, তন্মনা হইয়া প্রণব কি অন্য কোন ঈশ্বরবাচক শব্দের অনুধ্যান (জপ) করে, সদা-সর্ব্বদা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের অর্থানুসন্ধান করে, ঈশ্বরার্পিতচিত্ত ও অনাসক্ত হইয়া জীবনাতিপাত করিতে পারে, তাহা হইলে, অবশ্যই তাহার চিত্ত-গতি ফিরিয়া যাইবে, বিষয়-বাসনার স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। ক্লেশ কি? তাহা বলা যাইতেছে।

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ;—এই পাঁচ প্রকার মনোধর্ম্মের নাম ক্লেশ। এই পাঁচ প্রকার ক্লেশের বা মনোধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। ফলতঃ এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ অযথার্থজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই পাঁচ প্রকার মিথ্যাজ্ঞান যতই বাড়িবে—ততই প্রকৃতির আলিঙ্গন গাঢ় হইবে। যতই প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইবে—ততই সুখ দুঃখের স্রোত বাড়িয়া যাইবে। (বৈকারিক সুখ সুখ নহে, ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক)। অতএব, যাহাতে ক্লেশ-নামক মিথ্যা জ্ঞান সঞ্চিত না হয়, এবং সঞ্চিতমিথ্যাজ্ঞান সকল যাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা করা যোগলিপ্সুদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥ ৪ ॥

---

(২) স ক্রিয়াযোগঃ। সমাধিঃ উক্তলক্ষণঃ। তস্য ভাবনং উৎপাদনং তদর্থঃ। ক্লেশাঃ বক্ষ্যমাণস্বরূপাঃ। তনূকরণং সদোদ্ভবতাং তেষাং কাদাচিৎক উদ্ভবঃ কার্য্যপ্রতিবন্ধো বা তৎকরণম্। তস্মৈ অয়মিতি তদর্থঃ। ক্রিয়াযোগেন হি ক্লেশচ্ছিদ্রেষু লব্ধাবসরঃ সমাধির্বিবেকখ্যাতিমুৎপাদ্য সবাসনক্লেশান্ দহতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

(৩) অবিদ্যাদীনাং লক্ষণং সূত্রেণৈব স্ফুটীভবিষ্যতি। তে চ কর্ম্মতৎফলপ্রবর্ত্তকত্বেন দুঃখহেতুত্বাৎ ক্লেশা ইত্যাখ্যায়ন্তে।

(৪) অবিদ্যা অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরূপঃ অনাত্মন্যাত্মাভিমানরূপো বা মোহঃ। সা চ উত্তরেষাং

উক্ত ক্লেশ-পঞ্চকের মধ্যে প্রথমোক্ত অবিদ্যা-ক্লেশটীই পরবর্ত্তী অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশের ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান (মূল কারণ)। কেননা এক মাত্র অবিদ্যা হইতেই ক্রমে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এ সমস্তই উৎপন্ন হয়। এই সকল ক্লেশ আবার সকল সময়ে সমানাকারে থাকে না। কেহ কখন প্রসুপ্তরূপে, কেহ কখন তনু অর্থাৎ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া. কেহ কখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, কেহ বা কখন উদারভাবে অর্থাৎ বিস্পষ্টরূপে চিত্তক্ষেত্রে বাস করে। ক্লেশের প্রসুপ্তাবস্থা কিরূপ? তাহা শুন।

প্রসুপ্ত অর্থাৎ লীন। লীনভাবে থাকা, শক্তিরূপে থাকা এবং প্রসুপ্ত থাকা এ সমস্তই তুল্য কথা। বীজমধ্যে যেমন বৃক্ষশক্তি প্রসুপ্ত থাকে, লীন বা লুক্কায়িত থাকে, তদ্রূপভাবে থাকার নাম প্রসুপ্ত। বিদেহ লয় ও প্রকৃতি-লয় যোগীদিগের চিত্তে যে ক্লেশ থাকে, তাহা বীজে বৃক্ষশক্তি থাকার ন্যায় প্রসুপ্ত বা প্রলীন হইয়াই থাকে। বীজ হইতে যেমন কালে অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাঁহাদের সেই প্রসুপ্তক্লেশ হইতেও তেমনি পুনর্ব্বার সংসারাঙ্কুর উদ্গত হয়। এক্ষণে তনু অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপের উদাহরণ কিরূপ? তাহা বিবেচনা কর।

তনু অর্থাৎ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ এ স্থলে সংস্কারভাব। যে সকল ক্লেশ সংস্কার বা বাসনারূপে অবস্থান করে, তাহাদের নাম তনু। এই তনুক্লেশ দগ্ধ বীজের ন্যায় শক্তিবিহীন। এক্ষণে বিচ্ছিন্নক্লেশ কিরূপ? তাহা শুন।

বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত। একটী প্রবল হইলে যে অন্যটীর হ্রাস হয়, খর্ব্বতা হয়,—সেই খর্ব্বতাকে আমরা তাহার বিচ্ছেদ বলি। রাগকালে ক্রোধ অভিভূত থাকে, সুতরাং তাহা তখন বিচ্ছিন্ন। রাগ খর্ব্ব হয়, সুতরাং তাহা তখন বিচ্ছিন্ন। অনুসন্ধান করিলে এরূপ অনেক উদাহরণ পাইবেন। সম্প্রতি উদার ক্লেশের স্বরূপ বর্ণনা করা যাউক।

উদার অর্থাৎ পরিপূর্ণ অথবা জাজ্বল্যমান। বিস্পষ্ট অথবা কার্য্যাবস্থা। যে ক্লেশ যখন পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়,—বিস্পষ্ট অথবা জাজ্বল্যমান থাকে,—অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য করিতে থাকে,—সে ক্লেশ তখন উদার।

অস্মিতাদীনাং ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ। সত্যামবিদ্যায়ামাস্মিতাদীনামুদ্ভবদর্শনাৎ। তে চ প্রসুপ্তাদি-ভেদাচ্চতুর্বিধাঃ। তত্র যে শক্তিরূপেণাবতিষ্ঠন্তে তে প্রসুপ্তাঃ প্রলীনাঃ। যে চ বাসনারূপেণাব-তিষ্ঠন্তে তে তনবঃ সূক্ষ্মাঃ। যে চ যেন কেনচিৎ বলবতা অভিভূতাস্তিষ্ঠন্তি তে বিচ্ছিন্নাঃ। যে তু প্রব্যক্ততরমভিতিষ্ঠন্তি তে উদারাঃ।

এইরূপে ক্লেশ নামক অবিদ্যাদি পঞ্চকের চতুঃপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। ক্রিয়াযোগ দ্বারা উক্ত চতুঃপ্রকার ক্লেশকে দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিয়া ফেলিতে হয়। নচেৎ উহারা অনর্থ আনয়ন করিবে। উহা যে কোন অবস্থায় থাকুক—থাকিলেই অনর্থ। সুতরাং অগ্রে উহাদিগকে ক্রিয়াযোগ দ্বারা তনুকৃত অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিতে হইবে; পশ্চাৎ যোগ বা সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে। চিত্তের ক্লেশ নামক ধর্ম্মগুলি দগ্ধ করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়, নচেৎ সমস্তই বিফল হয়। এক্ষণে অবিদ্যা কি? তাহা বলিতেছি।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মপদার্থের উপর যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ, ও আত্মতা (আমি ও আমার ইত্যাকার জ্ঞানের) জ্ঞানের নাম অবিদ্যা।

ফল কথা এই যে, যাহা যাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, তাহাতে তাহার জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই জীবের সকল অনর্থের বীজ। ইহার বিবরণ এই যে, যাহা বাস্তবিক অনিত্য—তাহাকে আমরা নিত্য বলিয়া বিবেচনা করি। দেবগণ অনিত্য—কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা অমর মনে করি। যাহা বাস্তবিক অশুচি—তাহাকেই আমরা শুচি মনে করি। শরীর অত্যন্ত অশুচি—কিন্তু তাহাকে আমরা শুচি বিবেচনা করি। যাহা বাস্তবিক অসুন্দর—তাহাকে আমরা সুন্দর বিবেচনা করি। স্ত্রীকায়া বাস্তবিক অসুন্দর—কিন্তু আমরা তাহাকে সৌন্দর্য্যের আধার বিবেচনা করি। যাহা বাস্তবিক দুঃখ—তাহাকেই আমরা সুখ বিবেচনা করি। বিষয়ভোগ বাস্তবিক দুঃখ—পরন্তু তাহাকে আমরা যার পর নাই সুখ মনে করিয়া—তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। যাহা আত্মা নহে ও আত্মারও নহে,—তাহাকেই আমরা আমি ও

(৫) অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরবিদ্যেতি তৎসামান্যলক্ষণম্। অনিত্যাদিষু নিত্যাদিবুদ্ধিরিতি তু তদ্বিশেষপ্রতিপাদনম্। অমরা দেবা ইত্যনিত্যেষু নিত্যত্বভ্রান্ত্যা বধ্যতে। অশুচৌ স্ত্রীকায়ে শুচিত্ব ভ্রান্ত্যা বধ্যতে। কায়স্যাশুচিত্বং ব্যাসেন বর্ণিতম্। "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ।" ইতি। বিণ্মূত্রসঙ্কুলং মাতুরুদরং স্থানম্। শুক্রশোণিতং বীজম্। অন্নপরিণামজশ্লেষ্মাদিরুপষ্টম্ভঃ॥ সর্ব্বদ্বারৈর্মলনিঃসরণং নিষ্যন্দঃ। নিধনং মরণম্। তেন হি শ্রোত্রিয়কায়োঽপ্যশুচির্ভবতি। আধেয়শৌচত্বং স্নানানুলেপনাদিনা

আমার জ্ঞান করিয়া বিমোহিত হই। শরীর আমি নহি ও আমারও নহে,—অথচ তাহাতে আমি ও আমার ইত্যাকার বুদ্ধি ধারণ করি। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে। তদ্বিধ ও এতদ্বিধ যে কিছু বিপরীত বুদ্ধি—সমস্তই অবিদ্যা। জীব দেহগ্রহণের সঙ্গেসঙ্গেই এতদ্বিধ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হয় এবং অবিদ্যা-গ্রস্ত হইয়াই তাহারা অস্মিতার অধীন হয়। অস্মিতা কি? তাহা শুন।

দৃক্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা ॥ ৬॥

দৃক্ শক্তি যে দর্শন শক্তির সহিত একীভূতের ন্যায় প্রকাশ পায়,—উভয়ের সেই একীভাব প্রাপ্তির নাম অস্মিতা।

আত্মার নাম দৃক্-শক্তি, আর বুদ্ধিতত্ত্বের নাম দর্শনশক্তি। চিৎস্বরূপ আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তি উজ্জ্বলিত বা প্রকাশিত হয়; সুতরাং তিনিই এস্থলে দৃকশক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা; আর সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তি গুলি তাঁহার প্রকাশ্য বা প্রতিবিম্বপাতের আধার বলিয়া সে সকলের নাম দর্শনশক্তি। ইহার অন্য নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। এই দুইএর অর্থাৎ চৈতন্যের ও বুদ্ধির পরস্পর ঐক্য বা তাদাত্ম্যাধ্যাস (লৌহের সহিত অগ্নির ঐক্যের ন্যায় অর্থাৎ এক খণ্ড লৌহ যেমন অগ্নির সহিত গাঢ় সংবাস করিয়া অগ্নিতুল্য হয় তদ্রূপ) হইয়া যাওয়ার নাম অস্মিতা; অর্থাৎ "আমি" ইত্যাকার জ্ঞানের নাম অস্মিতা। এসম্বন্ধে স্থূল কথা এই যে, আত্মা ও বুদ্ধি রক্তস্ফটিকের ন্যায় অভিন্নভাব ধারণ করিয়া এক হইয়া যাওয়ায় জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জীব যে আপন বুদ্ধিকে অথবা চিত্তকে চৈতন্য হইতে পৃথক্ জানে না, বুদ্ধির প্রতি বা চিত্তের প্রতি যে অক্ষুণ্ণ "আমি" জ্ঞান আরোপিত হইয়া আছে,—সেই আমি ও আমার ইত্যাকার প্রতীতির নাম অস্মিতা। এই অস্মিতা হইতে অর্থাৎ "আমি" ইত্যাকার জ্ঞান ও আমার ইত্যাকার অনুভব হইতে রাগ-নামক ক্লেশের উৎপত্তি হয়। রাগ কি? তাহা শুন।

শুচিত্বোপপাদনম্। ইতি শ্লোকপদানামর্থঃ। তথা পরিণামদুঃখে ভোগে সুখবুদ্ধিঃ অনাত্মনি চ দেহাদৌ আত্মত্ববুদ্ধিঃ। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্।

(৬) দৃক্‌শক্তিঃ চেতনঃ পুরুষঃ। দর্শনশক্তিঃ সাত্ত্বিকমন্তঃকরণম্। তয়োরেকাত্মতা অবিবিক্ততা। লোহিতস্ফটিকবৎ তত্তাদাত্ম্যভ্রম ইতি যাবৎ। নিরভিমানস্বভাবোঽপি পুরুষঃ যৎ কর্ত্তাহং ভোক্তাহং ইত্যভিমন্যতে সোঽয়মস্যাস্মিতাখ্যঃ ক্লেশ ইতি সরলার্থঃ।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

সুখের অনুশয়ের (অনুবৃত্তির) নাম রাগ। অনুশয় বা অনুবৃত্তি কথা-টীর প্রকৃত অর্থ এইরূপঃ—

জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, আর পরম্পরাসম্বন্ধেই হউক, এক বার, সুখানুভব হইলে সময়ান্তরে তাহা মনে হইবেই হইবে। (আহা! তাহা এমন! বা তেমন ছিল!) যেমন মনে হইবে অমনি তাহা ভোগ করিবার ইচ্ছা হইবে। যেমন ইচ্ছা হইবে, অমনি তাহা পাইবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য বা অনুভব করিবার জন্য, মনুষ্যের অশেষবিধ চেষ্টা জন্মিবে। এতদ্রূপক্রমে, সুখাভিজ্ঞ মনুষ্য যে পুনঃ পুনঃ সুখভোগের ইচ্ছা করে, ভোগকামনা করে, সুখসাধনদ্রব্যে সমাসক্ত হয়, তাহাদের সেই ইচ্ছা, সেই কামনা বা তাদৃশ আসক্তিবিশেষের নাম "রাগ"। এতদ্বিধ রাগ বর্ত্তমান থাকিতে, প্রবল থাকিতে, যোগী হইবার সাধ্য নাই। এতদ্বিধ রাগ হইতেই ক্রমে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। দ্বেষ কি? তাহা কি প্রকারে জন্মে? তাহা শুন।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

দুঃখের অনুশয়ের (অনুবৃত্তির) নাম "দ্বেষ"। সুখের ন্যায় দুঃখেরও অনুশয় বা অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বানুভূত দুঃখ মনে হইবামাত্রই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা, বা অনভিলাষ জন্মে। তাহার প্রতিঘাত চেষ্টাও হয়। সেই প্রতিঘাতচেষ্টা, অনভিলাষ, বা অনিচ্ছাবিশেষকে আমরা "দ্বেষ" বলি। যে বস্তুতে একবার দুঃখ হইয়াছে সে বস্তুর প্রতি দ্বেষ জন্মিবেই জন্মিবে। দ্বেষ জন্মিলে, যাহাতে আর তাহা না হয় তাহারই চেষ্টা জন্মিবে। অবশ্যই তাহার প্রতিঘাতচেষ্টা জন্মিবে। ক্রোধ, হিংসা ও বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করিবার ইচ্ছা),—এসকলই উল্লিখিত দ্বেষের রূপান্তর মাত্র। দ্বেষ হইতে না হয় এমন অকার্য্যই নাই। সুতরাং দ্বেষ থাকিতে মনুষ্যের যোগী হইবার সম্ভাবনা নাই। চিত্তে উক্তবিধ দ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া

(৭) সুখমনুশেতে ইতি সুখানুশয়ী। স চ পূর্ব্বানুভূতসুখস্মৃতিপূর্ব্বকস্তৎসজাতীয়সুখসাধনেষু তৃষ্ণারূপঃ। সুখজ্ঞস্য সুখসাধনেচ্ছা রাগ ইতি নির্গলিতার্থঃ।

৮ দুঃখাভিজ্ঞস্য তদনুস্মৃতিপূর্ব্বকস্তৎ সাধনেষু যোঽয়ং নিন্দাত্মকঃ অনভিলাষঃ স দ্বেষ ইত্যুচ্যতে।

বর্ত্তমান থাকাতেই জীব অভিনিবেশের বাধ্য হইয়া আছে। অভিনিবেশ কি? তাহাও শুন।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ॥ ৯॥

বার বার মরণ-দুঃখ ভোগ করায় চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার বা বাসনা সঞ্চিত বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। সেই সমস্ত বাসনার নাম স্বরস। সেই স্বারস্যের দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞানী সমুদায় জীবেরই চিত্তে সেই প্রকার ভাব অর্থাৎ অলক্ষ্যরূপে মরণদুঃখের ছায়া বা স্মৃতি নামক সূক্ষ্মাকারা বৃত্তি আরূঢ় আছে। সেই আরূঢ় বৃত্তির নাম অভিনিবেশ। এই কথাটী উত্তমরূপ বুঝাইতে হইলে নিম্নলিখিতপ্রকার বাগ্বিন্যাস না করিলে বুঝান যায় না।

একবার দুঃখানুভব হইলে, সেই সেই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাহা যাহাতে আর না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা বা ইচ্ছাবিশেষ জন্মে। সেই ইচ্ছা বিশেষকে আমরা অভিনিবেশ বলিলেও বলিতে পারি; পরন্তু যোগীরা তাহা না বলিয়া কেবলমাত্র মরণবিষয়ক অনিচ্ছাবৃত্তিটীকে অভিনিবেশ-শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, দুঃখের চূড়ান্ত সীমা মরণ। মরণই দুঃখের পরা কাষ্ঠা বা চরম সীমা। সেইজন্যই জীবের মরণভয় অত্যন্ত অধিক, এবং তাহাদের চিত্তে "আমি যেন না মরি" এতদ্রূপ একটী সূক্ষ্মবৃত্তি অন্যান্যবৃত্তিসমূহের মূলে নিগূঢ়রূপে নিহিত বা লুক্কায়িত আছে।

প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর, ইন্দ্রিয়ের উপর, "অহং" অর্থাৎ "আমি" এতদ্রূপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। ধনাদি বাহ্যবিষয়ের সহিতও মমত্ব-সম্বন্ধ বাঁধিয়া আছে। সেইজন্যই প্রাণিসকল সম্পর্ক-পাতান দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না। ধনাদিনাশের ইচ্ছাও করে না। সর্ব্বদাই মনে করে, সর্ব্বদাই প্রার্থনা করে যে, আমি যেন না মরি, আমার যেন ধনাদিনাশ না হয়। বিশেষতঃ মরণ দুঃখের অনুবৃত্তি অর্থাৎ আমি যেন না মরি, এতদ্রূপ প্রার্থনাটী জীবের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক আছে। কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি ইতর প্রাণী,—সকলেরই উক্তবিধ মরণ ত্রাস আছে, এবং সকল

(৯) অপিনা মূর্খঃ সমুচ্চীয়তে। বিদুষোমূর্খস্য চ জন্তুমাত্রস্যেতি যাবৎ। চেতসীত্যধ্যাহ্যম্। অসকৃন্মরণদুঃখানুভবাহিত বাসনাসমূহঃ স্বরসঃ তেন বহতি সমুত্তিষ্ঠতীতি স্বরসবাহী। স্বরসবাহী

প্রাণীই উক্তবিধ প্রার্থনা করে। প্রাণিমাত্রেরই যে উক্তবিধ মনোভাব অর্থাৎ "আমি মরিব না, অথবা আমি যেন না মরি" ইত্যাকার প্রার্থনাবিশেষ অনুগত থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাই এস্থলে অভিনিবেশ শব্দের বাচ্য। এই অভিনিবেশটী ক্লেশ মধ্যে গণ্য। কেন না উহা থাকাতেই জীব অশেষ বিশেষ ক্লেশের ভাগী হয়। উক্ত প্রকার অভিনিবেশ থাকাতেই জীব কোনরূপ দুরূহকর কার্য্য করিতে পারে না। কোনরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেও উৎসাহী হয় না। কেন না, সে সর্ব্বদাই "কিসে না মরিব—কিসে ভাল থাকিব"—ইত্যাকার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি ও অন্যান্য ঋষিগণ জীবের উক্তবিধ মরণ-ত্রাস দেখিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম থাকা অনুমান করিতে বলেন। তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বজন্মের অনুভূত মরণ দুঃখ হইতেই ইহজন্মে উক্ত প্রকার অভিনিবেশ অর্থাৎ "আমি যেন না মরি" ইত্যাকার প্রার্থনা বিশেষ উৎপন্ন হয়। যদি বল যে, পূর্ব্বজন্ম আছে, ইহা কিসে জানিলে? অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই জানিয়াছি। "এতয়ৈব পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে। ন চাননুভূতস্য মরণধর্ম্মকস্যৈযা ভবত্যাশির্মা ন ভূবং হি ভূয়াসমেবেতি।" আমি যেন না মরি,—ইত্যাকার অভিনিবেশদ্বারাই পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্বানুমান হয়। ভাবিয়া দেখ, যে মরণ-দুঃখ ভোগ করে নাই—কোনক্রমেই তাহার উক্তবিধ প্রার্থনা হওয়া সুসম্ভব নহে।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সুখ একবার অনুভূত হইলে পুনশ্চ তাহাতে ইচ্ছোদ্রেক হয় এবং দুঃখও অনুভূত হইলে তৎপ্রতি বিদ্বেষ জন্মে। জীবের যখন মরণের প্রতি অত বিদ্বেষ—তখন নিঃসংশয়িত অনুমান হইতেছে যে, মরণে অবশ্যই কোন কঠোরতর যন্ত্রণা আছে এবং জীব সেই কঠোরতর যন্ত্রণা অবশ্যই কোন না কোন সময়ে ভোগ করিয়াছে। মরণে যদি দুঃখ না থাকিত—এবং জীব যদি তাহা ভোগ না করিত—তাহা হইলে জীবের মরণের প্রতি অত বিদ্বেষ হইত না। মরণ-ত্রাস বা মরণের প্রতি বিদ্বেষ

যঃ তথারূঢ়ঃ তদ্দুঃখস্মৃতিপূর্ব্বকস্ত্রাসঃ মরণত্রাস ইতি যাবৎ। স অভিনিবেশ ইত্যুচ্যতে। দৃশ্যতে হি জাতমাত্রস্য জন্তোর্মরণাত্ত্রয়ম্। তচ্চ পূর্ব্বমরণবাসনান্তিম্বং বিনা নোপপদ্যতে। একমন্যদপি দ্রষ্টব্যম্।

কেবল মনুষ্যের নহে, কৃমি কীটাদিরও আছে। সদ্যোজাত শিশুরও আছে। লোকে বলে "স্বামী স্ত্রীর সমস্তই দেখিতে পায়, কেবল একটী দেখিতে পায় না। কি? না বৈধব্য।" মনুষ্য যখন একবার বৈ দু-বার মরে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে ইহজন্মে মরে নাই, পূর্ব্বজন্মেই মরিয়াছিল। মনুষ্য যখন ইহজন্মে মরণ দুঃখ কি? তাহা জানে নাই, তখন বুঝিতে হইবে, সে অবশ্য অন্যকোন দেহে তাহা জানিয়াছিল। বর্ত্তমানদেহে তাহারই অনুবৃত্তি হইতেছে। সেই বা এই অনুবর্ত্তন স্বরসবাহী অর্থাৎ বাসনা বা সংস্কারের স্রোতে আসিয়া পড়িতেছে। নিগূঢ়তম বাসনার স্রোতে বহমান হইতেছে বলিয়াই, জীব তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। অর্থাৎ আমি অনন্তবার মরিয়াছি এবং অনন্তবার মরণ-দুঃখ ভোগ করিয়াছি, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। ঐ জ্ঞান যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন হইত—তাহা হইলে উহা অবশ্যই বুঝিতে পারিত। পরন্তু উহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত গূঢ়তম সংস্কারের প্রভাবেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহার কারণ অজ্ঞাত থাকাতেই জীব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না যে, আমি আর একবার মরিয়াছিলাম এবং তজ্জনিত এক অনির্বাচ্যতম কঠোর যন্ত্রণাও ভোগ করিয়া ছিলাম। ক্লেশ কি? তাহা এতদূরে বলা শেষ হইল। বর্ণিতপ্রকারের ক্লেশ সকল ক্রিয়াযোগের দ্বারা নষ্ট হয় না, সূক্ষ্ম হইয়া যায়। সূক্ষ্ম হইয়া গেলে, তখন আর তাহারা যোগ-বিঘ্ন কবিতে পারে না।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

উক্ত পাঁচ ক্লেশ যখন ক্রিয়াযোগের দ্বারা সূক্ষ্ম হইয়া আইসে, তখন তাহাদিগকে প্রতিলোম-পরিণামের দ্বারা চিত্ত হইতে দূরীকৃত করিতে হইবে।

অভিপ্রায় এই যে, তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রণিধানাদির দ্বারা ক্লেশের মূলোৎপাটন না হইলেও তাহার সূক্ষ্মতা হয়, পরন্তু তাহা প্রায় বিনাশেরই তুল্য। সূক্ষ্মতা কি? স্থূলপরিণাম নষ্ট হইয়া গিয়া নির্জীব দশা প্রাপ্ত হওয়া। তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রণিধানাদি করিতে করিতে চিত্তের সমস্ত ক্লেশ বা অবিদ্যাদি দোষ

(১০) যে সূক্ষ্মাঃ তপস্যাদিভিস্তনূকৃতাঃ সংস্কারমাত্রাবশেষীকৃতাঃ তে ক্লেশাঃ প্রতিপ্রসবহেয়াঃ। প্রতিপ্রসবঃ প্রতিলোমপরিণামঃ। কৃতকৃত্যস্য চিত্তস্য স্বকারণে লয় ইতি যাবৎ। তেন হেয়াঃ

সকল ক্রমে সূক্ষ্ম বা নির্জীব হইয়া আইসে; অর্থাৎ দগ্ধবীজের ন্যায় নিস্তেজ বা নিঃশক্তি হইয়া পড়ে। দগ্ধ বীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তপস্যাদি-দগ্ধ ক্লেশও তেমনি সুখদুঃখাদিরূপ স্থূলভোগ বা পরিপুষ্টভোগ জন্মায় না। সুতরাং সেরূপ ক্লেশ যোগীর পক্ষে থাকা না থাকা সমান। সে ক্লেশ নিবারণের জন্য যোগীর কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। তাঁহার চিত্ত যৎকালে সমাধি অনলে দগ্ধ হইবে, স্বীয় কারণে (অস্মিতায়) লীন হইবে, তখন তাঁহার সমস্তক্লেশসংস্কার আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে।

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

সেই সকল ক্লেশের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি আকারের পরিণাম অর্থাৎ স্থূলাবস্থা সকল একমাত্র ধ্যানের দ্বারাই দূরীকৃত করিতে হয়। সূক্ষ্ম ক্লেশ (অবিদ্যাদির সংস্কার) বিনাশের জন্য কোন উপায় উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু পরিপুষ্ট ক্লেশের বিনাশের জন্যই বিবিধ উপায় বিনির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ-নামক অবিদ্যাদি যখন বর্ত্তমান বা প্রবল অবস্থায় থাকিয়া সুখ, দুখ ও মোহাদিরূপ বিবিধ বৃত্তি (কার্য্য) বা ভোগ উৎপন্ন করিতে থাকে, তখন তাহারা স্থূল বলিয়া গণ্য হয়। সেই স্থূল অবস্থা নষ্ট বা ধ্বস্ত করিবার প্রধান উপায় ধ্যান। বহুদিন ব্যাপিয়া বার বার ও বহুবার ধ্যান করিতে পারিলে ক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাদি নামক চিত্তবৃত্তি সকল নিরুত্থান বা বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। সুতরাং অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ নামক ক্লেশপঞ্চকের বৃত্তি অর্থাৎ সুখদুঃখাদিরূপ বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ পরিণাম সকল ধ্যাননাশ্য বলিয়া গণ্য। অগ্রে প্রক্ষালন, পরে ক্ষার-সংযোগ ও উত্তাপ প্রদান পূর্ব্বক নির্ণেজন (আছড়ান) দ্বারা যেমন বস্ত্রমল অপনীত হয়, তেমনি, অগ্রে ক্রিয়াযোগ, পশ্চাৎ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া চিত্তমল সকল বিদূরিত করিতে হয়। প্রক্ষালন-দ্বারা বস্ত্রমলের নিবিড়তা নষ্ট হইলে পশ্চাৎ যেমন ক্ষারসংযোগাদির দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া

হাতব্যা ভবন্তীতি শেষঃ। ধর্ম্মিনাশাৎ ধর্ম্মনাশ ইতি ন্যায়েন চিত্তনাশাদেব সংস্কারাণাং বিনাশ ইতি ন তত্রোপদেষ্টব্যমস্তীত্যাশয়ঃ।

(১১) তেষাং ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাদ্যাত্মিকাঃ স্থূলাবস্থাঃ তাঃ ধ্যানহেয়াঃ ধ্যানেনৈব চিত্তৈকাগ্রতালক্ষণেন হেয়া হাতব্যা ভবন্তীতি শেষঃ।

পড়ে; তেমনি, ক্রিয়াযোগের দ্বারা চিত্তক্লেশের নিবিড়তা নষ্ট হইলে পর, ধ্যানের দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া আইসে। ক্ষারসংযোগপূর্ব্বক উত্তাপন ও নির্ণেজন-দ্বারা যেমন বস্ত্রমল অপনীত হয়, কিন্তু তাহার সংস্কার অপনীত হয় না; তেমনি, ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগের দ্বারা মনোদোষ সকল (কর্ম্ম-সংস্কার সমূহ) বিদূরিত হয়, কিন্তু তাহাদের সংস্কার বিদূরিত হয় না। বস্ত্রের বিনাশ হইলে যেমন তৎসঙ্গে তাহার মল-সংস্কারও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; তেমনি, সমাধি-ভাবনার দ্বারা চিত্তলয় হইলেই তৎসঙ্গে যাবত্ত ক্লেশ বা ক্লেশসংস্কার, সমস্তই বিনা যত্নে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, উল্লিখিত ক্লেশ পঞ্চকের বৃত্তি-অবস্থা বিনাশের নিমিত্ত, স্থূলতা বা নিবিড়তা বিধ্বংসের নিমিত্ত, অগ্রে ক্রিয়াযোগ, পশ্চাৎ ধ্যানযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়োদৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় দুইপ্রকার। এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অদৃষ্টজন্মবেদনীয়; অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীর দ্বারা কৃত এবং জন্মান্তরীয় শরীর দ্বারা কৃত। এই দুই কথার অর্থ কতদূর বিস্তৃত, তাহা শুন।

যদি তুমি ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগাদির দ্বারা উল্লিখিত ক্লেশ গুলিকে দগ্ধ না কর,—দগ্ধ বীজের ন্যায় নিস্তেজ বা নিঃশক্তি না কর,—তবে তোমাকে চিরকালই শুভাশুভ কর্ম্মে জড়িত থাকিতে হইবে। কোন কালেই তোমার সমাধি হইবে না, মুক্তিও হইবে না। ভাবিয়া দেখ, তুমি রাগ বা বিষয়াসক্তির বশীভূত হইয়া লালায়িত হইতেছ কি না। দ্বেষ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শত শত গর্হিত কার্য্য করিতেছ কি না। অবশ্যই করিতেছ। অতএব, যাবৎ না তুমি পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশকে দগ্ধ করিতে পারিবে, সূক্ষ্ম করিতে পারিবে, দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিতে পারিবে, তাবৎ তুমি মুক্তি দূরে থাকুক, সমাধির আশাও করিতে পার না। চিরকাল বসিয়া ভাল মন্দ কর্ম্ম কর, আর তাহার ফলভোগ কর। যদি ভাব যে, আমি ধ্যানাদির দ্বারা কর্ম্মমূল ক্লেশ নষ্ট করিতে পারিব না, অথচ যোগী

(১২) কর্ম্মাশয়ঃ কর্ম্মজন্য আশয়ঃ—আশেরতে সাংসারিকা অস্মিন্ ইত্যাশয়ঃ ধর্ম্মাধর্ম্মনামক সংস্কারবিশেষোগুণবিশেষো বা। ক্লেশঃ পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ। স এব মূলং কারণং যস্য স তথোক্তঃ। স চ কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টজন্মবেদনীয়োঽদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চেতি দ্বিধা। যেন দেহেন কর্ম্ম কৃতঃ

হইব, তাহা ভ্রম। ওরূপ আশা করিও না। কেননা ক্লেশই জীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূল। অতএব, ক্লেশনামক অজ্ঞান অহন্তা, মমতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃতি বৃত্তি জন্মাইবেই জন্মাইবে। সে সকল থাকিতে নিষ্কর্ম্ম হয়, সমাহিত হয়, কাহার সাধ্য! প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিবে অথচ তাহার ফলাফল ভাগী বা তজ্জন্য সুখ দুঃখাদিভোগী হইবে না, এরূপ লোক কে আছে? একবার সুখানুভব হইলে, পুনর্ব্বার সুখ ইচ্ছা না করে, এমন জীব কে আছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, যোগীরা বলেন যে, জীব সকল ক্লেশের বাধ্য হইয়াই ভাল মন্দ কার্য্য করে, এবং সেই সকল কার্য্য আবার তাহাদের নূতন ক্লেশের বা নূতন কর্ম্মমূলের সৃষ্টি করে। কৃতকর্ম্মের অনুভব দ্বারা যে চিত্তক্ষেত্রস্থ সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ও ইচ্ছা প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ হয় বা নূতন নূতন রাগদ্বেষাদিরূপ কর্ম্মবীজ উৎপন্ন হয়, সে সকলকে যোগীরা কর্ম্মাশয় বলেন, যাজ্ঞিকেরা তাহাকে অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট, পাপ পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে উল্লেখ করেন। কেহবা তাহাকে সংস্কারও বলেন। জীব সেই সকল সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের প্রেরণাতেই পুনর্ব্বার সেই সেই কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়। ফল কথা এই যে, কর্ম্ম করিবামাত্র জীবের সূক্ষ্ম শরীরে বা চিত্তক্ষেত্রে একপ্রকার শক্তি বা গুণ (ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ) উৎপন্ন হয়। সেই গুণ বা সেই কর্ম্ম বীজ অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ অবস্থান্তর প্রাপ্তি করায় এবং নূতন নূতন রাগদ্বেষাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ উৎপাদন করে। সেই সকল কর্ম্মবীজের নাম কর্ম্মাশয়। ইহার অন্য নাম পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট। কর্ম্ম করিলেই জীবের সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম্ম জন্য আশয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মনামক গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিবেই জন্মিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ জন্মিলে সে আপনার আশ্রয়ীভূত জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত করিবেই করিবে। কতদিনে বা কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থায় পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। ফলতঃ এক সময়ে-না এক সময়ে করিবেই করিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। সেই অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম কর্ম্ম ফল।

তদ্দেহে চেত্তদ্বিপাকঃ তর্হি স দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। তদ্বিপরীতস্তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। জন্মান্তর-কৃতকর্ম্মণঃ ফলং অদৃষ্টজন্মবেদনীয় ইত্যর্থঃ।

এই কর্ম্মফল কেহ ইহ শরীরেই প্রাপ্ত হয়, কেহবা জন্মান্তরে বা শরীরান্তরে গিয়া প্রাপ্ত হয়। উৎকট বা তীব্রতম কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ প্রাণপণে কর্ম্ম করিলে তজ্জনিত আশয়ও তীব্রতম শক্তিশালী বা বেগশালী হইবে। আশয় বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার অত্যন্ত তীব্র হইলেই তাহার ফল শীঘ্র হয়, নচেৎ কিছু বিলম্বে হয়। কর্ম্মাশয়ের তীব্রতা ও মৃদুতাদি অনুসারেই তাহার বিপাক অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি কাহার একদিনেও হয়, কাহার বা একযুগেও হয়। ইহ জন্মেও হয়, জন্মান্তরেও হয়। সেই জন্যই যোগীরা বলেন যে, ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় (পাপ পুণ্য) দ্বিবিধ। এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়। বর্ত্তমান দেহের কর্ম্ম যদি তাহার দেহ থাকিতে থাকিতে ফলবান্ হয়, তাহা হইলে, তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং দেহান্তরে ফলবান্ হইলে তাহা অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয়। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে,—

"অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।
ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ॥"

উৎকট পুণ্য কি উৎকট পাপ করিলে ইহ শরীরেই তাহার ফলাফল ভোগ হইবে। ৩ দিন, ৩ পক্ষ, ৩ মাস, না হয় ৩ বৎসর সমাপ্ত হইবে, তথাপি তাহার বিনাশ হইবে না। এই বাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মকৃত অধ্যয়নাদি-কর্ম্মের ফলসম্বন্ধ মনে করা উচিত। মনে করিয়া দেখ যে, তুমি যে কার্য্য প্রাণপণে কর, তাহার ফল শীঘ্র পাও কি না। আর যে কার্য্য তুমি হ'চ্ছে হবে করিয়া কর,—তাহার ফল বিলম্বে হয় কি না। এতদ্‌বিধ লৌকিক দৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উক্ত বিষয়ে তোমার অবশ্যই বিশ্বাস বা দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিবে।

পুরাকালের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নন্দীশ্বর নামক জনৈক মনুষ্য উৎকট তপস্যা করিয়া, ঈশ্বরারাধনা করিয়া, তদ্দেহেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র নামক জনৈক ক্ষত্রিয়, তীব্রতম তপস্যাদির দ্বারা ইহ শরীরেই ব্রাহ্মণত্ব ও দীর্ঘায়ুষ্ট্ব লাভ করিয়াছিলেন। নহুষ নামক জনৈক রাজা, ঋষিগণের নিকট উৎকট অপরাধী হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই সর্পশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অহল্যা নামক জনৈক সাধ্বী ঋষি পত্নী তীব্রতম ত্রাস

ও লজ্জাদির আবেগে হতচৈতন্য ও পাষাণময়ী হইয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালেও না কি জনৈক ইয়ুরোপীয় প্রচুরতর মদ্য পান করার পর তদীয় শরীর এক অহোরাত্রের মধ্যে পাথর হইয়া গিয়াছিল (ইহার বৃত্তান্ত অবতরণিকায় বলা হইয়াছে)। আমরাও দেখিয়াছি, এক নব্য বাঙ্গালী নিরপরাধী ও সদাত্মা পিতাকে পদাঘাত করিয়া এক রাত্রের মধ্যে পক্ষাঘাত রোগে অভিভূত হইয়াছিল। এসকল দেখিয়া শুনিয়া কোন্ মূঢ় না কর্ম্মফলের প্রতি বিশ্বাস করিবে? উৎকট বা অনুৎকট কার্য্য করিলে তাহার ফলাফল, হয় শীঘ্র না হয় বিলম্বে, অবশ্যই হইবে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার বেগ যে শরীরকে, মনকে ও আত্মাকে কি কি পরিবর্ত্তনে ও কি কি অবস্থায় পাতিত করিতে পারে ও না পারে, তাহা কোন্ অল্পজ্ঞ মানব বুঝিতে পারে? অতএব, নাস্তিক্যের মোহে বা ক্ষুদ্রজ্ঞানের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া তোমরা যেন কেহ ভীত, ব্যাধিত, দুঃখিত, বিশ্বস্ত ও মহানুভাবদিগের নিকট উৎকট অপরাধী হইও না। যিনি যোগী হইতে বা মুক্তপুরুষ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার প্রতি উপদেশ এই যে, তিনি যেন কর্ম্ম ও কর্ম্মাশয় উৎপাদক উল্লিখিত ক্লেশপঞ্চককে ক্রিয়াযোগাদির দ্বারা সূক্ষ্ম করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিয়া ফেলেন। ক্লেশ ও ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় যদি বিশীর্ণ হইয়া যায়,—তাহা হইলে মোক্ষ বা যোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে। ভাবিয়া দেখ, যাহার কোন ক্লেশ নাই, কি জন্য সে আসক্তি পূর্ব্বক কার্য্য করিবে? যাহার কোন স্পৃহা নাই, কামনা নাই, রাগ নাই, দ্বেষ নাই, দ্রব্য বা বিষয় উপলক্ষ্যে তাহার মনোবিকার হইবে কেন? সুখ দুঃখই বা হইবে কেন? যাহার কোন উদ্বেগ নাই, দ্রব্যের অভাব বা অপ্রাপ্তিতে তাহার অল্পমাত্রও শোক হইবে না। সে অনায়াসে ও নিরুদ্বেগে সুখাসীন হইয়া সমাধি অনুভব করিতে পারিবে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

সতি মূলে তদ্বিপাকোজ্জাত্যায়ুর্ভোগাঃ॥ ১৩॥

মূল অর্থাৎ কর্ম্মাশয় থাকিলেই তাহার বিপাক অর্থাৎ ফলস্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ, জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে। উক্ত ক্লেশ পঞ্চক যদি থাকিয়া যায়,

(১৩) মূলে ক্লেশে সতি তেষাং তেষাং কর্ম্মণাং বিপাকঃ ফলনিষ্পত্তিঃ ভবত্যেবেতি শেষঃ। স চ জাতিরায়ুর্ভোগশ্চেতি প্রধানতস্ত্রিধা। জাতিঃ জন্ম। দেবত্বাদির্বা। আয়ুঃ জীবনম্।

ক্রিয়াযোগাদির দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ বা দগ্ধকল্প না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া অবশ্যই বিবিধ ভাল মন্দ কার্য্য করিতে হইবে; এবং সেই সেই স্বকৃত কর্ম্মের ভাল মন্দ ফলও ভোগ করিতে হইবে। বার বার জন্ম, বারংবার মরণ, বার বার সুর-নর-তির্য্যক্‌যোনিতে পতন, বার বার অল্পকাল ও বহুকাল জীবনধারণ, বার বার বা পুনঃ পুনঃ সুখদুঃখাদিভোগ করিতে হইবেই হইবে। কিন্তু কোন্ কর্ম্মের কিরূপ বিপাক অর্থাৎ ফল, তাহা অতীব গহন বা দুর্ব্বোধ্য। "গহনা কর্ম্মণোগতিঃ।" কর্ম্মের গতি বা প্রভাব বুঝা ভার।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত জাতি প্রভৃতির ফল আহ্লাদ ও পরিতাপ। কেন না উহা পুণ্য ও পাপরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। জীব কর্ম্মাশয়ের প্রভাবে সুর-নর-তির্য্যক্ বা স্থাবরজঙ্গমাত্মক যে কোন জাতি প্রাপ্ত হউক,—পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত,দিন,মাস, বৎসর, অথবা যুগ, যে পরিমাণ আয়ুঃপ্রাপ্ত হউক,—স্ত্রী, পুত্র ও ধন প্রভৃতি যে কোন বস্তু ভোগ করুক,—সর্ব্বত্রই আহ্লাদ ও পরিতাপ আছে। কেন না প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক আয়ু ও প্রত্যেক ভোগই হয় পুণ্য না হয় পাপের দ্বারা উৎপাদিত। অতএব, দেবতা হও বা মনুষ্য হও, আহ্লাদ ও পরিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তাহা না পাইলেও মুক্ত ও যোগী হইতে পারিবে না।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তি-
বিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

পরিণামে দুঃখ, বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগ কালে দুঃখ, এবং পশ্চাৎ বা স্মরণ কালেও দুঃখ হয় দেখিয়া এবং সত্ত্বাদিগুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত

ভোগঃ বিষয়জা প্রীতিঃ। অত্রৈকস্মিন্ দেহে বিচিত্রভোগ দর্শনাৎ অনেকানি কর্ম্মাণি মরণকালেঽভিব্যক্তান্যেকং জন্মারভন্ত ইত্যেকভবিক এব কর্ম্মাশয়োজ্ঞেয়ঃ।

(১৪) তে জাত্যাদয়ঃ। হ্লাদঃ সুখং পরিতাপো দুঃখং তৌ ফলং যেষাং তে তথোক্তাঃ। পুণ্যং কুশলং কর্ম্ম। অপুণ্যং তদ্বিপরীতম্। তে হেতুবোযেষাং তেষাং ভাবঃ তস্মাৎ। পুণ্য কর্ম্মারব্ধজাত্যায়ুর্ভোগাঃ সুখফলাঃ, অপুণ্যকর্ম্মারব্ধজাত্যায়ুর্ভোগা দুঃখফলা ইতি সংক্ষেপঃ।

(১৫) পরিণামঃ অন্যথাভাবঃ। তাপঃ সুখসমকালিকঃ সুখপ্রতিবন্ধকেষু দ্বেষরূপঃ। সংস্কারঃ ভোগস্মারকোগুণঃ। এতান্যেব দুঃখনীতি বিগ্রহঃ। এতৈঃ তথা গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চে-

করে দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত বস্তুকেই দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন,কিন্তু অনভিজ্ঞ, অযোগী ও অবিবেকী ব্যক্তিরাই মোহে মুগ্ধ হইয়া, ভ্রমান্ধ হইয়া, ইহাতে সুখ হয় ও ইহাতে দুঃখ হয়, এতদ্রূপ নির্ণয় করে। যে জানে না, সেই গিয়া সুস্বাদু বলিয়া বিষান্ন ভক্ষণ করুক, কিন্তু যে জানে, সে তাহা ভক্ষণ করিবে না। যে জানে না, সেই গিয়া দুঃখ মাখা-ভোগ ভোগ করুক, কিন্তু যে জানে, সে তাহা ভোগ করিতে চাহিবে না। চক্ষু যেমন সূক্ষ্মতম ও কোমলতম লূতাতন্তুর (মাকড়সার সুতার) স্পর্শ দুঃসহ বোধ করে ; সেইরূপ, যোগীরা কিংবা বিবেকীরা দুঃখানুবিদ্ধ ভোগকে দুঃসহ বিবেচনা করেন। প্রত্যেক দৃশ্যে বা প্রত্যেক ভোগে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখ অনুস্যূত আছে; অনভিজ্ঞ মোহান্ধ লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। কাযে কাযেই তাহারা তাহাতে মুগ্ধ হয়, ব্যাসক্ত হয়, ভোগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। কিন্তু যাহারা বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কি আর তাহার নিকটে যায়? কদাচ নহে। মদ্যপান দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার যেমন মদ্যপায়ীর নিকট সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ, বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা (চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির সংযোগাদির দ্বারা) উৎপন্ন মনোবিকার অবিবেকীর নিকট সুখ বলিয়া ভ্রম হয়। অবিবেকী যাহাকে সুখ বলে, বিবেকী তাহাকে দুঃখ বলেন। যাহা পরিণামদুঃখে, তাপদুঃখে ও সংস্কারদুঃখে রক্ষিত,—যাহা কেবল মনের বিকার মাত্র,—যাহা কেবল সত্ত্বগুণের কলুষপরিণাম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে,—তাহা ত সুখ নয়—তাহা সুখ নামক দুঃখ। ভোগে যে সুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যল্পমনোনিবেশ করিলেই অনুভূত হয়। মনে কর, একদিন তুমি কোন এক দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত হইলে। তৎকালে তোমার যে মনোবিকার জন্মিল, তাহাকে তুমি সুখ বলিয়া ভাবিলে। মনোবিকার যতক্ষণ থাকিল ততক্ষণই সুখ ভাবিলে;

তোঃগুণানাং বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখাদ্যবস্থাঃ তাসাং বিরোধঃ পরস্পরং অভিভাব্যাভিভাবকত্বং তস্মাদ্ধেতোঃ। এতৎকারণচতুষ্টয়েন বিবেকিনঃ পরিজ্ঞাতক্লেশাদিবিবেকস্য সর্ব্বমেব ভোগসাধনং বিষমিশ্রান্নবদ্দুঃখম্। অয়মভিসন্ধিঃ—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" ইতি ভোগাৎ কামপ্রবৃদ্ধিঃ কাম্যালাভে চ দুঃখম্।

কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ। সেই কার্য্য করায় তোমার যে আয়ুঃ ক্ষয় হইল, তজ্জন্য অন্য এক প্রকার পৃথক্ দুঃখও হইল। আরও দেখ, তোমার সেই মনোবিকার বা সুখটী স্থায়ী হইল না, শীঘ্র শীঘ্রই নষ্ট হইয়া গেল। সুখ থাকিল না, নষ্ট হইল, ইহা ভাবিয়াও তোমার দুঃখ হইল। তুমি যে সেই অনুচিত মনোবিকারকে অত্যল্পকালের জন্য সুখ মনে করিয়াছিলে—তৎপ্রভাবে পরদিন আবার তুমি তাহাই পাইবার জন্য লালায়িত হইলে। সুখের জন্য লালায়িত হইলে যে কত ক্লেশ, কত দুঃখ, কত আয়াস ও কত পাপ করিতে হয়, তাহাও মনে করিয়া দেখ। অপিচ, সেই সুখনামক মনোবিকারটী বা ভোগটী দীর্ঘ করিবার নিমিত্ত বা বাড়াইবার নিমিত্ত তুমি অত্যন্ত ইচ্ছুক হও কি না। অবশ্যই হও। কোনও গতিকে যদি তোমার সেই ইচ্ছার পূরণ না হয় অর্থাৎ তাহার ইচ্ছানুরূপ উপকরণ না পাও,—অথবা ভোগের সঙ্কোচ কি তাহার অল্পতা ঘটে, তাহা হইলে তোমার যে কত দুঃখ তাহা শতমুখ না হইলে এক মুখে বলা যায় না। মনে কর, যেন তোমার ভোগের সঙ্কোচ বা অল্পতা হইল না, বৃদ্ধিই হইল; পরন্তু যেমন ভোগ বাড়িল অমনিই তৎসঙ্গে রোগও জন্মিল। "ভোগে রোগ ভয়ম্।" ভোগের সঙ্গে রোগের ভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে রোগ হইবেই হইবে। সুতরাং তাহাতেও দুঃখ। অতএব, প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে দুঃখময়, তাহা বলা বাহুল্য। একটু মনোনিবেশ করিলেই ভোগের পরিণামদুঃখতা প্রত্যক্ষ হইবে। এ ত গেল পরিণাম-দুঃখের কথা। পরন্তু বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগ কালেও তুমি শতশত দুঃখে বা শত শত পরিতাপে আক্রান্ত বা জড়িত হইতেছ। পাছে ইহা নষ্ট হয়, কিসে ইহা স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা বাড়িবে, কিসে ইহার ব্যাঘাত না হয়, ইত্যাদি বহু প্রকার চিন্তানল বা তাপজনক চিন্তা উপস্থিত হইয়া তোমাকে পরিতপ্ত

লাভেঽপি ভোগসংকোচে দুঃখং অসংকোচে ব্যাধিস্ততোঽপি দুঃখম্। অতএবাস্তি ভোগস্য পরিণামদুঃখতা। তথা ভোগকালেঽপি ভোগান্যথাভয়াৎ দুঃখং ভোগবাধকেষু চ দ্বেষঃ সমুৎপদ্যত এব। স এব তাপঃ। ইত্যেবং তাপদুঃখতাপ্যস্তি ভোগস্য। ভুজ্যমানস্তু ভোগঃ স্বক্ষেত্রে সংস্কারমারভতে, সংস্কারাচ্চ পুনর্ভোগপ্রবৃত্তি র্জায়তে। ইত্যেবং ক্রমেণাস্তি সংস্কারদুঃখতা ভোগস্য। অপিচ সুখ দুঃখ মোহরূপা গুণবৃত্তয়ঃ পরস্পরং বিরুদ্ধা দৃশ্যন্তে।

করিতেছে। এতদ্ভিন্ন উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাপময় মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ দ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া তোমার অন্তরে বিবিধ, ভবিষ্যদ্দুঃখের বীজ আহিত করিতেছে। অতএব, সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত জানিবে। এসম্বন্ধে আরও এক কথা আছে। কি? তাহা বলিতেছি। সুখভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার তোমাকে পুনর্ব্বার সেই ভোগের দিগে টানিয়া লইয়া যায়। সেইজন্যই তুমি পুনঃপুনঃ পূর্ব্বানুভূত সুখের তুল্যসুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা কর, এবং যতক্ষণ তাহা প্রাপ্ত না হও ততক্ষণ ব্যাকুল থাক। অতএব সুখভোগের সংস্কারও দুঃখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ভোগ আর কিছুই না—কেবল একপ্রকার মানস-বিকার মাত্র। সুতরাং ক্ষণপরিণামী সত্ব, রজ ও তমোগুণের ক্ষণিকপরিণামরূপ ক্ষণভঙ্গুর ভোগ মাত্রেই দুঃখ। এই সকল কারণে, অর্থাৎ প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার,—এই ত্রিবিধ দুঃখ গ্রথিত থাকায়, এবং পরস্পর-বিরোধী গুণপরিণাম বর্ত্তমান থাকায়, যোগীর নিকট ও বিবেকীর নিকট সে সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য। কদাচ তাঁহারা উহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতে পারেন না। মনোবিকার নষ্ট হইলেই তাঁহাদের সুখ, ঈশ্বরে ও আত্মতত্ত্বে চিত্ত-স্থির হইলেই সুখ, মনোলয় হইলে তাঁহাদের আরও সুখ। সে সুখ দৃশ্যভোগে নাই বলিয়াই তাঁহারা দৃশ্যসমুদায়কে দুঃখমধ্যে নিক্ষেপ করেন।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দুঃখই হেয় অর্থাৎ যাহাতে আর ভবিষ্যতে দুঃখ না হয় তাহা করাই কর্ত্তব্য। অভিপ্রায় এই যে, প্রারব্ধভোগ অর্থাৎ যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সে দুঃখ বিনা ভোগে নিবৃত্ত হয় না। কোনরূপ যোগ বা যত্নের দ্বারা তাহাকে নষ্ট করা যায় না, সুতরাং যোগীর প্রতি

ক্ষণেন হি সুখমনুভূয় দুঃখং প্রবর্ত্তত ইত্যবিদিতং নাস্তি। অতএব সর্ব্বত্রৈব দুঃখানুবেধাদ্দুঃখত্বমিতি সিদ্ধম্।

(১৬) অতীতস্য ব্যতিক্রান্তত্বাৎ বর্ত্তমানস্য তু পরিত্যক্তুমশক্যত্বাৎ অনাগতমেব সংসার দুঃখং হেয়ং হাতব্যম। ভবিষ্যদ্দুঃখনাশায়ৈব যতিতব্যমিত্যুপদেশঃ।

উপদেশ এই যে, যোগী অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দুঃখের নিবারণ চেষ্টা করিবেন। যোগের দ্বারা দুঃখের বীজ দগ্ধ করিয়া দিলেই তাহা সুসিদ্ধ হইবে। দুঃখবীজ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলে কোথা হইতে দুঃখাঙ্কুর হইবে?

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ,—এই দুএর সংযোগ থাকাই দুঃখের কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সুখ দুঃখ মোহ এ সমস্তই বুদ্ধি-দ্রব্যের বিকার। বুদ্ধিদ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা বিষয়াকারে ও সুখদুঃখাদি-আকারে পরিণত হইবামাত্র তাহা চিৎ-শক্তির দ্বারা প্রোজ্জলিত হয়। তাদৃশ প্রোজ্জলন বা তাদৃশ প্রদীপ্ততাকে শাস্ত্রকারেরা চিৎ-শক্তির প্রতি সংক্রম ও চিচ্ছায়াপত্তি বলিয়া থাকেন। লোক ব্যবহারে তাহা "দর্শন" বা "দেখা" "জ্ঞান" বা "বুঝা" বলিয়া প্রচলিত। সুতরাং পরিণামস্বভাব বুদ্ধিসত্ত্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটী "দৃশ্য" এবং তৎসন্নিধিস্থ অপরিণামী চিৎ-শক্তি তাহার দ্রষ্টা। সেই দৃশ্য আর দ্রষ্টা এই দুয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ আছে, অর্থাৎ একীভাব হইয়া আছে, তাহাই সংসারী জীবের উল্লিখিত দুঃখসমূহের মূল। অর্থাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের বা আত্মার অভেদভ্রান্তি বা আত্ম-সম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ সুখদুঃখাদিবিকারে বিকৃতপ্রায় হইতেছেন। সুতরাং বুদ্ধির সহিত পুরুষের তাদৃশ মিথ্যাসম্বন্ধ ঘটনা থাকাতেই পুরুষের ক্লেশময় ভোগ উপচারক্রমে উৎপন্ন হইতেছে।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

প্রকাশস্বভাবসত্ত্ব, ক্রিয়াত্মক রজঃ, তদুভয়ের প্রতিরোধক অচলস্বভাব তম, এতত্রিতয়াত্মক ভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা দৃশ্য এবং ইহারা সকলেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানার্থ উদ্যত আছে। তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্ব, রজঃ,

(১৭) দ্রষ্টা পুরুষঃ। স হি বুদ্ধিস্থচ্ছায়াত্মকদর্শবান্। দৃশ্যং বুদ্ধিসত্ত্বম্। বুদ্ধির্হি ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদ্যাকারেণ পরিণমতে চিচ্ছায়া পত্ত্যা চ পুরুষাভেদেন দৃশ্যা ভবতীত্যর্থঃ। অতএব তয়োঃ সংযোগঃ তদ্বিধস্বস্বামিভাবসম্বন্ধঃ হেয়স্য দুঃখস্য হেতুঃ কারণম্।

(১৮) প্রকাশশীলং সত্ত্বম্। ক্রিয়াশীলং রজঃ। স্থিতিশীলং তমঃ। স্থিতিশ্চ প্রকাশ ক্রিয়য়োঃ প্রতিবন্ধরূপা। তথা ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং—ভূতানি ইন্দ্রিয়াণি চ তানি আত্মা স্বরূপা

তম,—এই গুণত্রয়াত্মক প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন যে কিছু ভূতভৌতিক সে সমস্তই পুরুষের ভোগের ও অপবর্গের (মোক্ষের) নিমিত্ত কারণ (প্রযোজক)। উহারা অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ প্রদানার্থ উদ্যত আছে।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥ ১৯ ॥

গুণসকলের বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ,—এই চারি প্রকার পর্ব্ব (গাঁইড্ বা অবস্থা) আছে। বস্তুতঃ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির চারি প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—বিশেষ অবস্থা, অবিশেষ অবস্থা, লিঙ্গাবস্থা ও অলিঙ্গাবস্থা। পৃথিব্যাদি স্থূল ভূত ও ইন্দ্রিয়,—ইহারা প্রকৃতির বিশেষাবস্থা। তন্মাত্রা বা সূক্ষ্মতম ভূত এবং অন্তঃকরণ,—ইহারা তাঁহার অবিশেষাবস্থা। যাহা এই অবিশেষাবস্থার মূল অর্থাৎ যাহা মূল প্রকৃতির প্রথম বিকার,—যাহার অন্য নাম বুদ্ধিতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব,—তাহাই তাঁহার লিঙ্গাবস্থা এবং যাহা সেই লিঙ্গাবস্থার মূল, অর্থাৎ প্রকৃতির যখন কোনও প্রকার বিকার বা প্রভেদ ছিল না,—ঠিক্ সাম্যাবস্থাই ছিল,—যাহাকে এই দৃশ্য জগতের সর্ব্বাদিম অবস্থা বা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম অবস্থা বা বীজস্বরূপ বা শক্তিসমষ্টি স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয়,—সেই অবিকৃত ও দুর্জ্ঞেয় শক্তিরূপ মূল অবস্থাটীই তাঁহার অলিঙ্গাবস্থা। তৎকালে কোনও প্রকার জ্ঞানোপযোগী চিহ্ন ছিলনা বা থাকে না বলিয়াই তাহার নাম অলিঙ্গাবস্থা।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

যাঁহাকে দ্রষ্টা বলা হইয়াছে—বস্তুত তিনি দ্রষ্টা নহেন। কেন না

ভিন্নঃ পরিণামো যস্য তত্তথাবিধং দৃশ্যং জ্ঞেয়জাতমিত্যর্থঃ। তচ্চ ভোগাপবর্গার্থং=ভোগাপবর্গৌ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তত্তথাবিধম্। প্রকৃতিতদ্বিকারাত্মকং সর্ব্বমেব দৃশ্যং পুরুষস্য ভোগাপবর্গহেত্বিতি যাবৎ।

(১৯) বিশেষাঃ প্রকৃতিতো ব্যাবৃত্তা ভূতেন্দ্রিয়াদয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ। অবিশেষাঃ বিকারাণাং প্রকৃতয়ঃ তন্মাত্রাণ্যহংকারশ্চেতি ষট্। লিঙ্গং প্রকৃতেরাদ্যং কার্য্যং মহত্তত্ত্বম্। অলিঙ্গং মূলা প্রকৃতিঃ। ইত্যেতানি গুণপর্ব্বাণি গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং পর্ব্বাণীব পর্ব্বাণি অবস্থাবিশেষা ইতি যাবৎ। অস্মিন্ শাস্ত্রে তন্মাত্রাণাং অহঙ্কারস্যানুজত্বং বুদ্ধেশ্চাপত্যত্বম্। সাংখ্যে তু অহংকারাপত্যত্বমিতি ভেদোঽনুসন্ধেয়ঃ।

(২০) দ্রষ্টা পুরুষঃ স চ দৃশিমাত্রঃ চিন্মাত্রঃ ন জ্ঞানাদিধর্ম্মবানিত্যর্থঃ। অতএব শুদ্ধঃ

তিনি চিদ্রূপী ও অপরিণামী। সুতরাং পরিণমনস্বভাব অন্তঃকরণই জ্ঞানাদি ধর্ম্মের আধার। নির্ব্বিকার স্বভাব চৈতন্যঘন আত্মা বা পুরুষ যখন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপরক্ত হন,—বুদ্ধির সহিত একীভূত হন—অর্থাৎ যখন তিনি সন্নিধান বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা অভিব্যক্ত হন,—তখনই তাঁহাকে উপচারক্রমে দ্রষ্টা বলা যায়। বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের পরিণাম বা বিষয়াকারতা-না থাকিলে তাঁহার কিছুমাত্র দ্রষ্টৃত্ব থাকে না। তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াই তাঁহার দেখা, অন্য কোনরূপ দেখা তাঁহার নাই।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য অর্থাৎ চতুরবস্থাপন্ন প্রকৃতি সেই চিন্ময় পুরুষের ভোগ-সাধনরূপে পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সুখ, দুঃখ, মোহ,—ইত্যাদি বহুপ্রকারে পরিণত হইতেছে। জড়স্বভাব লৌহ যেমন সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাবিহীন ও চলৎশক্তিরহিত হইয়াও চুম্বকসন্নিধানে প্রচলিত হয়,—সক্রিয় হয়,—বা ইচ্ছাযুক্তপ্রাণীর ন্যায় গতিশক্তিসম্পন্ন হয়,—তেমনি, প্রকৃতিও চিদাত্মার সন্নিধানবশতঃ সুখদুঃখাদি নানা আকারে পরিণতা হন। পরন্তু যে পুরুষ দ্রষ্টৃত্ব-অবস্থায় যোগাভ্যাসাদির দ্বারা প্রকৃতির কথিতপ্রকার গূঢ়-অভিসন্ধি অর্থাৎ উক্তবিধপরিণামতত্ত্ব জানিতে পারেন,—সে পুরুষের নিকট তিনি আর আপনার পরিণামজাল বিস্তার করেন না। অর্থাৎ তখন আর সে পুরুষ প্রকৃতির কোনরূপ পরিণাম দেখিতে পান না।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

সে পুরুষের নিকট প্রকৃতির স্বভাব-প্রকাশ অবরুদ্ধ হইলেও অন্যান্য অজ্ঞ

অপরিণামী। তথাপি তাদৃশোঽপি সঃ প্রত্যয়ানুপশ্যঃ প্রত্যয়ং বুদ্ধিবৃত্তিং অনুসৃত্য পশ্যতীতি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। অবিবেকাৎ বুদ্ধিবৃত্তিভিরেকীভূতঃ সন্ শব্দাদীন্ পশ্যতি জানাতীতি যাবৎ। অয়মভিসন্ধিঃ—সঞ্জাতবিষয়োপরাগায়াং বুদ্ধৌ সন্নিধিমাত্রেণৈব তস্যাভিব্যক্তিরূপং দ্রষ্টৃত্বং ভবতি। বুদ্ধিশ্চেন্নির্বিষয়োপরাগা তর্হি তস্য স্বরূপপ্রতিষ্ঠত্বমেব ন তু দ্রষ্টৃত্বম্।

(২১) দৃশ্যস্য যঃ আত্মা স্বরূপঃ বিশেষাদিরূপেণ পরিণতিঃ সঃ তদর্থএব তস্য পুরুষস্য ভোগাপবর্গরূপপ্রয়োজনায়ৈব। ন তু তস্যাত্মাদৃশ্যাং প্রবৃত্তৌ কিঞ্চিদপি স্বপ্রয়োজনমস্তীত্যর্থঃ।

(২২) তৎ প্রধানং কৃতার্থং উৎপন্নবিবেকজ্ঞানং পুরুষং প্রতি নষ্টং বিরতব্যাপারং

পুরুষের নিকট তদীয়-স্বভাব-প্রকাশের কিছুমাত্র হানি হয় না। সুতরাং প্রকৃতি কৃতকৃত্য অর্থাৎ মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে অদৃশ্য হইলেও, অমুক্তপুরুষের সম্বন্ধে দৃশ্য থাকেন। (অভিপ্রায় এই যে, একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হয় না।)

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বে যে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সংযোগের তুল্য নহে। জড়স্বভাব প্রকৃতি ও চেতনস্বভাব পুরুষ, যেরূপ ঘটনায় বা যেরূপ ক্রমে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃরূপে প্রতীত হইতেছে—সেই ঘটনাবিশেষের অন্য নাম সংযোগ। ইহা ২০ ও ২১ সূত্রের দ্বারা বলা হইয়াছে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥ তদভাবাৎ সংযোগাভাবোহানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তাদৃশ সংযোগের মূল কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রান্তি-জ্ঞান বা ভ্রান্তি জ্ঞানের সংস্কার। সেই অবিদ্যা যদি যোগাভ্যাস দ্বারা, তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয়ের দ্বারা, বা চিত্তনিরোধদ্বারা বিদূরিত হয়,—নষ্ট হয়,—তাহা হইলে সে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব (সম্বন্ধ) থাকে না। সুতরাং পুরুষ তখন মুক্ত অর্থাৎ কেবল হন, জড়সম্বন্ধবর্জিত হওয়ায় তিনি তখন স্বীয় চিদ্‌ঘনস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

অপি অনষ্টং অন্যান্ প্রতীতি শেষঃ। অত্র হেতুমাহ—অন্যসাধারণত্বাৎ সকলভোক্তৃসাধারণত্বাৎ অন্যান্ প্রতি অনষ্টব্যাপারতয়াবস্থানাদিতি ভাবঃ। এতেন তস্য তদা ন কিনাশো না পে।কস্য মুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিরিত্যুক্তং ভবতি।

(২৩) শক্তিশব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। স্বং দৃশ্যং তস্য শক্তিঃ জড়ত্বেন দৃশ্যত্বযোগ্যতা। স্বামী পুরুষঃ তস্য শক্তিঃ চেতনত্বেন দ্রষ্টৃত্বযোগ্যতা। সা চ তৎস্বরূপৈব। তয়োঃ স্বরূপয়োর্য উপলব্ধিঃ ক্রমাৎ ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ প্রতীতিঃ তস্যা হেতুঃ সংযোগঃ স্বস্বামিভাবাখ্যঃ সম্বন্ধঃ। সচ কার্য্যোণৈব জ্ঞেয়ঃ॥

(২৪) তস্য সংযোগস্য অবিদ্যা এব হেতুঃ কারণম্। অবিদ্যাস্বরূপং পূর্ব্বমুক্তম্।

২৫ তস্যা অবিদ্যায়া অভাবাৎ নাশাৎ সংযোগাভাবঃ সংযোগস্য নাশোভবতীতি শেষঃ। তচচ হানং সংযোগবিগমঃ দৃশেঃ পুরুষস্য কৈবল্যং কেবলত্বং মুক্তিরিতি চোচ্যতে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অবিদ্যা নাশের প্রধান উপায় "বিবেকখ্যাতি"। বিবেক খ্যাতি কি? তাহা শুন। দৃক্‌শক্তি ও দৃশ্য,—ইহারা অত্যন্ত স্বতন্ত্র বা অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত স্বতন্ত্র। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, ইহার কোনটীই "আমি" নহি। যাহা "আমি" এই জ্ঞানের অবগাহন স্থান,—তাহা বাস্তবপক্ষে নির্লেপ, স্বচ্ছ ও চৈতন্যমাত্র। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিতে করিতে যে তজ্জনিত এক অভূতপূর্ব্ব প্রজ্ঞার উদয় হয়, তাহার নাম খ্যাতি। সেই খ্যাতি বা বিবেকজ-প্রজ্ঞা উদিত হইবা মাত্র সুখদুঃখের বীজস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়, এবং সেই প্রজ্ঞাও তখন কতকরেণুব (নির্ম্মলনামক ফলের) ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং পুরুষ তখন দৃশ্যোপরক্ততা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কেবল হন।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ ॥ ২৭ ॥

সেই খ্যাতির বা বিবেকজ-জ্ঞানের প্রান্তভূমি অর্থাৎ পরপর অবস্থা সাত প্রকার। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত বিবেকখ্যাতির অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যভাবনাজনিত প্রজ্ঞার সাত প্রকার অবস্থা আছে। তন্মধ্যে প্রথম কার্য্যবিমুক্তি-অবস্থা ৪ এবং চিত্তবিমুক্তি অবস্থা ৩। কার্য্যবিমুক্তি অবস্থা-গুলির আকার এইরূপঃ—(১ম) পূর্ব্বে অনেক জ্ঞাতব্য ছিল, কিন্তু এখন আর কোন জ্ঞাতব্যই নাই। অর্থাৎ সমস্তই জানা হইয়াছে। (২য়) পূর্ব্বে রাগ-দ্বেষাদিক্লেশগুলি আমাতে লিপ্ত বলিয়া বোধ হইত—কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। সকল গুলিই এখন আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। (৩য়), যাহা

(২৬) বিপ্লবঃ মিথ্যাজ্ঞানম্। অবিপ্লবঃ তদ্বিপরীতম্। যদ্বা ন বিদ্যতে বিপ্লবঃ বিচ্ছেদঃ অন্ত-রান্তরা ব্যুত্থানং বা যস্যাঃ সা তথাবিধা। বিবেকখ্যাতিঃ অন্যে গুণাঃ অন্যঃ পুরুষঃ ইত্যেবং বিধা খ্যাতিঃ জ্ঞানং প্রজ্ঞা বা। সা হানস্য দৃশ্যত্যাগস্য উপায়ঃ পুষ্কলোহেতুঃ।

(২৭) প্রকৃষ্টং অন্তঃ অবসানং ফলত্বেন যাসাং তাঃ প্রান্তাশ্চরমা ইতি যাবৎ। প্রান্তা ভূময়ঃ প্রজ্ঞাবস্থা যস্যাঃ সা প্রান্তভূমিঃ। উৎপন্নবিবেকখ্যাতে র্যোগিনবঃ প্রান্ত-ভূমিঃ প্রজ্ঞাবস্থাঃ প্রত্যয়ান্তরতিরস্কারেণ সপ্তধা ক্রমাৎ সপ্তপ্রকারা ভবন্তীতি শেষঃ। প্রথমং তাবৎ জ্ঞাতব্য মখিলং ময়া জ্ঞাতং ন কিঞ্চিজ্ জ্ঞাতব্যমপরমস্তীত্যেকা। হাতব্যা বন্ধহেতবঃ সম্প্রতি তু সর্ব্বে-

পাইবার তাহাই পাইয়াছি—অধুনা আর কোন প্রাপ্তব্য নাই। (৪র্থ), দৃক্‌শক্তি পূর্ব্বে দৃশ্যের সহিত একীভূত হইয়া ছিল—তজ্জন্য তাঁহার কিছু মাত্র ভিন্নতা বুঝিতে পারিতাম না—কিন্তু এক্ষণে তদুভয়ের ভিন্নতা উত্তমরূপ বুঝিয়াছি; অর্থাৎ আমাকে আমি সাক্ষাৎসন্দর্শন করিতেছি। কথিত প্রকার কার্য্যবিমুক্তিনামক প্রজ্ঞাচতুষ্টয় ক্রমশঃ উদিত হয়, এককালে হয় না; এবং উক্ত প্রত্যেক প্রজ্ঞার স্থিতিকালে যোগীর অন্য কোনরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না। কেবল মাত্র উল্লিখিতপ্রকার প্রজ্ঞা বা সত্যজ্ঞান স্ফুরিত হইতে থাকে। ক্রমে কার্য্যবিমুক্তি বা বিষয়বিমুক্তি অবস্থার পরিপাক হইয়া গিয়া, তাহা হইতে ক্রমে, অন্য তিনপ্রকার চিত্তবিমুক্তি-অবস্থা আসিতে থাকে। সে সকল অবস্থার আকার এইরূপঃ—১ম, "আমি যে এতকাল সুখদুঃখনামক বুদ্ধিবিকারে অনুরঞ্জিত হইয়া সুখদুঃখভোগী ছিলাম—সে অনুরঞ্জনা বা সে মিথ্যা-জ্ঞান আমার নষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধির বা প্রকৃতির কার্য্য এক্ষণে ফুরাইয়া গিয়াছে।" এইরূপ স্থিরতর প্রজ্ঞার উদয়। ২য়, এত কালের পর প্রাকৃতিক অন্তঃকরণ আজ্‌ দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইলেন, আর তিনি কোনরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারিবেন না। প্রত্যুত এখন তাঁহাকে শীঘ্রই লয় পাইতে হইবে। এইরূপ স্থিরতম প্রজ্ঞা দৃঢ় হয়। ইহার পরেই ৩য় অবস্থা আইসে। সে অবস্থায় চিত্ত থাকে না, সুতরাং কোন প্রজ্ঞাও থাকে না। প্রজ্ঞা থাকে না বলিয়া তাহার আকার বর্ণনা না করিয়া "চিন্মাত্র" "ঘনচৈতন্য" "কৈবল্য" বা "মুক্ত" অবস্থা বলিলেই যথেষ্ট হয়।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মলিনতা নষ্ট হইলে জ্ঞানের দীপ্তি

হতা ন কিঞ্চিন্মে হেয়মস্তীতি দ্বিতীয়া। প্রাপ্তং ময়া প্রাপ্তব্যং নান্যৎ কিঞ্চিদিদানীং প্রাপ্তব্যমস্তীতি তৃতীয়া। বিবেকখ্যাতিসম্পাদনেনাখিলং কৃতং ন কিঞ্চিদিদানীং কার্য্যমস্তীতি চতুর্থী। এতাশ্চতস্রোঽবস্থাঃ কার্য্যবিমুক্তিসংজ্ঞকাঃ। অতঃপরং চিত্তবিমুক্তিস্ত্রিধা। তত্র কৃতার্থং মে বুদ্ধিসত্ত্বমিত্যেকা। বুদ্ধ্যাদিরূপা গুণা অপি মে চ্যুতা গিরিশিখরচ্যুতা গ্রাবাণ ইব ন পুনঃ স্বভূমৌ স্থিতিং যাস্যন্তীতি দ্বিতীয়া। স্বাত্মীভূতশ্চ মে সমাধিঃ শীঘ্রমহং স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ স্যামিতি তৃতীয়া। অস্মিন্নেব ভূমৌ প্রাপ্তে পুরুষস্য কৈবল্যং জায়তে।

হয় এবং সেই দীপ্তির বা সেই প্রকাশের শেষ সীমা বিবেকখ্যাতি। উৎকটতম শ্রদ্ধা-সহকারে যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ক্রমে অল্প অল্প করিয়া, চিত্ত-মল উন্মার্জ্জিত হয়। ক্রমে চিত্ত যখন উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয়, তখন আপনা হইতেই মোক্ষসাধক উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রজ্ঞা জন্মে। চিত্তকে যতই মার্জ্জিত করিবে, ততই তাহার প্রকাশশক্তি বাড়িবে। সেই বৃদ্ধির শেষ সীমা আত্মসাক্ষাৎকার।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান-
সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যোগাঙ্গ কি? তাহা বলা যাইতেছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের একাগ্রতা। এই আট্ প্রকারের নাম যোগাঙ্গ অর্থাৎ বৃত্তিলয় নামক চরম-যোগের পূর্ব্বসাধক বা কারণ। পরন্তু ইহাদের কোন কোনটী যোগের সাক্ষাৎ কারণ এবং কোন কোনটী পরম্পরাসম্বন্ধে উপকারক মাত্র।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

যম কি? তাহা শুন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম "যম"। এই যম যেরূপ ভাবে নির্ব্বাহ বা অভ্যস্ত করিতে হয় তাহা বলা যাইতেছে।

প্রথমে অহিংসানুষ্ঠান। কেবল প্রাণিবধ পরিত্যাগ করিলেই যে অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে, তাহা হইবে না। প্রাণীকে যন্ত্রণা দিতেও পারিবে না। কোন উপলক্ষ্যে ও কোনও সময়ে তুমি কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা পরকে ব্যথিত করিও না। তাহা হইলেই তোমার অহিংসানুষ্ঠান

---

(২৮) যোগাঙ্গানি বক্ষ্যন্তে। তেষাং অনুষ্ঠানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকাভ্যাসাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে চিত্তসত্ত্বস্য প্রকাশাবরণলক্ষণক্লেশাদিনাশে সতি আবিবেকখ্যাতেঃ প্রকৃতিপুরুষস্বরূপসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং জ্ঞানস্য উৎকৃষ্টসত্ত্বপরিণামবিশেষস্য দীপ্তিঃ প্রকর্ষাতিশয়ঃ স্যাদিতি শেষঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ চিত্তাশুদ্ধিনাশদ্বারা প্রোক্তপ্রজ্ঞাবির্ভাব ইতি তাৎপর্য্যম্।

(২৯) এতেষামর্থা অগ্রে স্ফুটা ভবিষ্যন্তি।

(৩০) মনোবাক্‌কায়ৈঃ সর্ব্বভূতানামপীড়নং অহিংসা। পরহিতার্থং বাঙ্‌মনসোর্যথার্থত্বং

সিদ্ধ হইবে। এতদ্রূপ অহিংসানুষ্ঠান আত্যন্তিক বা পরাকাষ্ঠা অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তোমার চিত্তে শুক্লধর্ম্মের আবির্ভাব হইবে। নৈর্ম্মল্যশুক্তিও জন্মিবে।

তৎসঙ্গে সত্যানুষ্ঠান। সত্যানুষ্ঠানের লক্ষণ সকলেই জানেন বটে, পরন্তু যোগীর পক্ষে কিছু বিশেষ আছে। যেমন দেখা, যেমন শুনা ও যেমন বুঝা,—তদনুরূপ কথার নাম "সত্য", পরন্তু যোগী হইবার জন্য কিছু বিশেষ প্রকার সত্যের আশ্রয় লইতে হয়। তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কার্য্যের অনুরোধে, বা অন্য কোন স্বার্থ সাধনার্থ সত্য কথা বলিলে বটে; কিন্তু তোমার মনোমধ্যে মিথ্যা বা দুরভিসন্ধি থাকিয়া গেল। এরূপ করিলে বা সেরূপ করিয়া কহিলে তোমার সত্যানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে না। রাজসভায়, ধর্ম্ম-সভায়, কি সামাজিক সভায় আহুত হইয়া তুমি এরূপ পদবিন্যাস করিয়া বলিলে যে, যাহার ফল মিথ্যাবলার ফলের সঙ্গে সমান; অর্থাৎ আপনার কি বন্ধুর ইষ্টসিদ্ধি হইল অথচ লোকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারিল না, এতদ্রূপ কুটিল-সত্যের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। সাধুর অহিত, পরের সর্ব্বনাশ লক্ষ্য করিয়া যদি তুমি সত্য উচ্চারণ কর,—তবে, সে সত্যেও তোমার মঙ্গল নাই। পরের অকপট হিতের জন্যই যেন তোমার সত্যপ্রবৃত্তির উদয় হয়। সরল হইয়া, ছল পরিত্যাগ করিয়া, দুরভিসন্ধি বর্জ্জন করিয়া, চিত্তসংযম করিয়া, তদ্গতচিত্ত হইয়া,—আপদ্, বিপদ্, সম্পদ্, সকল সময়েই তুমি বাক্য ও মন উভয়কেই যথাদৃষ্ট, যথাশ্রুত ও যথানুভূত ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত করিবে। এরূপ সত্যনিষ্ঠ হইলে তোমার চিত্ত শীঘ্রই যোগ-শক্তিলাভের উপযুক্ত হইবে, অন্যথা করিলে তাহা হইবে না।

সেই সঙ্গে অচৌর্য্য অবলম্বন। অচৌর্য্য কি? না চৌর্য্যত্যাগ। চৌর্য্যত্যাগ সহজ নহে। এই অচৌর্য্যব্রতে তুমি পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা পর্য্যন্তও করিতে পারিবে না। পরদ্রব্যহরণ কি তাহার ইচ্ছা যদি পরি-

---

সত্যম্। পরদ্রব্যাপহরণত্যাগোঽস্তেয়ম্। বীর্য্যধারণং *ব্রহ্মচর্য্যম্। অস্যোপায়স্ত্বষ্টাঙ্গমৈথুন-ত্যাগঃ। তথাহি—"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥ এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥" দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাস্বীকরণং অপরিগ্রহং ইতি সংক্ষেপঃ।

ত্যাগ করিতে পার,—তাহা হইলেই তোমার চিত্ত শীঘ্র শীঘ্রই বশীভূত হইবে এবং চিত্তের একটা প্রধান মল উন্মার্জ্জিত হইয়া যাইবে। এই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য থাকা আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য কি? তাহা শুন। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের মূল অর্থ শুক্র-ধারণ। শরীরে যদি শুক্র ধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত না হয়, স্খলিত না হয়, বিচলিত না হয়, অটল অচল বা স্থির থাকে, ধৃত থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়া যায়। রাগদ্বেষাদি অন্তর্হিত হয়, কামক্রোধাদিও হ্রস্ব হইয়া পড়ে। অতএব, শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিকৃত, অস্খলিত ও অবিচলিত রাখিবার জন্য তুমি রসপূর্ব্বক বা কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রীড়া, হাস্য ও পরিহাস বর্জ্জন করিবে। তাহাদিগের রূপলাবণ্য মনেও করিবে না। আলিঙ্গন ও রেতঃসেকের ত কথাই নাই। সে অংশকে বিষবৎ জ্ঞান করিতে হইবে। কিছুদিন এইরূপ করিলেই তোমার ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে, সুদৃঢ়ও হইবে। অনন্তর তাহা হইতে তোমার আত্মায় এক প্রকার আশ্চর্য্যশক্তি—যাহার অন্য নাম ব্রহ্মতেজ—তাহার প্রাদুর্ভাব হইবে এবং তাহা হইতে তোমার মুখশ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইবে। মানসিক সৌন্দর্য্যও সদ্‌গুণ সকল অপ্রতিহত হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে যেন অপরিগ্রহ বৃত্তি অবলম্বিত থাকে। অপরিগ্রহ কি? তাহা শুন। ইহা হউক উহা হউক—এটী চাহি—ওটী চাহি—এতদ্রূপ তৃষ্ণা-জ্ঞানের অধীন হওয়ার নাম পরিগ্রহ। কেবলমাত্র দেহযাত্রা নির্ব্বাহের বা শরীর রক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য স্বীকার করাকে পরিগ্রহ বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুতরাং শরীর রক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য ভিন্ন ভোগবিলাসের জন্য তুমি দ্রব্যের আহরণ কি তাহার ইচ্ছাও করিও না। তাহা হইলেই তোমার অপরিগ্রহ ব্রত সকলও সুদৃঢ় হইবে এবং তদ্বলে তোমার চিত্তে যোগোপযুক্ত বৈরাগ্যের বীজ উৎপন্ন হইবে।

এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

ঐ পঞ্চবিধ যম যদি জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না

(৩১) জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদিঃ। দেশস্তীর্থাদিঃ। কালশ্চতুর্দ্দশ্যাদিঃ। সময়োব্রাহ্মণাদি

হয়, অর্থাৎ অবিশ্রান্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়, এবং সকল অবস্থাতেই সুস্থির থাকে, তাহা হইলে তাহা মহাব্রত বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণ বধ করিব না, মনুষ্য হত্যা করিব না, কিন্তু গোরুর হাড় তুড়িয়া দিব,—এরূপ করিলে হইবে না। অথবা গোহত্যা করিব না, কিন্তু ছাগলের বংশ নাশ করিব,—এরূপ হইলেও হইবে না। রবিবারে মৎস্য খাইব না, তৈল স্পর্শ করিব না, কিন্তু অন্যবারে মেষ মহিষ পর্য্যন্ত চলিবে,—এরূপ হইলেও হইবে না। পশু বধ করিব না কিন্তু মৎস্য বধ করিব,—এরূপ হইলেও হইবে না। ওরূপ করিলে ব্রতটী কালাদির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ওরূপ হইলে অহিংসা ব্রতটী জাতিবিশেষের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এইরূপ, তীর্থস্থানে কি কোন পুণ্যস্থানে মিথ্যা বলিব না, রাজসভায় বা ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা বলিব না, কিন্তু অন্যস্থানে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিব,—এরূপ হইলে সত্যব্রতটী দেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। গল্পের সময় মিথ্যা বলিবে, রোগ হইয়াছে বলিয়া মদ খাইবে, (নার্ভস্‌নেস্‌ Nervousness) দৌর্ব্বল্য থাকিবে না বলিয়া মুর্গী খাইবে, এরূপ হইলে উল্লিখিত কোন ব্রতই অবিচ্ছিন্ন থাকিবে না। অতএব, ব্রতভঙ্গকারক কুব্যবস্থা ও লোভাদিমূলক কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রতগুলি যাহাতে অবিচ্ছেদে আচরিত হয়,—সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থায় ও সকল জাতিতে যাহাতে সমানরূপে চালাইতে পার,—তাহাই করিবে। তাহা হইলেই তোমার "যম"-ব্রতটী মহাব্রত হইবে, তদ্দ্বারা তোমার উৎকৃষ্টতর আত্মোন্নতি হইবে।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বোক্ত যম নামক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন নিয়ম নামক যোগাঙ্গটী অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ম কি ? এবং কিরূপেই বা তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ? তাহাও বলিয়া দিতেছি। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান। এই পঞ্চপ্রকার অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার নাম "নিয়ম।"

প্রয়োজনাদিঃ। এতৈঃ অনবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমাঃ—সর্ব্বাসু ভূমিষু অবস্থাসু ব্যবস্থিতা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে। ব্রাহ্মণং ন হন্যাম্। তীর্থে ন হন্যাম্। সংক্রান্ত্যাং ন হন্যাম্। ব্রাহ্মণার্থং দেবার্থং বা ছাগং হনিষ্যামি ন ত্বন্যত্র ইত্যেবমাদীন্যুদাহরণানি উহিতব্যানি।

(৩২) শৌচং শুদ্ধত্বম্। তচ্চ বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধম্। মৃজ্জলাদিভিঃ কায়ক্ষালনং বাহ্যম্।

শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধ থাকা। কিরূপ করিলে শুদ্ধ থাকা হয়? তাহা শুন। মৃত্তিকা, গোময় ও জলাদির দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিবে (সাবানের দ্বারা নহে)। সত্ত্ববৃদ্ধিকারক বা বুদ্ধিবর্দ্ধক পবিত্র দ্রব্য আহার করিবে। (মদ্য মাংস ও অপরিমিত আহার করিবে না)। পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবলম্বন করিয়া কাল যাপন করিবে। এরূপ করিলে তোমার শরীর, শরীরের রক্ত ও মন,—সমস্তই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। অমৃত নামক চেতাত্মা বা আধ্যাত্মিক তেজ (Magnetic or psychik) শুদ্ধ ও সবল হইবে।

সন্তোষ অর্থাৎ তৃপ্তি। বিনা চেষ্টায় যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিবে। কিছু দিন এইরূপ অভ্যাস করিলে সন্তোষ তোমার চিত্তে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান কি? তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ভাল হয়; নচেৎ এক একটী করিয়া আয়ত্ত করিবে।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতি তামস-মনোবৃত্তি গুলির অন্য নাম "বিতর্ক"। প্রত্যেক বিতর্কবৃত্তিই যোগের পরম শত্রু। তজ্জন্য প্রত্যেক বিতর্ক বৃত্তির বিরুদ্ধে তন্নিবারক মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত করিতে হয়। অর্থাৎ হিংসাদির বিরুদ্ধে যথাক্রমে অহিংসাদি বৃত্তি উত্থাপিত করিতে হয়। করিতে করিতে, ক্রমে বিতর্ক বৃত্তি সকল নষ্ট হইয়া যায়।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভমোহক্রোধ-পূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষ ভাবনম্‌ ॥ ৩৪ ॥

বিতর্ক-নামক হিংসাদি তিন্‌ প্রকার। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা স্বয়ং কৃত,

---

মৈত্র্যাদিভাবনয়া চিত্তমলানাং নিবর্ত্তনমাভ্যন্তরম্‌। সন্তোষঃ অলংবুদ্ধিঃ। প্রাণধারণানুকূলাতিরিক্ততৃষ্ণাত্যাগ ইতি যাবৎ। শেষাঃ প্রাক্‌ ব্যাখ্যাতাঃ।

(৩৩) বিতর্ক্যন্তে ইতি বিতর্কাঃ যোগশত্রবো হিংসাদয়ঃ। তেষাং বাধনে নিবর্ত্তনে প্রতিপক্ষভাবনমেব হেতুর্নান্যৎ। প্রতিপক্ষভাবনস্বরূপন্ত সূত্রেণৈবোক্তম্‌।

অন্যের অনুরোধে কৃত এবং অনুমোদনাদির দ্বারা নিষ্পাদিত। এই ত্রিবিধ বিতর্ক অর্থাৎ হিংসাদি বৃত্তি লোভ, মোহ ও ক্রোধপূর্ব্বক এবং অল্প, অধিক ও মধ্যভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারে হিংসাদি করা হউক, সে সমস্তই দুঃখ, অজ্ঞান ও অসংখ্যবিধ দুঃখফল প্রসব করিবে, ইহা ভাবিতে হইবে। ঐরূপ ভাবনার নাম প্রতিপক্ষভাবনা। নিজে হিংসা করিলে না বলিয়া অহিংসক হইলে, এরূপ মনে করিও না। নিজেই কর, অন্যের দ্বারাই করাও, আর কেহ করিলে তাহাতে অনুমোদনই বা কর,—হিংসার সম্পর্কে থাকিলেই তোমাকে হিংসাদোষে দূষিত হইতে হইবে। চুরী নিজে কর, অন্যের দ্বারা করাও, বা পরকৃতচৌর্য্যে অনুমোদন কর,—করিলেই তোমাকে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হইবে। এইজন্যই যোগীদিগের মতে হিংসা প্রভৃতি বিতর্কবৃত্তি সকল ত্রিবিধ। স্বয়ং কৃত (১) অন্যের দ্বারা কারিত (২) এবং অনুমোদিত (৩)। এই তিন প্রকার বিতর্কই লোভ, ক্রোধ ও মোহমূলক। লোভ থাকিলে তোমার হিংসাদি প্রবৃত্তি হইবেই হইবে। ক্রোধ হইলেও হিংসাদি ঘটিবে। মোহও (বুঝিতে না পারা বা জ্ঞানমালিন্য) হিংসাদি জন্মায়। ভাবিয়া দেখ, তুমি ছাগ মাংসের লোভে নিজে হউক বা পরের দ্বারা হউক ছাগ বধ কর কি না। ঘাতুক দিগের দোকানের মাংস ক্রয় করিয়া, তাহাদের কৃত হিংসায় অনুমোদন কর কি না। ভাবিয়া দেখ, ক্রোধে অধীর হইলে তুমি স্বতঃপরতঃ শত্রুবিনাশের চেষ্টা কর কি না। শত্রুবিনাশ হইয়াছে শুনিয়া যাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিল বলিয়া আমোদিত হও কি না। ভাবিয়া দেখ, মনুষ্যের চিত্তে মোহ থাকিলে তাহা হইতে হিংসা ঘটে কি না। "বুথ" খাইলে বল হইবে,, "বলি দান করিলে ধর্ম্ম হইবে,,—ইত্যাদি অনেক প্রকার বুদ্ধিমোহ আছে। লোভাদি সকলের সকল সময়ে সমানরূপে উৎপন্ন হয়

---

(৩৪) বিতর্কাঃ তদাখ্যয়া পরিভাবিতা হিংসাদয়ঃ প্রথমতস্ত্রিধা ভিদ্যন্তে। তত্র স্বয়ংনিষ্পাদিতাঃ কৃতাঃ। কুর্ব্বিত্যন্যদ্বারা কৃতাঃ কারিতাঃ। অন্যেন ক্রিয়মানা অঙ্গীকৃতা অনুমোদিতাঃ। এতে লোভমোহক্রোধপূর্ব্বিকাঃ লোভাদিজন্যা ইত্যর্থঃ। লোভাদিত্রয়জন্যত্বাচ্চৈতেষাং পুনঃ প্রত্যেকং ত্রিধা ভেদঃ। তে চ ভেদা মৃদুমধ্যাধিমাত্ররূপাঃ। অধিমাত্রাঃ তীব্রাঃ। এতেন মৃদ্বাদ্যবস্থাভেদাৎ তেষাং পুনস্ত্রৈবিধ্যম্। ইত্থং সপ্তবিংশতিধা হিংসাদয়ঃ প্রত্যেকং দুঃখং প্রতি-

না। কখন বা কাহার মৃদু, কখন বা কাহার মধ্য, কখন বা কাহার তীব্ররূপে উৎপন্ন হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত হিংসাদি উক্তকারণে মৃদু, মধ্য ও তীব্র বলিয়া গণ্য। লোভের অল্পতায় হিংসার অল্পতা, লোভের মধ্যতায় হিংসার মধ্যতা, এবং লোভের তীব্রতায় হিংসার তীব্রতা হওয়া দৃষ্ট হয়। ক্রোধ ও মোহসম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা জানিবে। হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, কামিত্ব ও অর্থগৃধ্নুতা,—এ সমুদায়ই যোগশত্রু। অল্পই হউক, মধ্যই হউক, বা তীব্রই হউক, উহাদের ভবিষ্যৎ ফল অনন্ত অজ্ঞান। অর্থাৎ ঐ সকল মনোবৃত্তির দ্বারাই জীব কলুষিত হইয়া বিবিধ দুঃখ ও ভ্রান্তিসংশয়াদি-রূপ বিবিধ অজ্ঞান দশায় নিপতিত হয়। ইহা জানিয়া যিনি সদাসর্ব্বদা হিংসা-দির দোষ অনুসন্ধান করেন, হিংসায় দুঃখ হয়, নরক হয়, ইত্যাদি প্রকার চিন্তা করেন, তিনিই অহিংসক হইতে পারেন, অন্যে পারেন না।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

চিত্ত যদি হিংসাশূন্য হয়, অহিংসাধর্ম্ম যদি প্রবল বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তোমার নিকটে হিংস্রজন্তুরাও অহিংস্র হইয়া থাকিবে। ব্যাঘ্র ভল্লুক ও কালসর্পপূর্ণ গিরিগহ্বরে বা অরণ্যে থাকিয়াও তুমি নিরা-পদে সমাহিত হইতে পারিবে, কেহ তোমার হিংসা করিবে না। ব্যাঘ্র ভল্লুকেরা ও সর্পেরা যে তোমায় হিংসা করে, সে কেবল তাহাদের দোষ নহে, তাহাতে তোমারও দোষ আছে। তুমি হিংসা কর বলিয়া তাহারাও তোমায় হিংসা করে। তোমার মন হিংসার আশঙ্কা করে বলিয়া তাহারাও তোমাকে শত্রুজ্ঞানে হিংসা করে। মনুষ্য দেখিবামাত্র তাহাদের যে হিংসা বৃত্তির উদয় হয়, তাহা মনুষ্যের দোষেই হয়। তোমরা যদি হিংসাকে জন্মের মত ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাদের এমন এক অপূর্ব্বশ্রী উৎপন্ন হয় যে, তাহা তাহাদের চক্ষে অতীব তৃপ্তিকর ও বিশ্বাসের আকর বলিয়া বোধ হয়;

কৃসবেদনীয়া চিত্তবৃত্তির্নরকং বা অজ্ঞানং ভ্রান্ত্যাদিরূপং স্থাবরাদিভাবং বা অনন্তং অসংখ্যং অপরিচ্ছিন্নং বা ফলয়ন্তীতি প্রতিপক্ষভাবনম্। প্রতিপক্ষভাবনায়াঃ স্বরূপম্।

(৩৫) অহিংসায়াঃ প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিতি যাবৎ। তস্যাং সত্যাং তস্য অহিংসকস্য মুনেঃ সন্নিধৌ সহজবিরোধিনামপি অহিনকুলাদীনাং বৈরত্যাগঃ নির্ম্মৎসরতয়াবস্থানং ভবতি। হিংসা হিংস্রত্বং ত্যজন্তীত্যর্থঃ।

সুতরাং তাহাদের চিত্তে অণুমাত্রও হিংসার উদয় হয় না। একথা মহাভারতেও লিখিত আছে। যথা—"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্বা যশ্চরতে মুনিঃ। ন তস্য সর্ব্বভূতেভ্যোভয়মুৎপদ্যতে কচিৎ"।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

মিথ্যাকে যদি জন্মের মতন ভুলিতে পার, অর্থাৎ তোমার চিত্ত যদি কখনও কোন প্রকারে মিথ্যাসম্পর্কে কলুষিত না হয়, কেবলমাত্র সত্যই যদি তোমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলও তোমার অধীন থাকিবে; অর্থাৎ বাক্‌সিদ্ধি হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, তোমার বাক্যের বলে লোক সকল পুণ্য কার্য্য না করিয়াও পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইবে। স্বর্গে যাও—বলিলে পুণ্যানুষ্ঠান না করিয়াও স্বর্গে যাইবে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত অচৌর্য্য যদি দৃঢ়মূল হইয়া যায়—অর্থাৎ যদি তুমি পরস্বাপহরণের স্বপ্নপর্য্যন্তও না দেখ,—তাহা হইলে তোমার নিকট সমস্ত রত্ন আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে। (সর্ব্বরত্নলাভের তৃপ্তি জন্মিবে)।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্যনিরোধবিষয়ে সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। বীর্য্যের বা চরমধাতুর কণামাত্রও যদি বিকৃত বা বিচলিত না হয়,—ভ্রমক্রমেও যদি তোমার মনে কামোদয় না হয়,—স্বপ্নেও যদি তোমার কামচাঞ্চল্য না জন্মে,—তাহা হইলে তোমার চিত্তে এমন এক অদ্ভুত সামর্থ্য জন্মিবে যে তদ্বলে তোমার চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইবে। তখন তুমি যাহাকে যে উপদেশ দিবে সে সমস্তই তাহার সফল হইবে।

---

(৩৬) সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং সত্যাং ক্রিয়ায়া ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপায়াঃ ফলং স্বর্গনরকাদি তস্য আশ্রয়ত্বং স্বাধীনত্বম্। বাঙমাত্রেণৈব তদ্দাতৃত্বম্। অমোঘবাক্ ভবতীত্যর্থঃ।

(৩৭) অস্তেয়ং চৌর্য্যত্যাগঃ। তৎপ্রকর্ষে যোগিনঃ সর্ব্বরত্নোপস্থানং ভবতি। বিনাপ্যভিলাষং তস্য সর্ব্বাণি রত্নান্যুপতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ।

(৩৮) ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধৌ বীর্য্যস্য নিরতিশয়সামর্থ্যস্য লাভোভবতি। অণিমাদিশক্ত্যুপস্থিতির্ভবতি শিষ্যেষু চোপদেশঃ ফলতীতি ভাবঃ।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥

অপরিগ্রহবৃত্তি যখন স্থির হয়, দৃঢ় হয়, যোগী তখন অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারেন। অভিপ্রায় এই যে, ধনাদি বাহ্য দ্রব্য যেমন ভোগের উপকরণ,—তেমনি এই শরীরও ভোগের উপকরণ। অতএব, বাহ্যভোগ পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া ক্রমিক-অভ্যাসের দ্বারা যখন দৈহিক-ভোগও পরিত্যাজ্য বলিয়া স্থির হয়,—চিত্তমধ্যে তখন "আমি কি? কি ছিলাম? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায়ই বা যাইব? কিই বা হইবে?" ইত্যাদি বহু প্রকার প্রশ্নাত্মক জ্ঞান উদিত হয়। অনন্তর তাঁহার সে সকল প্রশ্নের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত ঘটনা সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। চিত্ত ধনের প্রতি ও দেহের প্রতি আসক্ত থাকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়; অর্থাৎ চিত্ত সদা সর্ব্বদাই ধনাদির উপর ঘুরিয়া বেড়ায়, ক্ষণমাত্রও স্থির হয় না। স্থির হয় না বলিয়াই তাহার প্রকাশশক্তির অল্পতা বা হ্রাস থাকে, এবং সেইজন্যই জীব বিষয়াসক্ত অবস্থায় পূর্ব্বাপর জন্ম-বিজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু চিত্ত যখন ভোগের প্রতি বিরক্ত হইয়া বাহ্যবস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র উক্ত প্রকার অনুসন্ধানার্থ হৃৎপদ্ম মধ্যে স্থির থাকে,—তখন তাহার প্রকাশ অনন্তগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বস্তুর অতীত ও অনাগত অবস্থাকেও ক্রোড়ীকৃত করিতে থাকে। বিরলাবয়ব বিস্তৃত আলোককে চতুর্দ্দিক্ হইতে গুটাইয়া আনিয়া একত্র করিলে তাহা যেমন এক অদ্ভুত প্রকাশ বা বহ্নির আকার ধারণ করে; চতুর্দ্দিকে প্রসর্পিত তরল ও আলোক পদার্থকে একত্রিত ও ঘনীভূত করিলে তাহা যেমন এক মহৎ প্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়;—চিত্তকেও তেমনি ধনাদি বাহ্য বস্তু হইতে উঠাইয়া আনিয়া কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে স্থাপিত করিলে সেও

---

(৩৯) কথমিত্যস্য ভাবঃ কথন্তা কিম্প্রকারতা। জন্মনঃ কথন্তা জন্মকথন্তা। তস্যাঃ সংবোধো জ্ঞানম্। কথময়ং শরীরপরিগ্রহঃ? জন্মান্তরে বা কীদৃক্শরীর আসম্? ইত্যেতৎপ্রকারং প্রশ্নমুন্নীয় তৎসিদ্ধান্তসাক্ষাৎকারী স্যাৎ। অতীতানাগতবর্ত্তমানজন্মপ্রকারপরিজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ। অত্র ভোগসাধনত্বাৎ শরীরপরিগ্রহেচ্ছাপি পরিগ্রহ ইতি দ্রষ্টব্যম্। অতএব যদা শরীরাদি-সর্ব্বপরিগ্রহনৈরপেক্ষ্যেণ মাধ্যস্থ্যমবলম্বতে অশরীর ইব সন্ অপরিগ্রহকাষ্ঠামনুভবতি যোগী তদৈবেয়ং জন্মকথন্তা প্রাদুর্ভবতীতি তাৎপর্য্যম্।

তখন নিরতিশয় মহৎশক্তিসম্পন্নপ্রজ্ঞার স্বরূপ ধারণ করে। সে প্রজ্ঞা তখন পূর্ব্বাপর জন্ম প্রকাশ করিয়া আরও অধিক দূরে গমন করে।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ ॥ ৪০ ॥

শৌচসিদ্ধির দ্বারা আপন শরীরের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান জন্মে এবং পর সঙ্গেচ্ছাও পরিত্যাগ হয়। "যম" নামক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে যে সুফল লাভ হয় তাহা বলা হইল। এক্ষণে নিয়ম নামক যোগাঙ্গের দ্বারা যে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাও বলা আবশ্যক। তন্মধ্যে বাহ্যশৌচ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে আত্মশরীরের প্রতি একপ্রকার জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা জন্মে। তখন আর জলবুদ্বুদতুল্য মরণধর্ম্মী ও মলমূত্রাদিময় অন্ন-বিকার শরীরের প্রতি কোন প্রকার আস্থা বা আদর থাকে না এবং পরশরীর সংসর্গের ইচ্ছাও নিবৃত্ত হয়। সুতরাং সে তখন নিস্পৃতিবন্ধকে ও নিরাকুল চিত্তে যোগসাধন করিতে পারে।

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি ॥৪১॥

আভ্যন্তরশৌচ আরম্ভ করিলে আদৌ সত্ত্বশুদ্ধি, ক্রমে সৌমনস্য, ক্রমে একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনক্ষমতা জন্মে। ভাবশুদ্ধিরূপ আভ্যন্তরশৌচ যখন চরমসীমা প্রাপ্ত হয়, অন্তঃকরণ তখন এরূপ অভূতপূর্ব্ব সুখময় ও প্রকাশময় হয় যে, সে তখন কিছুতেই খেদানুভব করে না। সদা সর্ব্বদা পূর্ণ ও পরিতৃপ্তই থাকে। এই পূর্ণ পরিতৃপ্ততার অন্য নাম সৌমনস্য। সৌমনস্য জন্মিলে একাগ্রশক্তি প্রাদুর্ভূত হয় অথবা একাগ্র হওয়া তখন সহজ হইয়া আইসে। একাগ্র-শক্তি জন্মিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়, ইন্দ্রিয় জয় হইলেই চিত্ত তখন আত্মদর্শনে সক্ষম হয়।

---

(৪০) শৌচাৎ বাহ্যশৌচাৎ স্বস্য অঙ্গেষু জুগুপ্সা অশুচিরয়ং দেহ ইত্যেবংরূপা ঘৃণা জায়তে। সুতরাং পরৈরসংসর্গঃ পরসংসর্গবর্জনং ভবতি।

(৪১) শৌচাৎ ইত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। ভবন্তীতি শেষঃ। সত্ত্বং সুখপ্রকাশাদিমদ্বস্তু। তস্য শুদ্ধিঃ রজস্তমোভ্যামনভিভবঃ। সৌমনস্যং খেদানুভবরূপা মানসী প্রীতিঃ। একাগ্রতা চিত্ত-স্থৈর্য্যম্। ইন্দ্রিয়জয়ঃ বিষয়পরাঙ্মুখানামিন্দ্রিয়াণাং স্বাত্মন্যেবাবস্থানম্। আত্মদর্শনং আত্ম-সাক্ষাৎকারঃ তৎক্ষমত্বং বা। এতানি ক্রমেণাভ্যন্তরশৌচাৎ প্রাদুর্ভবন্তীত্যর্থঃ।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

সন্তোষ স্থির হইলে, অভ্যস্ত হইলে, যোগী এক প্রকার উপমারহিত সুখ প্রাপ্ত হন। সে সুখ বিষয়নিরপেক্ষ। সুতরাং তাহা নিরতিশয় ; অর্থাৎ তাহা তারতম্যরহিত ঘন সুখ।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

অর্থাৎ যে কোন তপস্যা হউক, ক্রমে দৃঢ় হইলে, তপোনিষ্ঠ হইলে, শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তদ্গতচিত্ত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রত প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত তপস্যায় রত থাকিলে, ক্রমে তাঁহার শরীরের ও মনের শক্তিপ্রতিবন্ধক বা জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তখন সেই তপঃসিদ্ধ যোগী শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের উপর যথেচ্ছরূপে ক্ষমতাপরিচালন করিতে পারেন ; অর্থাৎ তখন তিনি আপন শরীরকে ইচ্ছামাত্রে অণুতুল্য করিতে পারেন, বৃহৎ করিতেও পারেন। ইন্দ্রিয়দিগকে চর্ম্মচক্ষুর অতীত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে ও সুদূরবর্ত্তী পদার্থে সংযুক্ত করিতে পারেন।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রযোগঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ হইলে ইষ্টদেবতাসন্দর্শন হয়। অভিপ্রায় এই যে, তন্মনা হইয়া, সংযতচিত্ত হইয়া, সদাসর্ব্বদা প্রণবজপ, ইষ্টমন্ত্রজপ, ইষ্টদেবতার স্তোত্রপাঠ-কিংবা অন্যকোনরূপ শাস্ত্রবাক্য পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাহা পরিপক্ক অর্থাৎ পরম বা উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্বাধ্যায়নিষ্ঠ বা জপাদিপরায়ণ যোগীর ইষ্টদেবতাদি দর্শন হয়। (বিবিধ দিব্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয়)।

---

(৪২) "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হন্তি ষোড়শীং কলাম্ ॥"—ইত্যুক্ততৃষ্ণাক্ষয়রূপাৎ সন্তোষপ্রকর্ষাৎ নিষ্কামস্য যোগিনোঽনুত্তমং সাতিশয়যুক্তবিষয়নিরপেক্ষত্বাৎ নিরতিশয়ং সুখং ভবতীত্যর্থঃ।

(৪৩) তপসঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদেরভ্যস্যমানাৎ ক্লেশাদিলক্ষণাশুদ্ধিক্ষয়দ্বারেণ যোগিনঃ কায়স্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সিদ্ধিঃ সামর্থ্যবিশেষোজায়ত ইতি শেষঃ। কায়স্য সিদ্ধির্যথেচ্ছমণুত্বাদি সামর্থ্যম্। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সিদ্ধিঃ সূক্ষ্মব্যবহিতদূরস্থবস্তুগ্রহণসামর্থ্যমিতি ভেদঃ।

(৪৪) প্রণবাদিজপরূপঃ স্বাধ্যায়োযদা প্রকৃষ্যতে তদা ইষ্টয়া অভীপ্সিতয়া দেবতয়া সহ তস্য সম্প্রযোগঃ সন্দর্শনসম্ভাষণাদিকং ভবতি।

সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ যখন পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তখন অন্য কোন সাধন না করিলেও উৎকৃষ্টতর সমাধি লাভ হয়। ঈশ্বরপ্রণিধাতা যোগীর যোগলাভের নিমিত্ত অন্য কোনরূপ যোগাঙ্গ অবলম্বন করিতে হয় না। একমাত্র ভক্তির বলেই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত হন। ভক্তব্যক্তি কেবল ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরকে উদ্বোধিত বা প্রসন্ন করতঃ তদীয় অনুগ্রহের তেজে আত্মক্লেশ দগ্ধ ও বিঘ্নসঙ্কুল বিনষ্ট করিয়া নিষ্প্রতিবন্ধকে সমাহিত ও যোগফল প্রাপ্ত হন।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

যম ও নিয়ম কি? এবং তাহা যোগের কিরূপ অঙ্গ? ও কি উপকারী? তাহা বলা হইল। এক্ষণে আসন কি? এবং তাহার উপকারিতাই বা কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে। শরীর না কাঁপে, না পড়ে, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ বা বিঘ্নতা না জন্মে,—এরূপ ভাবে উপবেশন করার নাম "আসন"। এইরূপ আসনই যোগের বিশেষ উপকারী। আসন সকল শিক্ষাকালে ক্লেশজনক বটে, কিন্তু তাহা অভ্যস্ত হইলে স্থির ও সুখজনক হয়। যতদিন তাহা স্থির ও সুখজনক না হইবে, ততদিন উহা যোগের উপকার করিবে না।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

যোগাঙ্গ বা যোগের উপকারী আসনগুলি (পরিশিষ্ট দেখ) দুই এক

(৪৫) প্রাগুক্তলক্ষণমীশ্বরপ্রণিধানং যদা প্রকৃষ্যতে তদা ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য যোগিনোভক্ত্যৈব প্রোক্তলক্ষণঃ সমাধিঃ সিধ্যতি। ন চান্যাঙ্গবৈয়র্থ্যং বিকল্পাভ্যুপগমাৎ। ন বা ভক্তিপক্ষেঽঙ্গবৈফল্যং যমাদীনাং ভক্তাবপ্যঙ্গত্বসম্ভবাৎ। তেষাঞ্চ ভক্তিযোগোভয়ার্থত্বং দগ্ন ইন্দ্রিয়ক্রতূভয়ার্থত্ববদবিরুদ্ধম্। ন চাঙ্গানামাবশ্যকত্বে তৈরেব সিদ্ধেঃ কিং ভক্ত্যেতি বাচ্যম্। ভক্তিহীনৈর্যমাদিভিশ্চিরেণ ভক্তিযুতৈশ্চাচিরেণেতি চিরাচিরযোগরূপফলপ্রাপ্তিসাধনত্বেন বিকল্পোপপত্তেরিতি দিক্।

(৪৬) আস্যতে উপবিশ্যতেঽনেনেত্যাসনং করচরণাদ্যঙ্গবিন্যাসবিশেষেণোপবেশনমিত্যর্থঃ। তৎ যদা স্থিরং নিশ্চলং সুখং অনুদ্বেজনীয়ঞ্চ ভবতি তদা তৎ যোগাঙ্গতাং ভজত ইতি ফলিতার্থঃ।

দিনে আয়ত্ত হয় না। আয়ত্ত না হইলেও তাহা স্থির ও অনুদ্বেগজনক হয় না। স্থির ও অনুদ্বেগ জনক না হইলেও তাহা যোগের উপকারী হয় না, বরং বিঘ্নকারীই হয়। এজন্য আসন গুলিকে শাস্ত্রবিহিত যত্নের দ্বারা অভ্যস্ত বা আয়ত্ত করিতে হয়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে আসন করিতে তখন আর যত্ন লাগে না, কোনরূপ ক্লেশও হয় না। ইচ্ছামাত্রেই তাহা তখন সহজে সম্পন্ন করা যায়। এমন কি তখন অন্যমনস্ক হইয়াও আসন বাঁধিয়া বসা যায়। ঐরূপ হইলেই জানিবে যে, আসন সকল আয়ত্ত বা সিদ্ধ হইয়াছে। আসন সিদ্ধ করিবার একটু কৌশল আছে। সে কৌশল কি? তাহা বলা যাইতেছে। এ সকল আসনে স্বাভাবিক প্রযত্ন প্রয়োগ করিও না; অর্থাৎ অযোগী মনুষ্য সদা সর্ব্বদা যেরূপ প্রযত্নে উপবেশন করে, সেরূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ করিয়া, যোগশাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন শিক্ষা করিয়া, সেই প্রযত্ন প্রয়োগপূর্ব্বক আসন সকল অভ্যাস করিবে। স্বাভাবিকপ্রযত্ন বা চিরাভ্যস্ত চেষ্টা নষ্ট না হইলে, বাল্যাভ্যস্ত উপবেশন প্রণালী ভুলিয়া না গেলে, অর্থাৎ হস্তপদাদির সন্ধিস্থান সকলকে যথেচ্ছ পরিচালনাদি করিতে না পারিলে, আসন সকল সিদ্ধ হইবে না। উদরগৌরব থাকিলে ত হইবেই না। এসম্বন্ধে একজন যোগী একটী হিন্দি ভাষার কবিতা বলিয়া গিয়াছেন,—

"চকরে চুতর্ লম্বে পেট্, কভু না ভেঁই সদ্গুরুসে ভেট্।"

যাহার পোঁদ্ সরু ও পেট্ মোটা, সে কোনও প্রকারে যোগী হইতে পারে না। এমন কি তাহার সহিত সদ্গুরু দেখা শুনাও হয় নাই, জানিবে। অতএব, চিরাভ্যস্ত-উপবেশন-প্রযত্ন জয় করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন অবলম্বন পূর্ব্বক আসন অভ্যাস করিবে। শাস্ত্রোক্ত প্রযত্নের মধ্যে একটী বিশেষ প্রযত্ন এই যে, চিত্তকে আকাশে অথবা বিশ্বাধার অনন্তের অসীম ও মহান্ ভাবে নিবিষ্ট

(৪৭) চলত্বাৎ স্থৈর্য্যবিঘাতকস্য স্বাভাবিকপ্রযত্নস্য শৈথিল্যং উপরমঃ। আনন্ত্যং আকাশাদিগতং মহত্ত্বম্। তত্র সমাপত্তিঃ চেতসস্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিঃ। আভ্যামেব তৎ আসনং স্থিরং সুখঞ্চ ভবতীতি সম্বন্ধঃ। স্বাভাবিকপ্রযত্নোপরমেণ অঙ্গমেজয়ত্বনিবৃত্ত্যা স্থিরং আনন্ত্যসমাপত্ত্যা চ আসনদুঃখাস্ফূর্ত্তেঃ সুখমিতি বিভাগঃ। অনন্ত ইতি নির্বকারপাঠে নাগরাজো বিশ্বধর্ত্তা ইত্যর্থঃ কার্য্যঃ।

করা এবং অহং-বুদ্ধিকে দেহ হইতে অন্তরিত করা। আসন করিবার সময় চিত্তকে যদি কোন এক মহান্ ভাবে নিমগ্ন রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর আসনজনিত দুঃখ অর্থাৎ শরীরের পীড়ন বা অঙ্গমর্দ্দন-জনিত ক্লেশ অনুভব হয় না; সুতরাং শীঘ্রই আসন জয় করা যায়।

ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

আসন জয় হইলে দ্বন্দ্বের দ্বারা অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি যুগল-পদার্থের দ্বারা অভিহত হইতে হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যোগাসন সকল সিদ্ধ হইলে, বিলক্ষণ এক সহণশক্তি জন্মে। তখন শীত-গ্রীষ্ম, ও ক্ষুধা,-তৃষ্ণা, প্রভৃতি সমস্তই সহ্য হয়। সুতরাং তখন নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হওয়া যায়। শরীর যদি না নড়ে, মন যদি কোন অনন্তভাবে স্থির থাকে, আবিষ্ট থাকে, শীতোষ্ণাদির দিকে লক্ষ্য না থাকে, তাহা হইলে কি জন্য শীতোষ্ণাদি-জনিত দুঃখ হইবে? আসন সিদ্ধ হইলে তাহা যে কেবল শীতোষ্ণাদি সহ্য করায় এমন নহে, প্রাণায়ামেরও বিশেষ সাহায্য করে।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

প্রাণায়ম কি? না শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তাহাকে শাস্ত্রোক্তনিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে বিধৃত করা। আসন সিদ্ধ হইলেই এই দুঃসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, নচেৎ বড়ই দুষ্কর।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকাল-
সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টোদীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

প্রাণায়াম তিন্ প্রকার। এক বাহ্যবৃত্তি, দ্বিতীয় অভ্যন্তরবৃত্তি, তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি। এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম

(৪৮) ততঃ আসনজয়াৎ দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিভিরনভিঘাতোঽতাড়নংভবতি।

(৪৯) তস্মিন্ আসনসিদ্ধৌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বাহ্যকৌষ্ঠবায়্বোর্যা অন্তর্বহির্গতিঃ তস্যা যোবিচ্ছেদঃ সঃ প্রাণায়ামঃ। স চ আসনজয়াৎ সুখেন সেৎস্যতীতি ফলিতোঽর্থঃ।

(৫০) বৃত্তিশব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। রেচনেন বহির্গতস্য কৌষ্ঠস্য বায়োর্বহিরেব ধারণং বাহ্যবৃত্তিঃ। পূরণেনান্তর্গতস্য বাহ্যবায়োরন্তরেব ধারণমভ্যন্তরবৃত্তিঃ। রেচনপূরণ

রূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। এই অত্যল্প কথার দ্বারা প্রাণায়ামতত্ত্বটী ঠিক্ বুঝা গেল না; সুতরাং ইহাকে বিস্তৃতরূপে বলা আবশ্যক হইতেছে। তদ্‌যথা— যোগশাস্ত্রে ইহার কৌশল ও ব্যবস্থাবিষয়ক উপদেশ ও ফলাফল সকল বিশেষ-রূপে লিখিত আছে। সে সকল লিপীর তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, প্রাণায়াম এক প্রকার প্রাণবায়ুর শিল্প; অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু যে বিনা প্রযত্নে অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে সদা সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, প্রযত্নবিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্য এক প্রকার নূতন ভাবের অধীন করা। এই প্রাণায়ামরূপ প্রাণশিল্প আয়ত্ত হইলে চিত্ত যে কতদূর বেগশালী ও ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণ বায়ুর চিরাভ্যস্ত বা স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া নূতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার নাম প্রাণায়াম বটে; পরন্তু তন্মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা কি? তাহা বলা যাইতেছে। প্রাণায়াম প্রথমতঃ তিন প্রকার। এক বাহ্য-বৃত্তি, দ্বিতীয় আভ্যন্তর-বৃত্তি এবং তৃতীয় স্তম্ভ-বৃত্তি। ঔদর্য্য-বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তনিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহ্যবৃত্তি। এই বাহ্যবৃত্তির অন্য নাম রেচক। বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূর্ণ করার নাম অভ্যন্তরবৃত্তি। ইহার অন্য নাম পূরক। রেচক পূরক কিছুই না করিয়া প্রপূরিত বায়ু রাশিকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভবৃত্তি। এই স্তম্ভবৃত্তির অন্য নাম কুম্ভক। কুম্ভমধ্যে জল পূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, টক্ টক্ করিয়া নড়ে না, সেইরূপ, শরীরও বায়ুপূর্ণ হইলে, তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ বায়ুও নিশ্চল হয়, নড়ে না। এইজন্যই স্তম্ভবৃত্তির নাম কুম্ভক। শরীরের শিরা ও প্রশিরা প্রভৃতি সমস্ত ছিদ্র যদি বায়ুপূর্ণ না হয়, তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দোলন, বা বেগ উপস্থিত হইয়া শরীরকে বিকল করিয়া ফেলে; পরন্তু যদি সমস্ত

প্রযত্নং বিনা প্রাণস্য কেবলং বিধারকপ্রযত্নেন গতিবিচ্ছেদঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ। অসৌ কুম্ভস্থজলবৎ নিশ্চলত্বেন দেহে স্থিতত্বাৎ কুম্ভক ইত্যুচ্যতে। নায়ং রেচকঃ অন্তঃস্থত্বাৎ। নাপি পূরকঃ তপ্ত-শিলাতলনিহিতজলবিন্দুবচ্ছরীরে প্রাণস্য সংকুচিতত্বেন শূন্যত্বাৎ। যোহি স্থূলোঽন্তর্নিরুদ্ধো দেহং পূরয়তি স পূরক ইতি দ্রষ্টব্যম্। ত্রিবিধোঽয়ং প্রাণায়ামঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ

স্থান পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না। সুতরাং শরীরও নির্বিকল, লঘু ও স্ফীত প্রায় হয়। তপ্তশিলায় জলবিন্দু স্থাপন করিলে তাহা যেমন সংকুচিত বা শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ, সন্নিরুদ্ধ বায়ুও ক্রমে শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ উদ্বেগ-জনক বেগের হ্রাস হইয়া গিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত প্রাণায়ামত্রয় আবার দ্বিবিধ। দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কেবল স্থান, কাল ও সংখ্যাবিশেষের দ্বারা জানা যায়। রেচক-প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা বোধক স্থান কি রূপ? তাহা শুন। প্রথমতঃ দেখিবে যে, রিচ্যমান বায়ু কতদূর যায়। প্রাদেশ পরিমিত বাহিরে যায়? কি বিতস্তি পরিমিত যায়? কি হস্ত পরিমিত যায়? কি তদপেক্ষা অধিক দূর যায়? যদি অল্পদূর যায় ত সূক্ষ্ম, নচেৎ দীর্ঘ। হস্তে নিষ্পিঞ্জিত তুলা কি সক্তু (ছাতু) রাখিয়া রেচন করিলেই বায়ুর বহির্গতির পরিমাণ জানা যাইবে। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থানিক দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কি? তাহাও শুন। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থান অভ্যন্তর। পূরককালে ও কুম্ভককালে যদি শরীরা-ভ্যন্তরের সর্ব্ব স্থান বায়ুপরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়, তবে তাহা দীর্ঘ, নচেৎ সূক্ষ্ম। পূরক ও কুম্ভকের দীর্ঘই ভাল। পূরককালে ও কুম্ভককালে যদি আপাদ মস্তক সর্ব্বত্রই পিপীলিকাসঞ্চরণস্পর্শের ন্যায় স্পর্শ কি অন্য কোন বায়ুক্রিয়া অনুভূত হয়, তবেই জানিবে যে, প্রপূরিত বায়ু তোমার শরীরের সর্ব্বস্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ, কালের দ্বারাও উক্ত প্রাণায়ামত্রয়ের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয় করিবে। রেচক হউক, পূরক হউক, আর কুম্ভক হউক, দেখিবে যে, কি পরিমাণ বা কি পরিমিতকাল স্থায়ী হইতেছে। যত অধিক কাল উহা স্থায়ী হইবে, ততই তাহা দীর্ঘ এবং ততই তাহা ভাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-যোগের উপকারী। এইরূপ, সংখ্যাগণনার দ্বারাও উহার দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যায়। প্রাণায়ামের এতদ্রূপ দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা সহজে সম্পন্ন করিবার জন্য যোগীরা মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে

দীর্ঘঃ সূক্ষ্মোভবতীতি শেষঃ। দেশঃ নাসামারভ্য দ্বাদশাঙ্গুলাদিপরিমিতং বাহ্যস্থানম্। কালঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাদিপরিমিতঃ। সংখ্যা এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্ঘাতস্তন্নিগৃহীত স্যৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্ঘাত ইত্যেবংরূপা। উদ্ঘাতো নাম নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরস্য-

মনে বিধিবিধানক্রমে ১৬।৬৪।৩২ বার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাক্রমে রেচক পূরক ও কুম্ভক করিতে পারিলেই লিখিত প্রকারের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয় হয়। যোগীরা প্রাণায়াম-মন্ত্র-গুলিকে অথবা মন্ত্রজপের সংখ্যা গুলিকে এরূপ সুকৌশলে বিধি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, মন্ত্র গুলির যথাবিধি উচ্চারণ শেষ হইলেই প্রাণনিরোধের কালাদিপরিমাণ আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। বাদ্যের বোল্ যেমন তালমাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত; প্রাণায়ামমন্ত্রগুলিও সেইরূপ কালমাত্রার নিয়মানুসারে রচিত।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম যদি বাহিরের দ্বাদশাঙ্গুলাদি পরিমিত স্থান ও হৃদয়, নাভি, মস্তকাভ্যন্তর, কি সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত শিরা প্রশিরা প্রভৃতি অভ্যন্তর স্থান পর্য্যালোচন বা অনুসন্ধান পূর্ব্বক কৃত হয়, তবে তাহা চতুর্থ বলিয়া গণ্য। প্রথম-অভ্যাসের সময় এই চতুর্থ প্রাণায়ামই অবলম্বনীয়। কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া আসিলে তখন আর স্থানের কি কালের পরিমাণাদির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, অনুসন্ধানও থাকে না। অনুসন্ধান বা লক্ষ্য না থাকিলেও তাহা সুদৃঢ় অভ্যাসের বলে আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম ॥ ৫২ ॥ ধারণাসু যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রাণায়াম যখন বিনা ক্লেশে অর্থাৎ সহজে সম্পন্ন হইতে থাকিবে, তখনি জানিবে যে, তোমার প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইলেই চিত্তকে যথেচ্ছ নিয়োগ করা যায়। এবিষয়ে

ভিহননম্। অধিকদেশকালসংখ্যাব্যাপিত্বমেব প্রাণনিরোধস্য দীর্ঘত্বম্। পরমনৈপুণ্যসমধিগমনীয়তয়া চ সূক্ষ্মত্বং ন তু মন্দতয়া তস্য সূক্ষ্মত্বমিতি সংক্ষেপঃ।

(৫১) বিষয়শব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। পূর্ব্বোক্তবাহ্যবিষয়াভ্যন্তরবিষয়য়োরাক্ষেপঃ সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা পর্য্যালোচনমনুসন্ধানং বা যত্রাস্তি স চতুর্থঃ স্তম্ভবৃত্তিরিত্যনুষজ্যতাম্। পূর্ব্বোক্তস্তম্ভবৃত্তিরভ্যাসদার্ঢ্যেন জিতশ্বাসস্য বিনাপি দেশাদ্যনুসন্ধানং নিষ্পদ্যত ইতি তস্মাদেতস্য ভিন্নতা।

(৫২) ততঃ তস্মাৎ প্রাণায়ামাৎ প্রকাশস্য চিত্তসত্বগতস্য যৎ আবরণং ক্লেশরূপং পাপরূপং বা তৎ ক্ষীয়তে ক্ষয়ং প্রাপ্নোতি।

যোগীদিগের মত এই যে, বুদ্ধিসত্ত্ব বা মানবীয় অন্তঃকরণ সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক। পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাপ্রভৃতি ক্লেশ এবং রাগদ্বেষাদিরূপ মনোদোষ বা পাপ তাহার তাদৃশ ব্যাপকতা ও প্রকাশকতা ও অসীম ক্ষমতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে ক্রমে তাহার সেই আবরণ (অবিদ্যাদি) ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং তখন চিত্তের যথার্থ স্বরূপ, স্বভাব, অথবা পূর্ণপ্রকাশ শক্তি আবিষ্কৃত হয়। কাযে কাযেই তাহা হইতে ধারণা শক্তিও জন্মে।

স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার
ইতীন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥ ততঃ পরম
বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

এইরূপে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর ও মন পরিষ্কৃত বা সুসংস্কৃত হইলে প্রত্যাহারনামক যোগাঙ্গটী তখন সহজ হইয়া পড়ে। প্রত্যাহার কি? তাহা শুন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে, রূপাদির প্রতি ধাবিত হয় বা আসক্ত হইয়া আছে, তাহাদিগের তদ্রূপ বাহ্যগতি (মুখ) ফিরাইয়া আনা বা তাহাদিগের সেই আসক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রত্যাহার। অর্থাৎ চক্ষু যখন রূপের উপর পতিত হইবে, ব্যাসক্ত হইবে, তখনই তাহাকে রূপ হইতে উঠাইয়া লইবে, এবং রূপ রহিত করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিবে। অর্থাৎ চক্ষু যাহাতে মনের নিকট রূপ অর্পণ না করে, কর্ণ যাহাতে শব্দ অর্পণ না করে, নাসিকা যাহাতে গন্ধ বহন না করে, এরূপ করিবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যাহাতে আপন * আপন

(৫৩) ধারণাঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ তাসু যোগ্যতা ক্ষমত্বম্। ক্ষীণাবরণং মনো যত্র যত্র ধার্য্যতে তত্র তত্রৈব স্থিরং ভবতীতি যাবৎ।

(৫৪) স্বৈঃ স্বৈর্বিষয়ৈঃ রূপাদিভিঃ সহ ইন্দ্রিয়াণাং যঃ সম্প্রয়োগঃ আভিমুখ্যেন বর্ত্তনং তস্য অভাবে সতি যঃ তেষাং চিত্তস্বরূপানুকারঃ স প্রত্যাহারঃ। অত্র বিষ্ণুপুরাণম্। শব্দাদিষ্বনুষক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ। কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণাঃ।” চিত্তস্য ইন্দ্রিয়ানুবর্ত্তিত্বং ভঙ্ক্ত্বা ইন্দ্রিয়াণাং চিত্তানুবর্ত্তিত্বকরণং প্রত্যাহার ইতি শ্লোকার্থঃ। [ইব শব্দেন ইন্দ্রিয়ানাং চিত্তানুকারিতায়াং যথা মধুকররাজং মক্ষিকা ইতি দৃষ্টান্ত উহনীয়ঃ।

(৫৫) ততঃ প্রত্যাহারাৎ ইন্দ্রিয়াণাং পরমবশ্যতা ভবতীতি বাক্য শেষঃ।

গৃহীতব্য বিষয় ত্যাগ করিয়া অবিকৃত অবস্থায় চিত্তের অনুগত থাকে, তুমি তাহাই করিবে। ঐরূপ করার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার যখন অভ্যস্ত হয়, অর্থাৎ সহজ হইয়া আইসে, তখন জানিবে যে, তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যার পর নাই বশীভূত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ যখন ইচ্ছানুরূপ বশীভূত হয়, সমাধি তখন করতলস্থ হয়, ইহা সত্য বটে; পরন্তু প্রত্যাহার অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন জানিবে। উহা অত্যন্ত কঠিন মনের কার্য্য। কেমন? তাহা শুন। কোন অস্ত্রধারী রাজা যদি ভৃত্যের হস্তে পরিপূর্ণ এক সরাব তৈল দিয়া বলে যে, শীঘ্র যাও—দৌড়িয়া যাও—কিন্তু সাবধান! তৈল যেন না পড়ে,—পড়িলেই তোমার মস্তকচ্ছেদ করিব। এমত স্থলে ভৃত্যের যেরূপ দৃঢ়চিত্ততার আবশ্যক,—যেরূপ অঙ্গসংযমের আবশ্যক,—প্রত্যাহার অভ্যাসকালে সেইরূপ দৃঢ়চিত্ততার এবং সেইরূপ ইন্দ্রিয়-সংযমের আবশ্যক। কিছুদিন পরে যখন তাহা অভ্যস্ত বা স্বায়ত্ত হইয়া যাইবে, তখন তুমি চিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থির করিতে পারিবে। চিত্ত যখন ইচ্ছামাত্রেই যথেপ্সিত বস্তুতে ধৃত হইবে, স্থির হইবে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও তখন তাহার অনুবর্ত্তন করিবে। কোন প্রকার রূপ তখন তোমার চক্ষুকে আকর্ষণ করিবে না, কোন প্রকার শব্দ তখন তোমার কর্ণকে আকর্ষণ করিবে না। তখন তুমি ধারণা, ধ্যান, সমাধি,—যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। তৎপরে তুমি মুক্তি অথবা ঐশ্বর্য্য, যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন বা আহরণ করিতে সক্ষম হইবে, সন্দেহ নাই।

৩য়, বিভূতি-পাদ।

"যৎপাদপদ্মস্মরণাদণিমাদিবিভূতয়ঃ।
ভবন্তি ভবিনামস্তু ভূতনাথঃ স ভূতয়ে॥"

কেহ কেহ মনে করেন, ঈশ্বর থাকেন থাকুন, তাঁহার উপাসনায় প্রয়োজন নাই। কিন্তু যোগীরা বলেন, আছে। কেন-না, জীব যদি তাঁহার সহিত অত্যন্তসংযুক্ত হইতে না পারে, তাহা হইলে তাঁহার গুণ (ঐশ্বর্য্য) আপনাতে আনিতে পারে না। বস্তুতঃ এক বস্তু অন্যবস্তুর সহিত দীর্ঘকাল সংযুক্ত থাকিলে তাহার গুণগুলি একে একে তদ্বস্তুতে সংক্রমিত হয়। পৃথক্ থাকিলে হয় না। উপাসনার দ্বারা বা চিত্তসংযোগদ্বারা দীর্ঘকাল ঈশ্বর-সহবাস করিতে পারিলে যখন অণিমাদি মহাগুণ লাভের সম্ভাবনা আছে, তখন আর তাঁহার উপাসনায় প্রয়োজন নাই, একথা প্রলাপ বা অগ্রাহ্য। ভূতপতি পরমেশ্বরের স্মরণ করিলে অর্থাৎ তাঁহাকে তদ্গত চিত্তে ধ্যান করিলে বিভূতি লাভ হয়, এ কথার অন্য এক তাৎপর্য্য আছে। যথা ধ্যানপ্রভাবে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত অত্যন্ত সংযোগ হওয়ার বলে, ক্রমে তাঁহার গুণ সকল চিত্তসত্ত্বে আবিষ্ট হয়, অথবা সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতি দেবী বশীভূতা হন। প্রকৃতি বশীভূতা হইলে অনায়াসেই তাঁহা হইতে অণিমাদি বিভূতি দোহন করা যায়। যে প্রকৃতি, পুরুষের বা পরমেশ্বরের সন্নিধিমাত্রে থাকিয়া এই অচিন্ত্য ও বিচিত্র বিশ্ব প্রসব করিয়াছেন, তিনি বশীভূতা হইলে যে বিভূতি প্রসব করিবেন না, এ কথায় অনাস্থা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য। সামান্য ঐশ্বর্য্যের কথা দূরে থাকুক, প্রকৃতির মধ্যে বা প্রকৃতির সারাংশ-স্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বের মধ্যে না আছে, তাঁহা হইতে প্রসূত না হইতে পারে, এমন কিছুই নাই।

প্রকৃতি বশীভূত করিবার প্রধান উপায় যোগ। যোগ কি? তাহা প্রথমপাদে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদে তাহার সাধন, অবান্তর প্রভেদ এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই পরিচ্ছেদে তাহার ফলাফল ব্যক্ত হইবে।

"তদয়ং যোগোযমনিয়মাদিভিঃ প্রাপ্তবীজভাব আসনাদিভিরঙ্কুরিতঃ প্রত্যাহারাদিভিঃ কুসুমিতো ধ্যানধারণাদিভিঃ ফলিষ্যতি।"

যোগ একটী বৃক্ষ। যম নিয়মাদি-অনুষ্ঠান-দ্বারা তাহার উৎপাদক বীজ জন্মে। অনন্তর তাহা আসন ও প্রাণায়ামাদি কার্য্যের দ্বারা অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে প্রত্যাহারাদি কার্য্যের দ্বারা তাহা পুষ্পিত হয়। পশ্চাৎ ধ্যান, ধারণা ও সমাধির দ্বারা তাহা ফলবান্ হয়। আগে বীজ, পরে অঙ্কুর বা বৃক্ষ, তৎপরে ফুল, তৎপরে ফল। একবারে ফল হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম। প্রথম ও দ্বিতীয়পাদে যোগবৃক্ষের বীজ, অঙ্কুর, শাখা, প্রশাখা ও পুষ্পজনক ব্যাপার গুলি বলা হইয়াছে। এক্ষণে ফলজনক ব্যাপার গুলি বলিতে হইবে। অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই তিনটী বিষয় বলিতে হইবে। যোগফলের প্রথম অঙ্গ ধারণা। সেই ধারণা কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম "ধারণা"। রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, যমনিয়মাদিতে সিদ্ধ হইয়া, কোন এক যোগাসন আয়ত্ত করিয়া, প্রাণগতি অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বশীভূত করিয়া, শীতগ্রীষ্মাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইয়া, কোন এক অনুদ্বেগজনক প্রদেশে, কোন এক যোগাসনে, ঋজুভাবে অর্থাৎ অভুগ্নভাবে উপবেশন কর। অনন্তর ইন্দ্রিয় দিগকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় (রূপাদি) হইতে বা স্বস্ব গন্তব্য স্থান হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া (টানিয়া আনিয়া বা আকর্ষণ করিয়া) চিত্তের নিকট সমর্পণ কর। অর্থাৎ চিত্তের মধ্যে মিশাইয়া দাও। অনন্তর তাদৃশ চিত্তকে হয় নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃৎ-

(১) চিত্তস্য আধ্যাত্মিকে নাড়ীচক্রহৃদয়নাসাগ্রাদৌ বাহ্যে বা শাস্ত্রোক্তকৃষ্ণবিষ্ণুহিরণ্যগর্ভাদিমূর্ত্তৌ দেশে আলম্বনে বন্ধঃ বিষয়ান্তরপরিহারেণ স্থিরীকরণং ধারণা ইত্যুচ্যতে। তথা চ বৈষ্ণবম্—"প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে॥ এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে॥"

পদ্মমধ্যে, কিংবা নাড়ীচক্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে, না হয় ভূত-ভৌতিক, কিংবা কোন সুন্দরতম মূর্ত্তি প্রভৃতি বহির্বস্তুতে ধারণ করণ। এরূপ প্রযত্নে ধারণ করিবে যে, চিত্ত যেন তাহা হইতে প্রচ্যুত হইতে না পারে। তাহা হইলেই চিত্তকে বাঁধা হইবে, এবং চিত্তকে বাঁধিতে পারিলেই তোমার "ধারণা" নামক যোগাঙ্গটী আয়ত্ত হইবে।

ধারণ করার নাম ধারণা। সেই ধারণা যদি স্থায়ী হয় ত ক্রমে তাহাই তোমার ধ্যান হইয়া দাঁড়াইবে। যথা—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা জন্মে, তাহা হইলে তাহা "ধ্যান" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অনন্তরিতভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ বৃত্তিপ্রবাহ ধ্যান নামে কথিত হয়।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ক্রমে সেই ধ্যান যখন কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি প্রকার ভেদ-জ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিবেক, তখন তাহা "সমাধি" আখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

ধ্যান গাঢ় হইলেই তাহার পরিপাক-দশায় অন্য জ্ঞান থাকা দূরে থাকুক, ধ্যান-জ্ঞানও থাকে না। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয়-

---

(২) যত্র চিত্তং ধৃতং তত্র যা প্রত্যয়ানাং জ্ঞানবৃত্তীনাং একতানতা যত্নমনপেক্ষ্যৈকবিষয়তা তৎ ধ্যানম্। যদেব ধারণায়ামবলম্বনীকৃতং তদাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিশ্চেৎ অনন্তরিতা প্রবহতি তর্হিতৎ ধ্যানমিতি স্পষ্টোঽর্থঃ। এতদেবাহ বৈষ্ণবম্—"তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকাগ্রসন্ততিশ্চান্য-নিস্পৃহা। তৎ ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড় ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ।" ইতি।

(৩) তৎ এব ধ্যানমেব যদা অর্থমাত্রনির্ভাসং ধ্যেয়সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা তদতিরিক্তনির্ভাস-পরিহারেণ ধ্যেয়স্বরূপমাত্রে স্ফূর্ত্তিমৎ অতএব স্বরূপশূন্যং স্বরূপেণ ধ্যানলক্ষণেন শূন্যং পরিহীনং ধ্যাতৃধ্যানজ্ঞানাভ্যাং প্রচ্যুতং ইব ভবতি তদা সঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে। ইব শব্দেন ধ্যেয়-বৃত্তিসদ্ভাবাৎ ধ্যানস্য সত্তাং দ্যোতয়তি। অত্রোক্তং "তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ॥

বস্তুতে লীন হয়, ধ্যেয়স্বরূপ বা ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিত্ত তখন স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থাৎ না থাকার ন্যায় হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালে অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। তাদৃশ চিত্তাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি হইল, ইহা বুঝিতে হইবে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

কোন এক আলম্বনে উক্ত তিন প্রকার মানস-ব্যাপার অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই ত্রিবিধ মানস-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার নাম "সংযম"। সংযম শব্দের উল্লেখ দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ত্রিবিধ প্রয়োগের কথাই বলিতেছেন।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

উহাকে অর্থাৎ উক্তবিধ সংযমকে জয় অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদির ন্যায় স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণায়ত্ত করিতে পারিলে তাহা হইতে প্রজ্ঞা নামক উৎকৃষ্ট বুদ্ধির আলোক অর্থাৎ সমধিকনৈর্ম্মল্যজনিত প্রকাশ বা শক্তিবিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়।

(সংযম, তাহার জয় এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞানামক জ্ঞানের আলোক,—এই তিন কথার মধ্যে অনেক গুপ্ততথ্য বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ ইহার প্রকৃত তথ্য এবং উহার শিক্ষাকৌশল যোগীরাই জানেন, অন্য কেহ জানেন না। সুতরাং বিনা উপদেশে উহার যথার্থ স্বরূপ এবং উহার শিক্ষাকৌশল কিরূপ তাহা জানা যায় না। অনুমান-শক্তির সাহায্যে আমরা হদ্দমুদ্দ এই এই বলিতে পারি যে, প্রাচীন যোগ ভাষার সংযম আর আধুনিক ইংরাজি

মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥" ধ্যেয়াদ্ধ্যানস্য ভেদঃ কল্পনা তদ্ধীনমিতি দ্রষ্টব্যম্। অত্রায়ং বিভাগঃ—বিজাতীয়বৃত্তিচ্ছিন্না ধারণা। অবিচ্ছিন্নং ধ্যানম্। তচ্চ ধ্যেয়-ধ্যান-ধ্যাতৃস্ফূর্ত্তিমৎ। তদ্‌যদা ধ্যেয়মাত্রস্ফূর্ত্তিমদ্ভবতি তদা সঃ সমাধিঃ। স এব দীর্ঘকালব্যাপী সন্ সম্প্রজ্ঞাতাখ্যোযোগঃ। স যদা ধ্যেয়স্ফূর্ত্তিশূন্যোভবতি তদা অসম্প্রজ্ঞাত ইতি দিক্।

(৪) একত্র একস্মিন্ আলম্বনে ত্রয়ং ধারণা-ধ্যান-সমাধিলক্ষণং ত্রিতয়ং প্রবর্ত্তমানং সংযম ইত্যুচ্যতে।

(৫) তস্য সংযমস্য জয়াৎ সাত্মীকরণাৎ প্রজ্ঞায়াঃ জ্ঞাতব্যপ্রবিবেকরূপায়া বুদ্ধেঃ আলোকঃ অতিনৈর্ম্মল্যং ভবতি। ভ্রান্তিসংশয়াদিশূন্যা ধ্যেয়স্ফূর্ত্তির্ভবতীতি যাবৎ।

ভাষার concentration or will force প্রায় তুল্যানুতুল্য অর্থের দ্যোতক। কেন? তাহা বিবেচনা কর। পতঞ্জলি বলিলেন, অগ্রে ধারণা, পরে ধ্যান, ক্রমে তাহার পরিপাকে সমাধি। এই প্রক্রিয়াত্রিতয়ের মূলে উত্তেজক ও বুদ্ধি পরিষ্কারকারক ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান আছে। যোগীরা শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঐ তিন প্রক্রিয়াকে জয় অর্থাৎ স্বাত্মীকৃত করিয়া থাকেন। স্বাত্মীকরণ কি?-না উহাকে স্বাভাবিক-কার্য্যের ন্যায় আয়ত্ত করা। মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক বা সাত্মীকৃত,—অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিতে যেমন কোনরূপ প্রযত্ন বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না,—উল্লিখিত সংযম কার্য্যটী যদি সেইরূপ সাত্মীকৃত হয়,—অর্থাৎ উহাকে যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজে ও বিনা ক্লেশে নির্ব্বাহ করা যায়,—তাহা হইলেই জানিবে, সংযম জয় হইয়াছে। এতদ্বিধ সংযমজয়ী যোগীদিগের সংকল্প বা ইচ্ছাপ্রয়োগ অমোঘ। তাঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, সঙ্কল্প করেন, সংযম প্রয়োগ করিয়া তাহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ করিতে পারেন। "সংযমজয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।" এই চতুর্থ সূত্র দেখিয়া, সংযমের বলে কেবল জ্ঞানবিকাশই হয়, অন্য কিছু হয় না, এরূপ মনে করিও না। উহার পরসূত্রগুলির অর্থ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, উহার দ্বারা সকল সঙ্কল্পই সুসিদ্ধ হয়। জ্ঞানবিকাশ হইলে, অর্থাৎ প্রকাশশক্তি বাড়িলে ক্রিয়াশক্তিও বাড়ে, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং ভূতজয়, প্রকৃতিবশিত্ব, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য,—এ সমস্তই একমাত্র সংযমের প্রভাবে (অজ্ঞাত-শক্তিতে)ই সাধিত হইয়া থাকে। কিরূপ সংযমের দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হয়, ও না হয়, তাহা এই পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইবে। এ সম্বন্ধে সমস্তযোগশাস্ত্রের সারসংগ্রহ বা ফলিতার্থ এই যে, সিদ্ধিলাভের প্রতি একমাত্র সংযমই মূল কারণ। সংযমের দ্বারা সমস্ত ইচ্ছাধিকারই পূর্ণ হয়। সংযমের দ্বারা সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই নাই। সংযমের মধ্যে যে কত প্রভূত ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে, তাহা যোগীরাই জানেন, অন্যে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। যোগীরা কিরূপে সংযম-বল জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝি না। বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিব কি না, সন্দেহ। তথাপি আমাদের এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য আছে। একজন পুরাতন যোগী বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গান্বেষকো বনে।
ইষুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবো মম ॥"

পিঙ্গলা নামক বেশ্যা, কুরর নামক পক্ষী, অজগর নামক সর্প, মৃগান্বেষী ব্যাধ, শরনির্ম্মাতা শিল্পী, অবিবাহিতা কুলনারী,—এই ছয় ব্যক্তি আমাদের গুরু; অর্থাৎ ঐ ছয় ব্যক্তির নিকট আমরা অনেক গুহ্যজ্ঞান শিখিয়াছি।*

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "অনারম্ভেঽপি সুখী সর্পবৎ।" (সাঙ্খ্যের ৪ অধ্যায়, ১২ সূত্র) অর্থাৎ এমন কতকগুলি সর্প আছে, তাহারা আহারের জন্য কিছুমাত্র আরম্ভ বা উদ্যোগ করে না, অথচ ইচ্ছানুরূপ সুখ বা আহারাদি লাভ করে। অতএব এতদ্দৃষ্টান্তে যোগীরাও অনারম্ভপর হইবেন। যোগীদিগের এই সকল কথার ভাবভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা অজগর-সর্পের বহির্নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া তাহাদের অভ্যন্তরের বা অন্তরাত্মার স্তিমিতভাব, দৃঢ়সঙ্কল্প ও দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রবল ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই অনুকরণে সংযম নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজসাপ-নামক এক প্রকার সর্প আছে। তাহারা ভ্রমণ করিয়া আহার করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্বিষ সর্প এবং বৃশ্চিকাদি ক্ষুদ্র জীব তাহাদের মুখ-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজসাপ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। এ সম্বন্ধে অজ্ঞ-মানবদিগের নিকট এরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, "উহারা সাপের রাজা, সেই জন্যই উহারা আহারার্থ ভ্রমণ করে না। ক্ষুদ্র সর্প সকল উহাদের ভয়ে আপনা আপনিই আহারীয় হইয়া উহাদের নিকট গমন করে।" কিন্তু সাপুড়েরা বলে, "তাহা নহে। রাজ সাপেরা আহারের পূর্ব্বে কোন এক নিভৃত স্থানে (মনুষ্যশূন্য অথচ ক্ষুদ্র জন্তুর গতিবিধি স্থানে) গিয়া নিঃসাড়ে পড়িয়া থাকে এবং তন্মনা হইয়া বা একমন একচিত্ত হইয়া শীস্ দিতে থাকে। উহাদের সেই শীস্-শব্দের এমন এক অদ্ভুত ক্ষমতা

* যোগীরা পিঙ্গলার নিকট আশা-ত্যাগিতা, কুরর পক্ষীর নিকট পরিগ্রহত্যাগিতা, সর্পের নিকট জীর্ণ ত্বক্ (খোলোষ) পরিত্যাগ বা ভুক্তবৈরাগ্য, এবং তাহাদেরই নিকট অনারম্ভ অর্থাৎ একমনে চুপ্ করিয়া থাকা, ব্যাধের নিকট অনুসন্ধান বা মনঃপ্রণিধান, শর-নির্ম্মাতার নিকট একাগ্রতা ও সমাধি, এবং কুমারীর নিকট সঙ্গত্যাগিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ গুপ্ততত্ত্বও জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

আছে, এমন এক আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি আছে, এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তৎপ্রভাবে উহাদের মুখসন্নিধানে আহারোপযুক্ত ক্ষুদ্রজীবদিগকে যাইতে হইবেই হইবে। তাহাদের সেই শীস্‌-শব্দ যতদূর যাইবে,—ততদূরের মধ্যে যেকোন ক্ষুদ্রসত্ত্ব (বৃশ্চিকাদি ক্ষুদ্র জীব) থাকিবে, তাহাদের সকলকেই শীস্‌-শব্দে মোহিত হইয়া, হতজ্ঞান হইয়া, তৎসন্নিধানে যাইতে হইবে। তাহাদের সেই শীস্‌-শব্দের আকর্ষণী শক্তি অতীব অদ্ভুত ও অচিন্ত্য।" এতজ্জাতীয় সর্প এ দেশে আছে কি না এবং যদি থাকে ত কোন্ প্রদেশে আছে? তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইংরাজী ভাষায় এতজ্জাতীয় সর্পকে Rattliug Serpent (This word is pronounced from the word Rattle.) বলে, এবং এরূপ সর্প নাকি আফ্রিকা দেশে আছে। আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার বৃহৎকায় সর্প আছে, শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহাদিগকে অজগর বলে। অপভাষায় তাহাদের কি নাম আছে তাহা জানি না *। কেহ কেহ ইহাদিগকেই রাজসাপ কেহবা বোড়াচিতি ও নাওদোড়া বলিয়া উল্লেখ করেন। যাহাই হউক, এই অজগর সর্পেরাও আহারার্থ উদ্যম করে না। বৃহৎকায়তা-নিবন্ধন নড়িতে চড়িতে পারে না বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক, আহারের পূর্ব্বে ইহারা কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল-নিস্পন্দ-ভাবে পতিত থাকে। কিছুকাল তদ্রূপ থাকার পর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু সকল তাহাদের সম্মুখে আগত হয়। বনচর মনুষ্যদিগের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে যে, উহারা নিঃশ্বাসের দ্বারা আহারীয়জন্তুদিগকে টানিয়া লয়। বস্তুতঃ তাহা ঠিক্ নিঃশ্বাসের আকর্ষণ না হইলেও পারে। যাহাই হউক, অজগরদিগের তাদৃশ কার্য্যের মূলকারণ কি, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু যোগীরা বোধ হয় উহার প্রকৃততত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এবং জানিতে পারিয়াও ছিলেন। কেন না, এই গ্রন্থের চতুর্থপাদের প্রথমসূত্রে এ সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সেই আভাসিত ভাবটী স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে "রাজ সাপেরা

* এ দেশে এখন রাজ সাপ বলিলে "বোড়াচিতি" বুঝায়। বস্তুতঃ "বোড়াচিতি" রাজ সাপ নহে। বোড়াচিতির অন্য এক জাতিকে বরং অজগর বলিলেও বলা যায়। কেহ কেহ শাঁকিনী সাপকে রাজ সাপ বলিয়া উল্লেখ করেন। বোধ হয়, তাঁহাদের কথাও সত্য নহে। যাহাই হউক, যাহাদের উক্তবিধ ক্ষমতা আছে, আমাদের মতে তাহারাই রাজসাপ।

অথবা অজগর সর্পেরা জন্মতঃ সংযম-সিদ্ধ," এইরূপ বিস্পষ্ট কথায় পরিণত হয়। অর্থাৎ উহারা জন্মসিদ্ধ সংযমী; এবং উহাদের সেই স্বতঃসিদ্ধ সংযম-শক্তির প্রভাব বা ক্ষমতা এত অধিক যে তাহার ইয়ত্তা অবধারণ করা যায় না। উহারা আপন আপন সংযমশক্তির, ইচ্ছাশক্তির, সঙ্কল্পশক্তির, বা ধ্যানশক্তির পরিচালন বা প্রয়োগ করিয়াই নিজ নিজ ভক্ষ্য আকর্ষণ করে। ঐ কার্য্য করিবার সময় তাহাদিগকে অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিতে হয়, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে উহারা তখন কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলনিস্পন্দরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

সাপুড়েদিগের "ক্ষুদ্র সর্প সকল রাজসাপের শীস্ বা সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া হতচৈতন্য ও অবশপ্রায় হইয়া তাহাদের নিকট আইসে" এই প্রবাদ বোধ হয় অসত্য নহে। কেন-না, সীস্-শব্দের বা সোঁ সোঁ-ইত্যাকার শব্দের ও অন্যান্য শব্দবিশেষের তাদৃশ বশীকরণ সামর্থ্য (Mesmeric power) থাকা অসম্ভব নহে। জীব যে শব্দ শুনিয়া, রূপ বা রং দেখিয়া, রস বা আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, গন্ধ আঘ্রাণ ও স্পর্শ গ্রহণ করিয়া বিবিধ মানসবিকারের বশতাপন্ন হয়, তাহা বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই অবিদিত নাই। সুতরাং শব্দের, স্পর্শের, রূপের, রসের ও গন্ধের প্রবল প্রতাপান্বিত বশীকরণ সামর্থ্য থাকার বিষয়ে অধিক কথা বলিতে হইবে না।* কেবল মাত্র পুরাতন যোগীরাই যে, রাজ সাপের অত্যদ্ভুত আহার-চেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে সংযমের শক্তি বা অতুল্যক্ষমতা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এরূপ নহে। আমরা শুনিয়াছি, ইয়ুরোপবাসী জনৈক আধুনিক ডাক্তারও অজগর-সর্পের অদ্ভুত আহার-চেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে তাহা হইতে বশীকরণ-বিদ্যা (Mesmerism) অথবা এক প্রকার আশ্চর্য্য "চেতনা-শিল্প" আবিষ্কার করিয়াছিলেন। "মেসমার্" নামক জনৈক জর্ম্মান্ পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি একদা পোতারোহণে বিদেশ গমন করিয়াছিলাম। জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় কেবলমাত্র আমিই বিধাতার কৃপায় সে বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। জাহাজের ভগ্ন-মাস্তল অবলম্বন করিয়া আমি ধীরে ধীরে তীর প্রাপ্ত হইলাম। উপরে জঙ্গল ও পাহাড়। হিংস্র জন্তুর

* এই সিদ্ধান্তটী মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ব্যাস কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সে সকল সংস্কৃতশ্লোক উদ্ধৃত করা হইল না।

ভয়ে বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে অবতরণ কালে দেখিলাম, নীচে একটা বৃহৎকায় সর্প মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া আমি ভয়প্রযুক্ত প্রথমতঃ নামিতে সাহস করিলাম না। বেলা অনেক হইল, তথাপি সে সেইরূপেই থাকিল। অনুান ৪ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, আকাশ হইতে ২।৩ টা পক্ষী তাহার মুখনিকটে পতিত হইল। সাপ্ তাহা ভক্ষণ করিল। ক্রমে দুই চারিটী ক্ষুদ্রজন্তুও তাহার মুখের নিকট আসিল। সাপ তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিল। এতক্ষণের পর সে শরীরসঞ্চালন আরম্ভ করিল, ক্রমে সে অল্পে অল্পে সরিয়া গেল। আকাশের পাখী কেন তাহার মুখে পড়িল? কি কারণে তাহার মুখনিকটে দূরের জন্তু আগমন করিল? ইহা ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমার মস্তিষ্ক ভাবিতে ভাবিতে বিকল হইয়া ছিল বটে, পরন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেই ব্যাপার তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। তজ্জাতীয়-সর্পদিগের উইল্‌ফোর্স বা মিস্‌মেরিক্ পাউয়ার অত্যন্ত তীব্র। তাই তাহারা ঐরূপ করিয়া আহার সংগ্রহ করে।"

মেস্‌মার সাহেব যেমন সাপের আহার-চেষ্টা দেখিয়া তাহা হইতে "মিস্‌মেরিজম্" আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, বহুসহস্র বৎসরপূর্ব্বে আমাদের ভারতীয় যোগীরা হয়-ত অজগরদিগের আহারের মূল তথ্য অনুসন্ধান করিয়া "সংযম" নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাই বলিলাম, যোগীদিগের পরিভাষিত "সংযম" আর মেস্‌মার সাহেবের পরিভাষিত উইল্‌ফোর্স প্রায় তুল্যানুতুল্য অর্থের বোধক।)

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

ঐ সংযমকে শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাৎ সোপান-আরোহণের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়া, অর্থাৎ স্থূল আলম্বন আয়ত্ত করিয়া পশ্চাৎ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অবস্থায় বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সংযমাভ্যাস-সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ এই যে, প্রথমযোগী প্রথমতঃ স্থূল স্থূল বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিবেন। সে গুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদ-

(৬) তস্য সংযমস্য ভূমিষু স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদভিন্নেষালম্বনেষু সবিতর্কাদ্যবস্থাসু বা সোপানা-

পেক্ষা সূক্ষ্মবিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিতে শিখিবেন। অট্টালশিখরারোহণ করিতে হইলে যেমন অগ্রে নিম্নসোপান আক্রম না করিয়া উপরিবর্ত্তী সোপানে আরোহণ করা যায় না, তেমনি, স্থূল আলম্বন জয় না করিয়া সূক্ষ্ম আলম্বনে মনঃসমাধি করা যায় না। স্থূল আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া একবারে সূক্ষ্ম আলম্বন গ্রহণ করিলে সংযমকার্য্যটী অভ্যস্ত হওয়া দূরে থাকুক, আদৌ তাহার ধারণাই হইবে না। সুতরাং উহা ভূমিক্রমেই অভ্যস্ত করিতে হয়, বা শিখিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে যে সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার যোগের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গুলিই এস্থলে যথাক্রমে সংযম শিক্ষার পূর্ব্বাপর ভূমি অর্থাৎ প্রথমাদি অবস্থা বা ক্রমিক আলম্বন বলিয়া জানিবে। প্রথম সবিতর্ক-ভূমি; তাহা জয় হইলে নির্বিতর্ক ভূমি, তৎপরে সবিচার, তৎপরে নির্বিচার আলম্বন অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

অয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

এই সংযম নামক যোগাঙ্গটী পূর্ব্বোক্ত যমনিয়মাদি যোগাঙ্গ অপেক্ষা সমাধির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সাধন। যমনিয়মাদির দ্বারা শরীরের জড়তা নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এবং চিত্তের নৈর্ম্মল্য হয়; আর সংযমের দ্বারা চিত্তকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে সমাহিত করা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গগুলি সমাধির বহিরঙ্গসাধন, আর সংযম তাহার অন্তরঙ্গসাধন।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

সংযম-ক্রিয়াটী সমাধির অন্তরঙ্গ উপায় বটে; পরন্তু তাহা নির্বীজ-সমাধির বহিরঙ্গ সাধন। কেন-না, উৎকৃষ্টসম্প্রজ্ঞাতযোগকালে যে নির্ম্মল প্রজ্ঞা স্ফুরিত··

রোহণন্যায়েন বিনিয়োগঃ কার্য্য ইতি শেষঃ। সংযমেন স্থূলাং পূর্ব্বভূমিং জিত্বা তদুত্তরাং সূক্ষ্মাং ভূমিং জিগীষেৎ। ন হি স্থূলমসাক্ষাৎকৃত্য সূক্ষ্মং সাক্ষাৎ কর্ত্তুং শক্যমিত্যুপদেশঃ।

(৭) অয়ং সংযমঃ ধারণাদিত্রয়ং পূর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বোক্তাঙ্গেভ্যঃ যমনিয়মাদিভ্যঃ অন্তরঙ্গং সমাধিস্বরূপনিষ্পাদনাৎ সাক্ষাৎ-সাধনমিত্যর্থঃ।

(৮) বিশেষেণোত্তিষ্ঠত্যস্মাদিতি ব্যুত্থানং সম্প্রজ্ঞাতঃ। নিরুধ্যতে যেন স নিরোধঃ পরং বৈরাগ্যম্। অসম্প্রজ্ঞাত ইতি যাবৎ। ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তমিতি ভূমিত্রয়ম্। নিরোধঃ প্রকৃষ্টসত্ত্বস্যাঙ্গিতয়া চেতসঃ পরিণাম ইতি বার্ত্তিককৃদ্ব্যাখ্যানম্। তাভ্যাং জনিতৌ যৌ সংস্কারৌ তয়োঃ সংস্কারয়োর্যৌ যথাক্রম মভিভব প্রাদুর্ভাবৌ ভবতঃ ব্যুত্থানসংস্কারস্যাভি-

হয়, তাহা কেবল "নেদং" অর্থাৎ ইহাও নিরুদ্ধ হউক, ইত্যাকার চিরভাবিত-ইচ্ছার সংস্কার দ্বারাই নিরুদ্ধ হয়, অন্য কিছুতে হয় না। সুতরাং সর্ব্ববৃত্তি নিরোধরূপ নির্বীজ সমাধির পরম্পরাসাধন সংযম, আর সাক্ষাৎসাধন নিরোধ-সংস্কার।

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়োনিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুত্থান এবং কেবল মাত্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব-পরিণামের নাম নিরোধ। চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত-অবস্থা ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পরবৈরাগ্য-অবস্থা এই দুই অবস্থাও যথাক্রমে ব্যুত্থান ও নিরোধ। এই দুই (ব্যুত্থান ও নিরোধ) পরিণামের সংস্কার যখন যথাক্রমে অভিভূত ও প্রাদুর্ভূত হয়, অর্থাৎ ব্যুত্থান-সংস্কার অভিভূত হইয়া গিয়া নিরোধ সংস্কারটী পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, চিত্ত তখন নিরোধ নামক অবসরের অনুগত হয়। তাদৃশ আনুগত্যের অর্থাৎ তাদৃশ অবসর প্রাপ্তির বা তুষ্ণীম্ভাব প্রাপ্তির নাম "নিরোধ-পরিণাম।" ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

যোগী উক্তবিধ সংযমের দ্বারা বিবিধ ঐশ্বর্য্য বা অলৌকিক ক্ষমতা আহরণ করিতে পারেন বটে; পরন্তু কিংবিধ বিষয়ের জন্য কিরূপ সংযম প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা তাঁহার জানা আবশ্যক। কোথায় কি প্রকার সংযম করিতে হয়, কোন্ সংযমের কি ফল, তাহা জানা না থাকিলে ফললাভ হওয়া দুর্ঘট হয়। সুতরাং সংযম-শিক্ষার অগ্রে সংযমের স্থানগুলি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়; এবং বিবিধ চিত্তপরিণাম (চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন বিকারভাব) গুলি করামলকবৎ বা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতিযোগ্য করিয়া লইতে হয়। চিত্ত ব্যুত্থানকালে, নিরোধকালে ও একাগ্রকালে কিরূপ অবস্থায় থাকে,

ভবো নিরোধ সংস্কারস্য চ প্রাদুর্ভাবোভবতীতার্থঃ। তদা চিত্তং নিরোধস্য অসম্প্রজ্ঞাতস্য ক্ষণেন অবসরেণ যুক্তং ভবতি। তস্য চ নিরোধক্ষণচিত্তস্য যঃ অন্বয়ঃ উভয়ান্বিতয়া ধর্ম্মিমাত্র স্বরূপেণাবস্থানং স নিরোধপরিণামঃ। অস্য নামান্তরাণি নির্বীজপরিণামঃ সমাধিপরিণামঃ স্থৈর্য্যঞ্চেতি দিক্।

(৯) সংস্কারাৎ নিরোধবাসনাপ্রচয়াৎ তস্য নিরস্তসমস্তব্যুত্থানসংস্কারমলস্য চিত্তস্য

কিরূপভাবে পরিণত হইতে থাকে, তাহা নিপুণতার সহিত লক্ষ্য করিতে হয়। নিরোধকালের চিত্তাবস্থা জ্ঞাত হওয়া যত আবশ্যক, ব্যুত্থানকালের চিত্তাবস্থা বা চিত্তপরিণাম সন্ধান করা তত আবশ্যক নহে।

নিরোধ-পরিণামের যথার্থস্বরূপ কি? অর্থাৎ নির্বীজ-সমাধির সময় চিত্ত কিরূপভাবে অবস্থিত থাকে? তাহার উপদেশ করা যাইতেছে।

যে কোন সংস্কার হউক, সমস্তই চিত্ত-ধর্ম্ম, এবং চিত্তই তত্তাবতের ধর্ম্মী, অর্থাৎ আধার। চিত্ত যখন উত্থানযুক্ত অর্থাৎ বিবিধ বিষয়াকারে পরিণত হইতে থাকে, তখন তাহাতে সেই সেই উত্থানের বা সেই সেই পরিণামের সংস্কার (রেখা বা দাগ্=ইহা ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ) আহিত হয়। চিত্ত যখন কেবলমাত্র সম্প্রজ্ঞাত-বৃত্তিতে স্থিতি করে, একাগ্র বা একতান হয়, তখনও তাহাতে তাহার সংস্কার আহিত হয়। তাদৃশ সম্প্রজ্ঞাত-অবস্থাও ব্যুত্থান মধ্যে গণ্য; কেন-না তখনও তাহাতে বৃত্তি থাকে, নির্ব্বৃত্তিক অবস্থা হয় না। চিত্ত যতক্ষণ না নির্ব্বৃত্তিক বা বৃত্তিশূন্য হয়, ততক্ষণ তাহা ব্যুত্থান বলিয়া গণ্য। তাদৃশ সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তি বা একাগ্রবৃত্তি অবিশ্রান্তরূপে বা প্রবাহাকারে ছুটিতে (উদিত হইতে) থাকিলে তজ্জনিত সংস্কারও তাহাতে (চিত্তসত্ত্বে) যথাক্রমে আবদ্ধ হয়। সে সংস্কার বা সে স্রোত নিরোধ-পরিণাম ব্যতীত তিরোহিত বা অভিভূত হয় না। পরবৈরাগ্যাভ্যাস-দ্বারা যখন ব্যুত্থানসংস্কার অভিভূত হয়, তিরোহিত হয়, নিঃশক্তি অথবা বিলীন হইয়া যায়, নিরোধ-সংস্কার তখন প্রবল বা পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। চিত্ত এই সময়ে পূর্ব্বসঞ্চিত ব্যুত্থান-সংস্কার হইতে অবসৃত হইয়া কেবলমাত্র নিরোধ-সংস্কার লইয়া অবস্থিত থাকে।* "নিরোধ সংস্কার লইয়া অবস্থিত থাকে" এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত তখন নির্ব্বৃত্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, কেবলমাত্র স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। চিত্তের তদ্রূপ অবস্থিতি স্থায়ী হইলেই যোগীরা তাহাকে নিরোধ-পরিণাম বলিয়া উল্লেখ করেন। এই নিরোধ-অবস্থাটীও পরিণাম-বিশেষ, সুতরাং নিরোধ-পরিণাম, এই নামটীও অন্বর্থ বলিয়া জানিবে। চিত্ত যখন গুণময়,

প্রশান্তবাহিতা সদৃশপরিণামিতা নিরোধসংস্কারপরম্পরামাত্রবাহিতা বা ভবতি। অয়মেব নিরোধঃ স্থৈর্য্যমিত্যুচ্যতে।

অর্থাৎ প্রকৃতিময়, তখন সে যতদিন থাকিবে তত দিন তাহাতে অবিশ্রান্ত পরিণাম হইবে। কেন না, প্রকৃতির স্বভাব এই যে, সে ক্ষণকালও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহাকে নিরোধ বলিলাম, নির্ব্বৃত্তিক অবস্থা বলিলাম, বস্তুতঃ তাহাও এক প্রকার পরিণাম। কেন না, চিত্ত তখনও পরিণত হয়। তবে কি-না তাহা তাহার স্বরূপেরই অনুরূপ। তাদৃশ স্বরূপ-পরিণামের অন্য নাম স্থৈর্য্য। চিত্ত স্থির হইয়াছে, একথা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? কোনরূপ পরিণাম হইতেছে না, এরূপ না বুঝিয়া, বিষয়াকারা বৃত্তি হইতেছে না; কিন্তু স্বরূপের অনুরূপ পরিণামই হইতেছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। এতাবতা এই সিদ্ধান্ত হইল যে, স্থৈর্য্য অথবা নির্ব্বৃত্তিক অবস্থার নামই নিরোধ-পরিণাম। সংস্কারসম্বন্ধে অন্য এক নিয়ম এই যে, চিত্তে অবিচ্ছেদে দুই তিন্ বার যে বৃত্তির উদয় হইবে,—সেই বৃত্তিরই সংস্কার তাহাতে অঙ্কিত হইবে। বার বার বহুবার উত্থাপিত করিলে তাহার একটী প্রবল স্রোতঃও উপস্থিত হইবে। সুতরাং চিত্তকে বার বার বহুবার নিরুদ্ধ অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য করিলে ক্রমে তাহার সংস্কার বাড়িয়া যাইবে। ক্রমে তাহা হইতেই চিত্তের বৃত্তিশূন্যতা বা নিরোধস্রোত স্থায়ী বা দৃঢ় হইবে।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

সংস্কার দৃঢ় হইলেই তৎপ্রভাবে তাহার অর্থাৎ নিরোধ-পরিণামের প্রশান্ত-বাহিতা বা স্থৈর্য্য-প্রবাহ জন্মে।

অবিচ্ছেদে কিছুকাল বা কিছুবার নিরোধ পরিণাম উৎপাদন করিতে পারিলেই চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার দৃঢ় আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার তখনি তদ্রূপ পরিণামের প্রবাহ বা স্রোত জন্মায়। যোগীরা সেই স্রোতকে বা নিরোধ-পরিণামের প্রবাহকে "স্থৈর্য্য" বলিয়া উল্লেখ করেন। যোগাবস্থায় এতদ্ভিন্ন অন্য এক প্রকার পরিণাম হইয়া থাকে, তাহার নাম সমাধি-পরিণাম। সমাধি-পরিণাম কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে।

---

(১০) সর্ব্বার্থতা নানাবিধার্থগ্রাহিতা চিত্তস্য বিক্ষেপরূপোধর্ম্ম ইতি যাবৎ। একাগ্রতা একস্মিন্নেবালম্বনে সদৃশপরিণামিতা। এতয়োর্যদা যথাক্রমং ক্ষয়োদয়ৌ প্রথমোক্তস্য ধর্ম্মস্যাত্যন্তাভিভবো দ্বিতীয়স্য চ প্রাদুর্ভাবস্তদা চিত্তস্য সমাধিপরিণামোভবতি।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

চিত্তের সর্ব্বার্থতার অর্থাৎ বহুবস্তুবিষয়ক বহুপ্রকার বৃত্তির ক্ষয় হইয়া গিয়া একাগ্রতার অর্থাৎ একবস্তুবিষয়ক একটীমাত্র বৃত্তি-প্রবাহ উদিত থাকিলে তাহা "সমাধি-পরিণাম" নামে উক্ত হয়।

চিত্ত যে চঞ্চলস্বভাবতাহেতু সর্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ে গমন করে, ক্ষণকালও কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না, তাহাই তাহার সর্ব্বার্থতা-নামক স্বধর্ম্ম। অপিচ, অভ্যাসদ্বারা যে কখন কখন তাহার একবিষয়ে বা একবস্তুতে অবস্থিতি হয়, তাহাও তাহার স্বধর্ম্ম। সুতরাং চিত্তের সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতা এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম, গুণ, বা স্বভাব আছে। ইহার মধ্যে, প্রথমোক্ত ধর্ম্মটী যখন (অভ্যাসদ্বারা) অত্যন্ত অভি-ভূত হয়, এবং দ্বিতীয় ধর্ম্মটী যখন উদাররূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই উদারভাবে অভিব্যক্ত একাকারা চিত্তবৃত্তিটী অর্থাৎ একবস্তুবিষয়ক চিত্ত-পরিণামটী "সমাধি-পরিণাম" নামে উক্ত হয়। একাগ্রতাপরিণাম নামক অন্য একপ্রকারও পরিণাম হয়। যথা—

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

তুল্যাকারের দুই প্রত্যয় অর্থাৎ একবস্তুবিষয়ক সমান দুই বৃত্তি যদি যথাক্রমে উপশান্ত ও উদিত হয় অর্থাৎ প্রথমটী নষ্ট হইতে না হইতেই যদি ঠিক্ তত্তুল্য অন্য একটী বৃত্তি উদিত হয় ত তাহা "একাগ্রতা" নামক পরিণাম।

কোন এক ধ্যেয়বস্তু অবলম্বন করিলে প্রথম যে তদাকারা মনোবৃত্তি জন্মে, তাহা বিলুপ্ত হইতে না হইতে যদি পুনর্ব্বার তদাকারা বৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে, সেই সংলগ্নভাবে উৎপন্ন (অতীত ও বর্ত্তমান অর্থাৎ লুপ্ত ও জাজ্বল্য-মান) বৃত্তিদ্বয়কে "একাগ্রতা-পরিণাম" বলিয়া জানিবে। এই একাগ্রতা

(১১) শান্তঃ অতীতঃ। উদিতঃ বর্ত্তমানঃ। তুল্যৌ একবিষয়ত্বেন সদৃশৌ। যর্হি চিত্তস্য শান্তোদিতৌ তুল্যৌ প্রত্যয়ৌ ক্রমেণ ভবতস্তদা তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ সিধ্যতি। অবি-চ্ছেদেনৈকবিষয়কং বৃত্তিদ্বয়মেকাগ্রতাখ্যঃ পরিণাম ইত্যর্থঃ। ইয়মেকাগ্রতা দ্বাদশ গুণা চেৎ ধারণা। তদ্দ্বাদশগুণং ধ্যানম্। তদ্দ্বাদশগুণঃ সমাধিস্তদ্দ্বাদশগুণঃ সম্প্রজ্ঞাতোযোগ ইতি ভেদঃ।

(১২) এতেন চিত্তপরিণামকথনেন ভূতেষু পৃথিব্যাদিষু ইন্দ্রিয়েষু চ চক্ষুরাদিষু যে ধর্ম্মলক্ষণা লক্ষণলক্ষণা অবস্থালক্ষণাশ্চ পরিণামাঃ সন্তি তেঽপি ব্যাখ্যাতাঃ কথিতাঃ।

যদি অবিচ্ছেদে দ্বাদশগুণিত হয়, তাহা হইলে, সেই দ্বাদশগুণিত একাগ্রতা "ধারণা" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। সেই ধারণা অনন্তরিতভাবে ও দ্বাদশগুণিত হইয়া স্থায়ী হইলে তাহা "ধ্যান"। ধ্যানের দ্বাদশগুণে "সমাধি" এবং সমাধির দ্বাদশগুণে "সম্প্রজ্ঞাতযোগ" নিষ্পন্ন হয়।

এক নিমেষ-ক্রিয়ার চারি ভাগের এক ভাগের নাম ক্ষণ। যে কোন মনোবৃত্তি হউক, কোনটীই তিন্ ক্ষণের অধিক স্থায়ী হয় না। সুতরাং এক বৃত্তির পরে তৎসদৃশ অন্য বৃত্তি উদিত হইলে তদুভয়ের স্থিতিকালের সঙ্কলন ক্ষণ ৬। ছয়কে দ্বাদশগুণ করিলে ৭২। ৭২কে ১২ গুণ করিলে ৮৬৪। ইহাকে ১২ গুণ করিলে ১০৩৬৮, এবং ইহাকে ১২ গুণ করিলে ৬২২০৮ ক্ষণ হয়। এখন বিবেচনা কর, বৃত্তিপ্রবাহ স্থির রাখিতে বা সমাধি আনিতে কত সময় লাগে। কোন কোন যোগী বলেন যে, ১০ পল পরিমিত কালের নাম ক্ষণ। এতন্মতে বৃত্তিপ্রবাহের স্থিতিকাল আরও অধিক।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

প্রত্যেক ভূতে ও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে যে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা,—এই তিন্ প্রকার পরিণাম বিদ্যমান আছে, তাহা উল্লিখিত চিত্তপরিণামবর্ণনের দ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

চিত্তের যেমন নিরোধ, সমাধি ও একাগ্রতা,—এই ত্রিবিধ পরিণাম আছে,—তেমনি, পৃথিব্যাদি ভূতে ও ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিক-বস্তুতে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও

তথাহি,—মৃল্লক্ষণস্য ধর্ম্মিণঃ পিণ্ডরূপধর্ম্মপরিত্যাগেন ঘটরূপধর্ম্মান্তরোৎপত্তির্ধর্ম্মপরিণামঃ। লক্ষয়তি কার্য্যরূপং ধর্ম্মং ব্যাবর্ত্তয়তীতি লক্ষণং কালত্রয়ম্। তচ্চ কালত্রয়ং অতীতোঽধ্বা বর্ত্তমানোঽধ্বাঽনাগতোঽধ্বা চেতি ক্রমাদুচ্যতে। তত্র যো ঘটস্যানাগতাধ্বপরিত্যাগেন বর্ত্তমানাধ্ব প্রবেশস্তৎ পরিত্যাগেন চাতীতাধ্বপরিগ্রহঃ স তস্য লক্ষণপরিণামঃ। এবং লক্ষণপরিণামস্য তদবচ্ছিন্নধর্ম্মস্য বা যা নবত্বপুরাতনত্বাদিব্যবহারহেতুতা সাঽবস্থাপরিণামঃ। এবং প্রতিক্ষণপরিণামিনোভাবা ঋতে চিতিশক্তিরিতি যোগশাস্ত্রমতম্।

(১৩) শান্তাঃ কৃতব্যাপারা অতীতাঃ। উদিতাঃ ব্যাপারাবিষ্টা বর্ত্তমানাঃ। অব্যপদেশ্যাঃ শক্তিরূপেণ ধর্ম্মিষু স্থিতা অনাগতাঃ। এতে পুনরত্যন্তসূক্ষ্মতয়া ধর্ম্মিণোধর্ম্মান্তরাদ্বা ভেদেন-ব্যপদেষ্টুমশক্যাঃ। তদমুকমিতি নামগ্রাহং বর্ণয়িতুমশক্যা ইত্যর্থঃ। এতস্মাচ্চ কারণাৎ সর্ব্বং কার্য্যং কারণে শক্তিরূপেণাবস্থিতত্বাদব্যপদেশ্যং কারণমাত্রসম্ভাবিতকেতি সর্ব্বং কারণং সর্ব্ব-

অবস্থা,—এই তিন্ প্রকার পরিণাম আছে। ধর্ম্ম-পরিণাম কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে। মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীর পিণ্ডতারূপ ধর্ম্মের অন্যথা হইয়া অন্য এক ঘটাকার ধর্ম্ম আবির্ভূত হওয়ার নাম "ধর্ম্মপরিণাম"। "লক্ষণ পরিণাম" অর্থাৎ কালিক-পরিণাম। কাল তিন্ প্রকার। অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ। প্রত্যেক বস্তুই অতীতকাল বা অতীত সোপান অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কালে বা বর্ত্তমান সোপানে আইসে, এবং বর্ত্তমান সোপান পরিত্যাগ করিয়া অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎসোপানে যায়। এতদ্বিধ ত্রৈকালিক-পরিণামের নাম লক্ষণ-পরিণাম। বস্তু যখন অতীত সোপানে থাকে, তখন তাহার স্বরূপ এক প্রকার থাকে, পরন্তু বর্ত্তমান সোপানে আসিলে তাহার সে স্বরূপ থাকে না। অন্য এক প্রকার হইয়া যায়। আবার তাহা যখন ভবিষ্যৎগর্ভে প্রবেশ করে, তখন আবার তাহাও থাকে না; পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এতদনুসারেই আমরা গৃহাদির নূতনত্ব ও পুরাতনত্ব প্রভৃতি আবস্থিক ব্যবহার সম্পন্ন করিয়া থাকি। এতদ্বিধ পরিবর্ত্তনরূপ পরিণামের নাম "অবস্থা-পরিণাম।" চিৎ-শক্তি অর্থাৎ পুরুষ ব্যতীত অন্য যে কিছু বস্তু, সমস্তই এতদ্বিধপরিণামত্রয়ের অধীন জানিবে। শ্বেতদ্বীপবাসী আধুনিক পণ্ডিতেরা যে বস্তুর Solid, Jiquid or Gas. অবস্থাত্রয় থাকা বর্ণন করেন, তাহা এতদপেক্ষা অনেক স্থূল অর্থাৎ মোটা কথা বলিয়া বোধ হয়।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

যাহা ধর্ম্মের বা শক্তিবিশেষের আধার, তাহার নাম ধর্ম্মী। প্রত্যেক

কার্য্যশক্তিস্মদিত্যনুমীয়তে। দৃশ্যতে হি দাবদগ্ধবেত্রবীজাৎ কণ্ডলীকাণ্ডোৎপত্তিঃ। ন হি তত্রাসত উদ্ভবঃ সম্ভবতি। দেশকালাকরকর্ম্মাদীনামভিব্যঞ্জকানাং বৈচিত্র্যাদেব কচিৎ কিঞ্চিদুদ্ভবতি কিঞ্চিচ্চ নোদ্ভবতীতি কার্য্যকারণব্যবস্থায়াঃ স্থিতির্দৃশ্যতে। যোগিনাস্তু দেশাদিপ্রতিবন্ধকাভাবাৎ সর্ব্বস্মাদেব সর্ব্বসমুদ্ভবঃ প্রখ্যায়তে। তানেতান্ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যান্ ধর্ম্মান্ যোগ্যতাবচ্ছিন্নাঃ শক্তীরনিশং ঘটীযন্ত্রবদনুপততি অন্বেতি যঃ সোঽনুপাতী ধর্ম্মীত্যনুভূয়তাম্। যথা মৃৎসুবর্ণাদিশ্চূর্ণপিণ্ডঘটরুচকাদ্যন্বয়ী তথান্যেঽপীতি দ্রষ্টব্যম্।

(১৪) ধর্ম্মাণাং যঃ ক্রমঃ নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা পৌর্ব্বাপৌর্য্যং বা তস্য যৎ অন্যত্বং ভেদঃ বহুবিধত্বমিতি যাবৎ। তদেব পরিণামস্য প্রোক্তলক্ষণস্য অন্যত্বে নানাবিধত্বে হেতুঃ গমকম্। মৃৎকণাত্তোমৃৎপিণ্ডস্ততঃ কপালানি তেভ্যশ্চ ঘটা ইত্যেবংরূপেণ নিয়তেনৈব ক্রমেণ সর্ব্বাণি

ধর্ম্মী অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাকৃতিক দ্রব্যই শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য,—এই তিন্ প্রকার ধর্ম্মে অন্বিত। এই কয়েকটী কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

বস্তুর যে ধর্ম্ম বা যে শক্তি আপনার কার্য্য শেষ করিয়া অথবা আপন ব্যাপার পূর্ণ করিয়া অস্তমিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মটীর নাম শান্ত-ধর্ম্ম। যেমন ঘটের ভঙ্গ (ভাঙ্গিয়া যাওয়া), এবং বীজের অঙ্কুর, ইত্যাদি। বীজ আপনার অঙ্কুররূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অস্তমিত হইয়াছে; অর্থাৎ সে, অঙ্কুর হইবার পূর্ব্বে বীজ ছিল, কিন্তু এখন সে বীজ নাই, এখন সে অঙ্কুর। সুতরাং বীজ উপশান্ত হইয়াছে (নষ্ট হইয়াছে বা পচিয়া গিয়াছে)। এইরূপ, ঘট বা ঘটশক্তিও আপনার জলাহরণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিংবা জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন আর সে ঘট নাই, সে এখন কতকগুলি খোলা অর্থাৎ মৃত্তিকাখণ্ডমাত্র। অতএব, অঙ্কুরের শান্তধর্ম্ম বীজ এবং মৃত্তিকাখণ্ডের শান্তধর্ম্ম ঘট। এইরূপ ঘটকালে ঘট'কে, বীজকালে বীজ'কে, মৃত্তিকাখণ্ড কালে মৃত্তিকাখণ্ডকে এবং অঙ্কুরকালে অঙ্কুরকে উদিত বা বর্ত্তমান ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। বর্ত্তমানধর্ম্ম-বর্ত্তমানে তন্মধ্যে অন্য এক প্রকার ধর্ম্ম বা কার্য্য-শক্তি লুক্কায়িত থাকে,—যাহা থাকাতে সে অন্যথাপন্ন বা পরিবর্ত্তিত হয়,—যাহা তখন অনাগত সোপানে অদৃশ্য থাকে,—তাহা তখন তাহার অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নামশূন্য ধর্ম্ম, অথবা নির্নামক-শক্তি বলিয়া নির্ণয় করিবে। এই অনাগত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম, আর কারণের কার্য্যশক্তি, তুল্যার্থ জানিবে। অর্থাৎ বস্তুর ভবিষ্যৎকার্য্যশক্তিই অব্যপদেশ্য-নামক ধর্ম্ম। এই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম বা অনাগত কার্য্যশক্তিটী এত সূক্ষ্ম যে তাহা অযোগী অবস্থায় কোনক্রমেই বোধগম্য করা যায় না। মনে কর, একটী বটবীজ দেখিলে। তখন তাহার উদিতধর্ম্ম অর্থাৎ বীজভাবই চলিতেছে। * কিন্তু সেই বীজে যে বৃক্ষ আছে, তাহা কি কেহ জানিতে পারে? কখনই নহে। কেন পারে না?-না তাহা তখন

---

* বীজ বৃক্ষেরই একাংশ। তাহাতে তখন কি কি শক্তি আছে ও না আছে তাহা কোন্ অযোগী ব্যক্তি নির্ণয় করিতে পারে?

দ্রব্যাণি ব্যাপারযোগাৎ প্রতিক্ষণং পরিণমন্ত ইতি পরিণামান্নানেব ভেদো ন তু দ্রব্যাণাম্।

শক্তিরূপে অনাগত-সোপানে অদৃশ্য থাকে বলিয়াই জানিতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেক জন্যবস্তুই স্ব স্ব জনকের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে ; কাল ও আকর প্রভৃতি সহকারী কারণ মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত একভাবেই অবস্থিত থাকে। সুতরাং সমস্তই সমস্তের কারণ ও সমস্তই সমস্তের কার্য্য,একথা অসম্ভব নহে। তুমি যে-কোন বস্তুর উল্লেখ করিবে, সে সমস্তই কারণও বটে, কার্য্যও বটে। বীজ অঙ্কুরের কারণ বটে, অঙ্কুরও বটে। দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর আবির্ভাব-সম্ভাবনা আছে। বেত্রবীজ হইতে বেত্রের আবির্ভাব, মৃত্তিকা-আবির্ভাব ও কদলীবৃক্ষের আবির্ভাব,—এই ত্রিবিধ আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অন্যবিধ আবির্ভাব শক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিরূপ দেশ, কিরূপ কাল ও কিরূপ ক্রিয়ার সংযোগে কোন্ দ্রব্য হইতে যে কখন্ কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কিরূপ কারণ উপলক্ষ্য করিয়া কখন কোন্ শক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাহা কে নিশ্চয় করিতে পারে? ফল, সকল বস্তুতেই সকল শক্তি নিহিত বা অনভিব্যক্তরূপে থাকে ; উপযুক্তকাল উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত কর্ম্ম বা ক্রিয়া মিলিত হইলেই তৎপ্রভাবে তাহা অভিব্যক্ত হয় ; আবির্ভূত বা কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। কার্য্যশক্তি-অভিব্যক্তির অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য আবির্ভাবের কারণ কূট কি?-না কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতির বৈচিত্র্যতা। সুতরাং সর্ব্বত্রই সর্ব্বকার্য্যশক্তি থাকিলেও দেশভেদে, কালভেদে ও ক্রিয়াভেদে কখন কোথাও কিছু হয়, কখন বা কোথাও কিছু হয় না। বেত্রবীজ দাবদগ্ধ হইলেই তাহা হইতে কদলীবৃক্ষ আবির্ভূত হয়, অন্যথা অন্য প্রকার হয়। কুঙ্কুম কাশ্মীরাদিদেশেই আবির্ভূত হয়, অন্যত্র হয় না। গ্রীষ্মকালেই জন্মে, অন্যকালে জন্মে না। মনুষ্যোচিতক্রিয়াদি সংঘটিত হয় না বলিয়াই মৃগী মৃগভিন্ন মনুষ্য প্রসব করে না, পরন্তু যদি তাহাতে মনুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় ত তদ্গর্ভে মানুষ না হইবার কোন পুষ্কল কারণ নাই। প্রসিদ্ধি আছে, পুরাকালের একটী মৃগী মনুষ্যোচিত ক্রিয়ায় আক্রান্ত হইয়া মনুষ্য বালক প্রসব করিয়াছিল। তাঁহার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ ছিল। যোগীরা এই

এতচ্চ ক্বচিদ্ দ্রষ্টব্যং ক্বচিচ্চানুমাতব্যম্। বাহ্যবস্তুবৎ চিত্তমপি বহুপরিণামি। তত্র চ কেচিৎ

সকল দেখিয়া শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সকল দ্রব্যই সর্ব্বশক্তির আশ্রয়, পরন্তু তাহার অভিব্যক্তি দেশ, কাল, আকার ও ক্রিয়া প্রভৃতি নিয়িত্ত-নিচয়ের অধীন। সুতরাং দেশকালাদির ব্যভিচার না হইলেই কার্য্যকারণভাব স্থির থাকে, অন্যথা অন্যপ্রকার হইয়া পড়ে। সেই অন্য প্রকারকে বা ব্যভিচারোৎপন্নকার্য্যনিচয়কে লোকে অদ্ভুত বলিয়া ব্যাখ্যা করে, পরন্তু প্রকৃত অদ্ভুত নাই। যাঁহারা যোগী, তাঁহাদের দৃঢ়সঙ্কল্পের নিকট দেশাদির প্রতিবন্ধকতা থাকে না, সেই জন্যই তাঁহারা সকল হইতে সকল আবির্ভাব করিতে পারেন।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

পরিণামের ভিন্নতার প্রতি পরিণামক্রমের ভিন্নতা থাকাই কারণ, ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ কার্য্য এক; পরন্তু সেই একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, ইহা পরিণামের ক্রম অর্থাৎ পৌর্ব্বাপৌর্য্য-ব্যবস্থা দেখিয়াই জানা যায়। ভাবিয়া দেখ, প্রথমতঃ মৃৎকণা, তৎপরে তাহার পিণ্ডতা, তৎপরিণামে কপাল ও কপালিকা, পশ্চাৎ তাহা হইতে এক অপূর্ব্ব অর্থাৎ অভিনব ঘট জন্মে। আবার, ক্রমে তাহা জীর্ণ হয়, তাহার পূর্ব্বতন অবয়ব বিশ্লিষ্ট হয়, এবং যে মৃৎকণা সেই মৃৎকণাই হয়। কাযে কাযেই বলিতে হইল যে, মৃত্তিকা এক; পরন্তু তাহা বহুপরিণামী। এক মৃত্তিকাই যে প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত বা পরিণতা হইয়া বিবিধ আকার ও আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। মৃত্তিকা যেমন বহুপরিণামস্বভাব, অন্যান্য ভূতও তেমনি ক্ষণপরিণামী ও বহুপরিণামী; সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। ফল, যে কিছু প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু,—সে সমস্তই বহুপরিণামীও বটে, ক্ষণপরিণামীও বটে। বস্তু-যে ক্ষণে ক্ষণে অবস্থান্তরিত বা পরিণামগ্রস্ত হইতেছে, তাহা সেই সেই ক্ষণে বুঝা না যায় বটে; কিন্তু কিছু কাল অতীত

পরিণামাশ্চিত্তস্ত কামসুখাদয়ঃ প্রত্যক্ষেণৈবোপলভ্যন্তে কেচিচ্চানুমানগম্যাস্তিষ্ঠন্তি। অনুমানগম্যাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ সপ্ত ইত্যুক্তম্। তথাহি—"নিরোধঃ কর্ম্ম সংস্কারাঃ পরিণামোহথ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্ত ধর্ম্মা দর্শনবর্জিতাঃ॥" দর্শনবর্জিতাঃ পরোক্ষাঃ। কর্ম্ম পাপপুণ্যনামধেয়মপূর্ব্বম্। জীবনং প্রাণধারণম্। চেষ্টা ক্রিয়া। শক্তিঃ কার্য্যাণাং সূক্ষ্মাবস্থা ইতি শ্লোকপদানামর্থঃ।

হইলেই তাহা সহজে বোধগম্য হয়। জীর্ণ বা পুরাতন নামক অবস্থা আসিলেই তাহার ক্ষণপরিণামিতা জানা যায়। কুশূল (গোলা) রক্ষিত ধান্য যে ১০ দশ বৎসর পরে হস্তাবমর্ষণমাত্র গুঁড়া হইয়া যায়, চূর্ণিত হইয়া যায়, ক্ষণপরিণাম ব্যতীত তাহার তাদৃশ পরিণাম একক্ষণে বা একদিনে হইবার সম্ভাবনা নাই। কাযে কাযেই বুঝিতে হইবে যে, কুশূল-রক্ষিত ধান্যের ন্যায় প্রত্যেক দ্রব্যই ক্ষণপরিণামী। প্রত্যেক দ্রব্যই অল্পে অল্পে বা ক্ষণে ক্ষণে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরিণত হইতেছে; সূক্ষ্মতা-হেতু তাহা তখন অনুভূত হইতেছে না।

বাহ্যবস্তুর ন্যায় আভ্যন্তর বস্তু অর্থাৎ চিত্তসত্ত্বও বহুপরিণামী ও ক্ষণপরিণামী। কেন-না, চিত্তও প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত বা প্রতিক্ষণে ভিন্নভিন্নভাবে পরিণত হইতেছে। তন্মধ্যে নিরোধপরিণাম, কর্ম্মজন্য সংস্কারপরিণাম, অর্থাৎ পাপ আর পুণ্য, ক্ষণপরিণামিতা, জীবনপরিণাম, ক্রিয়াপরিণাম ও শক্তিপরিণাম অর্থাৎ ভবিষ্যৎবৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থা,—এই সাত প্রকার পরিণাম সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভব হয় না। এতদ্ভিন্ন সুখ, দুঃখ, কাম, ও ক্রোধ প্রভৃতি অন্য যে কোন পরিণাম,—সমস্তই জীবের সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া থাকে।

বস্তু মাত্রেই ক্ষণপরিণামী এবং তাহা ত্রিবিধ-পরিণামযুক্ত,—যোগী ইহা অশেষবিশেষপ্রকারে জ্ঞাত হইবেন। জ্ঞাত হইয়া তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিবেন। করিলে কি ফল লাভ হইবে? তাহা বলা যাইতেছে।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

বস্তুর ত্রিবিধ পরিণামের প্রতি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণামের উপর সংযম অর্থাৎ অগ্রে চিত্তধারণ, পরে ধ্যানপ্রবাহ, তৎপরে তাহাতে সমাধি অর্থাৎ উৎকট একাগ্রতা প্রয়োগ করিবে। করিলে তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও ভবিষ্যবৃত্তান্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইবে।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-
প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

---

(১৬) অস্মিন্ ধর্ম্মিণ্যয়ং ধর্ম্ম ইদং লক্ষণমিয়মবস্থা চেত্যয়ঞ্চানাগতাদধ্বনঃ সমেত্য বর্ত্তমানেঽধ্বনি তিষ্ঠন্নতীতাধ্বনি প্রবিশতীত্যেবং পরিণামত্রয়ে পরিহৃতবিক্ষেপতয়া যদা সংযমং করোতি তদা তস্য যৎকিঞ্চিদতিক্রান্তমুৎপন্নং বা তৎ সর্ব্বং যোগী জানাতীত্যর্থঃ।

শব্দ, অর্থ ও শব্দশ্রবণজনিতপ্রত্যয় অর্থাৎ বৃত্তি বা জ্ঞান,—ইহারা পরস্পর পৃথক্। পরন্তু ব্যবহারকালে লোকসকল উক্ত তিন্ পদার্থকে পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করে না, অবিভক্ত বা একরূপেই ব্যবহার করে। এই শব্দ, এতদ্বোধ্য অর্থ (বস্তু) অমুক, এবং এতদবগাহিত জ্ঞান এইরূপ,—ইত্যাদিপ্রকার বিভাগ অনুসন্ধান করে না বলিয়াই লোকের শব্দ-জ্ঞান-ব্যবহার উক্তরূপে সঙ্কীর্ণ হইয়া আছে। একপ্রকার বস্তুতে অন্যপ্রকার বুদ্ধি উৎপাদন করিলে তাহাকে অধ্যাস বলে, অধ্যাস হইলেও তাহার সংকীর্ণতা হয়, এবং সজাতীয়ের সহিত বিজাতীয়ের আরোপ বা সংসর্গ হইলেও লোকে তাহাকে সঙ্কর বলে।* কিন্তু যোগী যদি প্রত্যেক উচ্চরিত শব্দের তাদৃশ সঙ্কীর্ণতা ভঙ্গ করেন, অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়,—এই ত্রিবিধবিভাগ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ও জ্ঞান-পূর্ব্বক তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণিমাত্রেরই উচ্চারিত-শব্দের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন। মনুষ্য শব্দে মনঃ-সংযম অভ্যাস করিয়া, তদ্বলে ক্রমে পাশব শব্দের মর্ম্মও জানিতে পারেন। এই পশু এখন এই অভিপ্রায়ে এতদ্বিধ শব্দ উচ্চারণ করিতেছে, ইহা তাঁহারা তদুচ্চারিত-শব্দের প্রতি মনঃসংযম করিবামাত্র বুঝিতে পারেন।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্॥ ১৮॥

সংযম দ্বারা যখন চিত্তগত কর্ম্ম-সংস্কার সকল (ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপপুণ্য)

---

(১৭) শব্দঃ পদরূপোবাক্যরূপশ্চ বাগিন্দ্রিয়েণোৎপদ্যমানঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ। অর্থঃ তদ্বাচ্যোজাতিগুণক্রিয়াদিঃ। প্রত্যয়ঃ তদাকারা বুদ্ধিঃ। ভিন্নানামপ্যেতেষাং ব্যবহারকালে ইতরেতরাধ্যাসাৎ বুদ্ধ্যেকরূপতাসম্পাদনাদস্তি সঙ্করঃ সঙ্কীর্ণত্বম্। ন হি কশ্চিৎ গামানয়েত্যুক্তে গোলক্ষণমর্থং গোত্বজাত্যবচ্ছিন্নং সাস্নাদিমৎপিণ্ডরূপং শব্দং তদ্বাচকং জ্ঞানঞ্চ তদ্গ্রাহক-মিতি ভেদেনাঽধ্যবস্যতি। ন বাঽস্য গোশব্দোবাচকোঽয়ং গোশব্দস্য বাচ্যস্তয়োরিদং গ্রাহকং জ্ঞানমিতি ভেদেন ব্যবহরতি। অতএব তেষাং যঃ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং প্রবিভাগঃ বর্ণব্যঙ্গ্যং পদং পদব্যঙ্গ্যং বাক্যং শক্ত্যাদিবৃত্ত্যা বোধকমিতি শব্দতত্ত্বং অর্থোদ্রব্যগুণজাত্যাদির্বাচ্যো লক্ষ্যশ্চেত্যর্থতত্ত্বং শব্দজন্যোঽর্থবিষয়শ্চিত্তস্থপ্রত্যয় ইতি জ্ঞানতত্ত্বমিত্যেবংরূপঃ তত্র সংযমাৎ যোগিনাং সর্ব্বশব্দাদিবশীকারসূচকং সর্ব্বেষাং ভূতানাং পশুপক্ষ্যাদীনাং রুতং শব্দস্তত্র জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ইমমেবার্থমেতে বদন্তীতি যোগী জানাতীত্যর্থঃ।

(১৮) দ্বিধা খলু চিত্তস্য বাসনারূপাঃ সংস্কারা অনুভবজাঃ কর্ম্মজাশ্চ। তত্র অনুভবজাঃ

সাক্ষাৎকৃত হয়, যোগী তখন পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারেন। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

জীব পূর্ব্বজন্মে ও ইহজন্মে যে-কিছু কর্ম্ম করিয়াছে ও করিতেছে,—যে-কোন জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে ও করিতেছে,—যাহা কিছু অনুভব করিয়াছে ও করিতেছে,—সে সমস্তই তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে অতিসূক্ষ্মভাবে বীজে অঙ্কুরশক্তির ন্যায় অথবা বস্ত্রে রঞ্জন-রেখার ন্যায় কিংবা তাহাতে কুসুম-গন্ধসংক্রমণের ন্যায় থাকিয়া যাইতেছে ও স্থিত আছে। সেই থাকার নাম "বাসনা" ও "সংস্কার"। তন্মধ্যে যে সকল বাসনা জ্ঞানজ, অর্থাৎ যাহা কেবল অনুভবদ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে, সে সকল সংস্কারের স্মরণ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিপাক অর্থাৎ ফলাফল নাই। সেই সকল জ্ঞান-বাসনা হইতে কেবল স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ-নামক ক্লেশই জন্মে, অন্য কিছু জন্মে না। আর যাহা কর্ম্মজ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কার কর্ম্ম বা কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক উৎপাদিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মবাসনার বিপাক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ফল জন্ম, মরণ, আয়ুর্ভোগ, এবং তদনুগত সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রভৃতি। শাস্ত্রকারগণ এই শ্রেণীর সূক্ষ্মচিত্তধর্ম্মকে বা এই শ্রেণীর সংস্কারসমূহকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, দুরদৃষ্ট ও শুভাদৃষ্ট নাম প্রদান করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক চিত্তধর্ম্ম গুলি কোনও জীবের প্রত্যক্ষ (মানস প্রত্যক্ষ) হয় না। সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম যেমন প্রত্যেক জীবেরই প্রত্যক্ষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক সংস্কার গুলি কোন কালেই সেরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। কেবল ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে;—পরিণামশক্তি, চেষ্টাশক্তি, নিরোধশক্তি ও জীবনীশক্তি,—এ গুলিও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। এজন্য, গুরূপদেশ, অনুমান ও শাস্ত্রতত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত দ্বিবিধ সংস্কারের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে হয়,—পশ্চাৎ তদুভয়ের স্বরূপ অবধারণ করিতে হয়,—অনন্তর তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিতে হয়। সংযম যখন গাঢ় হয়, তখন, সহসা বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সংস্কার

স্মৃতিফলাঃ কর্ম্মজাস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ সুখদুঃখাদিফলাঃ। তেষু শ্রুতেষ্বনুমিতেষু বা সংযমেন সাক্ষাৎকৃতেষু তদ্ধেতুত্বেন স্বীয়পরকীয়পূর্ব্বজন্মপরম্পরাসাক্ষাৎকারোভবতি। পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তং স্মরতীত্যর্থঃ।

সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। চিত্তগত ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল সাক্ষাৎকৃত হইলেই তৎসঙ্গে পূর্ব্বজন্ম ও পূর্ব্বজন্মের ইতিবৃত্ত, সমস্তই প্রতিভাত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরূপদেশক্রমে চিত্ত-সংস্কারের প্রতি সংযম অর্থাৎ তদুদ্দেশে অগ্রে চিত্তধারণ, তৎপরে ধ্যান, তৎপরে সমাধি (তদেকতানতা) প্রয়োগ করিলে, ক্রমে সেই সেই সংস্কারের মূলীভূত পূর্ব্বানুভব সকল, পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল, যথাক্রমে স্মরণ হয়। পূর্ব্বে আমি ইহা এইরূপেই অনুভব করিয়াছিলাম,—পূর্ব্বে আমি ইহা এইরূপেই অনুষ্ঠান করিয়া ছিলাম,—ইত্যাদি প্রকার স্মরণ হইতে থাকে। স্মারক বস্তু উপস্থিত না থাকিলেও উক্ত প্রকার স্মৃতি কেবল সংযমের বলেই উপস্থিত হয়। তীব্রতম ভাবনার প্রভাবেই পূর্ব্বানুভূত কর্ম্মাদির প্রত্যেক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে। সংস্কার সকল উদ্বুদ্ধ বা বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। পুরাণে এ সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। যথা—

মহাযোগী ভগবান্ জৈগীষব্য সংযমদ্বারা আত্মনিষ্ঠ সংস্কার (আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম) সাক্ষাৎকার করিলে পর তাঁহার দশ কল্পের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল এবং তাঁহার বিবেক ও বিবেক-জনিত জ্ঞান হইয়াছিল। একদা আবদ্য-নামক জনৈক যোগী ভগবান্ জৈগীষব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি দশ মহাকল্প পর্য্যন্ত বার বার সুর-নর-তির্য্যক্-যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অথচ আপনার বুদ্ধি অভিভূত হয় নাই। এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার অনুভূত সেই সেই জন্মের মধ্যে আপনি কোন্ জন্মে অর্থাৎ কোন্ শরীরে কিরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, এবং কোন্ শরীরেই বা তদুভয়ের আধিক্য অনুভব করিয়াছেন। জৈগীষব্য বলিলেন, আয়ুষ্মন্! আমি বার বার দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি হইয়া যে-কিছু অনুভব করিয়াছি, সে সমস্তই দুঃখ, তাহার একটীও সুখ নহে। আবদ্য বলিলেন, তবে কি প্রকৃতিবশিত্ব(ঈশ্বরক্ষমতাতুল্য ক্ষমতা)ও সুখ নহে? যাহার প্রভাবে লোকের ইচ্ছামাত্রেই দিব্য ও অক্ষয় ভোগ সকল উপস্থিত হয়,—তাহাও কি আপনার নিকট সুখ বলিয়া গণ্য নহে? ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন, প্রকৃতিবশ্যতা সুখ বটে; পরন্তু তাহা লোকসাধারণে পরিচিত সুখ অর্থাৎ লৌকিক সুখ অপেক্ষা উত্তম, কিন্তু কৈবল্য অপেক্ষা উত্তম নহে। কৈবল্যের

সহিত তুলনা করিলে তাহা দুঃখ বলিয়াই বিবেচিত হয়, সুখ বলিয়া জ্ঞান হয় না। জীবের তৃষ্ণাসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই দুঃখ; কিন্তু তৃষ্ণাচ্ছেদ হইতে যে কৈবল্যলাভ হয়, বস্তুতঃ তাহাই অনুত্তম সুখ, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ আর নাই। এই আখ্যায়িকার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যোগী যেন পূর্ব্বজন্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে হতাশ্বাস না হন; সংযমদ্বারা সংস্কার সাক্ষাৎকার করিতে পারিলেই তিনি পূর্ব্বজন্মপরম্পরা জানিতে পারিবেন।

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

পর-মুখের ভাব ভঙ্গী কি অন্য কোনরূপ চিহ্ন দেখিয়া তাহার চিত্ত কি প্রকার? তাহা অনুমানদ্বারা গ্রহণ করিবে; অনন্তর তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিবে। করিলে তাহার চিত্ত কিরূপ? তাহা জানা যাইবে।

ন চ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

সংস্কার-সাক্ষাৎকার হইলে পরচিত্তজ্ঞান হয় বটে; পরন্তু তাহার আলম্বন গুলির অর্থাৎ সে তখন যাহা যাহা ভাবিতেছে সে গুলির জ্ঞান হয় না। কেন-না সে সকল বিষয় তাহার তাৎকালিক-সংযমের অবিষয়। তিনি তখন সংস্কারের প্রতিই সংযম করিয়াছিলেন; অন্য কিছুতে করেন নাই; সুতরাং সে যাহা ভাবিতেছে যোগী তাহা জানিতে পারেন না। সে সকল জানিবার জন্য পৃথক্ প্রণিধানের বা সংযমের আবশ্যক আছে।

বস্তুতঃ মুখবিকাশাদি দেখিয়া তাহার চিত্ত কিছু ভাবিতেছে কি না এতাবন্মাত্র জানা যায়; পরন্তু কি ভাবিতেছে তাহা জানা যায় না। কেন না তাহার ভাব্যবস্তু (যাহা ভাবিতেছে তাহা) তখন ধ্যানের বিষয় হয় না। ধ্যানের বিষয় হয় না বলিয়াই তাহা প্রত্যক্ষগোচরে আইসে না।

---

(১৯) প্রত্যয়শ্চিত্তং পরচিত্তম্। তস্য সংযমেন সাক্ষাৎকরণাৎ তস্য পরচিত্তস্য জ্ঞানং সাক্ষাকারোভবতীতি শেষঃ। কেন চিৎ মুখরাগাদিনা লিঙ্গেন পরচিত্তং গৃহীত্বা তত্র চেৎ সংযমঃ ক্রিয়তে তর্হি তৎসাক্ষাৎকারোভবতীতি তাৎপর্য্যম্।

(২০) চ ত্বর্থে। ন তু পরচিত্তং সালম্বনং আলম্বনেন সহিতং সাক্ষাৎ ক্রিয়তে। কস্মাৎ? তস্য আলম্বনস্য তদা যোগিচিত্তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ অজ্ঞাতত্বাদিত্যর্থঃ। অতঃ সংযমেন পরস্য চিত্তমাত্রং সাক্ষাৎকৃত্য অস্যেদানীং কিমালম্বনমিতি স্বচিত্তং যদা প্রণিধীয়তে যোগী তদৈব তস্য তাৎকালিকমালম্বনং প্রতিভাতি।

সুতরাং অগ্রে চিত্ত-মাত্র গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ অনুমানদ্বারা চিত্তের সাধারণ-অবস্থা বুঝিয়া লইবে; পশ্চাৎ তাহাতে মনঃসংযম বা প্রণিধান প্রয়োগ করিবে। যখন দেখিবে যে, তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইতেছে, তখন তাহার আলম্বন জানিবার জন্য, অর্থাৎ সে কি ভাবিতেছে তাহা জানিবার জন্য, "কি ভাবিতেছে?" এতদ্বিধ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিবে। করিলে তাহার চিত্তের আলম্বনগুলিও প্রত্যক্ষ পথে আসিবে। সে যাহা ভাবিতেছে তাহা ঠিক্ জানিতে পারিবে।

কায়রূপসংযমাত্তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ-
প্রকাশাসংযোগেঽন্তর্ধানম্ ॥ ২১ ॥

কায়াগতরূপে সংযম প্রয়োগ করিলে তাহার গ্রাহ্য-শক্তি স্তম্ভিত এবং চাক্ষুষ-আলোকের সহিত তাহার অসংযোগ হয়; সুতরাং উক্ত দ্বিবিধ কারণে যোগীর অন্তর্ধান সিদ্ধি জন্মে।

এই ভৌতিক কায়া, ইহাতে রূপ (রঙ্) আছে বলিয়াই ইহা চক্ষুর্গ্রাহ্য হয়, যাহাতে রূপ নাই তাহা কেহ দেখিতে পায় না; এবং যাহার চক্ষু নাই, অথবা যাহার চক্ষুতে রূপগ্রহণসামর্থ্য বা সাত্ত্বিক আলোক নাই, সেও দেখিতে পায় না। চক্ষুস্থ সাত্ত্বিক আলোক বা চাক্ষুষ-জ্যোতি যদি বস্তু-রূপের সহিত সংযুক্ত হয়, তবেই দেখা যায়, নচেৎ দেখা যায় না। সেই জন্যই চক্ষু ঢাকিলে দেখা যায় না, বস্তু ঢাকিলেও দেখা যায় না। এখন বিবেচনা কর, চক্ষুকে কিংবা বস্তুর রূপকে কোন পার্থিব বস্তুর দ্বারা আচ্ছন্ন না করিয়া, কৌশলে যদি দ্রষ্টার চাক্ষুষ-আলোক'কে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়া যায়, এই দৃশ্য দেহের রূপের সহিত তাহার অসংযোগ বা সংযোগ হইবার প্রতি-বন্ধক উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, অবশ্যই সে-দ্রষ্টার সে-চক্ষু আর সে বস্তু বা সে দেহ দেখিতে পাইবে না; যদি দেখে ত ভ্রম দেখিবে। ধাঁধাঁ লাগা, বিপরীত দেখা, কিছুই না দেখা, উক্তপ্রকার কারণেই ঘটিয়া থাকে। যোগীরাও উক্তবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া জনসমক্ষে অন্তর্হিত হইয়া

---

(২১) পঞ্চাত্মকঃ কায়ঃ। স চ রূপবত্তয়া চাক্ষুষোভবতি। তত্র যদা রূপে সংযম-বিশেষঃ ক্রিয়তে নাস্ত্যস্মিন্ কায়ে রূপমিতি তদা তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিঃ রূপবৎকায়প্রত্যক্ষতাহেতুঃ

থাকেন। প্রথমতঃ তাঁহারা স্বকীয়-কায়া-গত-রূপের প্রতি, চক্ষুর্গ্রাহ্যগুণের প্রতি, নিষেধ-মুখ-সংযম প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ আমার এ শরীরে রূপ নাই, এতৎপ্রকার ধ্যানপ্রবাহ উত্থাপিত করেন। তাঁহাদের সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিসম্পন্ন দৃঢ় ভাবনার তেজে দর্শকের চক্ষু মুগ্ধ হইয়া যায়, রূপগ্রহণশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়, ধাঁধাঁ লাগার ন্যায় কি এক প্রকার অনির্ব্বাচ্য দশা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ দর্শকগণের চাক্ষুস আলোক তখন যোগি কায়ার রূপে গিয়া সংযুক্ত হইতে পারে না; সুতরাং তিনি তখন অদৃশ্য হন, অন্তর্হিত হইয়াছেন বলিয়া প্রখ্যাত হন। পূর্ব্বকালের যোগীরা দর্শকের চাক্ষুষজ্যোতি স্তম্ভিত করিয়া অদৃশ্য হইতেন, এবং বিবিধ অদ্ভুত দৃশ্যও দেখাইতেন। ইঁহারাই ইন্দ্রজাল প্রভৃতির আদি গুরু। এই কার্য্য শিখিতে হইলে অগ্রে চক্ষুস্থ রূপবাহী শিরা প্রশিরা সকল জানিতে হয়, না জানিলে অন্তর্ধান শিক্ষা হয় না। অন্তর্ধান শিক্ষার উপযুক্ত শিরাতত্ত্ব অতীব দুর্বিজ্ঞেয়।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্ ॥ ২২ ॥

উল্লিখিত রূপান্তর্ধান নির্ণয়ের দ্বারা শব্দাদি-অন্তর্ধানও বলা হইল, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ রূপসংযমদ্বারা যেমন রূপান্তর্ধান সিদ্ধি হয়, তেমনি শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধবিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা যথাক্রমে শব্দান্তর্ধান, স্পর্শান্তর্ধান, রসান্তর্ধান ও গন্ধান্তর্ধান সিদ্ধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, উক্তবিধ সিদ্ধ পুরুষেরা কথা কহিলেও তাহা শুনা যায় না, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করাও যায় না, তাঁহাদের শরীর লেহন করা যায় না, এবং তাঁহাদের গাত্রগন্ধও পাওয়া যায় না।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎ-
সংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২৩ ॥

কর্ম্ম দুই প্রকার। সোপক্রম (যাহার ফল আরম্ভ হইয়াছে) ও নিরুপ-

স্তভ্যতে। পরকীয়চক্ষুঃ প্রকাশেনাসংযোগোজায়ত ইত্যর্থঃ। সতি চ তস্মিন্নন্তর্ধানং পরকীয়চক্ষুর্জ্ঞানাবিষয়ত্বং যোগিকায়স্য ভবতীতি শেষঃ।

(২২) এতেন রূপান্তর্ধানকথনেন তৎপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ। শব্দাদীনাং শ্রোত্রাদিগ্রাহ্যগুণানামন্তর্ধানং পরাগ্রাহ্যতা সিধ্যতীত্যুক্তং ভবতীত্যর্থঃ।

ক্রম (যাহা তুষ্ণীম্ভাবে আছে)। এই দ্বিবিধ কর্ম্মের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে অপরান্তজ্ঞান অর্থাৎ মৃত্যু-বিষয়ক-জ্ঞান জন্মে। অথবা অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ সকল জানা যায়, তাহা হইতে মরণ দিনও জানা যায়।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম, যাহা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়, ইহ শরীরে তাহা দ্বিধাভাবে অবস্থিত আছে। এক সোপক্রম; অপর নিরুপক্রম। যাহা ফল দিতেছে বা যাহার বিপাক আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ যৎপ্রভাবে এই ভৌতিক-দেহ হইয়াছে এবং দেহানুরূপ সুখদুঃখাদি হইতেছে, তাহার নাম সোপক্রম। আর যাহা এখন নির্ব্যাপার আছে, ফলপ্রদানার্থ উন্মুখ হয় নাই, যাহা কোন ভবিষ্যৎকালে গিয়া ফল প্রদান করিবে, সে সকল কর্ম্মের নাম নিরুপক্রম। যোগী যখন ঈদৃশ দ্বিবিধ কর্ম্মের প্রতি মনঃপ্রণিধান করেন, সংযম প্রয়োগ করেন, কোন্ কর্ম্ম ফলবান্ হইয়াছে—কোন কর্ম্মই বা অচিরাৎ ফল উৎপাদন করিবে—কোন্ কর্ম্ম দীর্ঘকাল পরে ফলোন্মুখ হইবে—অন্যান্য মনোবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক কেবল এতাবন্মাত্রই ধ্যান করেন,—চিন্তা করেন,—ধ্যান সুদৃঢ় হইলে তদ্বলে তাঁহার অপরান্তজ্ঞান জন্মে। অপরান্ত অর্থাৎ আয়ুর্বিপাকের অবসান কাল। ইহার অন্য নাম মরণ। কর্ম্ম-সংযমী যোগী তখন আপনার দেহপাতের কাল ও স্থানাদি নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারেন। ঠিক্ অমুক সময়ে অমুক স্থানে ও অমুক প্রকারে আমার মরণ হইবে, ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারেন। কোন কোন যোগী সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত প্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না বটে; পরন্তু অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্ব-চিহ্ন সকল দেখিতে পান। সুতরাং অরিষ্টচিহ্ন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ

(২৩) পূর্ব্বজন্মকৃতমিদানীং স্থিতং কর্ম্ম দ্বিবিধম্। সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ। উপক্রমঃ প্রারম্ভস্তৎসহিতং সোপক্রমম্। ফলদানব্যাপারযুক্তং শীঘ্রবিপাকমৎসোপক্রমম্। নিরুপক্রমং তদ্বিপরীতম্। কালান্তরে ফলপ্রদমিদানীঞ্চ নির্ব্যাপারতয়া স্থিতং চিরবিপাকমিতি যাবৎ। এতস্মিন্ দ্বিবিধে কর্ম্মণি যঃ সংযমং করোতি তস্য যোগিনোঽপরান্তঃ পরস্য প্রজাপতেরন্তোঽবসানং মহাপ্রলয়স্তদন্যেষামন্তোমরণং তস্মিন্ জ্ঞানং তদ্বিষয়কং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। অমুষ্মিন্ দেশে কালে চ মম মরণং ভবিষ্যতীত্যেবং সাক্ষাৎকারোভবতীত্যর্থঃ। অরিষ্টানি মরণজ্ঞাপকানি চিহ্নানি। তেভ্যোবা মরণজ্ঞানং ভবতীতি বা-শব্দঃ পক্ষান্তরদ্যোতকঃ।

সকল জ্ঞাত হইয়া তদ্দারা আপনার মরণকাল অবধারণ করিতে পারেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কি কি চিহ্ন আবির্ভূত হয়? তাহা পরিশিষ্টে বলা হইবে।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা নামক মনোভাব-বিশেষের প্রতি সংযমী হইলে, সেই সেই ভাবের উৎকর্ষতা জন্মে। যোগী তখন সেই সেই ভাবে বলীয়ান্ হন। অর্থাৎ মৈত্রীবল, করুণাবল ও মুদিতাবল প্রাপ্ত হন। ভাব-বলে বলীয়ান্ হইতে পারিলেই প্রাণিমাত্রের সুখদাতা ও সুহৃৎ হওয়া যায়, এবং ইচ্ছামাত্রেই দুঃখিত-জীবের দুঃখোদ্ধার করা যায়।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥

যোগী সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, হস্তী, হনুমান্, গরুড় ও বায়ু প্রভৃতি বলশালীর বলে চিত্তসংযম করিয়া, অর্থাৎ চিত্তকে তন্ময়ীভাবে পরিপূরিত করিয়া, সেই সেই বলিষ্ঠ জীবের বা সেই বলিষ্ঠ দেবতার বলে বলীয়ান্ হন। চিত্তে যদি সিংহ-বল আবিষ্ট হয়-ত শরীরও সিংহবলে বলীয়ান্ হইবে। বায়ু-বল পরিপূরিত হয়-ত বায়ুতুল্য বলশালী হইবে। শরীরের কোন বল নাই, চিত্তের বলই বল, চিত্তের বলেই শরীর বলিষ্ঠের ন্যায় কার্য্য করে; সুতরাং চিত্তে যদি যোগবলে হস্তিবল আহরণ করা যায় ত অবশ্যই তাহার শরীরে হস্তিতুল্য বল আগত বা আবিষ্ট হইবে।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্মতী নামক প্রবৃত্তির আলোক'কে অর্থাৎ অন্তঃকরণের সারস্বরূপ সাত্ত্বিক-প্রকাশ'কে যদি সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্টপদার্থে ন্যস্ত করা যায়, প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সে সমস্তই প্রত্যক্ষ হয়।

(২৪) মৈত্রীকরুণামুদিতাখ্যাস্তিস্রো ভাবনা উক্তাঃ। তাসু সংযমং বিধায় বলানি তত্তৎ বিষয়বীর্য্যাণি লভন্তে যোগিনঃ। যোগী তৈরেব প্রাণিমাত্রস্য সুখদঃ সুহৃৎ দুঃখাচ্চোদ্ধর্ত্তা ভবত্যপক্ষপাতী চ স্য'দিতি ফলিতার্থঃ।

(২৫) বলেষু হস্ত্যাদিবলেষু।' হস্তিবলে বায়ুবলে সিংহবীর্য্যে বা তন্ময়ীভাবেন সংযমং বিধায় যোগী তত্তৎসামর্থ্যবান্ ভবতীত্যর্থঃ।

(২৬) প্রবৃত্তিঃ জ্যোতিষ্মতীপ্রবৃত্তির্যা পূর্ব্বমুক্তা সা। তস্যা য আলোকঃ সাত্ত্বিক-প্রকাশপ্রসরঃ সর্ব্বতোবিপ্রসৃতং নির্ম্মলং বুদ্ধিসত্ত্বমিতি যাবৎ। তস্য সূক্ষ্মে পরমাণ্বাদৌ

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি কি? তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেটী আর কিছুই না, সেটী একপ্রকার প্রজ্ঞা। তাহার আলোক কি?-না একপ্রকার উৎকৃষ্টতম প্রকাশ। ইহাকে যৎপরোনাস্তি-উৎকর্ষ-প্রাপ্ত জ্ঞান বলিলেও বলা যায়। এই জ্ঞান যোগানুষ্ঠান হইতেই জন্মে, অন্য কোন উপায়ে জন্মে না। এই সাত্ত্বিক-প্রকাশ'কে, এই যোগজ-প্রজ্ঞাকে, যোগ শাস্ত্রানুসারে ও এ যোগীদিগের উপদেশ অনুসারে সূক্ষ্মে অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি ক্ষুদ্রতম পদার্থে, ব্যবহিতে অর্থাৎ ভূমধ্যস্থ বা পর্ব্বতান্তর্বর্ত্তী অথবা অন্য কোন ব্যবধানযুক্ত বস্তুতে, বিপ্রকৃষ্টে অর্থাৎ দূরবর্ত্তী পদার্থে ন্যস্ত করা যায়, প্রযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে, সেই সেই সূক্ষ্ম, সেই সেই ব্যবহিত ও সেই সেই বিপ্রকৃষ্ট বস্তু সকল যথাযথরূপে প্রকাশ পায়। বস্তু যেমন চাক্ষুষালোক-সংযোগে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, জ্যোতিষ্মতী-আলোক সংযোগেও প্রকাশিত হয়। ফলিতার্থ এই যে, হৃদয়ে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বা সাত্ত্বিকালোক প্রোজ্জ্বলিত হইলে অন্তঃকরণমধ্যে এমন এক অনন্যসাধারণ জ্ঞান-শক্তি বা প্রকাশশক্তি জন্মে যে তদ্দ্বারা তাঁহারা যেখানে যাহা থাকুক—সমস্তই দেখিতে পান। এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি আর পুরাণোক্ত দিব্যচক্ষু তুল্য কথা।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৭॥

সূর্য্যে চিত্তসংযম করিলে ভুবনকোষ জানা যায়।

ঐ যে দেদীপ্যমান তেজোমণ্ডল—যাহাকে আমরা মার্ত্তণ্ডমণ্ডল ও সূর্য্য নাম দিয়া উল্লেখ করিতেছি,—যোগী উহাতে সুষুম্নানাড়ী সংযুক্ত করিয়া,—সমাহিত হন। এ নিমিত্ত উহার নাম "সুষুম্নদ্বার" এবং সুষুম্না নাড়ীর নাম "সূর্য্যদ্বার"। যোগী ঐ ভৌতিক জ্যোতিতে চিত্তসংযম করিয়া যত দূর উহার আলোক প্রসারিত হয়—ততদূরই জানিতে পারেন। সূর্য্যালোক যত দূর

ব্যবহিতে ভূম্যাদ্যন্তর্গতাদৌ বিপ্রকৃষ্টে মেরুপার্শ্বস্থাদৌ ন্যাসাৎ প্রক্ষেপাৎ তদ্বাসিতানাং তত্তদ্-দ্রব্যাণাং ভাবনাদিত্যর্থঃ, তেষাং সূক্ষ্মাদীনাং জ্ঞানং সাক্ষাৎকারোভবতীতি বাক্যশেষঃ।

(২৭) সূর্য্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে সুষুম্নাদিদ্বারকে সংযমাৎ সংযমং কৃত্বা যোগী ভুবনজ্ঞানং ভূরাদিসপ্তলোকান্তর্গতচতুর্দ্দশভুবনবিষয়কং জ্ঞানং লভত ইতি পূরণীয়ম্। স্বভাবত এব হি

ঊর্দ্ধাধোগতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়—তত দূরই ভুবনকোষ; সুতরাং তাঁহারা ভুবনকোষ জানেন। ভুবনকোষের প্রস্তার অর্থাৎ বিন্যাসপরিপাটী এইরূপঃ—

সপ্ত লোক। তন্মধ্যে অবীচি (নিম্নতম নরকস্থান) হইতে মেরু-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূলোক, অর্থাৎ পৃথিবীলোক। পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে ধ্রুব-পর্য্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্রতারকারাজিবিরাজিত অস্মদাদির দৃষ্টিতে যে অবকাশময় স্থানবিশেষ দৃষ্ট হয়—উহার নাম ভুবর্লোক, অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক। তদূর্দ্ধে পাঁচ প্রকার স্বর্গলোক। তাহার প্রথমে মহেন্দ্রলোক, ঊর্দ্ধে মহর্লোক। মহর্লোকের ঊর্দ্ধে প্রজাপতিলোক। ইহারই অন্য নাম ব্রহ্মলোক। এই ব্রহ্মলোক তিন্ ভাগে বিভক্ত। জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এই সপ্তলোকসমষ্টির নাম "ভুবন"।

প্রথমোক্ত অবীচি স্থানটী পৃথিবীর অন্তর্গত, পরন্ত তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নীচ বা নরক। অবীচিই নিম্নতম বা প্রথমতম নীচ নরক। তদূর্দ্ধে যথাক্রমে আরও ছয়টী নরকস্থান আছে। তত্তাবতের নাম মৃত্তিকাস্থান, জলস্থান, অগ্নিস্থান, বায়ুস্থান, আকাশস্থান ও অন্ধকারময় মহাকাশস্থান। এই সকল স্থান'কেই শাস্ত্রলেখকেরা অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধ-তামিস্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ইহাদের পরিবার স্বরূপ উপনরকও অনেক আছে। এই সকল নরকস্থান অতিক্রম করিলে, অর্থাৎ প্রোক্তস্থানের ঊর্দ্ধে যথাক্রমে মহাতল, রসাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল ও পাতাল,—এই সপ্তবিধ পাতাল-লোক আছে। এ সমস্তই দৃশ্য পৃথিবীর অন্তর্ভূত। পাতাল-স্থান সমাপ্ত হইলেই পৃথিবীলোক, অর্থাৎ পাতাল স্থানের ঊর্দ্ধতম ভূ-পৃষ্ঠ-নামক স্থানটীই পৃথিবীলোক বলিয়া পরিচিত। এই পৃথিবীলোকে প্রধানতম সাতটী মহাদ্বীপ ও সাতটী মহাসমুদ্র বিরাজ করি-তেছে। ইহার ঊর্দ্ধে ধ্রুবস্থান পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষ লোক। এই লোকেও অসংখ্য জীব বাস করিতেছে। এতদূর্দ্ধে মহেন্দ্রলোক। ইহাতেও অসংখ্য অসংখ্য উত্তমোত্তম প্রাণিসকল বাস করিতেছেন। এই মহেন্দ্রলোকে ছয় প্রকার দেব-

বিশ্বপ্রকাশনসমর্থং বুদ্ধিসত্ত্বং তমোমলাবৃতং সৎ রজসা যত্রযত্রোদ্ঘাট্যতে তত্তদেব প্রকাশয়তি ন তু্গৎ, সূর্য্যাদ্বারোদ্ঘাটিতস্তু তৎ ভুবনমেব প্রকাশয়তীতি তাৎপর্য্যমুন্নেয়ম্।

জাতি বাস করেন। যথা—ত্রিদশ (১), অগ্নিষ্বাত্ত (২), যাম্য (৩), তুষিত (৪), অপরিনির্ম্মিতবশী (৫) এবং পরিনির্ম্মিতবশী (৬)। এই ছয় শ্রেণী দেবজাতির মধ্যে সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ (যাঁহারা সঙ্কল্প অর্থাৎ বিশুদ্ধ ইচ্ছার দ্বারা আপন আপন ভোগ্য লাভ করেন—তাঁহাদিগকে সঙ্কল্পসিদ্ধ বলা যায়), সকলেই অণিমাদি-ঐশ্বর্য্য-যুক্ত, কল্পায়ু (এক কল্প জীবিত থাকেন), মনুষ্যগণের পূজনীয় এবং ঔপপাদিক-দেহ অর্থাৎ ইঁহাদের দেহ মাতৃপিতৃ-সংযোগাধীন উৎপন্ন নহে, পূর্ব্বার্জিতধর্ম্মের প্রভাবেই সমুৎপন্ন। ধর্ম্মের তেজেই সুসংস্কৃত ও পবিত্র ভৌতিক অণু সকল ইঁহাদের সেই পবিত্রতম দেহ উৎপাদন করিয়াছে এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের সেই নির্ম্মল, লঘু ও সূক্ষ্মতম ঔপপাদিক দেহকে অনির্ম্মল অর্থাৎ মলিনদেহ মনুষ্যেরা দেখিতে পায় না।

তদূর্দ্ধে যে মহর্লোকের কথা বলা হইয়াছে, সেস্থানেও পাঁচ শ্রেণীর বা পাঁচ প্রকার দেবতা বাস করিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর নাম যথাক্রমে কুমুদ, (১) ঋভব, (২) প্রতর্দ্দন, (৩) অজনাভ (৪) ও প্রচিতাভ (৫)। ইঁহারা সকলেই মহাভূতবশী অর্থাৎ মহাভূত বা সূক্ষ্মভূত সকল ইঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে বশীভূত। ইঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, মহাভূত সকল তন্মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহাদের নিকট অর্পণ করে; অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছার প্রভাবেই মহাভূত সকল তত্তদাকারে পরিণত হয়। ইঁহারা অস্মদাদির ন্যায় আহার করেন না; ভোগ্য বস্তুর ধ্যান ও পরিদর্শন করিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত ও পরিপুষ্ট হন। ইঁহাদের আয়ু সহস্রকল্প।

তদূর্দ্ধে ব্রহ্মার জন-নামক প্রথম লোক। এ লোকেও চারি প্রকার দেবজাতি বাস করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জাতির নাম যথাক্রমে ব্রহ্মপুরোহিত (১), ব্রহ্মকায়িক (২), ব্রহ্মমহাকায়িক (৩), এবং অমর (৪) ইঁহারা সকলেই মহাভূত ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া অপার আনন্দে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের আয়ুষ্কাল পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। তদূর্দ্ধে ব্রহ্মার তপোনামক দ্বিতীয় লোক। এই দ্বিতীয়লোকে তিন প্রকার দেবজাতি বাস করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জাতির নাম যথাক্রমে অভাস্বর (১), মহাভাস্বর (২), এবং সত্যমহাভাস্বর (৩)। মহাভূত, ইন্দ্রিয় ও মূলপ্রকৃতি ইঁহাদের বশীভূত আছে। ইঁহাদের আয়ুষ্কাল পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। ইঁহারা সকলেই ধ্যান

তৃপ্ত ও অব্যাহতজ্ঞানসম্পন্ন। অবীচি হইতে তপোলোক পর্য্যন্ত ইঁহারা জ্ঞাত আছেন, কেবল সত্যলোকবিষয়ে ইঁহারা অনভিজ্ঞ। সত্যলোকটী ব্রহ্মার তৃতীয় লোক, এই তৃতীয়লোকে ব্রহ্মা নিয়ত বাস করেন। এ স্থানেও চতুর্ব্বিধ দেবজাতি বাস করিতেছেন। তাঁহাদের জাতীয় নাম অচ্যুত (১), শুদ্ধনিবাস (২), সত্যভা (৩), এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞী (৪)। অথবা অকৃত-ভবনন্যাস, স্বপ্রতিষ্ঠ, উপরিস্থ ও প্রধানবশী। ইঁহাদের আয়ু ও ক্ষমতা ব্রহ্মার সমতুল্য। অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, এবং ব্রহ্মার ন্যায় নূতন নূতন সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

নিম্নতম অবীচিস্থান হইতে ব্রহ্মলোকান্ত ভুবনকোষ বর্ণিত হইল। যোগিগণ সূর্য্যসংযমদ্বারা এবংবিধ ভুবনকোষ অর্থাৎ কথিতপ্রকারের সপ্ত মহা লোক ও তদন্তর্গত জীবাজীব বস্তু সকল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। যাঁহারা যোগী নহেন, সূর্য্যসংযম জানেন না, তাঁহারা উডুম্বর-মশকের ন্যায় বা কূপ-মণ্ডূকের ন্যায় জন্মস্থানমাত্র জানিতে পারেন, অন্য কিছুই জানিতে পারেন না।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রে চিত্তসংযম করিলে তদ্দ্বারা তারামণ্ডলের যথার্থতত্ত্ব প্রতিভাত হয়।

সূর্য্যসংযম দ্বারা ভুবন সন্নিবেশ জানা যায় বটে; পরন্তু তদ্দ্বারা তারা ব্যূহের অর্থাৎ তারকাগণের সংস্থান বা সন্নিবেশপ্রকার জানা যায় না। তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যালোকে নাক্ষত্রিক তেজ অভিভূত থাকে, সুতরাং তৎকালে নাক্ষত্রিক-সংস্থানের প্রতি সংযমসিদ্ধির বাধা জন্মে; কাযে কাযেই চন্দ্রমণ্ডলে কৃতসংযমী হইয়া নাক্ষত্রিক সংস্থান জানিতে হয়।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ধ্রুব-তারায় কৃতসংযমী হইলে তারকাগণের গতি জ্ঞাত হওয়া যায়। চন্দ্র-সংযমদ্বারা নক্ষত্রগণের সন্নিবেশ মাত্র জানা যায়, গতি জানা যায় না। সুতরাং তাহাদের গতি জানিবার জন্য ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম করিতে হয়। নিশ্চলজ্যোতি-

(২৮) চন্দ্রে সংযমং কৃত্বা তারাণাং ব্যূহং বিশিষ্টসন্নিবেশং বিজানীয়াৎ। সূর্য্যপ্রকাশেন নক্ষত্রাণামভিভূততেজস্থাৎ সূর্য্যসংযমাত্তজ্জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি পৃথগুপদেশঃ।

(২৯) ধ্রুবে নিশ্চলতারকে সংযমাৎ তাসাং তারকাণাং গতিং বিজানাতি।

ক্ষের মধ্যে যে-টী প্রধান, সেইটীর নাম "ধ্রুব"। যোগিগণ সেই ধ্রুব-নক্ষত্রে সংযম প্রয়োগ করিয়া নাক্ষত্রিকী গতি জানিয়া থাকেন। যে গ্রহের সহিত যে নক্ষত্রের যেরূপ সম্বন্ধ এবং যে যে-পর্য্যন্ত গতিবিধি করে—যোগিগণ সে সমস্তই সংযমবলে জানিতে পারেন। এপর্য্যন্ত যে কিছু বলা হইল—সমস্তই বাহ্যসিদ্ধি। আধ্যাত্মিক-সিদ্ধি কিরূপ ও কত প্রকার? তাহা শুনুন।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ৩০ ॥

শরীরের ঠিক্ মধ্যস্থলে নাভিচক্র অর্থাৎ নাড়ীমণ্ডল আছে। যোগী সেই নাড়ীমণ্ডলে বা নাভিচক্রে সংযম প্রয়োগ করিয়া কায়ব্যূহ অর্থাৎ শারীরিক সংস্থান (শরীরের কোথায় কি আছে তাহা) জ্ঞাত হইয়া থাকেন।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥

জিহ্বাতন্তুর মূলে অর্থাৎ গলগহ্বরে যে কণ্ঠনামক কূপাকার স্থান আছে, সেই স্থানে প্রাণবায়ুর সজ্ঘর্ষ হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভূত হয়। যোগী যখন উক্তস্থানে সংযম প্রয়োগ করিয়া সমাহিত হন—তখন তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না।

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩২ ॥

কণ্ঠকূপের নীচে ও উরঃপ্রদেশে কূর্ম্ম-নামক নাড়ী আছে। এই নাড়ী অত্যন্ত দৃঢ়া। তন্মধ্যে চিত্তসংযম করিলে শরীরের ও মনের স্থিরতা জন্মে। চিত্ত যদি সেই কূর্ম্মনাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে শরীর ও মন নিশ্চয়ই স্থির থাকিবে।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

(৩০) কায়স্য মধ্যভাগে যন্নাভিসংজ্ঞকং চক্রং তত্র সংযমং বিধায় যোগী কায়স্য-শরীরস্য ব্যূহং সন্নিবেশপ্রকারং বিজানাতি।

(৩১) কণ্ঠে গলে জিহ্বায়া মূলে জিহ্বাতন্তোরধস্তাদিত্যর্থঃ, কূপঃ গর্ত্তাকারপ্রদেশঃ, তত্র সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসাদয়োনিবর্ত্তন্তে।

(৩২) কণ্ঠকূপস্যাধস্তাদুরসি সুদৃঢ়া কূর্ম্মনাড়ী। তস্যাং কৃতসংযমস্য তৎপ্রবিষ্টচিত্তস্য যোগিনঃ স্থৈর্য্যং কায়চিত্তযোর্নিশ্চলত্বং সিধ্যতি।

(৩৩) মূর্দ্ধনি যৎ জ্যোতিঃ সাত্ত্বিকপ্রকাশঃ তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং দ্যাবাপৃথিব্যো-

মূর্দ্ধস্থিত তেজ-বিশেষে কৃতসংযমী হইলে সিদ্ধপুরুষ দর্শন হয় এবং তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করাও যায়।

মূর্দ্ধ অর্থাৎ মস্তক-কপালের (মাথার খুলির) ঠিক মধ্যস্থলে ব্রহ্মরন্ধ্র-নামক একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা হৃদয়স্থ সাত্ত্বিক জ্যোতি (বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশ) সেই স্থানে গিয়া পিণ্ডিত হইতেছে। গৃহমধ্যে কোন ভাস্বর মণি থাকিলে, তাহার ভাস্বরপ্রভা, প্রকাশ বা আলোক যেমন গৃহের ঊর্দ্ধ ছিদ্রে গিয়া পিণ্ডিত হয়, তদ্রূপ, হৃদয়স্থ (মতান্তরে মস্তিষ্ক-গত) সাত্ত্বিক প্রকাশ (চিত্তের প্রকাশ শক্তি) প্রসৃত হইয়া বা নাড়ীপথে বাহিত হইয়া সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া পিণ্ডিত হয়। যোগিগণ সেই পিণ্ডিত ভাস্বর মূর্দ্ধ-জ্যোতিতে সংযমপ্রয়োগ করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তরালবাসী সিদ্ধপুরুষ-দিগকে অর্থাৎ অদৃশ্যচর মহাত্মাদিগকে সন্দর্শন করেন, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনও করেন। অন্য প্রাণীরা সেই সকল দিব্যপুরুষদিগকে দেখিতে পায় না, তাঁহাদের অস্তিত্বও জ্ঞাত নহে।

প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৪ ॥

যোগী প্রতিভার প্রতি চিত্তসংযম করিয়া সমস্তই বিদিত হইতে পারেন।

কখন কখন সূচকদর্শন অথবা সম্বন্ধজ্ঞান হইবামাত্র মনোমধ্যে যে সহসা এক প্রকার যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাদৃশ যথার্থজ্ঞানের নাম "প্রতিভা"। নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি-বিশেষকেও প্রতিভা বলে। শাস্ত্রকারের প্রতিভা শব্দের পরিবর্ত্তে "ঊহ" শব্দও ব্যবহার করেন। যোগিগণ সেই ঊহ-জ্ঞানে অর্থাৎ প্রাতিভ-জ্ঞানে চিত্তসংযম করিয়া তাহা হইতে অন্য এক

রন্তরালবর্ত্তিনাং দিব্যপুরুষানামিতরপ্রাণিভিরদৃশ্যানাং দর্শনং সাক্ষাৎকারোভবতি। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—শিরঃকপালে ব্রহ্মরন্ধ্রাখ্যং ছিদ্রমস্তি। যথা গৃহাভ্যন্তরস্থমণেঃ প্রচরন্তী প্রভা কুঞ্চিতা তদ্বিবরপ্রদেশে সংঘটতে তথা হৃদয়স্থঃ সাত্ত্বিকপ্রকাশঃ সুষুম্নযোগাৎ বিপ্রসৃতস্তত্রৈব পিণ্ডিতত্বং প্রাপ্নোতি। তদেব মূর্দ্ধজ্যোতিরিত্যাখ্যায়তেযোগিভিঃ। যদৈতজ্জ্যোতিঃ সংযমেন সাক্ষাৎক্রিয়তে তদা দিব্যপুরুষদর্শনম্ভবতি।

(৩৪) প্রতিভা ঊহঃ। তদ্ভবং জ্ঞানং প্রাতিভম্। মনোমাত্রজন্যমবিসম্বাদকং ঝটিত্যুৎপদ্যমানং জ্ঞানমিতি ভোজঃ। তেন বা যোগী সর্ব্বং বিজানাতি। অত্রায়ম্ভাবঃ— যথা উদেষ্যতি সবিতরি পূর্ব্বং প্রভা প্রাদুর্ভবতি তদ্বৎ প্রসংখ্যানহেতুসংযমবতোযোগিন-

প্রকার তারক-জ্ঞান লাভ করেন। তারক জ্ঞান কি? তাহা বলা যাইতেছে। যাহা সংসারনিবারক, তাহাই তারক। যে জ্ঞানের* দ্বারা নিস্তার পাওয়া যায়, সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাই তারক। এই তারক-জ্ঞানের অন্য নাম "প্রাতিভ," প্রতিভা-প্রসূত বলিয়া প্রাতিভ, ইহা প্রসংখ্যান-নামক বৈরাগ্য জ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্যবিজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ। যোগীরা এতাদৃশ প্রাতিভ-জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুর তত্ত্ব জানিতে পারেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন তাহার প্রভা আবির্ভূত হয়, প্রভা আবির্ভূত হইলে যেমন জগৎ দেখা যায়, প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য সাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বেও তেমনি সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। সেই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান অথবা সেই পূর্ণজ্ঞান সংসার সাগরের পার-প্রাপক বলিয়া "তারক"। এই তারক-নামক সংসার-তারক প্রাতিভ জ্ঞান জন্মিলে বিনা সংযমেই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয়।

হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ ॥ ৩৫ ॥

হৃৎপদ্মান্তরালে সংযমপ্রয়োগ করিলে চিত্তবিষয়ক সত্যজ্ঞান উদিত হয়। অর্থাৎ আপনার ও পরের চিত্ত জানা যায়। আপন চিত্তের সংস্কার ও পরচিত্তগত অভিপ্রায়, সমস্তই বুঝা যায়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৬ ॥

বুদ্ধি ও আত্মা অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্ন। কিন্তু তদুভয়ের

সংপ্রকর্ষে জাতে প্রসংখ্যানোদয়পূর্ব্বসিদ্ধ মুহূর্ত্তেন জাতং মনোমাত্রজন্যং বা তারকং নাম জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সুতরাং যোগী সংযমান্তরানপেক্ষণেনৈব হি সর্ব্বং বিজানাতি। প্রসংখ্যান সন্নিধাপনেন সংসারাত্তারয়তীতি তস্য তারকত্বম্।

(৩৫) সত্ত্বং বুদ্ধিঃ। পুরুষশ্চিদাত্মা। তয়োর্ভোগ্যভোক্তৃত্বেনাসংকীর্ণয়োর্ভিন্নয়োর্যঃ প্রত্যয়াবিশেষঃ বুদ্ধিপরিণামৈঃ সুখাদিভিঃ পুরুষপ্রতিবিম্বগ্রাহিভিরবিশেষঃ সারূপ্যং প্রতিবিম্ব-দ্বারা সুখাদ্যারোপ ইতি যাবৎ, স ভোগ ইত্যুচ্যতে। স চ দৃশ্যত্বাৎ ভোগ্যত্বাৎ বৌদ্ধত্বাদ্বা পরার্থঃ—পরস্য পুরুষস্য ভোক্তুঃ শেষভূতঃ। তস্মাদন্যশ্চিৎস্বভাবঃ প্রতিবিম্বঃ। স চ স্বার্থঃ নান্যশেষ ইত্যর্থঃ। এতস্মিন্নেব সংযমং বিধায় যোগী পুরুষজ্ঞানং আত্মসাক্ষাৎকারং লভতে।

জ্ঞান অবিশেষ হওয়ায়, অর্থাৎ তদুভয়ের ভিন্নতা প্রতীতি না হওয়ায়, সুখদুঃখাদি ভোগ হইতেছে। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত। সুতরাং পুরুষ অন্য অর্থাৎ পুরুষ এক পদার্থ এবং তাঁহার স্বার্থ অর্থাৎ তাহার প্রতিবিম্বরূপ ভোগ অন্য পদার্থ। এতদ্রূপ ভেদভাবের প্রতি বা ভিন্নতার প্রতি সংযমপ্রয়োগ করিলে পুরুষ বা আত্মা জানা যায়। ইহার টীকা এইরূপঃ—

প্রকাশ ও সুখাদিস্বভাব নির্ম্মল বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণ-দ্রব্যের নাম সত্ত্ব এবং তাহার চেতয়িতা চৈতন্য পদার্থের নাম পুরুষ। সত্ত্ব ও পুরুষ এক বস্তু নহে, অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু ; পরন্তু সেই বিভিন্নপদার্থদ্বয়ের পার্থক্যানুভব হয় না ; না হওয়াতেই বিবিধ ভোগ হইতেছে ; অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বই বিবিধ আকারে বা সুখদুঃখাদি আকারে পরিণত হইতেছে, আর পুরুষ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। কাযে কাযেই বৌদ্ধ-পরিণাম-গুলিও পুরুষতুল্য বা চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়ায় চৈতন্যতুল্য বা চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হইতেছে। চন্দ্রপ্রতিবিম্বিত স্বচ্ছজল যেমন চন্দ্রতুল্য বা চন্দ্রাকার প্রাপ্ত হয়, চৈতন্য প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিও তেমনি চৈতন্যতুল্য বা চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ অভেদ অর্থাৎ তুল্যাকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম ভোগ। এই বুদ্ধিপরিণামাত্মক ভোগটী বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, পরন্তু পর অর্থাৎ পুরুষ উহার নিমিত্ত বলিয়া উহা পরার্থ। ঐ ভোগ-নামক পরার্থপ্রত্যয়ের অতিরিক্ত অন্য এক স্বার্থ-প্রত্যয় আছে। সত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব যখন কর্ত্তৃভাব পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ অহং মম ইত্যাদি আকারে পরিণত না হইয়া, কেবলমাত্র আত্মচৈতন্যব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ নির্ম্মল নিস্তরঙ্গ ক্ষীরোদার্ণবের ন্যায় নির্ব্বিকার বুদ্ধিতত্ত্বে যখন কেবল মাত্র চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহাকে আত্মাবলম্বন বা স্বার্থপ্রত্যয় বলা যায়। যোগী সেই আত্মাবলম্বনে অথবা তাদৃশ স্বার্থপ্রত্যয়ে কৃতসংযমী হইয়াই পুরুষবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন।

---

(৩৬) হৃদয়ে হৃৎপদ্মে সংযমাৎ চিত্তস্য সালম্বনস্য সম্বিৎ জ্ঞানং ভবতি। স্বচিত্তগতা বাসনাঃ পরচিত্তগতাংশ্চ রাগাদীন্ বিজানাতীত্যর্থঃ।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥ ৩৭ ॥

তাদৃশ স্বার্থসংযমদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভ জ্ঞান, শ্রাবণ অর্থাৎ দিব্য-শব্দ শ্রবণ, বেদনা অর্থাৎ দিব্যস্পর্শানুভব, আদর্শ অর্থাৎ দিব্যরূপ দর্শন, স্বাদ অর্থাৎ দিব্যরসানুভব, বার্ত্তা অর্থাৎ দিব্যগন্ধজ্ঞান জন্মে।

স্বার্থসংযমী বা আত্মাবলম্বী যোগীদিগের আত্মসাক্ষাৎকারলাভের পূর্ব্বে বিবিধ সিদ্ধি উপস্থিত হয়। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রাতিভ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তদ্দ্বারা তাঁহারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, এবং বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ অতিদূরস্থ, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এ সমস্তই জানিতে পারেন। অনন্তর অদ্ভুত শ্রবণশক্তি জন্মে। তৎপ্রভাবে তাঁহারা দিব্যশব্দ শুনিতে পান। স্পর্শজ্ঞানের নাম বেদনা। তাহা তাঁহাদের এত অধিক বা এত উৎকৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা দিব্যস্পর্শ সকল সহজে অনুভব করিতে পারেন। চাক্ষুষ জ্ঞানের নাম আদর্শ অর্থাৎ দর্শন। এই দর্শনশক্তি এত বাড়িয়া উঠে যে, তাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই দিব্যরূপ দেখিতে পান। রসনাজন্য জ্ঞানের নাম স্বাদ বা আস্বাদ। ইহা তাঁহাদের এত প্রবল হয় যে, তাহাঁরা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দিব্য রস সকল অনুভব করিতে পারেন। গন্ধজ্ঞানের নাম বার্ত্তা ও সম্বিত্তি। এই সম্বিত্তি বা বার্ত্তা তাহাঁদের এত উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয় যে, তাঁহারা স্বর্গীয় পুণ্যগন্ধ সকল অনুভব করিতে সমর্থ হন।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮॥

ঐ সকল ক্ষমতা ব্যুত্থান সময়েই সিদ্ধি, কিন্তু সমাধিকালে উহারা উপসর্গ অর্থাৎ মুক্তিপ্রদসমাধির বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধক জানিবে। সমাধি উৎ-কর্ষতা প্রাপ্ত হইতেছে, এমন সময়ে ঐ সকল সিদ্ধি (হর্ষবিস্ময়াদিজনক সামর্থ্য)

---

(৩৭) ততঃ স্বার্থসংযমাৎ প্রাতিভং পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বগোচরং জ্ঞানং মনোমাত্রেণ যোগজ শুক্লধর্ম্মানুগৃহীতেন জায়তে। দিব্যানাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাং গ্রাহকাণি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি ক্রমেণ শ্রাবণবেদনাদর্শস্বাদবার্ত্তাসংজ্ঞানি চ জায়ন্তে। যদা যোগিনো দিব্যশব্দগ্রাহকং শ্রোত্রং ভবতি তদা তস্য শ্রোত্রস্য শ্রাবণমিতি তান্ত্রিকী সংজ্ঞা ভবতি। তথ ঘ্রাণস্য বার্ত্তাসংজ্ঞা। এবমন্যত্রোহনীয়ম্।

(৩৮) তে প্রাতিভাদয়ঃ সমাধৌ সমাধিকালে উৎপদ্যমানা উপসর্গা উপদ্রব

উপস্থিত হইলে, মোক্ষদায়ক সমাধি আর দৃঢ় হয় না। সুতরাং উল্লিখিত ফলসমূহ মোক্ষফলের বিঘ্নকারী এবং সমাধির নাশক; কাযে কাযেই উহারা সমাধির উপসর্গ বা উপদ্রব বলিয়া গণ্য। যোগী যখন অসমাহিত থাকেন, তখন যদি ঐ সকল ফল উপস্থিত থাকে, তাহা হইলেই ঐ সকল ক্ষমতা সিদ্ধি; নচেৎ উহাকে উপসর্গ বা উপদ্রব বলিয়া জানিবে।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসম্বেদনাচ্চ
চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯ ॥

যে কারণে চিত্ত এই এক শরীরে বাঁধা আছে, সে কারণ বিদূরিত হইলে, অর্থাৎ চিত্তের বন্ধন শ্লথ হইলে, এবং চিত্তের প্রচার স্থান (শরীরস্থ নাড়ী সমূহ) জানিতে পারিলে, চিত্তকে পরশরীরে আবিষ্ট করা যায়।

চিত্তের স্বভাব এই যে, সে সর্ব্বগামী; অর্থাৎ সে সর্ব্বত্রই যাইতে পারে। এতাদৃশ সর্ব্বগামী চিত্ত যে কেবল এই একটীমাত্র নির্দ্দিষ্ট শরীরে প্রতিষ্ঠিত আছে, বাঁধা আছে, কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মই তাহার প্রধান কারণ। সর্ব্বগামী চিত্ত কেবল স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মে জড়িত হইয়াই অসর্ব্বগামী হইয়া আছে। সংযমের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, যদি সেই চিত্ত-বন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্ম শ্লথ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, চিত্ত স্বভাবস্থ হয়, অর্থাৎ সে নিজের স্বাধীন গতিশক্তি প্রাপ্ত হয়। তখন আর তাহার সর্ব্বগামিত্বের কোন-রূপ প্রতিবন্ধক থাকে না। সে, যে সর্ব্বগামী সেই সর্ব্বগামীই হয়। এই সময়ে আর একটী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। কিরূপ জ্ঞান? প্রচার-বিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ তাহার সঞ্চরণ মার্গ বা গতিবিধির পথ উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। চিত্ত ও প্রাণ কখন কোন্ পথে অর্থাৎ কখন্ কোন্ নাড়ীতে কিরূপ করিয়া সঞ্চরণ করে, গুরুর নিকট ও শাস্ত্রের নিকট তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। যদি সর্ব্বগামী চিত্তের বন্ধন শ্লথ করিয়া দেওয়া

মোক্ষবিঘ্নকরা ইত্যর্থঃ। ব্যুত্থানে তু ব্যবহারদশায়ামুৎপদ্যমানা বিশিষ্টফলদায়কত্বাৎ সিদ্ধয়ঃ।

(৩৯) স্বভাবতোঽপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বগামিনশ্চিত্তস্য কর্ম্মাশয়বশাৎ স্বশরীরমাত্রে সঙ্কোচেন স্থিতির্বন্ধঃ। তস্য কারণং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। সংযমেন হি তয়োঃ শৈথিল্যং ভবতি। প্রচরত্যনেন চিত্তমিতি প্রচারোনাড়ীসঞ্জ্ঞঃ। তস্য সম্বেদনং সম্যক্‌জ্ঞানং = সম্প্রত্যনয়া নাড্যা সঞ্চরতীত্যাদি

যায়, এবং তাহার সঞ্চরণ মার্গ জানা থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চিত তাহাকে যথেষ্ট বিনিয়োগ অর্থাৎ যথা ইচ্ছা তথায় প্রেরণ করিতে পারা যায়। যোগীরা প্রথমতঃ সংযমের দ্বারা, সমাধি দ্বারা, চিত্তবন্ধন শ্লথ করিয়া থাকেন। তৎপরে গুরুর নিকট, শাস্ত্রের নিকট, যাজ্ঞবল্ক্যকৃত নাড়ীনির্ণয় প্রভৃতি বিবিধ যোগশাস্ত্রের নিকট, চিত্তের, মনের ও প্রাণের সঞ্চরণ মার্গ অর্থাৎ তাহাদের গতিবিধির পথ স্বরূপ নাড়ী সমূহ উত্তমরূপে অবগত হইয়া সংযম প্রয়োগ দ্বারা তত্তাবৎ'কে করামলকবৎ প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহারা চিত্তকে সেই সেই নাড়ীপথদ্বারা বহিষ্কাশনপূর্ব্বক আবশ্যক মতে পরশরীরে প্রবিষ্ট করিয়া তাহাতে স্বশরীরের ন্যায় সুখদুঃখাদি অনুভব করেন। ইহ শরীরে যে-কোন ইন্দ্রিয় আছে, সমস্তই চিত্তানুগামী। সুতরাং চিত্ত পরশরীরে প্রবেশ করিলে তৎসঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও তন্মধ্যে অর্থাৎ সেই পরকায়ে প্রবেশ করে। যোগী আত্মশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরকীয় মৃতশরীরেও আপনার মন, প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতিষ্ঠাপিত করতঃ তদ্দ্বারা ইচ্ছামত আহার বিহারাদি করিতে সমর্থ হন।

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৪০ ॥

প্রাণের উদান-কার্য্য জয় অর্থাৎ স্বাধীন হইলে জল, পঙ্ক ও কণ্টক প্রভৃতিতে নিমগ্ন হইতে হয় না, এবং উৎক্রান্তি অর্থাৎ মরণও স্বাধীন হয়।

শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ দ্বিবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। বাহ্য-কার্য্য ও আভ্যন্তরীণ কার্য্য। রূপাদি আলোচনা (অবধারণ) করা তাহাদের বাহ্য কার্য্য, এবং জীবন অক্ষত রাখা তাহাদের আভ্যন্তরীণ কার্য্য। অপিচ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এক একটী অসাধারণ কার্য্য করিতেছে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া অন্য একটী সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। বহির্বস্তু ও তন্নিষ্ঠরূপাদি নির্ণয় করা তাহাদের যথাক্রমে অসাধারণ কার্য্য, এবং জীবন

বিধং সমাধিবলাদেব ভবতি। তথা প্রাণেন্দ্রিয়মার্গনাড়ীজ্ঞানমপি। তথা চ যথা বন্ধকরজ্জু নাশে পথজ্ঞস্য স্বপরবেশ্মপ্রবেশোভবতি তথা যোগিচিত্তস্যাপি পরশরীরে মৃতে জীবিতে বা প্রবেশোভবতি। চিত্তে প্রবিষ্টে ইন্দ্রিয়াদীন্যপি তত্র প্রবিশন্তি। ততশ্চ পরশরীর প্রবিষ্টোযোগী তত্র স্বশরীরবৎ ব্যবহরতি।

(৪০) সমস্তানামিন্দ্রিয়াণাং তুষজ্বালাবৎ যুগপদুত্থিতা জীবনশব্দবাচ্যা বৃত্তিরস্তি। তস্যা

স্থাপনের মূলীভূত প্রযত্ন বিশেষ তাহাদের সাধারণ কার্য্য। সমস্ত ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়াই উক্ত সাধারণ কার্য্যটী নির্ব্বাহ করিতেছে। বহু তুষ (ধানের খোশা) একত্রিত হইয়া যেমন এক অসাধারণ বহ্নিজ্বালা উত্থাপিত করে, তদ্রূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রিত বা মিলিত হইয়া আভ্যন্তরীণ কার্য্য-বিশেষ অর্থাৎ জীবন-নামক (বেঁচে থাকা) বিশিষ্ট ক্রিয়াটী নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব, জীবন-কার্য্যটী বহু-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সমষ্টি ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি হইতে যে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সকল পৃথক্ কার্য্যের পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। তন্মধ্যে যে-ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয় হইতে মুখনাসিকাপর্য্যন্ত ঔর্দ্ধ্য-বায়ুর গত্যাগতি ঘটনা হয়, সেই ক্রিয়ার নাম "প্রাণ"। যে-ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালক বায়ু নাভিস্থান হইতে পদাঙ্গুলিপর্য্যন্ত রসরক্তাদি বহন করিয়া পরিব্যাপিত করে, সে ক্রিয়ার নাম "অপান"। যে-ক্রিয়ার দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টন করতঃ ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, মলমূত্রাদির পার্থক্য ও রসরক্তাদি উৎপাদন করতঃ যথাযথস্থানে লইয়া যায়, সে ক্রিয়ার নাম "সমান"। যে-ক্রিয়াটী কৃকাটিকা হইতে মস্তকচূড়া-পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক উপাদান উদ্গামী ও বিধৃত করতঃ স্থিত আছে, সেই ক্রিয়াটীর নাম "উদান"। যে সর্ব্বশরীরে শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করতঃ বল রক্ষা করিতেছে, সে ক্রিয়ার নাম "ব্যান"। এই সকল ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ারূপ প্রাণ-পঞ্চকের মধ্যে যে-টীর নাম উদান, সংযমপ্রয়োগদ্বারা যদি সেইটী'কে জয় করা যায়, তাহা হইলে, অন্যান্য বায়ুর অথবা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার অবরোধহেতু উদ্গতি-স্বভাব উদান বায়ুটী অত্যধিক প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং যোগী তখন তৎপ্রভাবে জল, পঙ্ক, কণ্টক, কিছুতেই সংসক্ত হন না। জলে তূলরাশির ন্যায় ভাসিতে পারেন, কণ্টকোপরি পরিভ্রমণ করিতে পারেন, কর্দ্দমোপরি বিচরণ করিতে পারেন, উৎক্রান্তি অর্থাৎ প্রাণত্যাগ-নামক মরণকে স্বাধীন করিতে পারেন; অর্থাৎ ইচ্ছামতবিধানে প্রাণপরিত্যাগ করিতে পারেন।

এব প্রাণাদিলক্ষণা পঞ্চতয়ী ক্রিয়া। তত্র উদানস্য জয়াৎ সংযমদ্বারেণেতরেষাং নিরোধাচ্চোর্দ্ধ-গামিত্বেন জলে মহানদ্যাদৌ মহতি বা পঙ্কে কর্দ্দমে তীক্ষ্ণেষু চ কণ্টকেষু ন সজ্জতে যোগী। লঘুত্বমাপন্ন উপর্য্যেব গচ্ছেদিত্যর্থঃ। উৎক্রান্তির্মরণমপি তেষাং স্বেচ্ছয়া ভবতি।

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্ ॥ ৪১ ॥

সমান বায়ু বিজিত হইলে প্রজ্বলন অর্থাৎ অগ্নিতুল্য তেজ জন্মে। যে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া নাভিস্থান আক্রমণ করিয়া, জাঠরাগ্নি বা কায়াগ্নি আবরণ করিয়া, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক করতঃ রস রক্তাদির সাম্যবিধান করিতেছে, তাহার নাম "সমান-বায়ু"। সেই সমান বায়ুকে অথবা সমান-নামক ইন্দ্রিয় ক্রিয়াকে জয় করিতে পারিলে প্রজ্বলন অর্থাৎ অগ্নিতুল্য তেজস্বিতা জন্মে। সময়ে সময়ে মৃত্তিকা হইতে এক প্রকার ভাব বাহির হয়, তাহা সকলেই জানেন। মৃত্তিকার ন্যায় শরীরেও এক প্রকার ভাব আছে, তাহা মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-শক্তির প্রবাহ বা বহিস্ফুরণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সমান বায়ু জয় হইলে সেই স্ফুরণ বৃদ্ধি পায় এবং বিশুদ্ধ হয়। (ইহাই বোধ হয়, ম্লেচ্ছভাষার good magnitism) সেই কারণেই অল্পতেজ লোকেরা তাদৃশ যোগী অগ্নিতুল্য তেজস্বী বলিয়া অনুভব করে।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪২॥

কর্ণ ও আকাশ,—এই দুএর পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের প্রতি সংযমপ্রয়োগ করিলে দিব্যশ্রোত্র উৎপন্ন হয়।

শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র। এই ইন্দ্রিয় অহংতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। ইহার সহিত শব্দতন্মাত্র-জাত আকাশের এক অসাধারণ সম্বন্ধ আছে। আকাশ পদার্থ আধার, এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় তাহার আধেয়; অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়টী দেহস্থ আকাশতত্ত্বেই অবস্থিত আছে। যোগী সেই আকাশ ও শ্রোত্রের তাদৃশ সম্বন্ধ শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি সংযমপ্রয়োগ করেন; করিয়া দিব্যশ্রোত্রতা লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় তখন এত অধিক উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়ায় যে, তাঁহারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ সুদূরবর্ত্তী শব্দও শুনিতে পান। এইরূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুর, চক্ষুর সহিত তেজের, রসনার সহিত জল-ভূতের ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত

(৪১) নাভ্যগ্নিমাবেষ্ট্য ব্যবস্থিতস্য সমানস্য জয়াৎ সংযমেন বশীকরণাৎ নিরাবরণস্যাগ্নে রদ্ভুততেজসা প্রজ্বলন্নিব দৃশ্যতে যোগী। এবং প্রাণাদিজয়াদপি তত্তৎক্রিয়াসিদ্ধির্জ্ঞেয়া।

(৪২) শ্রোত্রং শব্দগ্রাহকমিন্দ্রিয়মহঙ্কারভবম্। আকাশঃ ব্যোম। স চ শব্দতন্মাত্র-

ক্ষিতির যে আধার-আধেয় সম্বন্ধ আছে, যোগী তাহা জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করতঃ দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক স্পর্শাদিও অনুভব করেন।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥৪৩॥

শরীর ও আকাশ,—এই দুএর যে সম্বন্ধ আছে, তৎপ্রতি সংযমপ্রয়োগ করিয়া যোগী লঘু অর্থাৎ তূলার ন্যায় অল্পভার হইয়া, তূল ভাবাপন্ন হইয়া, আকাশে যাতায়াত করিতে পারেন।

ভাবিয়া দেখ, যেখানে শরীর সেই খানেই আকাশ। আকাশ এই ভৌতিক দেহকে অবকাশ অর্থাৎ থাকিবার স্থান দিয়াছে। সুতরাং আকাশের সহিত শরীরের সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ কি? অবকাশ দান। আকাশ এই ভৌতিক দেহকে আপনার সর্ব্বস্থানেই স্থান দিতে পারে, যোগী এতদ্রূপ নিশ্চয় করিয়া উক্ত উভয়ের (কায়ার ও আকাশের) কথিতপ্রকার সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করেন। ক্রমে উক্ত উভয়ের তাদৃশ সম্বন্ধ তাঁহাদের জয় (আপনার ইচ্ছাধীন) হইয়া আইসে। তখন তাঁহারা আপনার শরীরকে তূলা প্রভৃতি লঘুপদার্থের ভাবে ভাবিত করেন। অর্থাৎ আপনার শরীরকে তূল অপেক্ষা লঘু, এতদ্রূপ অনুধ্যান করেন। ধ্যানবলে বা সমাধিবলে তাঁহাদের দেহ লঘুভাবাপন্ন হইয়া যায়। তখন তাঁহারা বিনা ক্লেশেই আকাশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হন; পরন্তু একবারে আকাশ-গতি সিদ্ধ হয় না; প্রথমতঃ তাঁহারা পৃথিবীতে জলোপরি ভ্রমণ করিতে শিখেন, অনন্তর ঊর্ণনাভতন্তু (মাকড়শার সুতা) অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধভ্রমণে ব্যাসক্ত হন, পশ্চাৎ তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধাকাশে সঞ্চরণ করিতে শিখেন। ভাগবৎ-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, শুকদেব স্বামী সূর্য্য-রশ্মি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

প্রসূতঃ। তযোর্যঃ সম্বন্ধ আধারাধেয়লক্ষণস্তত্র সংযমাৎ দিব্যমলৌকিকং শ্রোত্রং জায়তে। তেবাং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মলৌকিকশব্দগ্রহণক্ষমং ভবতীত্যর্থঃ।

(৪৩) যত্র কায়স্তত্রাকাশ ইত্যাহস্যাবকাশদানাৎ কায়স্ত তেন সহ সম্বন্ধঃ সংযোগলক্ষণঃ। তত্র সংযমাৎ সংযমেন হি তৎসম্বন্ধং জিত্বা লঘুনি তূলাদৌ বা সংযমেন সমাপত্তিং সুদৃঢ়াং তন্ময়ীং ভাবনাং বিধায় প্রাপ্তলঘুভাবোযোগী প্রথমং ভুবি জলাদৌ ক্রমেণোর্ণনাভিতন্তুষু পশ্চাদাদিত্যরশ্মিষু অনন্তরঞ্চ যথেষ্টমাকাশে গচ্ছতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃপ্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥৪৪॥

বহির্বস্তুতে অকল্পিত মনোবৃত্তির নাম "মহাবিদেহ।" সেই মহাবিদেহ নামক ধারণাবিশেষে সংযমী হইলে প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

শরীরে অহংজ্ঞান নাই, অথচ চিত্ত বহির্বস্তুতে নিমগ্ন,—এতদ্রূপ চিত্ত-অবস্থার নাম মহাবিদেহ। এই মহাবিদেহ-চিত্তাবস্থা উত্থাপন করিয়া তদুপরি সংযম প্রয়োগ করিলে, ক্রমে প্রকাশের আবরণ অর্থাৎ স্বচ্ছ ও সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানশক্তির প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইয়া যায়। তাৎপর্য্য এই যে, সাধক যখন ধ্যান ধারণাদি অভ্যাস করেন, তখন তাঁহারা দৃঢ়তর-সঙ্কল্প ধারণ-পূর্ব্বক "দেহের প্রতি আমার যে অহং-জ্ঞান আছে তাহা দূর হউক, এবং আমার চিত্ত বহির্বস্তুতেই বিরাজিত থাকুক" বার বার এতদ্রূপ কল্পনা করিতে করিতে ক্রমে তাঁহাদের চিত্ত বহির্বস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদৃশ বহির্বৃত্তির শাস্ত্রীয় নাম "কল্পিতবিদেহ।" কিন্তু ক্রমে যখন দেহের প্রতি অহংবৃত্তির অভাব হইয়া পড়ে, তখন তাঁহাদের চিত্ত আপনা আপনিই ধ্যেয়মাত্র-বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তাদৃক্ বৃত্তির নাম "অকল্পিতা মহাবিদেহা"। এই অকল্পিত মহাবিদেহ নামক মানস-স্ফূর্ত্তির উপর বা তন্নামক ধারণার উপর সংযমপ্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকাশক চিত্তের আবরণ (আচ্ছাদন=যাহা থাকায় চিত্ত অল্পজ্ঞ অর্থাৎ সকল সময়ে সকল বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না) আছে, তাহা বিদূরিত হয়। সুতরাং যোগী তখন সমস্তই জানিতে পারেন বা সর্ব্বজ্ঞ হন।

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যেক ভূতের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব,—এই পঞ্চবিধ রূপ বা অবস্থাবিশেষ আছে। তৎপ্রতি সংযমী হইলে ভূত জয় অর্থাৎ মহাভূত সকল বশীভূত হয়।

(৪৪) মনোমে শরীরাদ্বহিরস্থিতি কল্পনয়া মনসোযা দেহাদ্বহির্বৃত্তিলাভোজায়তে সা কল্পিতা বিদেহাখ্যা ধারণা। তয়া চ দেহেঽহন্তাবে ত্যক্তে সতি স্বতএব বহির্বৃত্তির্লভ্যতে। সেয়মকল্পিতা মহাবিদেহাখ্যা ধারণা। তস্মাৎ সংযমাৎ সাত্ত্বিকস্য চিত্তস্য যঃ প্রকাশ আলোক-প্রসরঃ তস্য যদাবরণং ক্লেশকর্ম্মাদিলক্ষণং তস্য ক্ষয়োবিনাশোভবতি। সর্ব্বং চিত্তমলং ক্ষীয়তে ততঃ সর্ব্বজ্ঞতালাভ ইতি সংক্ষেপঃ।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—এই পাঁচ প্রকার মহাভূত। ইহাদের, বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য (কার্য্যানুযায়ী প্রভেদ) আছে। তদনুসারে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে। স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব। অবস্থাদ্যোতক এই সকল নামের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপঃ—

১ম, স্থূলাবস্থা বা স্থূলরূপ। ভূতগণের বর্ত্তমান বা পরিদৃশ্যমান অবস্থা—যাহা এক্ষণে স্থূলতম বা পরিপুষ্টশব্দাদিগুণের আধার হইয়া আছে—তাহাই তাহাদের স্থূল রূপ। দৃশ্যমানা পৃথিবী, দৃশ্যমান জল, দৃশ্যমান তেজ, দৃশ্যমান বায়ু, দৃশ্যমান আকাশ,—এ সমস্তই স্থূলাবস্থা বা স্থূল রূপ।

২য়, স্বরূপাবস্থা। পৃথিবী কঠিন বা কর্কশ, জল স্নিগ্ধ ও শীতল, তেজ উষ্ণ, বায়ু বহনশীল, ব্যোম সর্ব্বগত। পৃথিবীভূত স্বতঃসিদ্ধ কঠিন, জলভূত স্বতঃসিদ্ধ স্নিগ্ধ,—ইহা শরীরসম্বন্ধীয় মজ্জা, পুষ্টি, ও বলাধানের কারণ, তেজ স্বতঃসিদ্ধ উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ,—ইনি দেহে, জঠরে, সূর্য্যে ও পৃথিবীতেও সমবেত বা তত্তদ্ভাবে আছেন,—এতদ্রূপভাব বা এতদ্রূপ অবস্থা পৃথিবী, জল ও তেজোভূতের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। এইরূপ, বায়ু ও ব্যোমভূতেরও গুণগুণিভাব লইয়া স্বরূপাবস্থা নির্ণয় করিবে।

৩য়, সূক্ষ্মরূপ বা সূক্ষ্মাবস্থা। ভূতের সূক্ষ্মরূপ পরমাণু ও তন্মাত্রা।

৪র্থ, অন্বয়িত্ব। প্রত্যেক ভূতই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কেন না, সকল ভূতেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য থাকা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সকল ভূতই প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীল। ভূতের এতদ্রূপ অবস্থাটী ইহশাস্ত্রে অন্বয়-নামে অভিহিত হয়।

৫ম, অর্থবত্ত্ব। ভোগপ্রদানসামর্থ্যের নাম অর্থবত্ত্ব। সুতরাং, ভূতগণ তাদৃশ সামর্থ্যের (শক্তির) দ্বারা ভোগ (সুখদুঃখাদি) জন্মায়। সেই সামর্থ্য-

(৪৫) স্থূলঞ্চ স্বরূপঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চান্বয়শ্চার্থবত্ত্বঞ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। তেষু সংযমাত্তজ্জয়ঃ স্যাৎ। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্=পৃথিব্যাদীনাং ভূতানাং স্থূলত্বাদীনি পঞ্চধা রূপাণ্যবস্থাবিশেষরূপা ধর্ম্মাঃ সন্তি। তত্র তাবৎ ভূতানাং পরিদৃশ্যমানং গন্ধাদ্যাধারবত্তয়াঽবস্থিতং বিশিষ্টাকারবত্তা রূপং স্থূলম্। স্বরূপঞ্চৈষাং যথাক্রমং কাঠিন্যস্নেহোষ্ণ্যপ্রেরণানর্ব্বগামিত্বলক্ষণম্। তৃতীয়মেষাং রূপং যৎ কারণত্বেনাবস্থিতত্বম্। যথা পরমাণবস্তন্মাত্রাণি চ। চতুর্থমেষাং রূপমন্বয়ঃ। প্রকাশপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপতয়া

যুক্ত অবস্থার নাম অর্থবত্ত্ব। সংযম দ্বারা এই পঞ্চবিধরূপ জয় (সাক্ষাৎকার) হইলেই উহারা যোগিসঙ্কল্পের অনুগামী (আজ্ঞাকারী) হয়। পরন্তু উক্ত পঞ্চবিধরূপ একবারে অর্থাৎ যুগপৎ জয় হয় না। প্রথমে স্থূলরূপটী জয় করিতে হয়, অনন্তর সোপানারোহণ-ন্যায়ে যথাক্রমে স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হয়। এবম্বিধ ভূতজয়ী যোগীরা না করিতে পারেন, এমন ভৌতিক কার্য্যই নাই। আমরা যোগী নহি, ভূতের কোনও একটী রূপ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহি, তজ্জন্য আমরা নূতনরূপ ভৌতিক কার্য্য জন্মাইতে পারি না, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতেও পারি না, করিলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। যাঁহারা ভূতজয়ী যোগী, তাঁহারা ভূতের উক্তবিধ পঞ্চ রূপ বা পাঁচ অবস্থা (five states) উত্তমরূপ জ্ঞাত আছেন, সুতরাং তাঁহারা আমাদের জ্ঞানাতীত অনেক কার্য্য করিতে পারেন। ভূত জয় হইলে, ভূতের পঞ্চবিধ রূপ প্রত্যক্ষ হইলে, কি কি হয়? শুন।

ততোহণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৬ ॥

ভূত জয় হইলে অণিমা প্রভৃতি অষ্ট মহাসিদ্ধি, কায়সম্পৎ ও কায়িক ধর্ম্মের অনভিঘাত অর্থাৎ অবিনাশ হয়। (অর্থাৎ তিনি কোন ভৌতিক ধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হন না)। ইহার সবিস্তর বর্ণনা এইরূপঃ—

অণিমা (১), লঘিমা (২), মহিমা (৩), প্রাপ্তি (৪), প্রাকাম্য (৫), বশিত্ব(৬), ঈশিত্ব (৭), এবং যত্রকামাবসায়িত্ব (৮),—এই আট প্রকার মহাসিদ্ধির নাম ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরের এবম্বিধ স্বতঃসিদ্ধ অষ্ট মহাগুণ আছে; সেই সকল গুণ বা তৎসদৃশ গুণ সাধনবলে অন্য আত্মাতেও আবিষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সকল মহাগুণ'কে আমরা ঐশ্বর্য্য বলিয়া উল্লেখ করি। ভূতজয়ী হইতে পারিলে ঐ সকল মহা গুণ জন্মে। সংযমদ্বারা যদি ভূতের প্রাগুক্ত স্থূলরূপ জয় করা যায়, প্রত্যক্ষগোচর করা যায়, তাহা হইলে তদ্দারা প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ মহাসিদ্ধি

সর্ব্বত্রৈবান্বেতীত্যন্বয়ঃ গুণত্রয়ম্। পঞ্চমমেষাং রূপমর্থবত্ত্বম্। ভোগাপবর্গপ্রদানসামর্থ্যমিতি যাবৎ। এতেষু ভূতানাং কার্য্যস্বরূপহেতুষু পঞ্চসু রূপেষু স্থূলাদিক্রমেণ সংযমাৎ সংযমেন হি তত্তদ্রূপসাক্ষাৎকরণাৎ ভূতানি যোগিসঙ্কল্পানুসারীণি ভবন্তি বৎসানুসারিণ্য ইব গাবঃ।

(৪৬) ততঃ ভূতজয়াৎ। অত্রায়ং বিভাগঃ—স্থূলসংযমজয়াদণিমা লঘিমা মহিমা প্রাপ্তিশ্চেতি চতস্রঃ সিদ্ধয়োভবন্তি। স্বরূপসংযমজয়াৎ প্রাকাম্যম্। সূক্ষ্মসংযমজয়াৎ বশিত্বম্। অন্বয়-

লাভ হয়। অর্থাৎ অণিমাসিদ্ধি, লঘিমাসিদ্ধি, মহিমাসিদ্ধি (মতান্তরে মহিমাশব্দের পরিবর্ত্তে গরিমাশব্দের উল্লেখ আছে), এবং প্রাপ্তিনামক মহাসিদ্ধি উপস্থিত হয়। সংযমদ্বারা যদি প্রাগুক্ত ভূতের স্বরূপ-অবস্থা সাক্ষাৎকার করা যায়, তাহা হইলে, প্রাকাম্য-নামক মহাসিদ্ধি জন্মে। যদি ভূত সমূহের সূক্ষ্মরূপ বিজিত (প্রত্যক্ষীকৃত) হয়, তাহা হইলে, বশিত্বনামক মহাসিদ্ধি লাভ হয়। যদি তাহাদের অন্বয়রূপটী জিত হয়, তবে ঈশিত্ব-সিদ্ধি জন্মে, এবং অর্থবত্ত্বরূপ জয় হইলে তদ্দারা যত্রকামাবসায়িত্ব নামক চরম ঐশ্বর্য্য লব্ধ হয়। এক্ষণে অণিমাসিদ্ধি কি? তাহা শুন।

১ম, অণিমা। আয়তনে বা প্রমাণে বৃহৎ হইলেও সংযমবলে অণু অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ হইবার শক্তি।

২য়, লঘিমা। গুরুভার হইলেও তূলবৎ লঘু হওয়ার সামর্থ্য।

৩য়, মহিমা। ক্ষুদ্র হইয়াও পর্ব্বতাদিপ্রমাণ অর্থাৎ বৃহৎকায় হওয়ার সামর্থ্য। (ইহাকে কেহ কেহ গরিমাসিদ্ধিও বলেন)।

৪র্থ, প্রাপ্তি। ইচ্ছামাত্রে দূরস্থ বস্তুকে নিকট লভ্য করার সামর্থ্য।

৫ম, প্রাকাম্য। ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত অর্থাৎ সফল ইচ্ছা। পর্ব্বতাভ্যন্তরে কি ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিব, এরূপ ইচ্ছা হইলেও তাহা সুসিদ্ধ করার সামর্থ্য।

৬ষ্ঠ, বশিত্ব। যে শক্তি থাকায় যোগীর নিকট ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকল বশীভূত (আজ্ঞাকারী হইয়া) থাকে।

৭ম, ঈশিত্ব। ভৌতিক-পদার্থের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করিবার সামর্থ্য; অর্থাৎ যোগীরা ভূতকে ও ভৌতিক'কে যখন যেরূপ রাখিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ রাখিতে পারেন।

৮ম, যত্রকামাবসায়িত্ব।—অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পতা। ভূত ও ভৌতিক বস্তুর প্রতি তাঁহারা যখন যে শক্তির উদ্দেশে সঙ্কল্প ধারণ করেন—সে সকল বস্তু তখনই তদ্রূপ শক্তি বিশিষ্ট হওয়া। যোগীরা এতদ্রূপ সত্যসঙ্কল্পতার প্রভাবে

সংযমজয়াৎ ঈশিত্বম্। অর্থবত্ত্বসংযমাৎ যত্রকামাবসায়িত্বম্। মহানপি ভবত্যণুরিত্যহণিমা। মহানপি লঘুর্ভূত্বা তূল ইবাকাশে বিহরতীতি লঘিমা। অল্পোঽপি নাগনগগগনপরিমাণোভবতীতি মহিমা (গরিমা ইতি বা)। ইচ্ছামাত্রেণ সর্ব্বে ভাবাঃ সন্নিহিতা ভবন্তীতি প্রাপ্তিঃ। যথা ভূমিষ্ঠ এবাঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসম্। ইচ্ছানভিঘাতঃ প্রাকাম্যম্। নাস্য ভূতস্বরূপৈ-

বিষ'কে অমৃতশক্তিসম্পন্ন করিয়া মৃতজীব'কে জীবিত করেন, অমৃতকেও বিষ শক্তিযুক্ত করিয়া জীবিত জীবকে মৃত করিতে পারেন।

এই অষ্ট-মহা-ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হইলে তৎসঙ্গে আরো দুইটী সিদ্ধি হয়। ভূত গুণের দ্বারা তাঁহাদের শারীরিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক না হওয়া, এবং শরীর-সম্পত্তি উত্তম হওয়া। এই দুইটী সিদ্ধি অর্থাৎ কায়সম্পৎ ও কায়িকধর্ম্মের অব্যাঘাত নামে প্রসিদ্ধ। কায়সম্পৎ কি? তাহা পরসূত্রে ব্যক্ত হইবে। কায়িক ধর্ম্মের অব্যাঘাত কি?-না শরীরস্থ রূপ, মূর্ত্তি ও অন্যান্য ধর্ম্ম সকল অবিনশ্বর-তুল্য হওয়া। এ কথার অর্থ এই যে, অগ্নি তাঁহার রূপকে ও মূর্ত্তিকে নষ্ট করিতে (দগ্ধ করিতে) পারেন না, বায়ু তাঁহার শারীরিক রসাদি শোষণ করিতে পারেন না, জল তাঁহার শরীরকে ক্লিন্ন করিতে অর্থাৎ পচাইতে পারেন না,—ইত্যাদি।

যোগীদিগের এই সকল সিদ্ধি নির্ম্মর্য্যাদ নহে। এই সকল ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতা তাঁহাদের সীমাবদ্ধ, অসীম নহে; একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। যোগ বলে তাঁহারা ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুর শক্তি ও গুণাগুণ অন্যথা করিতে পারেন বটে; কিন্তু পদার্থের সম্পূর্ণ ব্যত্যয় করিতে পারেন না। সূর্য্যকে চন্দ্র করিতেও পারেন না, চন্দ্রকেও সূর্য্য করিতে পাবেন না। পারেন কি?-না তাহাদের শক্তির বা ক্রিয়ার বিপর্য্যয় করিতে পারেন। এক্ষণে কায়সম্পৎ কি? তাহা বলা যাইতেছে।

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

মূর্ত্ত্যাদিভিরিচ্ছা বিহন্যতে। ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি চ যথোদকে। ভূতানি ভৌতিকানি চ বশীভূতানি ভবন্তীতি বশিত্বম্। তে যানি যথা ব্যবস্থাপয়ন্তি তানি তথৈবাবতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ। ভূতানামুৎপত্তিবিনাশব্যূহানামীষ্টে নিয়ময়তীতীশিত্বম্। যস্মিন্ বিষয়েঽস্য কাম ইচ্ছা জায়তে তস্মিন্নেবাঽস্যাঽবসায়োভবতীতি সত্যসংকল্পতা এব যত্রকামাবসায়িত্বম্। বিজিতার্থবত্ত্বোযোগী যৎ যদর্থতয়া সংকল্পয়তি তৎ তস্মৈ প্রয়োজনায় কল্পতে। যথা বিষমপ্যমৃতকার্য্যে সংকল্প্য ভোজয়ন্ জীবয়তীতি। এতান্যষ্টাবৈশ্বর্য্যাণি কায়সম্পচ্চ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ভবতি। কায়স্য যে ধর্ম্মা রূপাদয়স্তেষামনভিঘাতোঽনাশোভবতি। নাস্য রূপমগ্নির্দহতীত্যাদি যথাযথমূহনীয়ম্।

(৪৭) রূপং চক্ষুঃ প্রিয়ম্। লাবণ্যং সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যম্। বলং বীর্য্যম্। বজ্রস্যেব সংহননমবয়বব্যূহোদৃঢ়োনিবিড়োবা যস্য তস্য ভাবোবজ্রসংহননত্বম্। এতানি কায়স্য সম্পৎ গুণাঃ।

রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রতুল্য দৃঢ় শরীর বা বেগশালিতা প্রভৃতি শারীরিক গুণবিশেষের নাম কায়সম্পৎ।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ইন্দ্রিয়দিগেরও গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব,—এতন্নামক পাঁচ প্রকার রূপ বা অবস্থা আছে। সংযম দ্বারা সেই সকল রূপ জয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ গোচর হইলে ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হয়।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ভূতপঞ্চকের ন্যায় ইন্দ্রিয়পঞ্চকেরও পাঁচ প্রকার অবস্থানুযায়ী স্বরূপ (state) আছে। তাহাদের ক্রমিক নাম গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যখন রূপাদি পদার্থ প্রকাশের জন্য প্রবৃত্ত হয়, উন্মুখ হয়, তখন তাহা তাহাদের গ্রহণ-নামক রূপ এবং তাহাই প্রথম। তাহারা যখন সেই সেই গ্রাহ্যবস্তুকে প্রকাশ করে, তখন তাহাদের তদ্রূপ প্রকাশ'কে স্বরূপ নাম দিয়া ব্যবহার করিবে। তৎসঙ্গে যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার অনুস্যূত থাকে, তাহাকে তাহাদের অস্মিতা নামক তৃতীয় রূপ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। ইন্দ্রিয়গণের মূল কারণ গুণত্রয়। সেই গুণত্রয়যুক্ততাই তাহাদের অন্বয় নামক চতুর্থ রূপ। ইন্দ্রিয়দিগেরও ভোগ প্রদান সামর্থ্য আছে, সুতরাং তাহাদেরও সেই ভোগপ্রদানসামর্থ্যঘটিত রূপটী পঞ্চম ও অর্থবত্ত্ব নামে গণ্য। যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণের এবম্বিধ পঞ্চ রূপে সংযমী হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়া থাকেন।

ততোমনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৯ ॥

তাহা হইতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় হইতে শরীরেরও মনস্তুল্য গতিশক্তি জন্মে, বিদেহ 'অবস্থাতেও ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান থাকে, এবং মূলপ্রকৃতিও বশীভূতা হন।

মনোজবিত্ব অর্থাৎ মনের ন্যায় অনুত্তমগতি লাভ। তাৎপর্য্য এই যে, মন যেমন নিষ্প্রতিবন্ধকে সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতে পারে, ইন্দ্রিয় জয় হইলে,

(৪৮) ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াভিমুখী বৃত্তির্গ্রহণম্। এতচ্চ তেষাং প্রথমং রূপম্। প্রকাশকত্বমৈষাং স্বরূপম্। তচ্চ তেষাং দ্বিতীয়ং রূপম্। অহঙ্কারানুগমোঽস্মিতা। সা চ তেষাং তৃতীয়ং রূপম্। অন্বয়ার্থবত্ত্বে চতুর্থপঞ্চমে ব্যাখ্যাতে।

(৪৯) ততঃ ইন্দ্রিজয়াৎ। মনোজবিত্বং মনোবৎ কায়স্যানুত্তমগতিলাভঃ। বিকরণভাবঃ দেহনিরপেক্ষাণামিন্দ্রিয়াণাং দূরবাহ্যার্থজ্ঞানে বৃত্তিলাভঃ। প্রধানজয়ঃ প্রকৃতিবশ্যতা।

তৎসঙ্গে শরীরেরও তদ্রূপ নিষ্প্রতিবন্ধক গতি অর্থাৎ অব্যাহত গতিশক্তি হয়। ইচ্ছা করিলে শরীরকে শিলামধ্যেও প্রবিষ্ট করান যায়,—কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না। "বিকরণভাব" শব্দের অর্থ এই যে, বিগতদেহ হইলেও, দেহশূন্য হইলেও, দেহাভিমান না থাকিলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের করণত্ব লোপ হয় না, অথবা জ্ঞানোৎপাদন-সামর্থ্য প্রবল থাকে। বিকরণসিদ্ধ যোগীরা দূরস্থ বস্তু জানিবার জন্য শরীর লইয়া সেই সেই দূর স্থানে যান না, একস্থানে থাকিয়াই তাঁহারা দিক্‌বিদিক্‌স্থিত বা দূরবিদূরস্থিত অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান বস্তু সকল জানিতে পারেন। "প্রধানজয়" শব্দের অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়গণের অন্বয়-নামক চতুর্থরূপটী জয় হইলে তাহাদের মূল-কারণ প্রকৃতিদেবী তাঁহাদের বশীভূতা বা আজ্ঞাকারিণী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তৎপ্রতি যোগীর সম্পূর্ণ আধিপত্যই থাকে।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥৫০॥

বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব-নামক প্রথম বিকার এবং পুরুষ অর্থাৎ আত্মা,—এই দুইএর অন্যতাখ্যাতি অর্থাৎ পার্থক্য-জ্ঞান। তৎপ্রতি অর্থাৎ তাদৃশ পার্থক্য-জ্ঞানের প্রতি কৃতসংযমী হইয়া যোগিগণ সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব বা আধিপত্য এবং সমুদায় বস্তুর জ্ঞান, এই দুই ক্ষমতা লাভ করেন।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥৫১॥

উক্ত প্রকার সিদ্ধি উপস্থিত হইলে, তৎপ্রতি যদি বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে, তাদৃশ যোগীর দোষের (বুদ্ধিমালিন্যের) মূলকারণ (পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা প্রভৃতি) নষ্ট হইয়া যায়, এবং কৈবল্য অর্থাৎ স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপ স্থিতিপ্রবাহ লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, তৎকালে তাদৃশ যোগীর প্রতি প্রকৃতির অধিকার নিবৃত্তি হইয়া যায়, সুতরাং তিনি তখন মুক্ত বা কৃতকৃত্য হন।

(৫০) সত্ত্বং বুদ্ধিঃ। পুরুষ আত্মা। অন্যতা ভেদঃ। খ্যাতির্জ্ঞানম্। পূর্ব্বোক্তস্বার্থ-সংযমেন যদ্‌বুদ্ধ্যাত্মনোর্ভেদজ্ঞানমুৎপদ্যতে বর্ণিতগুণকর্ত্তৃত্বাভিমানত্যাগরূপং, তন্মাত্রস্য তত্রৈব স্থিতস্য তদাবৃত্তিপরস্য বা যোগিনঃ সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং গুণ-গুণপরিণামানাং প্রতি স্বামিবদা-ক্রমণসামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যত্বেনাবস্থিতানাং তেষাং যথাবদ্বিজ্ঞানম্।

(৫১) তস্যাং তাদৃশ্যাং সিদ্ধৌ যৎ বৈরাগ্যং তস্মাৎ দোষাণাং রাগাদীনাং যদ্বীজমবিদ্যা-দয়স্তেষাং ক্ষয়াৎ নাশাৎ কৈবল্যং আত্মনোগুণবিযুক্তত্বং জায়তে ইতি শেষঃ।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥

তৎকালে স্বর্গাদিস্থানের অধিপতিগণ তাদৃশ পরবৈরাগ্যবন্ত যোগীদিগকে উপনিমন্ত্রণ অর্থাৎ নানাবিধ প্রলোভন বাক্যে প্রলোভিত করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাদিগের হিতার্থ উপদেশ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের উপনিমন্ত্রণে সঙ্গ অর্থাৎ ইচ্ছাবন্ত অথবা বিস্মিত না হন। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

যোগ, অবস্থা অনুসারে চতুর্বিধ। সেই চতুর্বিধ যোগের আরম্ভ হইতে পূর্ণতা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে যোগের ও যোগীর চারি প্রকার বিভাগ দৃষ্ট হইবে। তদনুসারে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম-ব্যবস্থাও করা হয়। যথা—প্রথম প্রথমকল্পিক, দ্বিতীয় মধুভূমিক, তৃতীয় প্রজ্ঞাজ্যোতি, এবং চতুর্থ অতিক্রান্তভাবনীয়। যাঁহারা কেবল যোগাভ্যাসে রত, যোগ যাঁহাদের অবিচলিত বা দৃঢ় হয় নাই, সংযমাভ্যাসে রত থাকিয়াও যাঁহারা সংযমকালে কিংবা সমাধিকালে কোনরূপ সিদ্ধি দেখিতে পান না, কেবলমাত্র অত্যল্প আলোক অথবা অত্যল্প-জ্ঞান-বিকাশ-মাত্র অনুভব করেন, এতাদৃশ যোগীর নাম প্রথমকল্পিক। যাঁহারা এই প্রথমকল্পিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া মধুমতীনামক অবস্থা পাইয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত ঋতম্ভরা-নামক প্রজ্ঞা জয় বা লাভ করিয়া ভূত ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়াছেন, অতঃপর যাঁহারা সন্নিহিতোক্তসিদ্ধি (সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব) লাভের জন্য যত্নমান,—তাঁহাদিগকে মধুভূমিক যোগী বলা যায়। যাঁহারা মধুভূমিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া দেবগণের অক্ষোভ্য হইয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত-স্বার্থসংযম-বিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য তৎপর আছেন, তাঁহাদের নাম প্রজ্ঞাজ্যোতি। এই প্রজ্ঞাজ্যোতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা অত্যধিক-বিবেকজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা তাদৃশ বিবেক-জ্ঞানের অবান্তর ফলের প্রতি বিরক্ত, যাঁহাদের সমাধিকালে কোনরূপ বিঘ্নাশঙ্কা উদ্ভব হয় না, এবং যাঁহারা জীবন্মুক্ত যোগী, তাঁহাদের নাম অতিক্রান্তভাবনীয়। এই চতুর্বিধ যোগীর মধ্যে যাঁহারা প্রথমকল্পিক,

(৫২) তাদৃশ্যাং সিদ্ধাবস্থায়াং স্থানিভিঃ স্বর্গাদিস্থানস্বামিভিরুপনিমন্ত্রণং আহ্বানাদিকং প্রার্থনং বা ভো ইহ স্থীয়তাং অস্মিন্ স্থানে রম্যতামিত্যাদিবিধং ক্রিয়তে। পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ তত্র সঙ্গঃ কামঃ স্ময়োবিস্ময়ঃ অহোমমাহঙ্গং যোগপ্রভাব ইত্যাদিবিধস্তয়োরকরণং কর্ত্তব্যমেব। নাপি

তাঁহারা কোন সিদ্ধপুরুষ কিংবা কোন দেবতা দেখিতে পান না; সুতরাং দেবতাগণকর্তৃক তাঁহাদিগের আমন্ত্রণ সম্ভাবনা নাই। দেবগণ কেবল প্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত মধুভূমিক প্রভৃতি ত্রিবিধ যোগীকেই দেখা দেন, এবং বিবিধ দিব্যভোগ দেখাইয়া প্রলোভিত করেন। সেই সকল দিব্যপুরুষ ও দিব্য ভোগ উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের লুব্ধ ও বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। যোগ-প্রভাব অদ্ভুত, ইহা মনে করিয়া হৃষ্ট হওয়া অনুচিত। দিব্যভোগে লুব্ধ হইলে, যোগপ্রভাবের প্রতি আশ্চর্য্য বা বিস্ময়-জ্ঞান জন্মিলে, কৈবল্য বা মোক্ষ-লাভের বিঘ্ন হয়। লুব্ধ হইলে পতন হয়, যোগভঙ্গ হয়, এবং বিস্মিত হইলে কৃতকৃত্যতা জ্ঞান জন্মে; সুতরাং সঙ্গ বা ভোগেচ্ছা,—বিস্ময় বা আশ্চর্য্য,—এই দুইটীই যোগবিঘ্ন বলিয়া গণ্য। অতএব, যোগারূঢ় হইলে যদি কোন অদ্ভুত বা অলৌকিক দৃশ্য দৃষ্ট হয়, তবে, তৎক্ষণাৎ তাহা বর্জ্জন করিবে, কোন ক্রমেই মুগ্ধ অথবা লুব্ধ হইবে না। তাহা হইলেই মুক্তিলাভ হইবে, অন্যথা যে সংসার সেই সংসারই থাকিয়া যাইবে।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৩ ॥

ক্ষণ এবং তাহার ক্রম (পূর্ব্বাপরীভাব),—এতদ্দ্বিতয়ের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে বিবেকজ জ্ঞান জন্মে।

পরমাণু যেমন ভৌতিক-দ্রব্যের নিরতিশয় সূক্ষ্ম অংশ, ক্ষণ তেমনি স্থূল কালের (দণ্ড ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতির) সূক্ষ্ম অংশ। সূক্ষ্মতম ক্ষণগুলি পূর্ব্বাপরীভাবে অতীত ও আগত হইয়া লোকের বুদ্ধিগম্য হইতেছে বটে, পরন্তু তাহা বস্তু নহে; তাহা এক প্রকার সৌরক্রিয়া উপলক্ষিত বুদ্ধিবিকার। তাদৃশ ক্ষণ-সমূহ যে পূর্ব্বাপরীভাবে আগত ও অনাগত হইতেছে,—সেই পূর্ব্বাপরীভাবটী ইহশাস্ত্রে ক্ষণক্রম বলিয়া পরিভাষিত হয়। ক্ষণ ও ক্ষণের ক্রম অর্থাৎ তাদৃশ ক্ষণধারার প্রতি সংযমপ্রয়োগ করিয়া থাকিলে, ক্রমে সেই সকল

সঙ্গোনাপি স্ময়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। সঙ্গকরণে পুনর্বিষয়ভোগে পততি স্ময়করণে তু কৃতকৃত্য-মাত্মানং মত্বা ন সমাধাবুৎসহত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

(৫৩) পরমাণুবৎ পরমাকর্ষপর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ। পৌর্ব্বাপর্য্যেণ তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদঃ ক্রমঃ। তত্র সংযমাৎ সংযমেন তৎসাক্ষাৎকরণাৎ বিবেকজং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সূক্ষ্মং যোগী পরমাণ্বাদিকং অন্যদপি মহদাদিকং বিবেকেন জানাতীত্যর্থঃ।

ক্ষণ ও তাহাদের ক্রম (পূর্ব্বাপরীভাব) প্রত্যক্ষ হয়; সুতরাং তাহা হইতে তখন বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সংযমদ্বারা সূক্ষ্মতম ক্ষণ ও তাহার ক্রম প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে তদবগাহী সূক্ষ্মবস্তু সকল জানা যায়। ইহা অমুক, উহা অমুক, এই মহত্তত্ত্ব, ঐ অহংতত্ত্ব,—ইত্যাদি প্রকার বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের পার্থক্য সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৪ ॥

যে স্থলে সমান জাতীয় ও সমলক্ষণাক্রান্ত দুই-বা ততোধিক বস্তু একত্রিত থাকে,* সে স্থলে তাহাদের পার্থক্যজ্ঞান সহজে হয় না। কি জাতির দ্বারা, কি লক্ষণের দ্বারা, কি দেশের দ্বারা, কোন প্রকারেই তাহাদের ভিন্নতা অবধারণ করা যায় না। তাদৃশস্থলে উক্তবিধ সংযম অর্থাৎ ক্ষণ ও ক্ষণক্রমের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলেই তত্তাবতের ভেদ-প্রতিপত্তি অর্থাৎ ভিন্নতাজ্ঞান জন্মে। ইহার বিশদ-ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

অন্যতা অর্থাৎ ভেদ। অবচ্ছেদ অর্থাৎ নিশ্চয়। লোক যে ইহা অমুক, উহা অমুক, এটী এক বস্তু, ওটী অন্য বস্তু,—এতদ্রূপ ভিন্নতা নিশ্চয় করে, তাহা জাতি, লক্ষণ ও স্থানবিশেষের দ্বারাই করে। কোথাও জাতির দ্বারা, কোথাও লক্ষণের দ্বারা, কোথাও বা স্থানের দ্বারা বস্তুর পার্থক্য অবধারণ করে। গোরু ও বনগোরু একস্থানে থাকিলে তদুভয়ের ভিন্নতা কেবল জাতির দ্বারাই নির্ণীত হয়। কেন না গোরু এক জাতি এবং বনগোরু অন্য জাতি। সুতরাং জাতির ভিন্নতা দেখিয়া আত্য-পদার্থের ভিন্নতা সহজেই নির্ণীত হয়। দুইরূপ দুইটী গোরু একস্থানে থাকিলে তদুভয়ের ভিন্নতা জাতির দ্বারা নির্ণীত হইবে না, লক্ষণের দ্বারাই নির্ণীত হইবে। লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন, তাহা শ্বেত, পীত ও লোহিত, কাণতা ও খঞ্জতা প্রভৃতি। সুতরাং এটী শ্বেত গোরু, ওটী পীত গোরু,—এরূপ ভেদবুদ্ধি লক্ষণের দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু ঠিক্ সমানাকার দুইটী আমলকী যদি এক স্থানে থাকে, তাহা হইলে, তদুভয়ের ভিন্নতা-জ্ঞান না জাতির দ্বারা না

(৫৪) জাতিলক্ষণদেশাদিভিস্তুল্যয়োঃ পদার্থয়োর্যত্র জাত্যা লক্ষণেন দেশেন বা অন্যতাং-নবচ্ছেদোভিন্নতাবধারণং ন ভবতি তত্রাপি ততঃ ক্ষণসংযমজ-বিবেকজ্ঞানাৎ তৎপ্রতিপত্তিঃ তত্তুল্যবস্তুনাং ভেদেন জ্ঞানং যোগিনাং ভবতীতি শেষঃ।

লক্ষণের দ্বারা, কোনটীর দ্বারা জন্মে না। সে স্থলে দেশের অর্থাৎ তাহাদের স্থিতিস্থানের দ্বারাই ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এটী পূর্ব্বে আছে, এটী তাহার পরে আছে, এটী এতৎস্থান অধিকার করিয়া আছে, ওটী তাহার পরবর্ত্তী-স্থান আক্রম করিয়া আছে;—এতদ্রূপ স্থানভেদ অবলম্বন করিয়াই তদুভয়ের ভিন্নতাবোধ জন্মে। পরন্তু এমন স্থল আছে, এমন মিশ্রিত-দ্রব্য আছে, যাহা না জাতি না লক্ষণ না দেশ, কোনটীর দ্বারা তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না। তাদৃশস্থলে ক্ষণসংযমী যোগিগণ পূর্ব্বোক্ত ক্ষণসংযমজাত বিবেকজ্ঞান দ্বারা তত্তাবতের পার্থক্য বা ভিন্নতা অবধারণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বাংশে সমান, এরূপ দুইটী আমলকী রাখ। কোন একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া, যোগীর মন ও চক্ষু অন্যদিকে আসক্ত করাও। অথবা তাঁহার চক্ষু বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দাও। অনন্তর আমলকীগুলি উল্টা পাল্টা করিয়া দাও। অথবা তাহার একটী উঠাইয়া লও। তৎপরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্‌টী কোথায় ছিল, এবং কোনটীই বা অপহৃত হইয়াছে। ওরূপ স্থলে আমরা তাহা বলিতে পারিব না, তোমরাও বলিতে পারিবে না, কিন্তু যোগীরা তন্মুহূর্ত্তেই বলিবেন যে, অমুকটী অমুক স্থানে ছিল, এবং অমুকটী অপহৃত হইয়াছে। তাঁহারা যে সংযমদ্বারা ক্ষণ ও ক্ষণক্রম জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের যে তজ্জনিত উৎকৃষ্ট বিবেকজ্ঞান সন্নিহিত আছে, আমলকীর কথা দূরে থাকুক্, সেই বিবেকজাত জ্ঞানবিশেষের দ্বারা তাঁহারা সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি
বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫ ॥

বিবেকজ-জ্ঞান—যাহা ক্ষণসংযম-প্রভাবে উৎপন্ন হয়—যাহার ফলাফল পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—তাহার শাস্ত্রীয় নাম "তারক"। জগতে যে কিছু বস্তু আছে—সমস্তই এই তারক-জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ তারক-জ্ঞান উদিত হইলে তদ্দ্বারা প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ এবং সেই সেই পদার্থের

---

(৫৫) সংযমবলাদন্ত্যায়াং ভূমিকায়ামুৎপন্নং বিবেকজং জ্ঞানং তারয়ত্যগাধাৎ সংসার-সাগরাদ্‌যোগিনমিতি তারকমিত্যুচ্যতে। তচ্চ সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বাণি বস্তুরূপাণি বিষয়া যস্য

সমুদয় প্রকার অর্থাৎ লক্ষণালক্ষণ সমস্তই জানা যায়। এই জ্ঞান যুগপৎ সর্ব্ব বস্তু ও সর্ব্ব অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, তাই ইহার ক্রম নাই; অর্থাৎ তারক-জ্ঞান উদিত হইলে যুগপৎ সমস্ত বস্তু ও বস্তুর সমুদয় অবস্থা উক্ত তারক-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এই জ্ঞান যোগীকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করায় (মুক্ত করায়) বলিয়া ইহার শাস্ত্রীয় নাম "তারক"।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬ ॥

উক্ত বিবেকজ-জ্ঞানের দ্বারা সত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের এবং পুরুষের অর্থাৎ আত্মার সম্যক্ সংশোধন হইলে কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ হয়।

যোগবলে বুদ্ধিতত্ত্ব নির্ম্মল হইলে, বুদ্ধিনিষ্ঠ রজোগুণ ও তমোগুণ নিঃশেষে বিদূরিত হইলে, অর্থাৎ বুদ্ধির কলঙ্কভাগ অপনীত হইলে, বুদ্ধিতে তখন আর কোনরূপ বৃত্তি উদিত হয় না। বুদ্ধি তখন স্থির, গম্ভীর, নিশ্চল ও নির্ম্মল হয়, সুতরাং নির্ব্বৃত্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি-দ্রব্যের তদ্রূপ অবস্থা হওয়ার নাম "সত্ত্বশুদ্ধি"। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে যে নিত্যশুদ্ধ আত্মার কল্পিত ভোগ তিরোহিত হয়, তাহারই অন্য নাম আত্ম-শুদ্ধি, অর্থাৎ আত্মার সংশোধন। ফলিতার্থ এই যে, সত্ত্বের শুদ্ধি ও আত্মার শুদ্ধি সমানরূপে সাধিত হইলেই আত্মার কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ হয়।

তত্তথাবিধম্। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারং সর্ব্বপ্রকারবিষয়ম্। সর্ব্বাবস্থাববোধকমিত্যর্থঃ। অক্রমঞ্চেতি যুগপদেব করামলকবৎ সর্ব্বসমূহাবলম্বনমিত্যর্থঃ।

(৫৬) সত্ত্বস্য বুদ্ধিদ্রব্যস্য বৃত্তিশূন্যতা শুদ্ধিঃ। পুরুষস্যাপি তদা কল্পিতভোগশূন্যতা শুদ্ধিঃ। এবং তয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে সতি কৈবল্যং মোক্ষোভবতীতি শেষঃ।

৪র্থ, কৈবল্য-পাদ।

"সর্ব্বসাধনসিদ্ধীনাং যা স্যাৎ সিদ্ধিরনুত্তমা।
কৈবল্যরূপা তন্মাত্রং সীতারামং নমাম্যহম্ ॥"

প্রথমপাদে সমাধি প্রভৃতির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়পাদে সাধন প্রণালী বলা হইয়াছে, তৃতীয়পাদে যোগীদিগের ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতা লাভের উপদেশ করা হইয়াছে, এক্ষণে এই পাদে তাহার চরম ফল মুক্তির কথা বলা যাইবে। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিগুলির বিষয়শুদ্ধিও প্রদর্শিত হইবে।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধি সকল জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়পাদে যে সকল সিদ্ধি বলা হইয়াছে, সাধকের আপাততঃ বোধ হইবে যে, সে সকল সিদ্ধি পাঁচ প্রকার কারণে উৎপন্ন হয়; কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে সিদ্ধির মূল কারণ একই অর্থাৎ একমাত্র সমাধিই উহার মূল, অন্যগুলি তাহার উত্তেজক, ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে ও তাঁহাদের শাস্ত্রমধ্যে এরূপ সংবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালের যোগিগণ জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধির দ্বারা বিশেষ বিশেষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আরো শুনা গিয়াছে, কেহ কেবল জন্মের দ্বারা, কেহ ঔষধিবিশেষ সেবা করিয়া, কেহ বা মন্ত্র জপ করিয়া, কেহ তপস্যা করিয়া, কেহ বা কেবলমাত্র সমাধি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পক্ষিজাতি যেমন আকাশ-গমনাদি-বিষয়ে জন্মসিদ্ধ,—কপিল প্রভৃতি কতিপয় ঋষি তেমনি জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে জন্মসিদ্ধ। আকাশ সঞ্চরণাদি যেমন পক্ষিজাতির সাংসিদ্ধিক বা সহজাত গুণ,—অব্যাহত জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য তেমনি কপিলাদি ঋষির

(১) জন্মসমনন্তরং জায়ন্ত ইতি জন্মজাঃ। যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশগমনাদয়ঃ যথা বা কপিলাদীনাং জ্ঞানাদয়ঃ। ঔষধিবিশেষসেবয়া জায়ন্ত ইতি ঔষধিজাঃ। যথা মাণ্ডব্যাদীনাম্। মন্ত্রজপাদেব জায়ন্ত ইতি মন্ত্রজাঃ। যথা গালবাদীনাম্। তপসা এব জায়ন্ত ইতি তপোজাঃ।

সহজাত বা সাংসিদ্ধিক গুণ। পক্ষিজাতির স্থায় ইঁহারাও ঐ সকল গুণ বা ক্ষমতাবিশেষ মাত্র জন্মের দ্বারাই লাভ করিয়াছিলেন। পাতালাদি লোকের কোন কোন অধিবাসী রসায়ন বা ঔষধিবিশেষ সেবা করিয়া অনেক প্রকার সিদ্ধি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। (শরীরের ও মনের পরিবর্ত্তন ও অশেষ বিশেষ ক্ষমতার উন্নতি করিয়াছিলেন)। ভরতখণ্ডবাসী মাণ্ডব্য প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও রসায়ন বা ঔষধিবিশেষ সেবা করিয়া সিদ্ধিবিশেষ লাভ করিয়াছিলেন। কোন ঋষি কেবল মন্ত্র জপ করিয়া, অন্যান্য ঋষি কেবল সমাধি অবলম্বন করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এ সকল দেখিলে শুনিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, সিদ্ধিলাভের প্রতি পঞ্চবিধ কারণ আছে, কিন্তু যুক্তিচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অন্য চারি প্রকার কারণ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র, একমাত্র সমাধিই উহার (সিদ্ধির) মূলকারণ। জন্মান্তরের দৃঢ়াভ্যস্ত ও ফলোন্মুখ সমাধিই ইহ জন্মে, হয় জন্ম-বিশেষ-দ্বারা, না হয় ঔষধিবিশেষের দ্বারা, বা মন্ত্রজপ দ্বারা, কিংবা তপস্যার দ্বারা, উদ্বোধিত বা প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া সিদ্ধি-নামক ফল উৎপাদন করে। এরূপ উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, ফললাভে বিলম্ব হইলেও কেহ যেন হতাশ্বাস না হন; এ জন্মে না হয় ত জন্মান্তরে হইবে। বস্তুতঃ এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোরতর যোগানুষ্ঠানে রত থাকা যায় না।

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

প্রকৃতির আপূরণ দ্বারাই জাত্যন্তর-পরিণাম অর্থাৎ এক জাতির পরিবর্ত্তে অন্যজাতির প্রাপ্তি হয়। ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

সিদ্ধিলিপ্সু যোগীর যোগ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়—যোগী বা তাপস তখন অন্য জাতি হইয়া যান। অর্থাৎ তিনি তখন মানুষ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার সেই মানব-দেহ ও মানব-মন তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া দেবদেহে ও দেবমনে পরিণত হয়। নন্দীশ্বর নামক অনৈক মনুষ্যবালক

যথা বিশ্বামিত্রাদীনাম্। এতাশ্চতস্রঃ সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বজন্মাভ্যস্তযোগজা এব জন্মাদিনিমিত্তেন ব্যজ্যন্তে। অতএবাঽত্র বিশ্বাসেন প্রবৃত্তিঃ। ইহ সিদ্ধ্যদর্শনেঽপি জন্মান্তরে তৎ সাফল্যাৎ। সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ কায়েন্দ্রিয়াণাং পূর্ব্বোক্তা এব।

(২) অন্যা জাতির্জাত্যন্তরম্। তদ্রূপঃ পরিণামঃ। তির্য্যক্‌জাতিপরিণতানাং মনুষ্যজাতিত্বে পরিণামঃ অপি বা মনুষ্যজাতিপরিণতানাং কায়েন্দ্রিয়াণাং দেবাদিজাতিত্বে পরিণামঃ। সোঽয়ং

উৎকট তপঃপ্রভাবে শিবপার্ষদ (দেবতা) হইয়াছিলেন। ইত্যাদিবিধ শাস্ত্র-সংবাদে যে তপঃপ্রভাবে জাত্যন্তর-পরিণাম হওয়ার কথা আছে, তাহা অসম্ভব নহে। প্রকৃতির আপূরণ বা অনুপ্রবেশ কাষ্ঠশরীরে প্রস্তরীয়-উপাদান প্রবেশের তুল্য; সুতরাং এক শরীরে অন্যশরীরীয় উপাদানপ্রবেশরূপ পরিণাম হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। মানবাস্থি সকল কালে প্রকৃতির আপূরণে প্রস্তর হইয়াছে, এবং কাষ্ঠও পাথর হইয়াছে, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইংরাজ পণ্ডিতেরা ঐরূপ হওয়াকে "Fossilized" বলেন, আমরা না হয় "প্রকৃতির আপূরণ" বলিলাম। কাষ্ঠশরীরে যদি প্রস্তরীয় উপাদানের অনুপ্রবেশ হইতে পারে ত কারণ থাকিলে অবশ্যই মনুষ্যশরীরে দৈব-উপাদানের আপূরণ হইতে পারিবে। শরীরের উপাদান পঞ্চ মহাভূত এবং ইন্দ্রিয়ের উপাদান অস্মিতা; অর্থাৎ চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিতত্ত্ব। ঐ দুই বস্তু সুরনর তির্য্যক্, সমস্ত শরীরের ও তদ্বর্ত্তী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মূল উপাদান। পশুশরীরও ভূতের বিকার, মানবশরীরও ভূতের বিকার। যে অস্মিতা হইতে পশুর মন জন্মিয়াছে, সেই অস্মিতা হইতেই মানব-মন জন্মিয়াছে। অতএব, সমুদায় শরীরের ও সমুদায় ইন্দ্রিয়ের মূল প্রকৃতি এক এবং তাহা সর্ব্বব্যাপক। সেই সর্ব্বব্যাপক প্রকৃতি যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক গুণবিশেষের দ্বারা বা আভ্যন্তরীণ যোগশক্তি বিশেষের দ্বারা ক্ষুভিত বা উত্তেজিত হইয়া পরিণামান্তর উৎপাদিত করিতে পারে, একথা কোন ক্রমেই অবিশ্বাস্য নহে। অতএব, প্রকৃতির অনুগ্রহ হইলে ক্ষণমধ্যেই এক জাতি অন্য জাতি,—এক দেহ অন্য দেহ,—অর্থাৎ নরদেহ দেবদেহ হইয়া যাইতে পারে। সর্ব্বব্যাপিনী ও সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ পরিণাম হওয়ার যোগ্যতা আছে; পরন্তু তাহা তাঁহারই ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক উৎপদ্যমান গুণবিশেষের দ্বারা আবৃত বা প্রতিবদ্ধ আছে। সেই জন্যই তিনি নিয়মিত পরিণামের অনুগত থাকেন; বিশৃঙ্খলরূপে পরিণত

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ। কায়স্য হি প্রকৃতিঃ পৃথিব্যাদীনি। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রকৃতিরস্মিতা। তদবয়বানুপ্রবেশঃ আপূরঃ। স চ তস্মাত্তস্মাদ্ভবতীতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ— প্রধানাদয়ঃ পৃথিব্যন্তাঃ প্রকৃতয়ঃ। তাসাং সর্ব্বত্র সত্ত্বাৎ নরাদিদেহাবয়বেষু ধর্ম্মাদিনিমিত্তানুবোধেন তদবয়বানুপ্রবেশাদ্ভবতি জাত্যাদিপরিণামোঽগ্নিকণবৎ। যথা অগ্নিকণস্য প্রকৃত্যানুগ্রহাৎ বনাদৌ বহুতৃণাদিমণ্ডলব্যাপিত্বং দৃষ্টং তদ্বদিত্যর্থঃ।

হন না। কিন্তু যখন জীবের ধর্ম্ম বল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন তাঁহার অধর্ম্ম নামক আবরণ অথবা প্রতিবন্ধ-কারণটী নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং অধর্ম্ম- তাঁহার যে পরিণামকে আবৃত বা অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল, অর্থাৎ হইতে দিতে ছিল না, প্রতিবন্ধক-শূন্য হওয়ায় তৎক্ষণাৎ সেই পরিণামটী আরব্ধ হয়, অন্য- বিধ পরিণাম তখন অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের সমকক্ষতা বা তুল্যবল থাকা প্রযুক্ত প্রকৃতি এখন নর-শরীরে পরিণত হইতেছেন বটে, কিন্তু যদি এখন ইহাতে ধর্ম্মের তীব্রতর তীক্ষ্ণতর বা প্রবলতর বেগ উপস্থাপিত করা যায়,—তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই অধর্ম্মের শক্তি হ্রাস ও দেব-শরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক নাশ হইয়া গিয়া ক্রমে এই নর-শরীরেই দেব-শরীরের উপযুক্ত উপাদান আসিবে; অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই দৈব-উপাদান সকল ইহাতে আপূরিত হইবে; সুতরাং এই নর-শরীরই ক্রমে দেব-শরীর হইয়া যাইবে। কণ-পরিমিত বহ্নিতে তৎসজাতীয় প্রকৃতির আপূরণ আরম্ভ হইলে একটী বিস্তীর্ণ বনও যখন বহ্নিরূপে পরিণত হয়,—তখন প্রকৃতির আপূরণে একটা মানব-দেহ যে দেব-দেহে পরিণত হইতে পারেনা, ইহা অন্যায় বিশ্বাস।

নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥৩॥

নিমিত্ত অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক জীবগুণ জাত্যন্তর পরিণামের প্রযোজক নহে। উহা হইতে কেবল প্রকৃতির আবরণ ভঙ্গ হয়, সুতরাং উহা কৃষকদিগের ন্যায় আবরণভঙ্গকারীমাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে।

তাৎপর্য্য এই যে, যোগীরা দেখিয়াছেন, কায়িক বাচিক ও মানসিক ব্যাপার দ্বারা চিত্তনামক প্রকৃতিপ্রদেশে গুণ বা সামর্থ্যবিশেষ উদ্ভূত হয়। সেই উদ্ভূত গুণদ্বয়সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির অর্থাৎ এই মানব শরীরের সর্ব্ববিধ পরিণামশক্তি থাকিলেও তাহা এখন অবরুদ্ধ আছে। অর্থাৎ, ইহাতে যখন তখন যে সে পরিণাম হইতে পারে না। কেন না, ধর্ম্ম অধর্ম্ম্য-পরিণামের এবং অধর্ম্ম ধর্ম্ম্য-পরিণামের প্রতিবন্ধকতা করে। প্রকৃতির যে অংশে এখন অধর্ম্ম-পরিণাম চলিতেছে অর্থাৎ তির্য্যক্ শরীররূপ পরিণাম ঘটিয়াছে,—সেই অংশে

(৩) নিমিত্তং ধর্ম্মাদি। তচ্চ প্রকৃতীনাং অপ্রযোজকং অর্থান্তরপরিণামে প্রবর্ত্তকং ন ভবতি তৎকার্য্যত্বাৎ। ন হি কারণং কার্য্যং প্রবর্ত্তয়তীতি দৃষ্টম্। ততস্তু নিমিত্তাৎ তু বরণভেদঃ বরণস্য প্রতিবন্ধকস্য ভেদোবাধঃ ক্ষয়োবা ভবতীতি শেষঃ। অত্র ক্ষেত্রিকবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা

এখন তাঁহার ধর্ম্ম্য-পরিণাম অর্থাৎ দেব-শরীর-পরিণাম হওয়ার সামর্থ্য থাকিলেও তাহা অধর্ম্মের দ্বারা রুদ্ধ থাকায় কার্য্যকারী হইতেছে না। ধর্ম্মের বেগ প্রবৃদ্ধ হইয়া যদি ধর্ম্ম্যপরিণামের প্রতিবন্ধক অধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া দেয়, —অথবা অভিভূত করিয়া দেয়, কিংবা ধর্ম্মবেগ প্রবল হইয়া যদি অধর্ম্ম্য-পরিণামের প্রতিবন্ধক ধর্ম্মকে হ্রাসপ্রাপ্ত করায়,—তাহা হইলে তখন নিষ্প্রতি-বন্ধকে দেবশরীরে তির্য্যক্ পরিণাম ও তির্য্যক্-শরীরে দৈব পরিণাম উপস্থিত হইতে পারে। নিম্নগমন-স্বভাব জল সেতুর দ্বারা বদ্ধ থাকিলে নিম্নে যাইতে পারে না, ইহা দেখিয়া কৃষকেরা নিম্নে জল লইয়া যাইবার জন্য কেবল সেতু বা ক্ষেত্রের আলি মাত্র ভঙ্গ করিয়া দেয়, অন্য কিছুই করে না। অনন্তর গতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ মৃত্তিকার উচ্চতা নষ্ট হইয়া গেলে পর, জল যেমন আপনা হই-তেই নিষ্প্রতিবন্ধকে নিম্নে প্রবাহিত হয়, নিকৃষ্টশরীরেও তেমনি উৎকৃষ্ট শরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক নষ্ট হইবামাত্র উৎকৃষ্ট শরীরে পরিণত হয়। অতএব, প্রকৃতিই জাত্যন্তরপরিণামের মূল কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক বিনাশের হেতুমাত্র। নন্দীশ্বর মুনি যে তপস্যার দ্বারা মনুষ্য জাতির পরিবর্ত্তে দেব-জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কথিতপ্রণালীক্রমেই হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তপস্যালব্ধ ধর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার দেবশরীর হওয়ার সমস্ত প্রতিবন্ধক নষ্ট হই-য়াছিল, তাই তিনি নরজাতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবজাতি হইয়াছিলেন।

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪॥

প্রবৃত্তিভেদে প্রযোজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

কেবলমাত্র অস্মিতা হইতেই তাঁহারা বহুচিত্ত অর্থাৎ বহু অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের একমাত্র সহজাত চিত্তই সেই সকল সৃষ্ট অন্তঃকরণের প্রবৃত্তির প্রতি প্রবর্ত্তক কারণ হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রিকঃ কৃষীবলঃ জলস্রোতোন্নতদেশাদিবরণভেদনমাত্রং করোতি ততশ্চ জলং স্বয়মেব কেদারা-ন্তরে প্রবর্ত্ততে তদ্বদিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাধর্ম্মনিরাসে প্রকৃতয়ঃ স্বয়মেব দেবাদিপরিণামে প্রবর্ত্তন্তে পাপাতিশয়েন চ পুণ্যপরিণামপ্রতিবন্ধে তির্য্যগাদিপরিণামঃ প্রবর্ত্তত ইতি দিক্।

(৪) যোগপ্রভাবাৎ নির্ম্মীয়ন্তে ইতি নির্ম্মাণানি। তানি চিত্তানি যোগিনাং অস্মিতামাত্রাৎ প্রাদুর্ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। অয়ম্ভাবঃ=যোগী যদা যুগপদ্ভোগার্থং কায়ব্যূহান্ (বহূন্ কায়ান্)

প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলে যেমন প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর পরিণাম আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়,—যোগিগণের কায়ব্যূহসৃষ্টিও তেমনি সেই একমাত্র মূল প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। যোগীরা যখন ভোগদ্বারা শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চিতকর্ম্ম ক্ষয় করিতে ইচ্ছুক হন, অথবা আপনার অলৌকিক ক্ষমতা অনুভব করিতে বাঞ্ছা করেন, তখন তাঁহারা যোগবলে অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা এককালে বহু শরীর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই সকল স্বেচ্ছানির্ম্মিত বহু শরীরের চিত্তও তাঁহাদের ইচ্ছাসৃষ্ট অর্থাৎ সে সকল চিত্ত তাঁহাদের ইচ্ছার প্রভাবেই অস্মিতা-নামক মূল-অংহতত্ত্ব হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের ইচ্ছা-শক্তি এত প্রবল যে, আমরা যেমন অলাতে (অগ্ন্যঙ্গারে) ফুৎকার প্রদান করিয়া তাহা হইতে শত সহস্র স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারি,—তাঁহারা তেমনি অস্মিতার উপর ইচ্ছাপ্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে অসংখ্য মন বা অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিতে পারেন। সেই সকল ইচ্ছাসৃষ্ট মন তাঁহাদের সহজাত ও যোগবশীকৃত মূল চিত্তের অধীনে থাকিয়া তুল্যরূপে ভোগ ও ঐশ্বর্য্য অনুভব করায়। তাঁহাদের সমাধিপরিষ্কৃত সহজাত চিত্ত, যখন যেরূপ ইচ্ছা করে, সেই সকল ইচ্ছাসৃষ্ট নূতন চিত্ত তখন সেইরূপ কার্য্য করিতেই বাধ্য হয়।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

জন্মসিদ্ধ, ঔষধিসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ ও সমাধিসিদ্ধ,—এই পাঁচ প্রকার চিত্তের মধ্যে সমাধিসিদ্ধ চিত্তই আশয়শূন্য হয়; অর্থাৎ তাহাতে কোন রূপ কর্ম্মবাসনা স্পৃষ্ট হইতে পারে না। ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ, ঔষধিসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ ও সমাধিসিদ্ধ যোগীদিগের মধ্যে যাঁহারা সমাধিসিদ্ধ,—তাঁহা-

---

নির্ম্মিমীতে তদা তস্য সঙ্কল্পাধীনপ্রকৃত্যাপূরাৎ কায়বৎ অস্মিতামাত্রাৎ অঙ্গারাখ্যপ্রকৃতের্বহ্নিকণবৎ বহূনি চিত্তানি প্রসরন্তি।

(৫) অনেকেষাং তেষাং নির্ম্মিতানাং চিত্তানাং প্রবৃত্তিভেদে অভিপ্রায়নানাত্বে একং এব যোগিনশ্চিত্তং প্রযোজকং প্রেরকং ভবতীতি শেষঃ। স যথা স্বীয়ে শরীরে মনশ্চক্ষুঃপ্রাণাদীনি যথেষ্টং প্রেরয়তি তথা কায়ান্তরেষ্বপীতি তাৎপর্য্যমুন্নেয়ম্।

(৬) তত্র তেষু তেষু চিত্তেষু মধ্যে সমাধিজং চিত্তং অনাশয়ং কর্ম্মবাসনাশূন্যং মোক্ষায়

দের চিত্তই প্রকৃতপ্রস্তাবে কৈবল্যের উপযুক্ত। কেননা তাঁহাদের সেই সমাধিজ বা ধ্যানজ চিত্তে কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মবীজ থাকে না। কিঞ্চিৎকাল থাকিলেও তাহা দগ্ধপ্রায় হইয়াই থাকে। দগ্ধবীজে যেমন প্ররোহ জন্মে না, —সমাধিদগ্ধ কর্ম্মবীজেও তেমনি সংসারাঙ্কুর জন্মে না; সুতরাং মুক্তি হয়।

কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

যোগীদিগের কর্ম্ম অশুক্লকৃষ্ণ; তদ্ভিন্নব্যক্তিদিগের কর্ম্ম তিন প্রকার; অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র। ইহার বিবরণ যথা—

মনুষ্য শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, অথবা যাহা কিছু অনুভব করে, সে সমস্তই তাহাদের চিত্তে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্মশরীরে একপ্রকার গুণ বা সংস্কার জন্মায়। ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ বা শক্তিবিশেষ উৎপাদন করে। সেই সকল সংস্কার বা শক্তিবিশেষ তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্তুতঃ অনুষ্ঠিত ও অনুভূত ক্রিয়াকলাপে মাত্রেই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া জীবের চিত্তে থাকিয়া যায়, অর্থাৎ অদৃশ্যরূপে অঙ্কিত থাকে (ছাপ্ লাগা বা দাগ্ লাগার ন্যায় হইয়া থাকে)। কালক্রমে সেই সকল দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে অর্থাৎ জীব'কে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে। সেই সকল দাগের বা সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, ইত্যাদি। শারীর-ব্যাপার ও মানস-ব্যাপার হইতে উৎপন্ন সেই সকল কর্ম্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার। শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্ল কৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্র। যাঁহারা কেবল তপস্যায় ও জ্ঞান-আলোচনায় রত থাকেন,—তাঁহাদের তজ্জনিত কর্ম্ম সকল শুক্ল। যাহারা দুরাত্মা—যাহারা প্রাণিহিংসা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যে রত থাকে,—তাহাদের তজ্জনিত কর্ম্ম বা কর্ম্মসংস্কার সকল কৃষ্ণ। যাঁহারা কেবল যজ্ঞাদিকার্য্যে রত থাকেন,—তাঁহাদের কর্ম্ম শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র। শুক্ল কর্ম্ম সকল ভবিষ্যৎ উন্নতির, কৃষ্ণ কর্ম্ম সকল অধোগতির, এবং মিশ্র কর্ম্ম সকল মিশ্রফলের বীজ।

যোগ্যমিত্যর্থঃ। জন্মাদিপঞ্চপ্রভবত্বাৎ সিদ্ধানাং চিত্তমপি তৎপ্রভবং পঞ্চবিধমিতি বিভাব্যম্।

(৭) যোগিনঃ কর্ম্ম অশুক্লকৃষ্ণং শুক্লকৃষ্ণাদিবিলক্ষণম্। ইতরেষাং অযোগিনান্তু কর্ম্ম ত্রিবিধং শুক্লং কৃষ্ণং শুক্লকৃষ্ণঞ্চেত্যর্থঃ। বাঙ্মনঃসাধ্যং সুখৈকফলকং শুক্লম্। তচ্চ তপঃ স্বাধ্যায়-শীলানাং ভবতি। দুঃখোত্তরফলকং কৃষ্ণম্। তচ্চ দুরাত্মনাম্ভবতি। সুখদুঃখমিশ্রফলকং কর্ম্ম

শুক্ল-নামক কর্ম্ম বীজ হইতে ক্রমে দেবশরীর, কৃষ্ণ-নামক কর্ম্মবীজ হইতে পশু-পক্ষ্যাদি-শরীর এবং মিশ্রকর্ম্মনামক বীজ হইতে মানব-শরীর উৎপন্ন হয়। কিন্তু যাঁহারা যোগী- যাঁহারা ত্যাগী বা সন্ন্যাসী—তাঁহাদের উক্ত তিন প্রকারের কোনও প্রকার কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। তাঁহাদের কর্ম্ম স্বতন্ত্র প্রকার। তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়ে অনাসক্ত থাকে, এবং তাঁহারা অভিসন্ধি-পূর্ব্বক কার্য্য করেন না, কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম কিছুই করেন না, সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম কলাপ পৃথক্। যদিও তাঁহারা কখন কখন জীবন-ধারণের উপযুক্ত কোন কোন কর্ম্ম করেন বটে, তথাপি তাঁহাদের চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার বা কোন প্রকার সংসারবীজ আহিত হয় না। কেন না, তাঁহারা সকল সময়েই কামনা-শূন্য থাকেন এবং কৃত কর্ম্ম সকল ঈশ্বরের উদ্দেশে পরিত্যাগ করেন। ক্ষণ-কালের জন্যও তাহা তাঁহারা কামনার দ্বারা চিত্তে আবদ্ধ রাখেন না। তাহা হইতে কাযে কাযেই তাঁহাদের সংস্কার বা সংসার-বীজ জন্মে না। নিষ্কাম-চিত্ত পদ্মপত্র তুল্য, এবং ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত কর্ম্মসকল জলবিন্দুতুল্য জানিবে।

প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অর্থাৎ ফলোৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্॥ ৮॥

কলকালে সেই সকল কৃতকর্ম্মের বিপাকের অর্থাৎ ফলোৎপত্তির অনুগুণ (পরিপোষক) বাসনা সকল অভিব্যক্ত হয়, অবশিষ্ট বাসনা সকল অব্যক্ত থাকে। ইহার তাৎপর্য্য টীকা এইরূপঃ—

অযোগী মনুষ্য শুক্ল, কৃষ্ণ, অথবা মিশ্র, যে কোন কর্ম্ম উপার্জ্জন করুন, কোন• কর্ম্মই এক সময়ে ও একরূপে ফল প্রসব করিবে না। কতক জাতি, জন্ম, আয়ু ও ভোগ প্রসব করিবে,—কতক বা কেবল সেই সেই জন্মের ও সেই সেই জাতির ভোগোপযুক্ত স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত

শুক্লকৃষ্ণম্। তচ্চ যাগরতানাং ভবতি। যোগিনাস্তু সন্ন্যাসিনাং বাহ্যসাধনসাধ্যকর্ম্মত্যাগান্ন শুক্লকৃষ্ণং ক্ষীণক্লেশত্বান্ন কৃষ্ণং ফলমনভিধ্যায় কৃতত্বাদীশ্বরার্পিতত্বাচ্চ ন শুক্লমিতি দ্রষ্টব্যম্।

(৮) ততঃ তস্মাৎ ত্রিবিধাৎ কর্ম্মণঃ তস্য বিপাকস্য জাত্যায়ুর্ভোগরূপস্য এব অনুগুণানাং অনুরূপানাং বাসানানাং অভিব্যক্তির্ন বিরুদ্ধানাম্। ইত্থমত্রাবধেয়ম্—দ্বিবিধাঃ খলু কর্ম্মবাসনাঃ স্মৃতিমাত্রফলাঃ জাত্যায়ুর্ভোগফলাশ্চ ভবন্তীতি শেষঃ। তত্র যে মরণকালে সন্তয় একং জন্মার-

ইহ জন্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া মরণত্রাস উৎপাদন করে। পূর্ব্বজন্মের মরণদুঃখবাসনা যেমন ইহজন্মে প্রব্যক্ত হইয়া ত্রাস উৎপাদন করে, তদ্রূপ, তৎপূর্ব্বজন্মেও তৎপূর্ব্বজন্মের মরণ-বাসনা প্রব্যক্ত হইয়া তাহাব ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্রূপ রীতিতে, জীবের অব্যভিচরিত মরণত্রাস ও আত্মাভিনিবেশ (আমি যেন থাকি, না মরি, ইত্যাকার মনোভাব) দেখিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের অস্তিত্ব অনুমান সুসিদ্ধ হয়; সুতরাং জীবের জন্ম ও মরণ, প্রবাহের ন্যায় অনাদি এবং সেই সেই জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মবাসনাও অনাদি, ইহাও নির্ণীত হয়।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥১১॥

বাসনাসকল হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলম্বন,—এতচ্চতুর্ব্বিধক্রম অবলম্বন করিয়া সংগৃহীত বা সঞ্চিত হয়। সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে, উল্লিখিত হেতু প্রভৃতির অভাব হইলে বাসনারও অভাব হইতে পারে। ইহার টীকা এইরূপঃ—

জীবের কর্ম্মবাসনা প্রবাহের ন্যায় অনাদি বটে; পরন্তু যোগের দ্বারা তাহার ভঙ্গ হয়, বিনাশও হয়। যত দিন না তাহার বিনাশ হয়, তত দিন পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তজ্জনিত বাসনা বা সংস্কার উৎপন্ন হইবেই হইবে; সুতরাং সংসারও অনিবার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জীব যত দিন-না সম্ভাগ্যসঞ্চয়দ্বারা, সমাধি অবলম্বন দ্বারা, অথবা অন্য কোন যোগানুষ্ঠানের দ্বারা অনাদি-কর্ম্মবাসনা-প্রবাহ ভঙ্গ করিতে পারিবে, তত দিন নিশ্চিত তাহা প্রবাহিত হইবে। ততদিন তাহার (বাসনার) হেতু, ফল, আশ্রয়, অবলম্বন, এ সমস্তই বিদ্যমান থাকিবে। বাসনার হেতু বা কারণ ক্লেশ ও কর্ম্ম। দেহ প্রাপ্তি ও আয়ুর্ভোগ তাহার ফল। চিত্ত তাহার আশ্রয়। রূপাদি বিষয় তাহার অবলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ বাসনার উৎপত্তির ও স্থিতির হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলম্বন অবলম্বন করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ বাসনা-জাল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জড়িত হইতেছে ও পুনঃ পুনঃ ঐ সকল হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলম্বনভোগে প্রবৃত্ত হইতেছে। অপিচ, পূর্ব্বপূর্ব্ব-ভ্রমবাসনারূপ অবিদ্যাই অস্মিতার অর্থাৎ "অহং" বা "আমি"ভ্রমের অথবা আত্মাভিমানের

(১১) বাসনানামনন্তরানুভবোহেতুঃ। তস্যাপ্যনুভবস্য রাগাদয়স্তেষামবিদ্যেতি সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ চ হেতুত্বম্। ফলং শরীরাদি স্মৃত্যাদয়শ্চ। আশ্রয়শ্চিত্তম্। আলম্বনং যদেবানুভবস্য তদেব বাসনানাম্। শব্দাদিকমিতি যাবৎ এতৈঃ সংগৃহীতত্বাৎ সঙ্কলিতত্বাদ্ধেতোরেষাং

জনক। সেই অস্মিতা হইতেই আমি অমুক, আমি জ্ঞানী, আমি মানী, আমি ধনী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ধন, আমার ইষ্ট, আমার অনিষ্ট, ইত্যাদি প্রকার মিথ্যাজ্ঞান জন্মে। তদ্বিধ ভ্রমজ্ঞান হইতেই যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষাদি নামক অভিপ্রায় উৎপন্ন হয়। সেই উৎপন্ন অভিপ্রায় আবার পরানুগ্রহ ও পরনিগ্রহাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। সেই সেই স্বকৃত কার্য্য হইতেই পুনরপি ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক সংস্কার,—যাহা ভবিষ্যৎশুভাশুভের বীজ,—তাহা উৎপন্ন হয়। সেই বীজ আবার যথাকালে অঙ্কুরিত হইয়া বিবিধ ভোগফল প্রসব করে। সেই সকল ভোগরূপ বৃক্ষ হইতেই আবার ভবিষ্যৎ-ভোগের বীজস্বরূপ নানা বাসনা বা সংস্কার সমূহ জন্মে। সংসারচক্র এবম্প্রকারে নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; পরন্তু যিনি যোগের দ্বারা উক্তবিধ সংসারচক্রের উক্তবিধ গতি ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন—তিনিই ঐ চক্রের আবর্ত্তন হইতে পরিত্রাণ পান, অন্যে ঘুরিয়া মরেন।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

যাহাকে আমরা যথাক্রমে অতীত ও অনাগত অর্থাৎ মরিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে, এবং হইবে ও জন্মিবে বলিয়া উল্লেখ করি, ধর্ম্মের বা অবস্থার অধ্বভেদ অর্থাৎ পরিবর্ত্তিতরূপের ভিন্নতা থাকায় বস্তুর যাহা প্রকৃত রূপ তাহা থাকে ও আছে বলিয়া জানিবে। এই কএকটী কথার পরিষ্কার ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

বিনাশবাদীর মতে সকল বস্তুই অস্থায়ী; সুতরাং তাহাদের মতে চিত্তও অস্থায়ী অর্থাৎ নশ্বর। কিন্তু যোগীরা বলেন, বস্তু মাত্রেই স্থায়ী; পরন্তু তাহাদের ধর্ম্ম, গুণ বা অবস্থাগুলিই অস্থায়ী অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। সেই পরিবর্ত্তন অনুসারেই লোকমধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ফল কথা এই যে, যাহা অত্যন্ত অসৎ, অর্থাৎ যাহা কোন কালেই নাই,—তাহা উৎপন্ন হয় না। এইরূপ, যাহা বাস্তবিক সৎ, অর্থাৎ যে বস্তু বস্তুতঃই আছে, তাহারও আত্যন্তিক অভাব বা আত্যন্তিক

হেত্বাদীনাং অভাবে জ্ঞানযোগাভ্যাং দগ্ধবীজকল্পত্বে বিহিতে সতি তদভাবস্তেষাং বাসনানাম ভাব উচ্ছেদঃ স্যাৎ। নির্মূলত্বাৎ বাসনা ন প্ররোহন্তি ন কার্য্যমারভন্ত ইতি তেষামভাবঃ।

(১২) যদতীতত্বেন বচ্চানাগতত্বেন ব্যবহ্রীয়তে তৎ স্বরূপতঃ স্বরূপেণ ধর্ম্মিত্বেনৈব রূপেণ স্বত্বসম্বন্ধেন বা অস্তি বিদ্যত এব। যতোঽসতামুৎপত্তিঃ সতাঞ্চ নাশো ন সম্ভবতি যতশ্চ

বিনাশ হয় না। তবে হয় কি?-না তাহার সেই সেই ধর্ম্মের, গুণের বা সেই সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, আবির্ভাব (আকৃতির) ও তিরোভাব হয়, পথের বা গন্তব্যের প্রভেদ হয়। ঘট-নামক বস্তুর ঘটাকারি ধর্ম্ম (বর্ত্তমান ঘটাবস্থাটী) অতীত পথে প্রবিষ্ট হইলে "ঘট নাই" বলা যায়, ভবিষ্যৎ-পথে থাকিলে "ঘট হইবে, বা হইতেছে" বলা যায়, এবং বর্ত্তমান পথে থাকিলে ঘট আছে, এইরূপ বলা যায়, সুতরাং জানা গেল যে, ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন-বিশেষের নাম উৎপত্তি, পরিবর্ত্তন-বিশেষের নাম স্থিতি, এবং পরিবর্ত্তন-বিশেষের নাম লয় বা বিনাশ। কাযে কাযেই স্থির করিতে হইবে যে, যাহাকে আমরা "নাই" বলি, তাহা একবারে নাই, এরূপ নহে। যাহাকে আমরা "হইবে" বলি, তাহা যে হইবার পূর্ব্বে নিতান্ত অসৎ, অর্থাৎ তাহার কিছুই ছিলনা, এরূপ নহে। বস্তুতঃই তাহা ছিল ও থাকে, পরন্তু ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতেই আমরা কখন অতীত, কখন বা অনাগত, এতদ্রূপ ব্যবহার করি; বস্তুতঃ তাহার স্বরূপ সদাকালই সৎ অর্থাৎ আছে।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মগুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥ পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

সেই সমুদায় বস্তু অর্থাৎ সেই সেই ভাবপদার্থমাত্রেই ব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও গুণ-স্বভাবান্বিত জানিবে। অপিচ, পরিণামের ঐক্য থাকাতে বস্তুতত্ত্ব এক, অর্থাৎ বস্তু বহু নহে, ইহাও জানিবে। এই দুই কথার ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

যদি বল, ধর্ম্ম সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া কি হয়? কোথায় যায়? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা সূক্ষ্ম হইয়া গিয়া আপন আশ্রয়ে শক্তিরূপে প্রবেশ করে; অর্থাৎ লুক্কায়িত হইয়া থাকে। ঘট অতীত হইল, এ কথার প্রকৃত অর্থ কি? না ঘটাকার ধর্ম্মটী স্বীয়-আশ্রয়ে (মৃত্তিকায়) সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম হইয়া লুক্কায়িত হইল। ঘট হইতেছে কি?-না ঘটধর্ম্ম অর্থাৎ ঘটাবস্থাটী—যাহা মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীতে শক্তিরূপে নিহিত ছিল,—লুক্কায়িত ছিল,—আজ তাহা উপায়ের বলে প্রব্যক্ত হইতেছে বা আবির্ভূত হইতেছে—অথবা

ধর্ম্মাণামেবাধ্বভেদোবিপরিণামতা দৃশ্যতে ন ধর্ম্মিণস্ততস্তদস্ত্যেবেত্যবধারণীয়ম্। তস্মাচ্চাপবর্গ-পর্য্যন্তমেকমেব চিত্তং ধর্ম্মিতয়ানুবর্ত্তমানং তিষ্ঠতীতি সিধ্যতি।

(১৩) ব্যক্তাঃ বর্ত্তমানাধ্বানঃ। সূক্ষ্মা অতীতানাগতাত্মানঃ। তে চ সর্ব্বে ভাবা মহদাদয়ো ঘটাদিবিশেষান্তাঃ গুণাত্মানঃ সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপা ইত্যর্থঃ। *

বর্ত্তমান পথে আসিতেছে। এতদ্রূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মবিচারের দ্বারা নির্ণীত হয় যে, সেই সেই অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎপথগামী ধর্ম্মবিশেষের আশ্রয় দ্রব্যটী এক ও স্থায়ী। সেই একই স্থায়ী বা চিরস্থিতবস্তুর উপর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, অথবা সেই একই স্থায়ী বস্তুর ধর্ম্মগুলি কখন (কারণ প্রভাবে)বর্ত্তমান পথে আসিতেছে, কখন বা অতীত পথে যাইতেছে। কোন দ্রব্যেরই সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতেছে না। এতন্মতে জীবের চিত্তও এক ও স্থায়ী। সেই একই স্থায়ী চিত্ত'কে এবং তাহার ধর্ম্মনিচয়'কে (বাসনাসমূহকে) যদি উপায় দ্বারা অতীত পথে প্রবিষ্ট করান যায়, —তাহা হইলে তাহার আর পুনরুত্থান হয় না, অনন্তকালের নিমিত্ত তাহারা প্রকৃতিমধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া যায় ; সুতরাং তখন আর জীবের জীবত্ব থাকে না, জীব তখন জীবত্ব হ'তে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, কেবল ও চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কথিত প্রকার প্রণালীতে, বস্তু বা বস্তুধর্ম্ম সকল অতীতপথপ্রবিষ্ট হইলে তাহা সূক্ষ্ম, লুক্কায়িত বা অব্যক্ত নাম ধারণ করে, এবং বর্ত্তমানপথে থাকিলে তাহা ব্যক্ত, স্পষ্ট বা “আছে” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তুমি যে-কিছু বস্তুর নাম করিবে, সমস্তই দ্বিবিধ অর্থাৎ ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্ব অবধি ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। কখন বা কেহ ব্যক্ত হইতেছে, কখন বা কেহ সূক্ষ্ম হইতেছে। অপিচ, ব্যক্তই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক, সমস্ত বস্তুই গুণময় ; অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণের বিকার বা পরিণাম। গুণগুলিই অশেষবিশেষ আকারে পরিণত হইয়া অশেষবিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই জন্যই, অর্থাৎ ত্রিগুণের বিকার বলিয়াই, প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই তিন মূল দ্রব্যের পরিণামজাত। উক্ত তিন গুণের বা তিন মূল দ্রব্যের পরিণাম ভিন্ন অন্য কোনরূপ পৃথক্ পরিণাম নাই। অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে সামান্য একটা তৃণ গুচ্ছ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সত্ত্বাদিদ্রব্যের পরিণাম বা বিকার।

(১৪) যদ্যপি ত্রয়োগুণাস্তথাপি তেষামঙ্গাঙ্গিভাবগমনলক্ষণোযঃ পরিণামস্তস্য একত্বাৎ বস্তুনস্তত্ত্বং একত্বং জাতনাম্। রূমাস্থলে ক্ষিপ্তানাং গজাশ্বাদীনাং যথৈকোলবণপরিণামোযথা বা বর্ত্তিতৈলাদীনামেকোদীপপরিণামোদৃষ্টস্তথাত্রাপ্যঙ্গাঙ্গিত্বেন পরিণামৈকত্বং জ্ঞেয়ম্।

করে। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখ্য কর্ম্মবাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্মের আরম্ভক হয়, কতক বা তজ্জন্মের উপযুক্ত রুচির বা ভোগাদির কারণ হয়। যে সকল মনোবৃত্তিকে আমরা এখন প্রবৃত্তি রুচি, ইচ্ছোদ্রেক ও ভোগেচ্ছা প্রভৃতি বহু নামে উল্লেখ করি, সে সকল মনোবৃত্তির উপাদান-কারণ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম বাসনা। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনা বা কর্ম্মসংস্কার সকল ইহ জন্মে অভিব্যক্ত হইলেই তাহা প্রবৃত্তি ও রুচি প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়, আর ইহ-জন্মের কর্ম্ম-বাসনা ইহ-জন্মে উদ্বুদ্ধ হইলে তাহা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয়।* অতএব, উদিত বা অভিব্যক্ত পূর্ব্ব-সংস্কার আর প্রবৃত্তি বা রুচি, এ সমস্তই একমূলক বা এক বস্তু। সুতরাং প্রবৃত্তি প্রভৃতিনামধারী পূর্ব্বসংস্কার সমূহের উদয়, স্মরণ, বা অভিব্যক্তি, প্রায় ঔচিত্য অনুসারেই হইয়া থাকে; অর্থাৎ মনুষ্যজন্মের কর্ম্ম মনুষ্যজন্মকালেই অভিব্যক্ত হয়; অন্য জন্মে তাহা প্রসুপ্তপ্রায় থাকে। এখন আমরা মনুষ্য, সুতরাং এখন আমাদের মনুষ্যোচিত কর্ম্মবাসনাই অভিব্যক্ত হইতেছে। মনে করুন, পূর্ব্বে যেন আমরা দেবতা ছিলাম, তৎপূর্ব্বে হয়-ত তির্য্যক্ অর্থাৎ পশুপক্ষ্যাদি ছিলাম, তাহার পূর্ব্বে হয় ত মনুষ্য ছিলাম; এতদ্বিধ জন্মপ্রবাহের মধ্যে, যাহা সেই ব্যবহিত মনুষ্যজন্মের অর্থাৎ পূর্ব্ব-মনুষ্যজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মবাসনা,—তাহাই এই অভিনব বা বর্ত্তমান মানব-জন্মে উদিত বা অভিব্যক্ত হইতেছে। সেইগুলিকেই আমরা রুচি বা প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিতেছি। মধ্যবর্ত্তী জন্মদ্বয়ের অর্থাৎ দেব ও তির্য্যক্ জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মবাসনা সকল এখন প্রসুপ্ত আছে; কিছুমাত্র অভিব্যক্ত হই-তেছে না; সুতরাং সে সকল আমরা জানিতেছি না। ভবিষ্যতে যদি কখন আমাদের পুনর্ব্বার দেবশরীর বা তির্য্যক্‌শরীর হয়,—তাহা হইলে সেই সেই পূর্ব্ব-দেবশরীরের অথবা তির্য্যক্‌জন্মের কর্ম্মবাসনা সকল সেই সেই জন্মে গিয়া উদ্বুদ্ধ হইবে, অন্যান্য কর্ম্মবাসনা তখন প্রসুপ্ত থাকিবে।

ভন্তে। জাত্যায়ুর্ভোগফলাস্তে একানেকজন্মভবাঃ। যে তু স্মৃতিফলাঃ তাসু ততঃ যেন কর্ম্মণা যাদৃক্‌শরীরমারব্ধং তদনুরূপা এব বাসনাস্তাসামেব জন্মান্তবত্যভিব্যক্তিঃ। দেবত্বপ্রাপ্তৌ-ন্তিত্বে প্রসুপ্তা এব নরকভোগবাসনা ভবন্তি তাসামভিব্যক্তৌ দিব্যভোগাযোগাদিতি ভাবঃ।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

জাতি, দেশ ও কাল ব্যবধান থাকিলেও চিত্তস্থ বাসনার আনন্তর্য্য সিদ্ধি হয়। কেননা স্মৃতি আর সংস্কার (বাসনা) একই বস্তু। অর্থাৎ সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং যথনই স্মৃতি হইবে, তখনই তাহার পূর্ব্বে সংস্কার থাকা অনুমিত হইবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এইরূপঃ—

মধ্যে মানবত্বাদি জাতি, স্বর্গাদি দেশ, যুগাদি কাল, পরিবর্ত্তিত হইলেও (ব্যবহিত থাকিলেও), ইহ জন্মে পূর্ব্বসংস্কারের অনুরূপ স্মৃতি ও রুচি জন্মিবার ব্যাঘাত হয় না। বর্ত্তমান মানব-জন্মের পর যদি আমরা শত শত যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আবার মানব হইতে পারি, তাহা হইলে, এই মানব-জন্মের সংস্কার সেই-মানব-জন্মে গিয়া উদ্বুদ্ধ হইবে, কোন ক্রমেই কাল কি জাতি ব্যবধান তাহার অণুমাত্র প্রতিবন্ধক হইবে না। আজ্ যে-সংস্কার জন্মিয়াছে,—মধ্যে দিন, মাস, বৎসর, দেশ, দেশান্তর ও শত শত নিদ্রাদি অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেলেও সে সংস্কার যেমন লুপ্ত হয় না,—কালান্তরে দেশান্তরে ও অবস্থান্তরে গিয়া উদ্বুদ্ধ হয়,—স্মৃতি বা স্মরণ জন্মায়,—মধ্যে ব্যবধান আছে বলিয়া ব্যাহত বা লুপ্ত হয় না,—জন্মান্তরীয়-সংস্কারও তেমনি জন্মান্তরাদি-ব্যবধান থাকিলেও প্রবৃত্ত্যাদি-নামক-স্মৃতি জন্মায়,—ব্যাহত হয় না। এ বিষয়ে যোগিগণের মত এই যে, সংস্কার ও স্মৃতি এই দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে, একই বস্তু। কেন-না সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। উক্ত উভয়ের বিষয়ও এক; অর্থাৎ যে বিষয়ে সংস্কার জন্মে,—সেই বিষয়েরই স্মৃতি হয়; সুতরাং উক্ত উভয়ই একরূপ। সংস্কার যথন জন্মজন্মান্তরেও নষ্ট হয় না, তখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা সকল-কালেই আছে; সুতরাং ব্যবধান থাকিলেও সংস্কারের স্মৃতি ফল জন্মাইবার কারণতা বা আনন্তর্য্য আছে।

(৯) ইহ অনাদৌ সংসারে যেন কর্ম্মণা যজ্জন্মনি ভোগৈর্বাসনাঃ সঞ্চিতাঃ তাসাং জন্মকোট্যা দেশেন কল্পশতেন চ কালেন ব্যবহিতানামপি তজ্জাতীয়েন কর্ম্মণা তজ্জন্মনি পুনঃ প্রাপ্তে সতি তেনৈব কর্ম্মণা জন্মনা বা অভিব্যক্তানামানন্তর্য্যং অব্যবহিতত্বং স্মৃতিদ্বারা ভোগহেতুত্বমিতি যাবৎ ভবতীতি শেষঃ। অত্র হেতুমাহ স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাদিতি। এতন্মতে অনুভব এব সংস্কারী স এব স্মৃতিরূপেণ পরিণমতে সুতরাং যঃ সংস্কারঃ সা স্মৃতিরিতি দিক্।

এই বিচারের দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব যাহা কিছু দেখিতেছে—করিতেছে—বলিতেছে—শুনিতেছে—মনে করিতেছে—চিন্তা করিতেছে—অনুভব করিতেছে—সে সমস্তই তাহার চিত্তে অঙ্কিত হইতেছে—দাগ্ বা ছাপ্ লাগার ন্যায় হইয়া থাকিয়া যাইতেছে। চিত্তস্থ সেই সকল ছাপ্, দাগ্, বা অঙ্কিতভাবগুলি সংস্কার ও বাসনা নামে অভিহিত হয়। সেই সকল বাসনা চিত্তের এক প্রকার শক্তি বা সামর্থ্য, সুতরাং তাহা ভবিষ্যৎপরিণামের বীজ। সেই বীজ হইতেই আবার সেই সেই পূর্ব্বানুভূত-কর্ম্মের অনুরূপ অঙ্কুর জন্মে, এবং সেই সেই অঙ্কুর আবার শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পুনর্ব্বার তৎসদৃশ অন্যান্য কর্ম্মবীজ উৎপাদন করে; জীব এইরূপ নিয়মের অধীন হইয়াই সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইতেছে।

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষোনিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

আশীষের অর্থাৎ প্রার্থনার নিত্যতা হেতুক বাসনার অনাদিত্ব নিশ্চয় হয়।

শিষ্যের বা শ্রোতার মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, সংস্কারই যদি স্মৃতির বা প্রবৃত্তির জনক হয়-ত প্রথম জীবের প্রথম প্রবৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল? কেন-না তৎপূর্ব্বে-ত সংস্কার ছিল না; সংস্কার কেন, কিছুই ছিল না। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যোগীরা বলেন যে, উহার প্রথম নাই; সংসারের ও বাসনার আদি নাই। সংসার অনাদি, তদন্তঃপাতী জন্মমরণও অনাদি, সুতরাং জীবের কর্ম্মবাসনাও অনাদি। একটী বীজ যেমন অন্য বীজের উৎপাদক, একটী জলতরঙ্গ যেমন অন্য তরঙ্গের জনক, তদ্রূপ, একটী কর্ম্মবাসনা অন্য-কর্ম্মবাসনার জনক। বীজের কারণ অঙ্কুর, আবার অঙ্কুরের কারণ বীজ,—এতাবন্মাত্রই নির্ণীত হয়, কিন্তু বীজ আদিম কি অঙ্কুর আদিম তাহা নির্ণীত হয় না; তেমনি জীব আদিম কি তাহার কর্ম্মবাসনা আদিম, ইহাও নির্ণীত হয় না, কিন্তু জীবত্বের কারণ কর্ম্ম এবং কর্ম্মের কারণ জীব,—ইহা উত্তমরূপে নির্ণীত হয়। তোমরা যাহাকে আদিম জীব বলিবে, বস্তুতঃ সেও আদিম নহে। কেন-না তাহারও পূর্ব্বজন্ম থাকা অনুমিত হয়। কেননা তাহারও মরণত্রাস ও আশিঃ অর্থাৎ "সুখই হউক, দুঃখ যেন না হয়"

(১০) ন কেবলং তাসাং বাসনানাং আনন্তর্য্যং কিন্ত্বনাদিত্বমপি। কুতঃ? আশিষঃ সদাঽহং ভূয়াসমেবেতি প্রার্থনাবিশেষস্য মরণত্রাসস্য বা নিত্যত্বাৎ সর্ব্বজনেষ্বভিব্যভিচারাদিত্যর্থঃ।

ইত্যাকার প্রার্থনা বা আত্মাভিনিবেশ ছিল। সেই মরণত্রাস ও সেই আত্মাভিনিবেশই তাহার পূর্ব্বজন্ম থাকা সপ্রমাণ করিয়া দিবে। অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে যে, জীব-মাত্রেই মরিতে চাহে না। কেন চাহে না? মরণের প্রতি জীবের এত দ্বেষ কেন? সদ্যোজাত শিশুরই বা মরণত্রাস হয় কেন? অতএব অবশ্যই মানিতে হইবে যে, মরণে অতি ভয়ঙ্কর ও অসহনীয় দুঃখ আছে। সেই জন্যই জীব মরিতে চাহে না, সেই জন্যই জীবের মরণভয় অধিক। যে যাহাতে দুঃখ পাইয়াছে, ক্লেশ পাইয়াছে, সে তাহাকে ভয় করে, সে তাহাকে বিদ্বেষ করে, সে তাহাকে সহজে স্বীকার করিতে চাহে না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং ইহাও স্বীকার্য্য যে, মরণে অবশ্য উৎকট দুঃখ আছে, এবং জীব তাহা অবশ্য একবার ভোগ করিয়াছে, তাহা আর ভোগ করিতে চাহে না, মরিতে চাহে না। মরণের কারণ উপস্থিত দেখিলে, মনোমধ্যে মরণের কল্পনা বা সম্ভাবনা হইলে, জীবের অনিচ্ছাকৃত ভয় হয়, হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তাদৃশ ভয়ের মূল কি?-না মরণদুঃখের স্মরণ। কেন-না, দুঃখের স্মরণ না হইলে দুঃখদ পদার্থে ভয় হয় না। অননুভূত বা অজ্ঞাত পদার্থের স্মরণ হয় না, ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত। কাযে কাযেই মানিতে হইতেছে যে, জীব মরণ দুঃখ জ্ঞাত আছে, তাই তাহার স্মরণ হয়, আর ভয়ে কম্পিত-কলেবর হয়। সে তাহা বুঝিতে পারুক বা না পারুক, ব্যক্ত করিতে পারুক বা না পারুক, নিশ্চিত তাহার মরণ দুঃখ মনে হয়, তাই সে ভয়ে জড় সড় হয়। এখন মনে কর, কবে সে মরণ দুঃখ জানিল? কোনও ব্যক্তি যখন ইহ জন্মে একবার ভিন্ন দুইবার মরে না, তখন সে অবশ্যই পূর্ব্বজন্মে মরিয়াছিল; নচেৎ তাহার ইহ জন্মে মরণ দুঃখ জানিবার সম্ভাবনা কি? সদ্যোজাত শিশুর—যাহার কিছু মাত্র কল্পনাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় নাই—পূর্ব্ব জন্মের অনুভব ব্যতীত তাহারই বা মরণ দুঃখের উদ্বোধ ও তজ্জনিত ভয়কম্পাদি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? অতএব, এস্থলে অবশ্যই মানিতে হইবে যে, প্রত্যেক জীবের পূর্ব্বজন্মের অনুভূত মরণ-দুঃখের সংস্কার আছে, সেই সকল সংস্কার আবার

ইদমত্রাকূতং—জাতমাত্রস্য কম্পাদ্যনুমিতোমরণত্রাসোদ্বেষাদুঃখস্মৃতিমব্যভিচারাৎ কল্পয়তি। সা চ বাসনাম্। সাপি মরণজদুঃখানুভবম্। সোঽস্মিন্ জন্মন্যসম্ভাব্যমানোজন্মান্তরসদ্ভাবং কল্পয়তীত্যনাদিত্বসিদ্ধিঃ।

মহত্তত্ত্বও সত্ত্বাদিদ্রব্যের পরিণামসমুদ্ভূত, এবং সামান্য একটা তৃণগুচ্ছও সত্ত্বাদিদ্রব্যের পরিণাম-সমুদ্ভূত। এ সম্বন্ধে তৃতীয় কথা এই যে, উক্ত গুণ-ত্রয় পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ, উপকারক বা সহায় না হইয়া পরিণত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, উহারা স্বয়ং স্বয়ং বা পৃথক্ পৃথক্ পরিণত হয় না, পরস্পর পরস্পরের উত্তেজক ও নিস্তেজক হইয়াই পরিণাম দশায় উপস্থিত হয়; অর্থাৎ বিবিধ বিকার উৎপাদন করে। কাযে কাযেই মানিতে হইতেছে যে, উক্ত তিন দ্রব্যের উপর একই পরিণাম বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ উক্ত গুণত্রয়-নিষ্ঠ পরিণাম এক ভিন্ন দুই বা ততোধিক নহে। এই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আরও এক সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, বস্তুতত্ত্ব এক, পরন্তু তাহার ধর্ম্ম বা অবস্থা নানা। ধর্ম্মী এক, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম নানা অর্থাৎ বহু। মৃত্তিকা এক, কিন্তু তাহার ঘটকপালাদিরূপ ধর্ম্ম বা অবস্থা অনেক। চিত্ত এক, পরন্তু তাহার অবস্থা বা ধর্ম্ম অনেক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রকৃতপক্ষে বস্তুর অন্যথা, উৎপত্তি, বিনাশ ও নানাত্ব স্বীকার করা যায় না। সুতরাং চিত্তেরও অবস্থাপরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাহার ক্ষণ-বিনাশিত্ব কি নানাত্ব স্বীকার করা যায় না। একই চিত্ত কল্পকল্পান্তকাল থাকে বা আছে। কেবলমাত্র তাহার ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহা ভিন্ন বাস্তবিক কোন উৎপত্তি, বিনাশ, কি নানাত্ব হইতেছে না। আজ এক চিত্ত; আবার কাল এক চিত্ত; এরূপ হইতেছে না। এ জন্মে এক চিত্ত; অন্য জন্মে আবার অন্য চিত্ত; এরূপ নহে। একই চিত্ত জন্ম-জন্মান্তর স্থায়ী; এবং একই চিত্ত জন্মজন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ উৎপাদন করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন বিকারের বশীভূত হইতেছে।

বস্তুসাম্যেঽপি চিত্তভেদাত্তয়োর্বিবিক্তঃ পন্থা ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়, এই দুএর পথ অত্যন্ত ভিন্ন; অর্থাৎ উক্ত উভয়ের ভিন্নতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তাহার কারণ এই যে, বস্তুর সমানতাসত্ত্বেও চিত্তের বা বিজ্ঞানের অসমানতা বা ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে অনেক অর্থ আছে। যথা—

(১৫) তয়োঃ চিত্তবস্তুনোঃ বিবিক্তঃ পন্থাঃ ভিন্নোমার্গঃ। ভেদ ইতি যাবৎ। বিভক্তঃ পন্থা ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে। হেতুমাহ—বস্তুনঃ স্ত্রীপিণ্ডাদেঃ সাম্যেঽপি একত্বেঽপি চিত্তস্য

যাঁহারা বলেন, বাহ্য বস্তু নাই, একমাত্র বিজ্ঞানই প্রবাহাকারে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত বাহ্য-ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে, অর্থাৎ অন্তরস্থ বিজ্ঞান-ধারাই বাসনা উৎপাদন দ্বারা কার্য্যকারণভাব, জ্ঞানজ্ঞেয়ভাব, অথবা বস্তু ও বস্তু গ্রাহক চৈতন্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন করিতেছে ;— তাঁহাদের মতে ধর্ম্মী এক কি বহু তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যক নাই। কেন-না, তাঁহাদের মতে ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম ভিন্ন নহে; তাঁহাদের মতে ধর্ম্মীও বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মও বিজ্ঞান। ঘটও বিজ্ঞান, ঘট-জ্ঞানও বিজ্ঞান। বিজ্ঞানভিন্ন পৃথক্ বা স্বতন্ত্র কোন বিজ্ঞেয় বস্তু তাঁহাদের মতে নাই। যোগিগণ এই মতের ভ্রান্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন যে, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়, কোন ক্রমেই এক বা অভিন্ন বস্তু নহে। উহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞেয় বস্তু অবলম্বন না করিয়া উৎপন্ন বা উদিত হয় না, বিজ্ঞেয় না থাকিলে যখন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভাবিত হইয়া পড়ে, তখন আর বিজ্ঞেয় নাই, বা বাহ্যবস্তু নাই, অর্থাৎ বাহ্য বস্তুও বিজ্ঞান,—ইহা অপসিদ্ধান্ত ভিন্ন সৎসিদ্ধান্ত নহে। বিজ্ঞান যদি বিজ্ঞেয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইত,—তাহা হইলে এক বস্তুর উপর বা এক বিজ্ঞানের উপর ব্যক্তিভেদে বহুবিধবিজ্ঞানের উদয় হইত না। ভাবিয়া দেখ, একই স্ত্রী তোমার বিজ্ঞানে একরূপ বিজ্ঞেয় হইতেছে, সেই সময়েই আবার আমার বিজ্ঞানে সে অন্যরূপে বিজ্ঞেয় হইতেছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়ের ভিন্নতা না থাকিলে কোনক্রমেই উক্তরূপ ভেদজ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে পারিত না। বস্তুর সমানতাসত্ত্বেও যখন চিত্তের বা বিজ্ঞানের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তখন অবশ্যই চিত্ত ও চৈত্ত্য অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এক পদার্থ নহে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞেয় বস্তু এক ও স্থায়ী, কিন্তু তন্নিষ্ঠ পরিণাম বহু ও পরিবর্ত্তনশীল। সেই জন্যই একই নারী স্বামীর সুখবিজ্ঞান, কামুক অথচ সেই কমনীয়া নারীকে পাইতেছে না, এরূপ ব্যক্তির দুঃখবিজ্ঞান এবং উদাসীনের উপেক্ষা বিজ্ঞান জন্মায়। সেই জন্যই একই নারী কাহারও নিকট সুখরূপে, কাহারও নিকট

ভেদাৎ বিজ্ঞানভেদাদিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ—একস্যাং নার্য্যাং পত্যুঃ সুখবিজ্ঞানং সপত্ন্যা দুঃখবিজ্ঞানং তদলাভে কামুকস্য মোহবিজ্ঞানং বা বিষাদবিজ্ঞানং নিষ্কামস্যোপেক্ষাবিজ্ঞানমিতি যা ত্বয়া দৃষ্টা সা ময়াপি দৃষ্টা ইত্যবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞানাদিকঞ্চ বিজ্ঞানবিজ্ঞেয়য়োর্ভেদং প্রমাণয়ত্যেবেতি দিক্।

দুঃখরূপে এবং কাহারও নিকট উপেক্ষারূপে পরিণত হয়। ইত্যাদিবিধ দৃষ্টান্তের দ্বারা নির্ণীত হয় যে, বস্তু এক, কিন্তু তন্নিষ্ঠ পরিণাম বহু। বিজ্ঞেয় তত্ত্ব এক, পরন্তু তদুপলক্ষিত বিজ্ঞান বহু। সুতরাং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এক নহে। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তু প্রকাশ-স্বভাব নহে। সেই জন্যই অন্য বস্তু সকল জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান যখন প্রকাশস্বভাবতা হেতু বিবিধ বাহ্য বস্তুর গ্রাহক বা প্রকাশক, এবং সেই সকল বাহ্যবস্তু যখন তাহার গ্রাহ্য বা প্রকাশ্য, তখন আর তদুভয়কে এক বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতে পার না। জ্ঞানের স্বভাব প্রকাশ, তদ্ভিন্ন সকল বস্তুই অপ্রকাশ। অতএব, স্বভাবগত তদ্রূপ প্রভেদ (জ্ঞান প্রকাশ ও তদতিরিক্ত বস্তু অপ্রকাশ বা জড়, এতদ্রূপ ভেদ) থাকাতেই তদুভয়ের ভিন্নতা নির্ণীত আছে। যদি বল, জ্ঞান যদি প্রকাশস্বভাবই হয়, তবে তাহাতে এককালীন বা যুগপৎ সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত না হয় কেন? কি জন্য না জ্ঞানময় মানবচিত্ত যুগপৎ সর্ব্ববস্তু জানিতে ও স্মরণ করিতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তম প্রত্যুত্তর এই:—

তদুপরাগাপেক্ষত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৬ ॥

চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব হওয়ার অপেক্ষা থাকায় বস্তু সকল কখন জ্ঞাত কখন বা অজ্ঞাত, অর্থাৎ প্রতিবিম্বকালে জ্ঞাত, অন্যসময়ে অজ্ঞাত থাকে।

মানবচিত্ত প্রকাশস্বভাব বা জ্ঞান-জনক বটে; পরন্তু তাহাতে বস্তু প্রকাশ হইবার অন্য একটী কারণ বা প্রক্রিয়া আছে। সে কারণ বা সে প্রক্রিয়া কি? না উপরাগ। উপরাগ কি?—তাহা শুন। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা চিত্তে বস্তুর আকার অঙ্কিত হয়। চিত্ত চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-পথে নির্গত হইয়া, যে বস্তুতে উপরক্ত হইবে,—সেই বস্তুই চিত্তের প্রকাশ্য হইবে,—অন্য বস্তু অপ্রকাশ্য থাকিবে,—

(১৬) চিত্তস্য তদুপরাগাপেক্ষত্বাৎ বস্তুপ্রতিবিম্বনসাপেক্ষত্বাৎ বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতং জ্ঞাতং অজ্ঞাতঞ্চ ভবতীতি বাক্যশেষঃ। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—যদ্যপ্যাহঙ্কারিকত্বাৎ চিত্তং ইন্দ্রিয়াণি চ বিভূনি তথাপি তেষামহঙ্কারে সুপ্তানাং সম্বন্ধোবিষয়স্য স্ফূর্ত্তাবহেতুঃ কিন্তু কর্ম্মণা অভিব্যক্তানাং দেহস্থানাম্। তথা চ ইন্দ্রিয়দ্বারা যেনার্থেন চিত্তস্যোপরাগস্তস্মিন্নর্থে চিত্তং স্বনিষ্ঠ-চিৎপ্রতিবিম্বরূপাং স্ফূর্ত্তিং ধত্তে তমর্থং স্বাকারবৃত্তিদ্বারা বুদ্ধিস্থপ্রতিবিম্বদ্বারা বা পুরুষশ্চেতয়তে নান্যমিতি বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতং ভবতি। অতএব চিত্তং তত্তদর্থোপরাগমপেক্ষ্য কদাচিৎ কিঞ্চিৎ জানাতি কদাচিচ্চ ন জানাতি।

ইহাই নিয়ম, ইহাই উহার স্বভাব। সেইজন্যই বস্তু থাকিতেও এবং চিত্ত প্রকাশস্বভাব হইলেও যুগপৎ বা একসময়ে সকল বস্তু প্রকাশিত হয় না।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামাৎ ॥ ১৭ ॥

চিত্তপ্রভু পুরুষ, চিত্তকে ও তাহার বৃত্তিসমুদায়কে জানেন অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন; তিনি অপরিণামী, সেই জন্যই তিনি সার্ব্বকালিক জ্ঞাতা।

ফলিতার্থ এই যে, চিত্ত প্রকাশ-স্বভাব বটে; পরন্তু সেও স্বয়ংপ্রকাশ নহে। তাহারও অন্য এক জ্ঞাতা বা প্রকাশক আছে। সে প্রকাশক কে? চিৎশক্তি বা নিত্যচৈতন্য-নামক আত্মা। চিত্ত যেমন বাহ্য-বস্তুর জ্ঞাতা, নিত্যচৈতন্য আত্মাও তেমনি চিত্তের জ্ঞাতা। পরন্তু আত্মা চিত্তের তুল্যরূপ জ্ঞাতা নহেন। বাহ্যবস্তু সকল ইন্দ্রিয়-প্রণালীর দ্বারা চিত্তে উপরক্ত না হইলে প্রকাশিত হয় না, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-ব্যতীত কোন বস্তুই চিত্তের জ্ঞেয় বা প্রকাশ্য হয় না, কিন্তু চিত্ত আত্মার বা পুরুষের নিকট সেরূপ জ্ঞেয় নহে। আত্মার নিকট চিত্ত সদাসর্ব্বদাই জ্ঞেয়, অথবা সদাসর্ব্বদাই প্রকাশিত থাকে। সেই জন্যই আমাদের সুখ দুঃখ প্রভৃতি যখন যে কোন চিত্তাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাহা আত্মাতে প্রকাশিত হয়। ফল, চিত্ত কখন কোন বস্তু জানিল, কখন বা জানিল না, এইরূপ হয়, কিন্তু আত্মা কখন কোন চিত্তবৃত্তি জানিল, কখন বা জানিল না, এরূপ হয় না। যখন যাহা হয় তখনই তিনি তাহা জানেন। পরিণাম-স্বভাব চিত্তের পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাদি অবস্থা অথবা প্রমাণাদিবৃত্তি,—যখন যাহা জন্মে,—তখনই তাহা অপরিণাম-স্বভাব আত্মায় প্রতিফলিত বা প্রকাশিত হয়। চিত্তের অবস্থা পরিবর্ত্তন বা বিশেষবিশেষ পরিণাম—যাহা কিছু হয়,—আত্মা তৎসমস্তই জানেন, এই সত্যের দ্বারা অন্য এক সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, চিত্তই পরিণামী, কিন্তু আত্মা অপরিণামী। চিৎশক্তি—যাহার অন্য নাম আত্মা ও পুরুষ,—তিনি সদাকাল তুল্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন; সুতরাং তিনি নিত্য ও নির্ব্বিকার।

(১৭) সর্ব্বাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তৎপ্রভোঃ তস্য চিত্তস্য গ্রহীতুঃ পুরুষস্য সদা সর্ব্বকালমেব জ্ঞাতাঃ প্রকাশ্যাঃ বিষয়ীভূতা বা ভবন্তি। অত্র হেতুমাহ অপরিণামাৎ—তস্য চিদ্রূপতয়া অপরিণামাৎ পরিণামিত্বাঽভাবাদিত্যর্থঃ।

তৎ স্বভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

যেহেতু চিত্ত আত্মার দৃশ্য, সেই হেতু তাহা স্বপ্রকাশ নহে।

চিত্ত স্বচ্ছ ও সত্ত্বময় হইলেও আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না. পুরুষ বা আত্মচৈতন্যই তাহাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং চিত্ত ও তাহার বৃত্তি (বিকার) সকল আত্মারই দৃশ্য, প্রকাশ্য বা জ্ঞেয়। সেই জন্যই মনুষ্য অহং সুখী, অহং দুঃখী, আমার ক্রোধ হইয়াছে, আমার মন লজ্জিত হইয়াছে, আমার চিত্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, ইত্যাদিপ্রকার উল্লেখ করে। বস্তুতঃ চিত্তে যখন যাহা হয়, সুখদুঃখাদি কিংবা অন্য যে কোন অবস্থা বা বিকার উপস্থিত হয়, তৎসমুদায় কেবল আত্মাই জানেন, অন্য কেহ জানে না। আত্মার জানা কি?-না আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হওয়া, অথবা আত্মায় তাহার প্রতিবিম্ব পড়া।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ১৯ ॥

এককালে চিত্ত ও চৈত্ত্য, এই দুইএর অবধারণ হয় না; সুতরাং উক্ত উভয় এক বা অভিন্ন পদার্থ নহে, বিভিন্ন পদার্থ।

চিত্তের ও চৈত্ত্যের (চিত্তের বিষয় বা প্রকাশ্য চৈত্ত্য—অর্থাৎ বাহ্যবস্তু) প্রভেদ না থাকিলে, আত্মার সহিত চিত্তের ভিন্নতা না থাকিলে, কোন ক্রমেই একসময়ে এইটী জ্ঞেয় এবং এইটী তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এতদ্রূপ পৃথগনুভব বা অবধারণাত্মক জ্ঞান হইত না এবং "আমার চিত্ত." ইত্যাকার ভিন্নতাবোধক অনুভবও হইত না। যখন আমার চিত্ত, কিংবা আমি সুখী, ইত্যাকার অনুভব হয়, ভাবিয়া দেখ, তখনই তৎসঙ্গে আমি ও চিত্ত পরস্পর পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয় কি না। প্রদর্শিত-প্রকারে, এক সময়েই জ্ঞানের ও জ্ঞেয়ের এবং অহং ও চিত্তের প্রভেদ অনুভব হওয়ায় সপ্রমাণ হইতেছে যে, চিত্ত ও চৈত্ত্য এক নহে, এবং চিত্ত ও আত্মাও এক নহে। যখনই চিত্ত সুখময় হয় তখনই তাহা আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয়, এবং তখনই তাহা "অহং

(১৮) তৎ চিত্তং স্বভাসং স্বপ্রকাশং ন ভবতি পুরুষবেদ্যং ভবতীতি যাবৎ। হেতুমাহ দৃশ্যত্বাৎ—পুরুষবেদ্যত্বাৎ। যৎ কিল দৃশ্যং তৎ দ্রষ্টৃবেদ্যং যথা ঘটাদি। বেদ্যঞ্চ চিত্তং তস্মান্ন তৎ স্বভাসং পুরুষবেদ্যমেবেত্যর্থঃ।

(১৯) একস্মিন্নেব ক্ষণে উভয়োশ্চিত্তচৈত্ত্যয়োরবধারণং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।

সুখী” ইত্যাকার সম্বলিতজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়। অপিচ, ঘট ও ঘট-জ্ঞান, এই দুইটী অবশ্যই পরস্পর পৃথক্। তাহা না হইলে উক্তবিধ পার্থক্য-ব্যবহার অথবা পার্থক্য জ্ঞান হইতে পারিত না; এবং ভবিষ্যতে যখন “আমি ঘট দেখিয়া ছিলাম” ইত্যাকার স্মরণজ্ঞান হইবে, ভাবিয়া দেখ, তখন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ঘট ও তৎসম্বন্ধজাত ঘট-জ্ঞান, অর্থাৎ ঘটাকার জ্ঞান, এই দুইটী একসময়েই স্মরণ হইবে কি না। একই স্মরণজ্ঞানে যখন পূর্ব্বদৃষ্ট ঘট ও তদ্বিষয়ক পূর্ব্বজাত-জ্ঞান, এই দুইটীই আরূঢ় হইবে, তখন অবশ্যই উহারা পৃথক্ বস্তু, ইহা মানিতে হইবে। এতক্ষণে সপ্রমাণ হইল যে, চিত্ত, চৈত্ত্য ও আত্মা,—ইহারা পরস্পর পৃথক্। চৈত্ত্যসকল চিত্তের দ্বারা এবং চিত্ত কেবল আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হয়, পরন্তু চৈত্ত্যের প্রকাশ চিত্তসাপেক্ষ এবং চিত্তের প্রকাশ আত্মসাপেক্ষ। কাযেকাযেই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ; তাঁহার প্রকাশের জন্য আর কাহারও সাপেক্ষতা নাই।

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ॥ ২০॥

বুদ্ধি যদি অন্য বুদ্ধির প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে, বুদ্ধিবোধের প্রতি অর্থাৎ জ্ঞানপ্রত্যক্ষের প্রতি অতিব্যাপ্তি দোষ এবং স্মৃতিসঙ্কর দোষ আইসে।

যদি বল, যেমন চৈত্ত্য-সকল চিত্তের বা বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়; চিত্তও তেমনি চিত্তান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হইবে? চিত্তপ্রকাশের জন্য নূতন একটা আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব অবধারণ করিবার আবশ্যকই বা কি? কেন-না চিত্তও অন্য এক চিত্তের দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হয়, এরূপ হইলেও ত হইতে পারে? আত্মা নাই, কিন্তু বুদ্ধির প্রকাশক অন্য এক বুদ্ধি আছে, এইরূপই বলিব? বলিতে কি আপত্তি আছে? বাধাই বা কি আছে? আছে।—বুদ্ধি অন্যবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়, ইহা সত্য হইলে, সে বুদ্ধিও আবার অন্য বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়, ইহা অবশ্যই সত্য হইবে। সে বুদ্ধিও আবার অন্যবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়, মানিতে হইবে। ক্রমে অনন্ত

---

(২০) বুদ্ধির্যদি বুদ্ধ্যন্তরেণ বেদ্যতে তদা সাপি বুদ্ধিঃ স্বয়মবুদ্ধা বুদ্ধ্যন্তরং প্রকাশয়িতু মসমর্থেতি তস্যা অপি গ্রাহকং বুদ্ধ্যন্তরং কল্পনীয়ং তস্যাপ্যন্যৎ ইত্যনবস্থানাৎ পুরুষায়ুষেণা-প্যর্থপ্রতীতির্ন স্যাৎ। ন হি প্রতীতাবপ্রতীতায়ামর্থঃ প্রতীতোভবতি। অপিচ স্মৃতিসংকরে। ভবতি। তথাহি—রূপে রসে বা সমুৎপন্নায়াং বুদ্ধৌ তদ্গ্রাহিকাণামনন্তানাং বুদ্ধীনাং সমুৎ-

বুদ্ধি থাকা কল্পনা করিতে হয়। অনন্ত বুদ্ধি থাকা সত্য হইলে শতবৎসরেও একটা যৎসামান্য প্রত্যক্ষজ্ঞান সমাপ্ত হইত না। কেননা, যতক্ষণ না প্রতীতির প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান বা জ্ঞানের অনুভব সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান সমাপ্ত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ইহা অমুক বস্তু, ইত্যাকার মানসপ্রত্যক্ষ বা নিশ্চয়জ্ঞান জন্মে না। অতএব, জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার প্রতি, বা জ্ঞানপ্রত্যক্ষের প্রতি, অন্য কোন জ্ঞানের বা বুদ্ধির কারণতা নাই; একমাত্র আত্মাই তাহার কারণ। যখন যে-কোন বুদ্ধি বা জ্ঞান হয়, আত্মা তখনই তাহা জানেন, অন্য কেহ নহে। বুদ্ধিই বুদ্ধ্যন্তরের প্রকাশক, আত্মা নহে, এ সিদ্ধান্ত সত্য না হইবার পক্ষে অন্য এক কারণ আছে। মনে কর, একদা বা এককালে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানপ্রভৃতি বহুজ্ঞান উৎপন্ন হইল। সেই সেই জ্ঞানের প্রকাশক আবার অন্যান্য অসংখ্য জ্ঞানও জন্মিল। তাহা হইতে আবার অসংখ্য জ্ঞানসংস্কার উৎপন্ন হইল। সেই সকল সংস্কার যখন স্মৃতিরূপে পরিণত হইবে, বা স্মরণজ্ঞান উত্থাপিত করিবে, অবশ্যই তখন তাহারা একসময়েই উত্থাপিত করিবে। করিলে, তখন, কোন্ জ্ঞান কাহার? বা কোন্ স্মৃতি কাহার? তাহা অবধারিত হইবে না। অর্থাৎ কোন্ বস্তুর কোন্ স্মৃতি? কোন্টা ঘটস্মৃতি, কোন্টাই বা পটস্মৃতি? তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে না। না হইলে, স্মৃতিজ্ঞানগুলি সঙ্কর অর্থাৎ গোলমাল হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন সঙ্কর অর্থাৎ, গোল্‌মাল হয় না, পৃথক্ ও স্পষ্ট থাকে, তখন আর বুদ্ধির জ্ঞাতা বুদ্ধি, এরূপ সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না; বরং বুদ্ধির জ্ঞাতা পুরুষ বা আত্মচৈতন্য; ইহাই সত্য।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্॥ ২১ ॥

চিৎশক্তির অর্থাৎ পুরুষের প্রতিসংক্রম (অন্যের সহিত সংশ্লেষ বা বিকার সম্বন্ধে সম্বন্ধ) নাই। তাদৃশ চিৎশক্তি যখন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া

পত্তেঃ বুদ্ধিজনিতৈঃ সংস্কারৈর্যদা যুগপৎ বহ্ব্যঃ স্মৃতয়ঃ ক্রিয়ন্তে তদাঽর্থবুদ্ধেরপর্য্যবসানাৎ বুদ্ধিস্মৃতীনাং যুগপদুৎপত্তেঃ কস্মিন্নর্থে স্মৃতিরিয়মুৎপন্নেতি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ স্মৃতীনাং সঙ্করাৎ ইয়ং রূপস্মৃতিরিয়ঞ্চ রসস্মৃতিরিতি ন ভেদেন জ্ঞায়েত ইতি দিক্।

(২১) নাস্তি প্রতিসংক্রমোঽন্যত্র গমনং যস্যাঃ সা তথোক্তা অন্যেনাসংকীর্ণা ইতি যাবৎ। চিদ্রূপত্বাৎ চিতিঃ পুরুষঃ তস্যাস্তদাকারাপত্তৌ সতি সূর্য্যস্য জলে প্রতিবিম্ববৎ চিত্তে প্রতি-

বুদ্ধির আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে বুদ্ধিসম্বেদন অর্থাৎ বুদ্ধিসাক্ষাৎকার, এইরূপ নাম দেওয়া যায়।

ত্রিগুণা প্রকৃতি ও তৎপ্রসূতা বুদ্ধি (চিত্ত) যেমন আপনার অবয়বীভূত কোনও এক গুণের বিকারে বিকৃত হইয়া রূপান্তর বা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়,—চিৎস্বরূপ পুরুষ সেরূপ বিকৃত বা সেরূপ রূপান্তরিত হন না। সদাকালই তিনি অবিকৃত ও অসঙ্কীর্ণ থাকেন। তবে হয় কি ?-না সূর্য্য যেমন নির্ম্মল জলে প্রতিবিম্বিত হন,—আত্মা বা পুরুষও তেমনি স্ব-সন্নিধিস্থ বুদ্ধিসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হন। সূর্য্যপ্রতিবিম্বিত জলাংশ যেমন অবিবেকীর দৃষ্টিতে সূর্য্যাকারে দৃষ্ট হয়, গণ্য হয়, বা সূর্য্যপরিমিত বলিয়া বোধ হয়, পুরুষপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিসত্ত্বও তেমনি অবিবেক-দশায় চেতন বলিয়া গ্রাহ্য হয়। বুদ্ধির চৈতন্যাকার হওয়া অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়া আর আত্মার বুদ্ধি জানা তুল্য কথা। অতএব বুদ্ধিকে চৈতন্যের বেদ্য (প্রকাশ্য) ভিন্ন বুদ্ধ্যন্তরের বা অন্য বুদ্ধির বেদ্য বা প্রকাশ্য বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২২ ॥

দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ যদি দৃশ্যে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বে উপরক্ত বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত বা প্রতিচ্ছায়ীকৃত হন, তাহা হইলে, তাদৃশ চিত্ত অর্থাৎ তাদৃশ বুদ্ধি তখন সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে, ইহা যোগীদিগের যুক্তিসিদ্ধ কথা।

ভাবার্থ এই যে, নির্ম্মল স্ফটিকদর্পণ যেমন সর্ব্ববস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, চিত্তসত্ত্বও তদ্রূপ রজ ও তমোগুণের উপদ্রব (বিক্ষেপ প্রভৃতি) শূন্য হইলে সমস্তবস্তুই প্রকাশ করিতে পারে। উপদ্রবশূন্য অচঞ্চল দীপ যেমন ঠিক্ সমানাকারে প্রজ্জ্বলিত হয়,—রজস্তমোগুণের উপদ্রবশূন্য নির্ম্মল চিত্তসত্ত্বও তেমনি আত্মচৈতন্যের সন্নিধানে ঠিক্ সমানাকারে পরিণতা হন।

বিম্বে সতীত্যর্থঃ, স্বস্য সম্বেদনং ভোগ্যায়া বুদ্ধেঃ সম্বেদনং সাক্ষাৎকারাখ্যং ভবতীতি শেষঃ। চিচ্ছায়াগ্রাহকত্বসম্বন্ধেন চিদুপরক্তং চিত্তং চিদ্বেদ্যমিতি ফলিতার্থঃ। অপ্রতিসংক্রমায়াশ্চিতেঃ সান্নিধ্যাৎ তস্যাশ্চিতেরাকারশ্ছায়া যত্র তদ্ভাবাপত্তৌ সত্যাং স্বভোগ্যবুদ্ধিসম্বেদনমিতি যোজনা।

(২২) দ্রষ্ট্রুপরক্তং দৃশ্যোপরক্তঞ্চেতি সম্বন্ধঃ। দ্রষ্টা পুরুষশ্চেতনঃ তেনোপরক্তং তৎ-

অয়স্কান্তসন্নিধিস্থ লৌহে যেমন নিসর্গবশতঃ ক্রিয়াশক্তি আবির্ভূত হয়,—উপদ্রবশূন্য চিত্তসত্ত্বেও তেমনি চৈতন্যসন্নিধান-বশতঃ পরিপূর্ণ-প্রকাশ-শক্তি আবির্ভূত হয়। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বচ্ছ-স্বভাব চিত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবিষ্ট অথবা প্রতিবিম্বিত হন বলিয়াই অজ্ঞলোকেরা অবিবেক-বশতঃ চিত্তকে আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, পরন্তু যোগমার্গ অবলম্বন করিলে উক্ত ভ্রম থাকে না। "নিত্যচৈতন্য নামক পরমাত্মা বা পুরুষ চিত্তসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হন" এই কথায় অন্য একটী সদর্থ লাভ হইতেছে। কি? তাহা শুনুন। কোন বস্তু কোন এক স্বচ্ছ বস্তুতে উপরক্ত হইলে অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা ঠিক্ তদাকারে দৃষ্ট হইলে সেই অভিব্যজ্যমান দৃশ্যটীকে লোকে প্রতিবিম্ব বলে। কেন-না, সে দৃশ্যটী বিম্বের সদৃশ, প্রতিচ্ছায়া, সুতরাং তাহা স্বতন্ত্র বস্তু নহে, তাহা তাহার একপ্রকার প্রতিচ্ছায়ামাত্র। এই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব বুঝিবার জন্য জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব, আদর্শে মুখের প্রতিবিম্ব, এবং স্ফটিক-মণিতে জবার প্রতিবিম্ব,—ইত্যাদি অনেক স্থল আছে। ছায়াপাত দ্বারা পাতস্থানটী তদাকার ধারণ করে বলিয়াই তাহা তদাকারে দৃষ্ট হয়, এবং সেই জন্যই বিম্বের গুণগুলিও প্রতিবিম্বে কিছু না কিছু পরিমাণে অনুক্রান্ত বা অনুভূত হয়। নিত্য-চৈতন্য আত্মা যে বুদ্ধিসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, অর্থাৎ চিত্তসত্ত্বে যে নিত্য-চৈতন্যের ছায়া জন্মিয়াছে, সেই ছায়াটী ঠিক্ সেই নিত্যচৈতন্যের সদৃশ বা অনুরূপ। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা তাহাকে "অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্য" ও "আভাস-চৈতন্য" নামে উল্লেখ করেন। এই অভিব্যঙ্গ্য-চৈতন্যই পৌরাণিক দিগের জীবাত্মা, সুখদুঃখাদিভোক্তা জীব ও সংসারী পুরুষ; আর সেই নিত্যচৈতন্যই তাঁহাদের পরমাত্মা, পরমপুরুষ ও মুক্তাত্মা। কোন কোন শাস্ত্রে ইনিই পরব্রহ্ম নামে পরিচিত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাবয়ব, অপেক্ষাকৃত অল্পনির্ম্মল ও অপেক্ষাকৃত পরিমিত পদার্থই কোন একনির্ম্মল ও পরিমিত পদার্থেই প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু ক্ষুদ্রতম আধারে অত্যন্ত নির্ম্মল, নিরবয়ব ও পরিপূর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপক পদার্থের প্রতিবিম্ব বা ছায়া জন্মিবার বা পর্য্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ অধিক কথা

সন্নিধানে তদ্রূপতামিব প্রাপ্তং দৃশ্যোপরক্তং গৃহীতবিষয়াকারপরিণামং যদা ভবতি চিত্তং তদা তৎ সর্ব্বার্থগ্রহণক্ষমং ভবতি। সর্ব্বং চেতনাচেতনং অর্থোবিষয়োযস্য তৎ সর্ব্বার্থমিতি বিগ্রহঃ।

বলিতে হয় না, অধিক দৃষ্টান্তও দেখাইতে হয় না। কেননা সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত অনির্ম্মল জলে বৃহত্তম সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গেই নির্ম্মলতম ও ব্যাপকতম আকাশের প্রতিবিম্বও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আকাশের প্রতিবিম্ব বুঝিতে পারিলেই চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বুঝিতে পারিবেন, এবং চিত্তসত্ত্বে যে নিত্যোদিত চৈতন্যের অনুরূপ অন্য একটী আভাস চৈতন্য বা অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত আছে, তদ্বিষয়ে তখন আর তাঁহার কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

যাহার সংখ্যা নাই, যাহাদিগকে গণিয়া শেষ করা যায় না, চিত্ত সেই অনন্ত বাসনার দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ নানারূপধারী হইলেও সে পরার্থ অর্থাৎ পরের বা আত্মার প্রয়োজনের বা ভোগের কারণ। কেন না দেখা যাইতেছে যে, যাহা যাহা সংহত্যকারী অর্থাৎ যে যে বস্তু সহায়ের সহিত মিলিত হইয়া অথবা অঙ্গাঙ্গিভাব ধারণ করিয়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই পরার্থ অর্থাৎ পর-প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্তই ব্যবস্থিত; সুতরাং চিত্ত যখন সত্ত্ব রজ ও তম, এই তিনের সংঘাতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উহা যখন উক্ত গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব বা সহায়তা অবলম্বন করিয়াই সুখদুঃখাদি জন্মায়, তখন যে তাহা সংহত্যকারী, এবং সংহত্যকারী বলিয়া পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগ সাধক, তৎপক্ষে সংশয় নাই। পর কে? না পুরুষ। পুরুষই চিত্তকে ভোগ করেন, বা চিত্তই পুরুষকে ভোগ করায়, চিত্তই পুরুষের ভোগ্য,—এ অংশ অনুধাবন করিলেও চিত্ত ও চিৎ এই দুইটী পরস্পর ভিন্ন বা পৃথক্, এই রূপই প্রতীত হইবে; সুতরাং তখন আর উক্ত উভয়ের একত্ব ভ্রম থাকিবে না।

বিশেষদর্শিন আত্মভাব ভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৪ ॥

(২৩) তৎ চিত্তং সংখ্যাতুমশক্যাভির্বাসনাভিশ্চিত্রং নানারূপমপি পরস্য স্বামিনো-ভোক্তুর্ভোগাপবর্গৌ সাধয়তীতি পরার্থম্। চিত্তং ভোগ্যমেব ন তু ভোক্তা ইতি যাবৎ। হেতুমাহ সংহত্যকারিত্বাৎ। সংহত্য দেহেন্দ্রিয়াদিভির্মিলিত্বা ভোগাদিকার্য্যকারিত্বাৎ। যৎ কিল মিলিত্বা কার্য্যকারি তৎ পরার্থং যথা গৃহাদি। ন হি স্তম্ভাদিভিঃ সংহত্য গৃহং স্ববসতিং করোতি কিন্তু পরস্মৈ দেবদত্তায়েতি। এবং গুণা অপি বুদ্ধ্যাদিকং পরার্থং কুর্ব্বন্তীত্যেবমনুসন্ধাতব্যম্।

যোগী যখন পুণ্য পুঞ্জ প্রভাবে উক্তপ্রকার বিশেষদর্শনে সক্ষম হন, অর্থাৎ আমি এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক্, এতদ্রূপ অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন, তখন আর তাঁহার আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা থাকে না, তখন তাহার সে ইচ্ছা বা সে ভাবনা নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত হইতে চিৎ-শক্তির বা আত্মার পার্থক্য আছে, ইহা অনুভব করিতে করিতে ক্রমে যখন তদুভয়ের পার্থক্যানুভব দৃঢ় হইয়া যায়,— তখন আর চিৎ ও চিত্তের তাদাত্ম্য বা একত্বভ্রম থাকে না। অর্থাৎ চিত্ত ও আত্মা এই দুইটী যে এক পদার্থ, এ জ্ঞান বা এ ভ্রম তখন তিরোহিত হয়। তখন আর আমি কে? কাহার আমি? কোথা হইতে হইলাম? কি জন্যই বা আছি? এ সকল বিষয়ের প্রশ্ন অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা হয় না। তাহার কারণ এই যে, যোগীর ইচ্ছা তখন পূর্ণ হইয়া যায়। কেননা, ইচ্ছার স্বভাব এই যে,সে ঈপ্সিত বস্তু পাইলেই নিবৃত্ত হয়। অতএব, পূর্ব্ব হইতেই যে আত্ম-দিদৃক্ষা সঞ্চিত বা প্রবল হইয়াছিল,—সে দিদৃক্ষা এখন তাহার কাযে কাযেই তিরোহিত হইয়া গেল; কেন-না এই স্থানেই তাহার (ইচ্ছার বা আত্মদিদৃক্ষার) উৎকৃষ্টতর সীমা অথবা চরম প্রান্ত; এই স্থানেই আত্মদর্শন পূর্ণ বা পরিসমাপ্ত হয়, অতঃপর আর কোন জ্ঞাতব্যই থাকে না; সুতরাং ইচ্ছাও থাকে না।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্ ॥২৫॥

চিত্ত তখন বিবেক নিম্ন হয় এবং কৈবল্যের পূর্ব্বলক্ষণ ধারণ করে।

অর্থাৎ চিত্ত ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতিরই অনুগত ছিল, ভ্রমক্রমেও আপন আত্মার অভিমুখীন হইতে পারিত না; ইতিপূর্ব্বে উহার মুখ নীচ-দিকে অর্থাৎ বাহ্য-ব্যবহারের দিকেই যাইত, অন্তরতম আত্মার দিকে একবারও যাইত না; ইতিপূর্ব্বে সে সদাসর্ব্বদা অজ্ঞানপথে বিচরণ করিত, শব্দস্পর্শাদি বাহ্য-

(২৪) য এবং তয়োর্বুদ্ধিপুরুষয়োর্বিশেষং পশ্যতি অহমস্মাদন্য ইত্যেবং তস্য বিজ্ঞাতচিত্তস্বরূপস্য চিত্তে যা আত্মভাবভাবনা সা নিবর্ত্ততে। অথবা বুদ্ধ্যাদেরন্যশ্চিন্মাত্রঃ পুরুষোঽহমিতি বিশেষদর্শিন আত্মভাবে আত্মতত্ত্বে যা ভাবনা জিজ্ঞাসা কোঽহং কস্য কুতোবেত্যাদিরূপা সা নিবর্ত্ততে ইচ্ছায়া স্ববিষয়লাভনিবর্ত্ত্যত্বাদিতি ভাবঃ।

(২৫) তদা তস্মিন্ কালে নিবৃত্তভ্রমস্য যোগিনশ্চিত্তং বিবেকনিম্নং দৃক্‌দৃশ্যয়োর্ভেদো বিবেকঃ স এব নিম্ন আলম্বনভূমির্যস্য তত্তথাবিধং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং কৈবল্যমেব প্রাগ্‌ভারোঽবধির্যস্য তত্তথাবিধঞ্চ কৈবল্যফলাবসানং ধর্ম্মমেঘাখ্যধ্যানরতং ভবতীত্যর্থঃ।

বিষয়ে ব্যাসক্ত ও ভোগরত থাকিত, বিবেকের দিকে তাহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না; পরন্তু সেই চিত্ত এক্ষণে অন্তর্মুখ হওয়ায় বিবেক-নিম্ন হইয়াছে; অর্থাৎ তাহার মুখ ফিরিয়া যাওয়ায় তাহার দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ দর্শনশক্তি বা প্রকাশ শক্তি এক্ষণে কেবল আত্মাকেই দেখিতেছে; কাযে কাযেই সে এখন বিবেকপথে আসিয়া ধর্ম্মমেঘ-নামক ধ্যানে রত হইয়াছে; এই কারণেই সে শীঘ্রই কৈবল্যফলে পর্য্যবসন্ন হইবে।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥

তৎকালে, সমাধির অন্তরালে অন্তরালে পূর্ব্বসংস্কারপ্রভাবে দুই একবার অহং মম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যয় জন্মিয়া বা উপস্থিত হইয়া থাকে।

উক্ত উপদেশের দ্বারা এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে, ধ্যানরত বা আত্মদর্শনে স্থিরচিত্ত হইলেও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বসংস্কারের বলে অল্প অল্প বা সূক্ষ্মরূপ অহং মম বা আমি আমার ইত্যাদিবিধ বিকার (চিত্তপরিণাম বা সূক্ষ্মচিত্ত বৃত্তি) উত্থিত হইবে; পরন্তু সে সময়ে যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, যেমন উঠিবে তেমনিই তাহাদিগকে বিলীন করিয়া দিতে হইবেক।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥২৭॥

পূর্ব্বে যে অবিদ্যাদি-ক্লেশপঞ্চক-বিনাশের উপায় বলা হইয়াছে,—সেই উপায় অবলম্বন করিয়াই চিত্তের সেই অত্যল্প প্রচলন'কে অর্থাৎ সমুদিত সূক্ষ্ম-বৃত্তিগুলিকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। একবার যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দৃঢ়তর বৈরাগ্য আহরণ করিয়া চিত্তসত্ত্বকে সংস্কারের সহিত দগ্ধ করা যায়,—অনুত্থান-স্বভাব করিয়া দেওয়া যায়,—তাহা হইলে আর তাহাতে অঙ্কুর অর্থাৎ কোন রূপ পরিণাম বা বিকার জন্মিবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত। কিছুকাল নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকিলেই চিত্ত আপনার উৎপত্তিস্থান প্রকৃতিতে গিয়া পর্য্যবসন্ন বা প্রলীন হইবে; সুতরাং আত্মাও তখন স্বতন্ত্র, বা কেবল হইবেন।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ॥২৮।

(২৬) তস্য ছিদ্রেষু অন্তরালেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অহং মমেত্যাদিব্যুত্থানরূপাণি ভবন্তি সংস্কারেভ্যঃ প্রাক্তনেভ্যঃ।

(২৭) যথা ক্লেশানামবিদ্যানাং হানং পূর্ব্বমুক্তং তথা সংস্কারাণামপি কর্ত্তব্যম্।

(২৮) তত্ত্বানি পরিভাবয়তোযোগিনো যা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতির্জায়তে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বাদা

প্রসংখ্যান উপস্থিত হইলেও যিনি তৎপ্রতি লুব্ধ না হন, তাঁহারই বিবেক-খ্যাতি উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি জন্মে।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুর স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে, অবশেষে যেমন মুক্তিজনক বিবেক জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান উদিত হয়, ধ্যানপ্রভাবে চিত্তসত্ত্ব নির্ম্মল হওয়ায় তদ্রূপ অন্য এক অবান্তর ফলও উপস্থিত হয়। সে ফল কি? না ঐশ্বর্য্য। অর্থাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানাদি সামর্থ্য। সেই সকল সামর্থ্যের শাস্ত্রীয় নাম "প্রসংখ্যান"। প্রসংখ্যান উপস্থিত দেখিয়া সাধক যদি তাহাতে লুব্ধ না হন, না ভুলেন, ববং তাহা যাহাতে না আইসে তাহার চেষ্টা বা যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যথার্থতঃই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য জন্মে। পূর্ব্বে অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বৈরাগ্য ছিল, এক্ষণে আবার তাঁহার প্রসংখ্যানের (ঐশ্বর্য্যের বা সামর্থ্য-বিশেষের) প্রতিও বৈরাগ্য সিদ্ধ হইল। প্রসংখ্যানের প্রতি বিরক্ত হওয়াই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। এই কাষ্ঠাপ্রাপ্ত বৈরাগ্যই পরবৈরাগ্য অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম বৈরাগ্য। এই স্থানেই চিত্তের সকল বিষয়, সকল কার্য্য, সকল আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হয়। এই স্থানে আসিলেই চিত্ত নিরন্তরিতরূপে ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধিতে রত হয়। এই উৎকৃষ্ট সমাধি, সাধননিচয়ের চরম ফল। ইহা এক প্রকার যোগীর অতিরিক্ত শক্তি বা সামর্থ্যবিশেষ। যোগী ইহার দ্বারাই সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র ধর্ম্মের কোনরূপ সংস্রব নাই। ইহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্মের অতিরিক্ত ধর্ম্ম। ইহা সামর্থ্য-বিশেষ বলিয়া ধর্ম্ম এবং কৈবল্যফল বর্ষণ করে বলিয়াই মেঘ; দুইটী একত্রিত করিয়া একটী অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ এই আখ্যা ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মমেঘ উদিত ও কিছু কাল স্থায়ী হইলেই প্রসংখ্যান হয় অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যানুরাগ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ইহাকে বৈরাগ্যের পরম উৎকর্ষ বা পরাকাষ্ঠা বলা যায়। যোগী যখন এই ধর্ম্মমেঘের সুশীতল তল অবলম্বন করেন,—তখন আর তাঁহার তাপ, পাপ, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়, কিছুই থাকে না,

বান্তরফলা তৎ প্রসংখ্যানম্। তস্মিন্ সতি তত্র অপি অকুসীদস্য কুৎসিতেষু বিষয়েষু সীদতীতি-কুসীদোরাগস্তদ্রহিতস্য সর্ব্বথা সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রকারিকা বা বিবেকখ্যাতিঃ পুষাতি তস্মাচ্চ ধর্ম্মমেঘসংজ্ঞঃ সমাধির্ভবতি। স খলু শুক্লকৃষ্ণং ধর্ম্মং কৈবল্যফলং মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ।

কোন যন্ত্রণাই থাকে না, কোন কামনাই থাকে না, তখন তিনি পূর্ণকাম, পূর্ণতৃপ্ত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হন।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

তাহা হইতেই অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ সমাধির দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুভাশুভ কর্ম্ম সমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়।

ধর্ম্মমেঘ উদিত হইবামাত্র চিত্তের সমস্ত অজ্ঞান, সমস্ত কালুষ্য, সমস্ত দোষ, সমস্ত অশক্তি ও সমস্ত মালিন্য বিদূরিত হইয়া যায়। ক্লেশের মূলস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি পঞ্চকের বা মালিন্যের এবং অশক্তির বা আসক্তির সমুদায় মূল উন্মূলিত হইয়া যায়।

তদা সর্ব্বাবরণাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥৩০॥

সেই সময়ে জ্ঞানের বা বুদ্ধিসত্ত্বের কোন প্রকার আবরণ থাকে না। না থাকায়, জ্ঞানের বা বুদ্ধির আলোক অনন্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তখন জ্ঞেয় সকল অত্যল্প হইয়া পড়ে; অর্থাৎ যোগী তখন সহজেই সর্ব্বজ্ঞ হন। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপঃ—

প্রকাশ-স্বভাব চিত্তের অবিদ্যা বা অজ্ঞানাদি আবরণ নষ্ট হইলে পর, সে তখন আপন স্বভাবে অর্থাৎ পরিপূর্ণ প্রকাশ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং তখন চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুই তাহাতে পরিদৃষ্ট বা প্রকাশিত হইতে থাকে, অর্থাৎ তাদৃশ যোগী তখন বিনা ক্লেশেই অর্থাৎ সহজেই ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বের যথাযথ রূপ প্রত্যক্ষ করতঃ পরিতৃপ্ত হন।

কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥ ৩১ ॥

গুণ সকল কৃতার্থ বা কৃতকার্য্য হইলে অর্থাৎ পুরুষ কর্ত্তৃক গুণ সকলের কার্য্য কলাপ পরিদৃষ্ট হইলে তাহার পরিণাম ক্রম স্থগিত হইয়া যায়। এ কথার অভিপ্রায় এইরূপঃ—

(২৯) ততঃ তস্মাদ্ধর্ম্মমেঘাৎ ক্লেশানাং পূর্ব্বোক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চ পূর্ব্বোক্তানাং নিবৃত্তির্ভবতি।

(৩০) তদা তস্মিন্ কালে। আব্রীয়তে চিত্তমেভিরিত্যাবরণানি ক্লেশাদয়স্তেভ্যোঽপেতস্য তদ্বিরহিতস্য জ্ঞানস্য বুদ্ধ্যালোকস্য শরদ্গগনপ্রতিমস্য আনন্ত্যাৎ অনবচ্ছেদাৎ জ্ঞেয়ং চেতনাচেতনাত্মকং সর্ব্বং অল্পং গণনাস্পদমেব ভবতি। অক্লেশেনৈব সর্ব্বং জ্ঞেয়ং জানাতীত্যর্থঃ।

(৩১) কৃতোনিষ্পাদিতোভোগাপবর্গলক্ষণঃ পুরুষার্থো যৈঃ তে কৃতার্থা গুণাঃ তেষাং পরি-

যোগী যখন ধর্ম্মমেঘ সমাধি অবলম্বন করিয়া গুণ ও গুণবিকার সকলের যথার্থ তথ্য প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করেন, তখন আর তাঁহার প্রতি প্রকৃতির কোন প্রয়োজনই থাকে না। তৎসম্বন্ধে তাহার সকল প্রয়োজনই সমাপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং তিনি আর তখন তাঁহাকে ভুলাইতে বা প্রলোভিত করিতে পারেন না। কোন ক্রমেই তিনি আর তাহাকে আপনার পরিণাম-ক্রম দেখাইতে পারেন না। (অর্থাৎ যোগী তখন আত্মজ্যোতি ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান না)।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামা পরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মতমকালের নাম ক্ষণ, তাহা পরে যে তৎসদৃশ অন্য এক সূক্ষ্ম কাল তাহার প্রতি আইসে তাহা যোগী। এতদ্রূপ পরিণামে পরস্পরা অনুভূত হইয়া তৎসমুদার্থে সঙ্কলন বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই বুদ্ধির দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত ক্রমে পরিপাটী জানা যায়। মর্ম্মার্থ এই যে

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু মাত্রেই যে ক্ষণপরিণামী,—প্রকৃতি প্রাকৃতিক বস্তু মাত্রেই যে প্রতিক্ষণেই পরিণত বা অবস্থান্তরিত হয়,—সুরক্ষিত বস্ত্রাদি দ্রব্যের জীর্ণতা দেখিলেই তাহা সপ্রমাণ হয়। সূক্ষ্মতর কাল বিশেষের নাম ক্ষণ। তৎপরে যে অন্য এক সূক্ষ্মকাল আইসে—তাহা তাহার প্রতিযোগী। অর্থাৎ একক্ষণের পর অন্য ক্ষণ, এতদ্রূপ ক্রমেই কালের স্থূলতা ও অনুভব হইয়া থাকে। অতএব,' একক্ষণের পর আর এক ক্ষণ, এবং ক্রমে অসংখ্য ক্ষণ অতীত হইলে যেমন সেই সমষ্টিভূত কালটী অনুভব-যোগ্য হয়, তেমনি সেই অসংখ্য ক্ষণের প্রত্যেক ক্ষণের দ্রব্যের অল্প অল্প পরিণাম হইয়াছিল,—ইহাও অনুমিত বা স্থিরীকৃত হয়। কুশূলস্থিত কঠিন ধান্যকে ১০ বৎসর পরে হস্তমর্দ্দন করিলে তাহা সহজে চূর্ণ হইয়া

ণামক্রমঃ সৃষ্টাবানুলোম্যেন প্রলয়ে প্রাতিলোম্যেন চ বক্ষ্যমাণরূপস্তস্য সমাপ্তির্ভবতীতি শেষঃ।

(৩২) পূর্ব্বোক্ত ক্রমশব্দার্থমাহ ক্ষণেতি। ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রম ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। ক্ষণয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং ক্রম ইতি তল্লক্ষণম্। ক্ষণৌ প্রতিযোগিনৌ নিরূপকৌ যস্য স ক্ষণপ্রতিযোগী। এবং ক্ষণিকপরিণামক্রমোজ্ঞেয়ঃ। অত্র প্রমাণমাহ পরান্তেতি। হেতুগর্ভিতবিশেষণমিদম্।, অয়মর্থঃ—মৃদি পিণ্ডঘটকপালচূর্ণকণানাং প্রত্যক্ষপরিণামানাং পূর্ব্বান্তঃ পিণ্ডঃ অপরান্তঃ কণঃ ইতি পূর্ব্বোত্তরাববিগ্রহণেন ক্রমোনিশ্চিত্য গ্রাহ্যোভবতি। পিণ্ডানন্তরং ঘট

যায়। তাহার সেই চূর্ণন-যোগ্য-পরিণামটী এক ক্ষণে অথবা একদিনে হয় নাই, উল্লিখিত ১০ বৎসরেই হইয়াছে। অতএব, সেই ১০ বৎসরকে বিভাগ করিয়া ক্ষণ কর, এবং তাদৃশ পরিণামকেও কল্পনার দ্বারা বিভাগ করিয়া তাহার সূক্ষ্মতা বা অল্পতা অনুমান কর। এইরূপ করিলেই প্রত্যেক প্রাকৃতিক দ্রব্যের ক্ষণপরিণামিতা প্রত্যক্ষ হইবে। এক্ষণে কৈবল্য কি? ও তাহা কখন হয়? তাহা বলা যাইতেছে।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিরি॥ ৩৩॥

গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি কি যখন পুরুষার্থত্যাগী হন—অর্থাৎ যখন তিনি আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত হন না—পুরুষকে বা চিৎস্বরূপ আত্মাকে কোন প্রকার আত্মবিকৃতি দেখাইতে পারেন না—পুরুষ যখন কেবল অর্থাৎ নির্গুণ হন,—তখন আর প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার সকল আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না। আত্মাতে তখন কোনও প্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত হয় না,—সুতরাং আত্মচৈতন্য তখন কেবল বা নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ তখন চৈতন্য মাত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ইতি ক্রমোঽত্র প্রত্যক্ষ এব। কচিচ্চ সুরক্ষিতবস্ত্রাদৌ পুরাতনতাদর্শনেন পূর্ব্বাস্তনবত্বপরিণামমারভ্য ক্ষণে ক্ষণে পুরাতনতায়াঃ সূক্ষ্মতম-সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্ম-স্থূল-স্থূলতর-স্থূলতমত্বেন জায়মানায়া ভেদং জ্ঞাত্বা নবত্বানন্তরং সূক্ষ্মতমপুরাতনতা তদনন্তরং সূক্ষ্মতরপুরাণতেতি ক্রমোঽনুমেয়ঃ।

(৩৩) পুরুষার্থশূন্যানাং সমাপ্তভোগাপবর্গাণাং গুণানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ প্রতিলোমপরিণামস্তস্য সমাপ্তৌ বিকারানুদ্ভবঃ যদি বা চিতিশক্তের্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা স্বরূপমাত্রেণাবস্থানং বুদ্ধ্যাদ্যনর্থৈর্নাতাত্ত্বিকবিয়োগ ইতি যাবৎ তৎ কৈবল্যমিত্যুচ্যতে। অত্রায়ং ক্রমঃ—ব্যুত্থানসমাধিপরবৈরাগ্যসংস্কারা মনসি লীয়ন্তে। মনশ্চাঽস্মিতায়াং। সা চ মহতি। তচ্চ গুণেষ্বিতি। সূত্রে ইতিশব্দঃ শাস্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ॥

পরিশিষ্ট।

যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ছিল এবং এখনও আছে। তন্মধ্যে পতঞ্জলির গ্রন্থখানি যুক্তিপূর্ণ বলিয়া উত্তম; সেই জন্যই আমি উহার যথাসাধ্য অনুবাদ করিলাম। যাঁহারা যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের জন্য নিম্নে একটী গ্রন্থের নাম-তালিকা প্রদত্ত হইল।

যোগভাস্কর (১), সাঙ্খ্যযোগ সার (২), যোগচিন্তামণি (৩), পারমেশ্বর তন্ত্র (৪), শিবযোগ (৫), হঠদীপিকা (৬), ঈশ্বরপ্রোক্ত (৭), যোগবীজ (৮), দত্তাত্রেয় সংহিতা (৯), হঠযোগ (১০), ভৃগুসংহিতা (১১), পাতঞ্জলসূত্র (১২), যোগিযাজ্ঞবল্কীয় (১৩), বাশিষ্ঠযোগ (১৪), গোরক্ষসংহিতা (১৫), পবনযোগ-সংগ্রহ (১৬), যোগসার (১৭), অমৃতসিদ্ধি (১৮), জৈগীষব্য-সংহিতা (১৯), ব্যাসোক্ত-যোগযুক্তি (২০), বায়ুসংহিতা (২১), লক্ষ্মীযোগপরায়ণ (২২), যাজ্ঞবল্ক্যগীতা (২৩), আত্মগীতা (২৪), যোগরসায়ণ (২৫)। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পুরাণে ও উপপুরাণে যোগসম্বন্ধে উপদেশ আছে। এই সকল গ্রন্থে যোগসংক্রান্ত অনেক গুহ্য কথা আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই শাস্ত্রেব কার্য্যোপদেষ্টা গুরু এক্ষণে অতীব বিরল।

অধিকারিভেদে সিদ্ধিলাভের কালের তারতম্য।

যোগী হওয়া বা যোগে সিদ্ধি লাভ করা, অনেকটা শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শরীর ও মন, সকলের সমান নহে অর্থাৎ যোগযোগ্য শক্তিসম্পন্ন নহে; সেই জন্যই সকলে ইচ্ছাসত্বেও যোগী হইতে পারেন না। ফল, যোগারূঢ় হইলে তাহা এককালে নিষ্ফল হইবার নহে। দৈহিক ও আন্তরিক ক্ষমতা অনুসারে কেহ বা অল্পকালে, কেহ বা অধিক কালে, কেহ বা অতি দীর্ঘকালে যোগফল দেখিতে পান। এই সত্যটী মহাযোগী পতঞ্জলি স্বকৃতযোগসূত্রে মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র শব্দের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, মৃদু অধিকারী দীর্ঘকালে, মধ্যমাধিকারী তদপেক্ষা অল্পকালে, এবং অধিমাত্র অধিকারী অতি অল্প-

কালেই সমস্ত যোগাধিকার আয়ত্ত করিতে পারেন। অমৃতসিদ্ধি নামক গ্রন্থে এই বিষয়টী অতি পরিষ্কাররূপে বুঝান আছে। যথাঃ—

"ব্যাধিতা দুর্ব্বলা বৃদ্ধা নিঃসত্ত্বা গৃহবাসিনঃ।
মন্দোৎসাহা মন্দবীর্য্যা জ্ঞাতব্যা মৃদবোনরাঃ॥
এষাং দ্বাদশভির্ব্বর্ষৈ-রেকাবস্থা ন সিধ্যতি॥
নাতিপ্রৌঢ়াঃ সমাভ্যাসাঃ সবীর্য্যাঃ সমবুদ্ধয়ঃ।
মধ্যস্থা. যোগমার্গেষু তথা মধ্যমযোগতঃ॥
মধ্যোৎসাহা মধ্যরাগা জ্ঞাতব্যা মধ্যবিক্রমাঃ।
অষ্টভির্ব্বর্ষকৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি॥
বীর্য্যবন্তঃ ক্ষমাবন্তোমহোৎসাহা মহাশয়াঃ।
স্বস্থানসংস্থিতাঃ স্বস্থা ভবেযুঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ॥
সাক্ষরাশ্চ সদাভ্যাসাঃ সদা সৎকারসংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যাঃ পুণ্যকর্ম্মাণোহ্যধিমাত্রা হি যোগিনঃ।
একাবস্থাধিমাত্রাণাং ষড়্‌ভির্ব্বর্ষৈঃ প্রসিধ্যতি॥
মহাবলা মহাকায়া মহাবীর্য্যা মহাগুণাঃ।
মহোৎসাহা মহাশান্তা মহাকারুণিকা নরাঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্রকৃতাভ্যাসাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
সর্ব্বাঙ্গসদৃশাকারাঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না নির্ব্বিকারা নরোত্তমাঃ।
নির্ম্মলাশ্চ নিরাতঙ্কা নির্ব্বিঘ্নাশ্চ নিরাকুলাঃ॥
জন্মান্তরকৃতাভ্যাসা গোত্রবন্তোমহাশয়াঃ।
তারয়ন্তি চ সত্ত্বানি তরন্তি স্বয়মেব চ॥
অধিমাত্রতয়া সত্ত্বা জ্ঞাতব্যাঃ সর্ব্বলক্ষণাঃ।
ত্রিভিঃ সম্বৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি॥"

যাহারা সদা সর্ব্বদা ব্যাধি-গ্রস্ত থাকে, যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যুবাকালেও যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের সত্ত্ব অর্থাৎ ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তি আদৌ নাই;

কিম্বা যাহাদের মানসিক তেজ নাই, যাহারা গৃহবাসী অর্থাৎ যাহারা গৃহ ছাড়িয়া কোন পুণ্যতম স্থানে থাকিতে পারে না,—স্নেহমমতাদিতে পরিপূর্ণ, যাহাদের উৎসাহ অতি অল্প, যাহারা নির্বীর্য্য অর্থাৎ ক্লীবতুল্য নিরুৎসাহী;—তাহারা যোগসম্পত্তির মৃদু অধিকারী। এরূপ মনুষ্য দ্বাদশ বৎসরেও কোন একটী যোগাবস্থা লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ।

যাহারা অতি প্রৌঢ় নহে, যাহারা নিয়মিতরূপে যোগাভ্যাসে রত থাকে, যাহাদের বীর্য্য অর্থাৎ উৎসাহ বা অধ্যবসায় আছে, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমান, (অর্থাৎ তীব্রও নহে, মৃদুও নহে, পরিষ্কারও নহে, মলিনও নহে), যাহারা যোগ পথের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিয়াছে, যাহাদের উৎসাহ মধ্যম, যাহাদের রাগ অর্থাৎ সংসারাসক্তি বড় অধিক নহে,—এরূপ ব্যক্তিরাই মধ্যমাধিকারী। এরূপ মধ্যমাধিকারী ব্যক্তি ৮ বৎসর পরিশ্রম করিলে যোগের একতম অবস্থা আয়ত্ত বা সিদ্ধ করিতে পারে।

যাহারা বীর্য্যবান্, (অর্থাৎ যাহাদের শারীরিক বল ও দার্ঢ্যতা অধিক), যাহাদের শক্তিসম্পন্ন উৎকট উৎসাহ আছে, যাহারা ক্ষমাশীল, যাহাদের আশয় অর্থাৎ মনের অভিপ্রায় অতি পবিত্র ও মহান্, যাহারা একস্থানে নিশ্চল বা সুস্থির থাকিতে পারে, অর্থাৎ অচঞ্চল স্বভাব, যাহাদের দেহ অরোগী এবং মনও সুস্থ, যাহারা স্থিরবুদ্ধি, যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান আছে, যাহারা সদা-সর্ব্বদা শাস্ত্রাভ্যাসে রত, যাহাদের শাস্ত্রের প্রতি ও শাস্ত্রজ্ঞফলের প্রতি আদর, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে,—এরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তিকে অধিমাত্র অধিকারী বলিয়া জানিবে। এই অধিমাত্র অধিকারীরা ৬ বৎসরের মধ্যে কোন এক সিদ্ধি অবস্থা লাভ করিতে পারেন।

যাঁহাদের প্রভূত বল আছে, যাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সুদৃঢ়, যাঁহাদের মানসিক অধ্যবসায় অতি তীক্ষ্ণ বা তীব্র, যাঁহাদের গুণগ্রাম অতি প্রবল, যাঁহাদের উৎসাহ অত্যন্ত অধিক, যাঁহারা অত্যন্ত শান্তস্বভাব, যাঁহাদের করুণা-গুণ বা উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সার্ব্বভৌমিক অর্থাৎ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় সুস্থির থাকে, অথবা যাহারা প্রতিক্ষণেই স্বীয় শুভেচ্ছাকে "অমুকের শুভ হউক" এতদ্রূপে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমুদায় যোগশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছেন, যাঁহারা লক্ষণসম্পন্ন, যাহারা সমাঙ্গ অর্থাৎ যোগাসনা-

২৭

দির উপযুক্ত আকার সম্পন্ন, যাঁহাদের কোন প্রকার ব্যাধি নাই, কিছুতেই যাহাদের চিত্তবিকার হয় না, রূপ আছে ও যৌবনও আছে, যাহাদের অন্তরে ও বাহিরে কোনরূপ মালিন্য নাই (সরল ও সুস্বভাবযুক্ত), কিছুতেই যাঁহারা ভীত হন না, বাধাবিঘ্ন যাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না, কিছুতেই যাঁহারা ব্যাকুলচিত্ত হন না, যাঁহারা যোগীর কুলে, বিদ্বানের বা সিদ্ধপুরুষের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন;—বুঝিতে হইবে যে, তাদৃশ মহাশয় ব্যক্তিরাই পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন, যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন, ইহজন্মে তাঁহারাই অধিমাত্রতর অধিকারী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এরূপ অধিমাত্র অধিকারী ৩ বৎসরের মধ্যেই নিশ্চিত কোন এক যোগাবস্থা লাভ করিতে পারেন, এবং তদ্রূপ ব্যক্তিরাই অন্যকে ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ।

যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থানাদি।

গৃহে থাকিয়া প্রথমতঃ গুরুর নিকট যোগসম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতেও শিখিবে। পাতঞ্জলদর্শনের সাধনপাদে যে সকল সদ্‌গুণের উল্লেখ আছে, সেই সকল সদ্‌গুণ ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিবে। যখন দেখিবে যে, শরীর ও মন প্রায় নির্দ্দোষ হইয়াছে, অনুষ্ঠেয় সকল আয়ত্ত হইয়াছে, তখন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন এক শুভস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি অভ্যাসে নিযুক্ত হইবেন। এই বিধিটী বাশিষ্ঠযোগ ও যাজ্ঞবল্ক্যীয় যোগসংহিতা,—এই দুই গ্রন্থে বিস্পষ্টবিধানে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"কৃতবিদ্যোজিতক্রোধঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
গুরুশুশ্রূষণরতঃ পিতৃমাতৃপরায়ণঃ॥
স্বাশ্রমস্থঃ সদাচারোবিদ্বদ্ভিশ্চ সুশিক্ষিতঃ।
যমাদিগুণ সম্পন্নঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
শুভদেশন্ততোগত্বা ফলমূলোদকান্বিতম্।
তত্রস্থে চ শুচৌ দেশে নদ্যাং বা কাননেঽপিবা॥
সুশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ব্বরক্ষাসমন্বিতম্।
ত্রিকালস্নানসংযুক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ॥

মন্ত্রন্যস্ততনুর্ধীরঃ সিতভস্মধরঃ সদা।
মৃদ্বাসনোপরি কুশান্ সমাস্তীর্য্যাঽথবাঽজিনম্ ॥
ইষ্টদেবং গুরুং নত্বা তত আরুহ্য চাসনম্।
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখোবা জিতাসনগতঃ স্বয়ম্ ॥
সমগ্রীবশিরঃকায়ঃ সংযতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ।
নাসাগ্রদৃক্ সমাসীনো যথোক্তং যোগমভ্যসেৎ ॥*

প্রথমে বিদ্যাশিক্ষা, অনন্তর ক্রোধ জয়, তৎসঙ্গে সত্যনিষ্ঠ হওয়া, তৎসঙ্গে গুরুসেবা করা এবং পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা অতীব কর্ত্তব্য। (শ্রদ্ধা ভক্তিসহকারে গুরুসেবা ও পিতৃ মাতৃ সেবায় রত থাকিলে ভক্তিবৃত্তি প্রবল ও দৃঢ় হয়, তদ্দ্বারা যোগশিক্ষার বিশেষ উপকার সাধিত হয়) এই সময়ে গৃহাশ্রমে থাকিয়া ও সদাচারপরায়ণ হওয়া উচিত এবং জ্ঞানীর কিংবা যোগীর নিকট সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যমনিয়মাদি যোগসাধক গুণ সকল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য, এবং সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। কিছুকাল পরে কোন এক ফলমূলাদিসম্পন্ন, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব স্থানে গমন করা আবশ্যক। তথাকার কোন এক শুচি অর্থাৎ পবিত্রস্থানে অথবা নদীসমীপস্থ অথবা অরণ্যান্তর্গত মনোরম প্রদেশে, মনস্তৃপ্তিকর একটী মঠ (বাস-কুটির) প্রস্তুত করিবেক। তাদৃশ স্থানে থাকিয়া ত্রিকালস্থায়ী, শুচিস্বভাব, একাগ্রচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি ও শুভ্রভস্মধারী ও আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া যোগভ্যাস করিবেক। কুশা কিংবা মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি কোন এক আসন বদ্ধ করিয়া (সিদ্ধাসন কিংবা পদ্মাসন) উপবিষ্ট হইবেক। অনন্তর ইষ্ট-দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিংবা উত্তরাভিমুখে সমগ্রীবশিরঃকায় হইয়া (গ্রীবা, মস্তক ও দেহযষ্টি ঠিক্ সমান রাখিতে হইবেক, যেন নত আনত অথবা তির্য্যক্ নত অর্থাৎ বক্র না হয়), আস্য সংবৃত (মুখ বিবৃত না থাকে) এবং শরীর নিশ্চল রাখিবেক। দৃষ্টি যেন মনের সহিত নাসাগ্রে ধৃত থাকে। এরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম, ধ্যান, অথবা ধারণাদি অভ্যাস করিবেক।

যোগচিন্তামণি গ্রন্থের বিধান-অনুসারে অগ্রে কোমলকুশা, তদুপরি মৃগ-

চর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন,—এতদ্রূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করা উচিত।

অন্য এক যোগী বলেন যে, যোগসাধনার জন্য নদীতীর, কানন, কি পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। মনের অনুকূল ও নিরুপদ্রব স্থান পাইলেই তথায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করা যাইতে পারে। "রাত্রিশেষে নিশীথে বা সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি" ইত্যাদি প্রকার উপদেশ বাক্য থাকায় প্রাতঃ ও সায়ংকালে প্রাণায়ামের, এবং রাত্রিশেষ ও মধ্যরাত্র ধ্যানের অত্যুত্তম কাল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ সময়েই মনের প্রসন্নতা ও শারীরিক স্বস্থতা কিছু অধিক থাকে। এ সম্বন্ধে ঘেরণ্ডসংহিতা গ্রন্থে কিছু বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয়। যথা—

"আদৌ স্থানং ততঃ কাল-মিতাহারস্ততঃ পরম্।
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাৎ তস্মাত্ত্রীণি বিবর্জয়েৎ॥
দূরদেশে তথারণ্যে রাজধানৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ॥
অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যে ভক্ষ্যবর্জিতম্।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাত্ত্রীণি বিবর্জয়েৎ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটিরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টয়েৎ॥
নাত্যুচ্চৈর্নাতিহ্রস্বঞ্চ কুটীরং কীটবর্জিতম্।
সম্যক্‌গোময়লিপ্তঞ্চ কুড্যরন্ধ্রবিবর্জিতম্॥
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ।
হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা॥
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ যোগহা ভবেৎ॥"

প্রথমতঃ স্থান, তৎপরে কাল, অনন্তর মিতাহার, সর্ব্বশেষে নাড়ীশুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থান বলা হইয়াছে, এক্ষণে নিষিদ্ধ স্থানগুলি শুনুন। দূরদেশ অর্থাৎ গুরুর বসতি স্থান হইতে সমধিক দূর স্থান। অরণ্য অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যবিহীন বন। রাজ-

ধানী এবং জনতাপূর্ণ স্থান। এমন সকল স্থানে থাকিয়া যোগাভ্যাস করা বিধেয় নহে। করিলে সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বিঘ্ন ঘটিতেও পারে। দূর-দেশে গিয়া যোগশিক্ষা আরম্ভ করিলে অবিশ্বাস জন্মিতে, পারে, অরণ্যে গিয়া যোগারম্ভ করিলে ভক্ষ্য অভাবে বিঘ্ন হইতে পারে, জনতাপূর্ণ স্থানে যোগারম্ভ করিলে প্রকাশ হইলে বিবিধ বিঘ্ন ও উপসর্গ জন্মিতে পারে, এই হেতু, ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন এক মনোরম প্রদেশে, ধার্ম্মিক রাজ্যে, সুভিক্ষ অর্থাৎ যে স্থানে সহজে ভক্ষ্য লাভ হয় অথচ কোন উপদ্রব সম্ভাবনা নাই, এরূপ স্থানে গিয়া প্রাচীর বেষ্টিত মধ্যমাকার একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিবেক। ঐস্থান সুপরিস্কৃত ও গোময়লিপ্ত থাকিবেক, এবং তাহার দেওয়াল অথবা বেড়া ছিদ্ররহিত করিবেক। তদ্রূপ গুপ্তস্থানে থাকিয়া, যোগাভ্যাস করিলে শীঘ্র শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করা যায়। হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে যোগারম্ভ করা বিধেয় নহে। তাহার কারণ এইযে, ঐ সকল ঋতুতে যোগারম্ভ করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রাণায়াম-শিশিক্ষুর প্রতি উপদেশ।

মূলগ্রন্থে প্রাণায়াম বা প্রাণ-শিল্পটী উত্তমরূপে বুঝান হইয়াছে, এক্ষণে তৎ-সম্বন্ধীয় আরও কতিপয় কথা বলা আবশ্যক বিবেচনায় এই অংশ লিখিত হইল।

"ক্রমেণ সেব্যমানোঽসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি।
প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্ব্বব্যাধিক্ষয়োভবেৎ॥
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ।
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥"

অর্থ এই যে, গুরুসন্নিধানে থাকিয়া, শাস্ত্রবিধান অবলম্বন করিয়া, সাবধানতার সহিত অল্পে অল্পে, প্রাণায়াম শিক্ষা করিলে ক্রমে তাহা আয়ত্তীকৃত হয়; সুতরাং যোগী তখন যথা ইচ্ছা তথায় প্রাণপরিচালন করিতে সমর্থ হন। প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইলে কোন ব্যাধিই থাকে না; কিন্তু অযথা বা অনিয়মে অভ্যাস করিতে গেলে সকল প্রকার রোগই হয়। বায়ুর গতিব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ এবং অন্যান্য বিবিধ রোগও হইয়া থাকে। অতএব,—

"সুযুক্তঞ্চ ত্যজেৎ বায়ুং সুযুক্তং পূরয়েৎ সুধীঃ।
যুক্তং যুক্তঞ্চ বধ্নীয়াদিত্থং সিধ্যতি যোগবিৎ॥
হঠান্নিরুদ্ধঃ প্রাণোঽয়ং রোমকূপেষু নিঃসরেৎ।
দেহং বিদারয়ত্যেষঃ কুষ্ঠাদীন্ জনয়ত্যপি॥
ততঃ প্রত্যাপিতব্যোঽসৌ ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ।
বন্যোগজোগজারির্বা ক্রমেণ মৃদুতামিয়াৎ॥"

ত্যাগের সময়, অর্থাৎ রেচককালে, উপযুক্তরূপে পরিত্যাগ করিবেক। পূরকের সময় উপযুক্তরূপে পূরণ করিবেক। কুম্ভককালেও উপযুক্তরূপে কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ ধারণ করিবেক। ক্রমে ক্রমে ও উপযুক্তরূপে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিলেই উহা আয়ত্ত হয়, অপীড়ক হয়, অন্যথা অনিষ্টঘটনা হয়। প্রাণবায়ু যদি হঠাৎ বা সহসা আবদ্ধ হয় ত তাহা রোমকূপ দিয়া নিঃসৃত হইয়া তদুপলক্ষ্যে দেহকে সে বিদীর্ণ করিতে পারে এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি ক্ষতরোগ সকল উৎপাদন করে। অতএব, আরণ্য হস্তীর ন্যায় উহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিবেক। বন্যহস্তী ও সিংহ যেমন ক্রমে ক্রমে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, প্রাণবায়ুও তেমনি ক্রমে ক্রমে বশ্য হয়, একবারে হয় না। শ্লোকোক্ত যুক্ত শব্দের অর্থ কি? কিরূপ করিলে উপযুক্তরূপ পরিত্যাগ, কিরূপ করিলে উপযুক্তরূপ আকর্ষণ ও উপযুক্তরূপ বিধারণ হইবে, তাহাও অন্য একটী শ্লোকের দ্বারা কথিত হইয়াছে। যথা;—

"ন প্রাণং নাপ্যপানং বা বেগৈর্বায়ুং সমুৎসৃজেৎ।
যেন শক্তূন্ করস্থাংশ্চ শ্বাসযোগে ন চালয়েৎ॥
শনৈর্নাসাপুটে বায়ুমুৎসৃজেন্ন তু বেগতঃ।
ন কম্পয়েচ্ছরীরন্তু স যোগী পরমোমতঃ॥"

কি প্রাণবায়ু, কি অপানবায়ু, সবেগে পরিত্যাগ করিবেক না। এরূপ অল্পবেগে শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্তু (ছাতু) যেন শ্বাসবেগে উড়িয়া না যায়। শ্বাসবায়ুর আকর্ষণ ও প্রপূরিত বায়ুর পরিত্যাগ, উভয় ক্রিয়াই ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিবেক, বেগপূর্ব্বক করিবেক না।

কুম্ভকের সময় কি রেচকের সময়, কি পূরকের সময়, কি কোন সময়েই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত করিবেকনা।

নিঃশ্বসিত বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আশা স্বাভাবিক, তাহা স্থির করা আবশ্যক। বায়ুর স্বাভাবিক বহিরাগতির পরিমাণ জানা না থাকিলে, প্রাণায়াম দ্বারা কি পরিমাণে তাঁহাকে সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে, তাহা নির্ণীত হইবে না। নিতান্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিলে যোগ দূরে থাকুক প্রাণনাশও হইতে পারে। এজন্য প্রাণবায়ুর বহিরাগতির স্বাভাবিক পরিমাণ নির্ণয় করিয়া, পশ্চাৎ প্রাণসংযমে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে পবনবীজ স্বরোদয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"দেহাদ্বিনির্গতোবায়ুঃ স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্ত্রিংশদুক্তংবৈ ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতে মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গাত"॥

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ অঙ্গুল পর্য্যন্ত বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। গানকালে ১৬ অঙ্গুলি, ভোজনের সময় ২০, সবেগ গমনের সময় অর্থাৎ দৌড়াইতে গেলে ২৪, নিদ্রাকালে ৩০, স্ত্রীসংসর্গ কালে ৩৬ এবং ব্যায়াম কালে তদপেক্ষাও অধিক বহির্গত হইয়া থাকে। যে যোগী প্রাণসাধনার দ্বারা তাহার বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারেন, সেই যোগীরই পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। প্রাণবায়ুর বহির্গতি যদি অস্বাভাবিক হয়, স্বাভাবিক পরিপরিমাণের অধিক পরিমাণ বহির্গতি হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হয়, ইহা যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রাণায়াম-শিক্ষু প্রথম যোগী প্রাণের এতদ্রূপ স্বাভাবিক বহির্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণ সাধনা করিবেন। তাঁহারা যখন কুম্ভকের পর রেচক করিবেন, অর্থাৎ আকৃষ্যমান বাহ্য বায়ুকে পরিত্যাগ করিবেন, তখন যেন তাঁহারা সাবধান হন।

আহার।

যোগাভ্যাসকালে যোগশাস্ত্রোক্ত আহার-নিয়ম অবলম্বন করা অতীব কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে আহারের দোষে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিরূপ আহার করা উচিত, তাহা বলা যাইতেছে।

"মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।
নানারোগোভবেত্তস্য কিঞ্চিৎ যোগো ন সিধ্যতি॥"

যোগাভ্যাসকালে হিত, মিত ও মেধ্য অর্থাৎ পবিত্রদ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। হিত অর্থাৎ সুপথ্য। যাহা ভোজন করিলে ব্যাধি হয় না, তাদৃশ আহারের নাম "পথ্যাহার"। যে পরিমিত ভোজন করিলে শরীর ও মন প্রসন্ন থাকে, কোন প্রকার গ্লানি জন্মে না, তাদৃশ আহারের নাম "মিতাহার"। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শরীরের ও মনের সত্ত্বগুণ বাড়ে, সেই দ্রব্যই "মেধ্য" অর্থাৎ পবিত্র। এই ত্রিবিধ আহারের মধ্যে "মিতাহার" নিয়মটী সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। মিতাহার করিবে না, অথচ যোগ করিবে, এরূপ হইলে কোন একটী সামান্য যোগও সিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত বিবিধ ব্যাধি আসিয়া আশ্রয় করিবেক। তৎকালে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক এবং কোন্ দ্রব্যই বা বর্জন করিবেক, তাহা ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতা, এই দুই গ্রন্থে লিখিত আছে।

"শাল্যন্নং যবপিণ্ডং বা গোধূমপিণ্ডকং তথা।
মুদ্গমাসঃ কালকাদি শুভ্রঞ্চ তুষবর্জিতম্॥
পটোলং পনসঞ্চৈব কক্কোলঞ্চ সুকাশকম্।
দ্রাঢ়িকা কর্কটী রম্ভা ডুম্বুরঞ্চ সুকণ্টকম্॥
আমরম্ভা বালরম্ভা রম্ভাদণ্ডঞ্চ মূলকম্।
প্রায়োমূলং তথা ঝিঙ্গী যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥
বালশাকং কালশাকং তথা পটলপত্রকম্।
পঞ্চশাকং প্রশংসীয়াৎ বাস্তূকং হিলমোচিকা॥
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং গুড়ং শর্করাদি চৈক্ষবম্।
পক্করম্ভা নারিকেরং দাড়িম্বং বিষমায়সম্ (?)॥

দ্রাক্ষা তু লবনী ধাত্রী কটুকাম্লবিবর্জিতম্।
এলাং জাতিং লবঙ্গঞ্চ পৌরুষং জম্বু জাম্বুলম্ (?)॥
হরীতকীং খর্জুরঞ্চ যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥"
"ক্ষীরং ঘৃতঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বুলং চূর্ণবর্জিতম্।
কর্পূরং বিষ্ঠুরং (?)মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মবস্তুকম্ (?)॥"
"লঘুপাকং প্রিয়ং স্নিগ্ধং যথা বা ধাতুপোষণম্।
মনোঽভিলষিতং যোগী দিব্যং ভোজনমাচরেৎ॥"

শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যুষ, শুভ্র ও নিস্তুষ কালকা প্রভৃতি শস্য (?), পটোল, কাঁঠাল, কঙ্কোল (?), সুকাশ (?), দ্রাঢ়িকা (?), কর্কটী (কাঁকুড় ও ফুটী), রম্ভা, কাঁচকলা, কচিকলা কিম্বা কলার মোচা, ডুমুর, সুকণ্টক (?), রম্ভাদণ্ড (থোঁড়), মূলক (মূলো), আলু প্রভৃতি মূল, ঝিঙে, কচি কচি শাক, কালশাক, পল্‌তা শাক, বাস্তশাক (বেতো), হিঞ্চে শাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড় ও ইক্ষুচিনি, পাকা কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, দাড়িম (বেদানা), বিষমায়স বা বিষনাশক (?), কিস্‌মিস্ ও আঙুর, লোনাফল, আমলকী, অম্লবর্জিত অন্যান্য ফল, এলাইচ্, জাতিফল, লবঙ্গ, জাম, ক্ষুদে জাম, হরীতকী, পিণ্ডখর্জ্জুর, ক্ষীর (ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ), মিষ্টান্ন, চূর্ণবর্জিত তাম্বূল, কর্পূর, বিষ্ঠুর (?), সুমঠ, জামরূল,—এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ এবং ধাতুপোষক ও মনঃপ্রফুল্লকারক দ্রব্যই যোগীদিগের ভক্ষ্য। এরূপ আহারের নাম "পথ্যাহার"। 'দিব্য' শব্দের অর্থ দেবদেয়, সুতরাং দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করাই বিধেয়।

এক্ষণে মিতাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

"শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরাধ্মানবর্জিতম্।
ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥"
অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তুরীয়কম্।
উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেৎ বায়ুচালনে॥"

শুদ্ধ অর্থাৎ সুপরিষ্কৃত, মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃতসিক্ত বা অতীক্ষ্ণ,

এরূপ অন্ন ব্যঞ্জন এবং যাহা খাইলে বা যে পরিমাণ খাইলে পেট ফুলা প্রভৃতি কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত না হয়,—প্রীতিপূর্ব্বক তাদৃশ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি আহার করার নাম "মিতাহার"। মিতাহার-ব্রতের অন্য নিয়ম এই যে, উদরের অর্থাৎ ক্ষুধার পরিমাণকে চারিভাগ করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ অন্ন ব্যঞ্জনাদির দ্বারা এবং এক ভাগ জল কি দুগ্ধাদি তরল পদার্থের দ্বারা পরিপূরণ করিবেক। অন্য এক ভাগ বায়ুসঞ্চরণের জন্য খালি রাখিবেক। তাৎপর্য্য এই যে, যোগী ভাল লাগে বলিয়া গণ্ডে পিণ্ডে আহার করিবেন না। নিত্য নিত্য ঐরূপ নিয়মে আহার করার নাম "মিতাহার"। এক্ষণে "মেধ্যাহার" সম্বন্ধে দুই একটী উপদেশ উক্ত হইতেছে।

"মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং প্রশস্তং সাত্ত্বিকং লঘু।"

শাস্ত্রে যাহা হবিষ্যান্ন বলিয়া, সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক বলিয়া, এবং লঘু ও প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য আহার করিলে তাহা "মেধ্যাহার" বলিয়া গণ্য হইবে। এই উপদেশের দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, যোগাভ্যাসকালে মৎস্যমাংসাদি ভক্ষণ নিষেধ। যোগাভ্যাসকালে যাহা যাহা বর্জন করা আবশ্যক তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে সংকলিত আছে; যথা—

"অথ বর্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরম্।
অম্লং রূক্ষং তথা তীক্ষ্ণং (৮) লবণং সর্ষপং কটু।
বাহুল্যং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলং বিদাহকম্॥
স্তেয়ং হিংসা পরদ্বেষং চাহঙ্কারমনার্জ্জবম্।
উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণিপীড়নম্॥
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্।
অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্"॥
"কট্বম্লং লবণং তিক্তং ভ্রষ্টঞ্চ দধি তক্রকম্।
শাকোৎকটং তথা মদ্যং তালঞ্চ পনসং তথা॥
কুলোত্থং মসূরং পাণ্ডুং কুষ্মাণ্ডং শাকদণ্ডকম্।
তুম্বীং কোলং কপিত্থঞ্চ কণ্টবিল্বং পলাশকম্॥

বিল্লং কদম্বজম্বীরং লকুচং লশুনং বিষম্ ॥
কামরঙ্গং পিয়ালঞ্চ হিঙ্গুং বা মণিকেতকম্ ।
যোগারম্ভে বর্জয়েচ্চ পরস্ত্রীবহ্নিসেবনম্ ॥
কাঠিন্যং দুরিতঞ্চৈব সূক্ষ্ণং পর্য্যুসিতং তথা ।
অতিশীতং চাতিচোগ্রং ভক্ষ্যং যোগী বিবর্জয়েৎ ॥
প্রাতঃস্নানোপবাসাদি-কায়ক্লেশবিধং তথা ।
একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেঽপি ন কারয়েৎ ॥”

যোগীদিগের বর্জনীয় আহার ও ব্যবহার বর্ণন করিতেছি। অম্ল, রূক্ষ, তীক্ষ্ণ, লবণ ও কটু দ্রব্য পরিত্যাগ করা উচিত। অধিক ভ্রমণ করা, প্রাতঃস্নান, তৈল মাখা, বিদাহক (ঝাল) দ্রব্য ভক্ষণ, হিংসা, পরবিদ্বেষ, অহঙ্কার, কৌটিল্য, উপবাস, মিথ্যা আচার ও মিথ্যা ব্যবহার, মুগ্ধতা, প্রাণিপীড়ন, পরস্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবন, অনেক কথা (বাচালতা), অত্যাসক্তি ও অপ্রিয়াচরণ, বহুভোজন,—এ সমস্তই যোগীদিগের অবশ্য ত্যাজ্য। ঘেরণ্ড-সংহিতাগ্রন্থেও এইরূপ উপদেশ আছে। যথা—কটু, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ভ্রষ্ট অর্থাৎ ভাজা দ্রব্য, দধি, তক্র (ঘোল), ও কঠিন শাক ভক্ষণ কিংবা অধিক পরিমাণে শাক ভোজন, মদ্য, তাল, কাঁচা কাঁঠাল (ইচোড়), কুশোত্থ (?), মুসুর, পলাণ্ডু, কুম্‌ড়ো, শাকদণ্ড অর্থাৎ শাকের ডাঁটা, লাউ, কুল, কৎবেল, কণ্টবিল্ল, (?) (কাঁচ বেল), পদ্মপত্র, (?) পাকা বেল, কদম্ব, নেবু, ডেও ফল, লশুন, পদ্মবীজ, কাম রাঙা, পিয়াল, হিঙ্, মনিকেতন (?), পরস্ত্রী, অগ্নিসেবা, কর্কশ ব্যবহার, পাপকার্য্য, অতি উষ্ণ, পর্য্যুসিত দ্রব্য, অতি শীতল, অতি উগ্র, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ খাদ্য,—যোগী এ সমস্তই বর্জন করিবেন। যোগাভ্যাসকালে যোগী প্রাণান্তেও প্রাতঃস্নান, উপবাস ও অন্যান্যপ্রকার কায়ক্লেশ, একাহার ও অত্যল্পাহার করিবেন না।

একাহার, অল্পাহার, উপবাস ও লঙ্ঘন প্রভৃতি বর্জন করা হঠযোগ ও প্রাণায়ামশিক্ষা কালেরই উপযুক্ত। ধ্যানযোগ বা সমাধিযোগ অভ্যাসের সময় ঐ সকল অনুষ্ঠানের নিষেধ নাই ; বরং বিধিই আছে। যথা—

"আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত।
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥
ভীষ্ম উবাচ।
কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত।
স্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
ভুঞ্জানোযাবকং রূক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম।
একাহারোবিশুদ্ধাত্মা যোগীবলমবাপ্নুয়াৎ ॥
পক্ষান্ মাসান্ ঋতূংশ্চৈব সংবৎসরানহস্তথা।
অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রং যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
অখণ্ডমপিবা মাসং সততং মনুজেশ্বর।
উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণবর্ষমেব চ।
ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্ বিষয়ান্ তথা ॥
অরতিং দুর্জয়াঞ্চৈব ঘোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব!
স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রাং দুর্জয়াং নৃপসত্তম!
দীপয়ন্তি মহাত্মানঃ সূক্ষমাত্মানমাত্মনা ॥"

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভরতর্ষভ! যোগিগণ কিরূপ আহার করিয়া এবং কি কি জয় করিয়া যোগবল লাভ করেন, তাহা আপনি বলুন। ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! যোগিগণ শস্যের কণা (শালিচূর্ণ ও গোধুম চূর্ণ) ভক্ষণ, তিলকল্ক ভক্ষণ ও তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য বর্জন করিয়া বল বা যোগশক্তি লাভ করেন। হে শত্রুদমন যুধিষ্ঠির! তাঁহারা যাবক (একপ্রকার ধান্য) ও নিঃস্নেহ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল পরে বলসম্পন্ন (ক্ষমতাপন্ন) হন। শুদ্ধমনে ও একাহারী হইয়া এবং কোন কোন যোগী পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসরপরিমিত কাল ও নিত্য নিত্য বা প্রতিদিন জল-মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া বল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শুদ্ধসত্ব হইয়া পূর্ণ এক মাস

উপবাসী থাকিয়াও কেহ কেহ বল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, প্রশ্বাস, পুরুষভোগ্য বিষয় (রূপ রসাদি), অরতি, উদ্যম হীনতা, বিষয়তৃষ্ণা, স্পর্শসুখ, নিদ্রা, তন্দ্রা, এই সকল জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত হন এবং আপনা আপনি আপনার আত্মাকে উদ্দীপিত করেন।

যোগি-চিকিৎসা।

যোগাভ্যাসকালে ও তদুত্তরকালে যোগীদিগের অসাবধানতা-হেতু কখন কখন কঠিন কঠিন রোগ হইয়া থাকে; সে সকল রোগ দুশ্চিকিৎস্য এবং আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধের দ্বারা দুরপনেয়; সুতরাং যোগজ উপসর্গ বা যোগব্যতিক্রমজাত রোগ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ তাঁহারা যোগীদিগের উপদিষ্ট পথ আশ্রয় করিতেন। যথ:—

"বাধির্য্যং জড়তা লোপঃ স্মৃতের্মূকত্বমন্ধতা।
জ্বরশ্চ জায়তে সদ্যস্তদ্বদজ্ঞানযোগিনঃ॥
প্রমাদাৎ রোগিনোদোষা যথৈতে স্যুশ্চিকিৎসিতাঃ।
তেষাং নাশায় কর্ত্তব্যং যোগিনা যন্নিবোধ তৎ॥
স্নিগ্ধাং যবাগূমত্যুষ্ণাং ভুক্ত্বা তত্রৈব ধারয়েৎ।
বাতগুল্মপ্রশান্ত্যর্থ-মুদাবর্ত্তে তথা দধি।
যবাগূর্বাপি পবনে বায়ুগ্রন্থীন্ পরিক্ষিপেৎ।
তদ্বৎ কম্পে মহাশৈলং স্থিরং মনসি ধারয়েৎ॥
বিঘাতে বচসোবাচং বাধির্য্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ে।
তথৈবাম্রফলং ধ্যায়েত্তৃষ্ণার্ত্তোরসনেন্দ্রিয়ে॥
যস্মিন্ যস্মিন্ রুজা দেহে তস্মিংস্তদপকারিণীম্।
ধারয়েদ্ধারণামুষ্ণে শীতাং শীতে বিদাহিনীম্।
কীলং শিরসি সংস্থাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ।
লুপ্তস্মৃতেঃ স্মৃতিঃ সদ্যোযোগিনস্তেন জায়তে॥
অমানুষং সত্ত্বমন্তর্যোগিনং প্রবিশেৎ যদি।

বায়ুগ্নিধারণা চৈনং দেহসংস্থং বিনির্দহেৎ ॥
এবং সর্ব্বাত্মনা কার্য্যা রক্ষা যোগবিদাঽনিশম্ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ ॥”

যোগীর অজ্ঞতা বা অসাবধানতাপ্রযুক্ত বাধির্য্য, জড়তা, স্মৃতিলোপ, মূকতা, অন্ধত্ব এবং জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মে। সে সকল রোগ তাঁহাদের যে প্রকারে চিকিৎসিত হয় এবং উক্ত রোগ নিবারণার্থ তাঁহারা যাহা যাহা করিতেন, সে সমস্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। জ্বরও দাহ হইলে ঘৃতসিক্ত ছাতু উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবেক, এবং রোগস্থানে ধারণ করিবেক। বাতগুল্ম হইলে তাহার নিবারণার্থ ঐরূপ করিবেক এবং উদাবর্ত্ত রোগ হইলে ঐরূপে দধি প্রয়োগ করিবেক। কম্প হইলেও ঐ প্রকার করিবেক, অধিকন্তু মহাশৈলের ধ্যান করিবেক। বাক্যলোপ হইলে এবং শ্রবণশক্তি নষ্ট হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধ্যান করিবেক। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জিহ্বার উপর অম্ল ফল আছে, এরূপ ধ্যান করিবেক। শরীরের যে যে অঙ্গে যে যে রোগ হইবে, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই রোগের অপকারী বস্তুর ধ্যান করা কর্ত্তব্য। উষ্ণ হইলে শীতের প্রতি চিত্তধারণ, শীতল হইলে উষ্ণের প্রতি মনোধারণ করা কর্ত্তব্য। স্মরণশক্তি লুপ্ত হইলে মস্তকোপরি একটা কাষ্ঠের কীলক রাখিয়া তদুপরি অন্য একখণ্ড কাষ্ঠের আঘাত করিবে। তাহা করিলে শীঘ্রই স্মৃতিশক্তির উদ্রেক হইবে। যোগীর অভ্যন্তরপ্রদেশে বা অন্তঃকরণে যদি কোন অমানুষ জীব (ভূত, প্রেত, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি) আবিষ্ট হয়, তাহা হইলে, বায়ু-ধারণার ও অগ্নিধারণার অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে ও অন্যান্যপ্রকারে যোগবিৎ ব্যক্তির সদা সর্ব্বদা শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য; কেননা, শরীরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রধান উপকরণ।

এই প্রক্রিয়াগুলি যুক্তযোগীদিগের জন্যই বিহিত; পরন্তু যাঁহারা প্রথম যোগী, অশিক্ষিত, কেবলমাত্র যোগাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা এ প্রক্রিয়ায় অধিকারী নহেন। তাঁহাদের কোন রোগ কি কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণার্থ তাহাদের হঠযোগোক্ত চিকিৎসার আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। হঠযোগোক্ত চিকিৎসা কিরূপ? তাহা যোগচিন্তামণিগ্রন্থে সংকলিত আছে।

এস্থলে আমরা শ্বাসরোগীকে এক অভিনব ঔষধ বলিয়া দিতেছি, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। শ্বাস বা হাঁপানি যখন বড় প্রবল হইবে, তখন ভাল করিয়া দেখিবেন, তাঁহার কোন নাসায় বায়ু বহিতেছে। যে নাসায় বায়ু বহিবে, সেই নাক বন্ধ করিয়া অপর নাকে বায়ুর গতি প্রবর্ত্তিত করাইবেন। ১০ মিনিট ঐরূপ প্রাণায়াম করিলে হাঁপানি কমিয়া যাইবে এবং প্রতিদিন ঐরূপ করিলে এক মাসের মধ্যেই ঐ রোগ নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। যাঁহাদের উদরাময় আছে, তাঁহারা প্রতি দিন নাভিচক্রে মনঃস্থির করিবার চেষ্টা করিবেন। দুই সপ্তাহ নাভিকন্দ ধ্যান করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

অরিষ্ট।

পাতঞ্জল সূত্রের (৩, ২২) ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে যে, আমরা পরিশিষ্টে অরিষ্ট বিজ্ঞানটী বিশদ করিয়া বর্ণন করিব; পরন্তু এখন দেখিলাম, অধিক বিশদ করিতে গেলে গ্রন্থের কায়াবৃদ্ধি করিতে হয়; সুতরাং তাহা সাধ্যাতীত হওয়ায় অধিক বিস্তার করিতে পারিলাম না, অল্প কথায় তাহার কতকগুলি সিদ্ধান্ত কথামাত্র বর্ণন করিলাম। সংস্কৃতশ্লোকগুলি দিলাম না বটে; কিন্তু অবিকল অনুবাদ প্রদান করিলাম।

মরণের পূর্ব্বে মনুষ্যের ধীরে ধীরে স্বভাবপ্রচ্যুতি হইতে থাকে, এবং বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকার উদ্ভূত হইতে থাকে। সে সকল বিকার বা সে সকল মরণলক্ষণ আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু যোগীরা তাহা উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন। সেই সকল মরণসূচক বিকার বা চিহ্ন অর্থাৎ মরণের পূর্ব্বলক্ষণ গুলিই এস্থলে "অরিষ্ট" শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে।

অরিষ্ট তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। দৈহিক ও মানসিক স্বভাবের পরিবর্ত্তন বা বিকারঘটিত অরিষ্টগুলি আধ্যাত্মিক, ভূত অর্থাৎ অমানুষসত্ত্ব-সন্দর্শনাদিঘটিত অরিষ্টগুলি আধিভৌতিক এবং দেবতাসম্বন্ধীয়বস্তুদর্শনাদিঘটিত অরিষ্টগুলি আধিদৈবিক নামে খ্যাত। কাণ্ চাপিয়া রাখিলে যদি শরীরান্তর্গত প্রাণনির্ঘোষ শুনা না যায়, তাহা হইলে, তাহা এক প্রকার অধ্যাত্মিক অরিষ্ট। অকস্মাৎ যদি অত্যন্ত বিকট জীব অর্থাৎ যমদূতাদি সন্দর্শন হয়, তাহা হইলে তাহা আধিভৌতিক অরিষ্ট এবং

ইন্দ্রজালতুল্য গন্ধর্ব্বনগরাদি দর্শন হইলে তাহা আধিদৈবিক অরিষ্ট বলিয়া জানিবেন। এতদ্ভিন্ন বহুল অরিষ্ট চিহ্ন আছে, পাঠকবর্গের সুগোচরার্থ তাহ কতকগুলি সংগ্রহ করিলাম।

যোগী হউন, আর অযোগী হউন, সকলেরই অরিষ্ট অর্থাৎ মরণের পূর্ব্ব চিহ্ন সকল জানা আবশ্যক। যাঁহারা যোগবিষয়ে সুসিদ্ধ হইয়াছেন, অরিষ্ট-জ্ঞান থাকিলে তাঁহারা সহজেই কালবঞ্চনা সমাধা করিতে পারেন। (কাল বঞ্চনা কি? তাহা বলা যাইবে)। যাঁহারা যোগবিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই, অরিষ্ট দর্শন হইলে তাঁহারাও মৃত্যু নিকট জানিয়া যোগারূঢ় হইতে পারেন এবং যোগাবলম্বনে প্রাণপরিত্যাগ করিতেও পারেন। মৃত্যু-কালে যদি যোগস্মৃতি লুপ্ত না হয়, তাহা হইলে জন্মান্তরে তাঁহারা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবেন, এই প্রত্যাশাতেই তাঁহাদের যোগচিন্তায় রত থাকা ও যোগে প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত। যাঁহারা যোগী নহেন, অরিষ্টজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা কবে ও কখন মরণ হইবে, তাহা জানিয়া অস্থির হন না, অধিক যাতনা অনু-ভবও করেন না। অতএব ব্যক্তিমাত্রেরই অরিষ্ট চিহ্ন জানা আবশ্যক।

অনেক প্রকার অরিষ্ট আছে। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ অরিষ্টগুলি, যদ্দ্বারা যোগীরা আপনার মৃত্যু জানিতে পারেন, সেই গুলি মাত্র বর্ণন করিলাম।

১। যে ব্যক্তি দেববিমান (?), ধ্রুব, শুক-তারা, চন্দ্রপ্রতিবিম্ব ও অরুন্ধতী (সপ্তর্ষি মণ্ডলস্থ নক্ষত্র, কেহ বলেন, ভ্রূ-বিন্দু) দেখিতে পায় না, সে ব্যক্তি এক বৎসরের পরে জীবিত থাকিবে না।

২। যে মনুষ্য সূর্য্যমণ্ডলকে সহস্রমুখ রশ্মিশূন্য অর্থাৎ কিরণধারাব্যাপ্ত না দেখে, এবং বহ্নিমণ্ডলকে সূর্য্যতুল্য দেখে, সে ব্যক্তি একাদশ মাসের পর জীবিত থাকে না।

৩। যে ব্যক্তি মূত্র বা বিষ্ঠা বমন করে, অথবা রক্তবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ রস বমন করে, কিংবা ঐরূপ বমি হওয়ার স্বপ্ন সন্দর্শন করে, জানিবে যে, সে ব্যক্তির দশমাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে।

৪। অকস্মাৎ কোন ভয়াবহ ভূত, প্রেত, পিশাচ, যমদূত, কি কোন বিকট সত্ত্ব, অথবা গন্ধর্ব্বনগর, কিংবা সুবর্ণবর্ণ বৃক্ষ দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টা পুরুষ তদবধি নয় মাস মাত্র জীবিত থাকে।

৫। কোন কারণ নাই, অথচ হঠাৎ যদি চিরস্থূল-ব্যক্তি কৃশ হয়, চিরকৃশ ব্যক্তি যদি স্থূল হয়, অজ্ঞাত কারণে যদি কাহারও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, সেই সেই ব্যক্তির জীবন আর ৮ [illegible] মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৬। কপোত, রক্তপাদ পক্ষী, গৃধ্র, কাক, উলূক (পাঁচা) কিংবা অন্য কোন মাংসাশী পক্ষী যদি অকস্মাৎ মস্তকোপরি আপতিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক বাঁচিবে না।

৭। বহু কাক একত্রিত হইয়া যাহাকে তাড়না করে, বানরেরা যাহাকে প্রতি বর্ষণ করিয়া দূষিত করে, যে আপনার ছায়া উপযুক্তরূপে দেখিতে পায় না, সে চারি মাসের অধিক জীবিত থাকে না।

৮। মেঘ নাই, অথচ দক্ষিণদিকে বিদ্যুৎ চমকিতে কিংবা রামধনু উঠিতে দেখিলে, দুই কিংবা তিন মাস মাত্র বাঁচিবে, এরূপ অনুমান করা কর্ত্তব্য।

৯। ঘৃতে, তৈলে, আদর্শে কিংবা জলে যদি আপনার নিষ্মস্তক কায়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে এক মাসের অতিরিক্ত বাঁচিবে না।

১০। যাহার শরীর হইতে অগ্নিগন্ধ কিংবা শবগন্ধ নির্গত হয়, সে ব্যক্তির আয়ু তখন এক মাসের কিছু অধিক আছে, ইহা অনুমান করিতে হইবে।

১১। স্নান করিবামাত্র যাহার বক্ষের জল তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়, সে ব্যক্তি দশ দিন মাত্র জীবিত থাকিবে, ইহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

১২। যে ব্যক্তি কর্ণদ্বয় চাপিয়া অভ্যন্তরস্থ প্রাণ-নির্ঘোষ (শব্দ) শুনিতে পায় না, চক্ষু চাপিলে চাক্ষুষ জ্যোতি দেখিতে পায় না, সেও অধিক দিন বাঁচে না।

১৩। কোন নারী রক্তবস্ত্র কিংবা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখে তাহার মরণ নিকট।

১৪। উলঙ্গ সন্ন্যাসী হাসিতেছে, নাচিতেছে, ক্রূরদৃষ্টিতে চাহিতেছে, বিশ্রান্ত হইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও মৃত্যু নিকট হয়।

১৫। গর্ত্তে পড়িলাম আর উঠিতে পারিলাম না, অন্ধাগারে গেলাম আর দ্বার রুদ্ধ হইল, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও বাঁচে না।

১৬। অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলাম, জলে ডুবিলাম, কিন্তু বাহির হইতে কিংবা উঠিতে পারিলাম না, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে আয়ু শেষ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

১৭। ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ অস্ত্র উদ্যত করিয়া মারিতে আসিতেছে, কি অস্ত্রাঘাতে বধ করিতে আসিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে সেই দিনেই মৃত্যু হয়।

কতকগুলি

৮। দীপনির্ব্বাণের গন্ধ পায় না, রাত্রে অগ্নি দেখিয়া ভয় পায়, পরনেত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না, এরূপ ব্যক্তি শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে পড়িবে।

১৯। স্বভাবের বৈপরীত্য ও শরীরের বিপর্য্যয় দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, তাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু নিকট হইয়াছে।

২০। মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, এরূপ হইলে তাহার মৃত্যু নিকট, ইহা বুঝিতে হইবে।

২১। নাসিকা বাঁকিয়া গিয়াছে, কর্ণদ্বয় নত অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাম চক্ষে নিঃসাড়ে জল ঝরিতেছে, এরূপ হইলে সে নিশ্চিত বাঁচিবে না।

২২। এক অহোরাত্র বাম নাসিকায় অখণ্ডভাবে শ্বাস বহিলে তাহার আয়ু তিন বৎসরে শেষ হয়।

২৩। অনবরত দুই দিন রবি-নাড়ীতে শ্বাস বহিলে তাহার জীবনের আশা এক বৎসরেই শেষ হয়।

২৪। দশ দিন পর্য্যন্ত নাসিকার দুই রন্ধ্র দিয়া সমানরূপে শ্বাস বহিলে দেড় মাসেই তাহার আয়ুঃ শেষ হয়।

২৫। শ্বাস-বায়ু যদি নাসা পথ পরিত্যাগ করিয়া মুখ দিয়া নির্গত হয় তাহা হইলে তাহার আয়ু শীঘ্রই শেষ হয়।

২৬। যাহার শরীর হইতে এককালে রেত, মল, মূত্র ও ক্ষুৎ অর্থাৎ হাঁচি নির্গত হয়, সে অধিক দিন বাঁচে না।

২৭। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি অরুন্ধতী (জিহ্বা), ধ্রুব (নাসাগ্র), বিষ্ণুপদ (ভ্রূমধ্য) এবং মাতৃমণ্ডল (নেত্রজ্যোতি, বা চোকের পুতুল) দেখিতে পায় না

২৮। যে ব্যক্তি এক রঙে অন্য রঙ্ দেখে এবং এক রসে অন্য রস অনুভব করে, সে ছয় মাসের মধ্যে যমপুরী দেখে।

২৯। যাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা ও তালু,—সর্ব্বদাই শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়; যাহার রেত, করতল ও নেত্রপ্রান্ত নীল বর্ণ হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি ছয় মাস অন্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। উত্তমরূপ স্নান করিলেও যাহার হৃদয়, হস্ত ও পাদ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিন মাস মাত্র বাঁচে।

৩০। আসন বদ্ধ করতঃ নিশ্চল হইয়া বসিলেও যাহার শরীর, বিশেষত হৃদয় সবেগে কাঁপিয়া উঠে, যম দূত তাহাকে ৪ মাসের পর আহ্বান করে।

৩১। সর্ব্বদাই বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, সর্ব্বদাই বাক্য স্খলিত হয়, সর্ব্বক্ষণই রৌদ্র দর্শন হয়, রাত্রে দুই চন্দ্র, দিবায় দুই সূর্য্য, দিবসে নক্ষত্রব্যূহ ও রাত্রে তারকাবর্জ্জিত আকাশের চতুর্দিকে ইন্দ্রধনু, পর্ব্বতোপরি গন্ধর্ব্বনগর, এবং দিবসে পিশাচ, এই সকল দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, মরণ নিকট।

৩২। ধূলায় ও সকর্দ্দম মৃত্তিকায় চলিয়া গেলেও যাহার পদচিহ্ন (পাষ্ণি বা পদাগ্রভাগের) খণ্ডিত দৃষ্ট হয়, সে সাত মাসের অধিক বাঁচে না।

৩৩। যাহার শরীরবায়ু স্তম্ভিত হয়, যে মর্ম্মস্থান সকল ছিঁড়িয়া যাইতেছে বোধ করে, জলস্পর্শ অসহ্য হয়, নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু নিকট।

৩৪। ভোজন করিয়া উঠিতে না উঠিতে যাহার ক্ষুদ্বোধ হয়, হৃদয় কাতর হয়, এবং দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে, তাহার নিশ্চয়ই আয়ুঃশেষ হইয়াছে।

৩৫। দৃষ্টি উর্দ্ধ হইয়াছে অথচ সুস্থির নহে; রক্তবর্ণ হইয়াছে অথচ বিবর্ত্তিত হইতেছে; মুখের উষ্মা নষ্ট হইয়াছে এবং নাড়ীও শীতল; এরূপ হইলে সে ব্যক্তির মরণকাল আগত, ইহা স্থির করিবে।

৩৬। নির্ম্মল শুভ্র বস্ত্রকে যে রক্তবর্ণ বিবেচনা করে,তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত।

"এতানি কালচিহ্নানি সন্ত্যন্যানি বহূন্যপি।
জ্ঞাত্বাভ্যসেন্নরোযোগমথবা কাশিকাং শ্রয়েৎ॥"

এই সকল কালচিহ্ন বলিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক আছে। মনুষ্য এ সকল ও সে সকল জ্ঞাত হইয়া যোগাভ্যাস কিংবা কাশীবাস করিবেন।

লয়যোগের সংক্ষিপ্তবিবরণ।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, আমরা পরিশিষ্টে লয়-যোগের, রাজযোগের, হঠযোগের ও মন্ত্রযোগের বিবরণ ব্যক্ত করিব। কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আমরা সে কথা সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। অল্পকথায় উল্লিখিত যোগচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদ্যৈস্তু সাধিতোলয়সংজ্ঞিতঃ।
নবস্বেব হি চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহাত্মভিঃ॥"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অর্থাৎ বেদব্যাস প্রভৃতি কএক জন মহাত্মা লয় যোগের প্রথম সাধক। তাঁহারা শরীরস্থ নবচক্রে (নাড়ীগ্রন্থি স্থানে) চিত্তলয় করিয়া মোক্ষ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ছিলেন, এজন্য উহা "লয়যোগ" নামে খ্যাত।

এই লয়যোগের মূল ভিত্তি শক্তি দ্বয়ের পরিচালনপূর্ব্বক মধ্যশক্তি-নামক শক্তিবিশেষকে উদ্বোধিত করা। উল্লিখিত মহাত্মাগণ বলেন যে, প্রত্যেক মানবদেহে তিন প্রকার শক্তি আছে। একটীর নাম উর্দ্ধশক্তি, আর একটীর নাম অধঃশক্তি এবং অন্যটীর নাম মধ্যশক্তি। এতন্মধ্যে উর্দ্ধশক্তির নিপাতন দ্বারা অধঃশক্তির সংযোগে মধ্যশক্তিকে প্রবুদ্ধ বা উদ্বুদ্ধ করিলে তাহা হইতে যে সাত্বিক-প্রবাহের বা সাত্বিক আনন্দের প্রাচুর্য্য হয়, লয়যোগীরা তাহারই প্রভাবে ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষ লাভ করেন। যথা—

"প্রথমং ব্রহ্মচক্রং স্যাৎ ত্রিরাবর্ত্তং ভগাকৃতি।
অপানে মূলকন্দাখ্যং কামরূপঞ্চ তজ্জগুঃ॥
তদেব বহ্নিকুণ্ডে স্যাৎ তত্র কুণ্ডলিনী মতা।
তাং জীবরূপিণীং ধ্যায়েজ্জ্যোতিষ্কং মুক্তিহেতবে॥
স্বাধিষ্ঠানং দ্বিতীয়ং স্যাৎ চক্রং তন্মধ্যগং বিদুঃ।
পশ্চিমাভিমুখং তচ্চ প্রবালাঙ্কুরসন্নিভম্॥
তত্রোড্ডীয়ানপীঠে তু তদ্ধ্যাত্বাকর্ষয়েজ্জগৎ।
তৃতীয়ং নাভিচক্রং স্যাত্তন্মধ্যে ভুজগী স্থিতা॥
পঞ্চাবর্ত্তা মধ্যশক্তিশ্চিদ্রূপা বিদ্যুতাকৃতিঃ।
তাং ধ্যাত্বা সর্ব্বসিদ্ধীনাং ভাজনং জায়তে বুধঃ॥
চতুর্থং হৃদয়ে চক্রং বিজ্ঞেয়ং তদধোমুখম্।
জ্যোতীরূপঞ্চ তন্মধ্যে হংসং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ॥
তং ধ্যায়তোজগৎ সর্ব্বং বশ্যং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ।
পঞ্চমং কালচক্রং স্যাত্তত্র বাম ইড়া ভবেৎ॥
দক্ষিণে পিঙ্গলা জ্ঞেয়া সুষুম্না মধ্যতঃ স্থিতা।

তত্র ধ্যাত্বা শুচি জ্যোতিঃ সিদ্ধীনাং ভাজনং ভবেৎ ॥
ষষ্ঠঞ্চ তালুকাচক্রং ঘণ্টিকাস্থানমুচ্যতে।
দশমদ্বারমার্গস্তু * * * * * * জগুঃ ॥
তত্র শূন্যে লয়ং কৃত্বা মুক্তোভবতি নিশ্চিতম্।
ভূচক্রং সপ্তমং বিদ্যাৎ বিন্দুস্থানঞ্চ তদ্বিদুঃ ॥
ভ্রুবোর্মধ্যে বর্ত্তুলঞ্চ ধ্যাত্বা জ্যোতিঃ প্রমুচ্যতে।
অষ্টমং ব্রহ্মরন্ধ্রে স্যাৎ পরং নির্ব্বাণসূচকম্ ॥
তৎ ধ্যাত্বা সূচিকাগ্রাভং ধূমাকারং বিমুচ্যতে।
তচ্চ জালন্ধরং জ্ঞেয়ং মোক্ষদং লীনচেতসাম্ ॥
নবমং ব্রহ্মচক্রং স্যাদ্দলৈঃ ষোড়শভির্যুতম্।
সচ্চিদ্রূপা চ তন্মধ্যে শক্তিরূর্দ্ধা স্থিতাহপরা ॥
তত্র পূর্ণং মেরুপৃষ্ঠে শক্তিং ধ্যাত্বা বিমুচ্যতে।
এতেষাং নবচক্রাণামেকৈকং ধ্যায়তোমুনেঃ ॥
সিদ্ধয়োমুক্তিসহিতাঃ করস্থাঃ স্যুর্দিনে দিনে ॥
কোদণ্ডদ্বয়মধ্যস্থং পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষা।
কদম্বগোলকাকারং ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥
ঊর্দ্ধশক্তিনিপাতেন অধঃশক্তের্নিকুঞ্চনাৎ।
মধ্যশক্তিপ্রবোধেন জায়তে পরমং সুখম্ ॥”

শ্লোকগুলির অর্থ উত্তমরূপ বুঝাইতে গেলে গ্রন্থ বাড়িয়া যায়, অল্পকথায় বলিলেও পাঠকগণের তৃপ্তি হইবে না। ফল, এই যোগে আসন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি কএকটী উৎকট অঙ্গ অভ্যস্ত না করিলেও হয়। ঊর্দ্ধশক্তির নিপাতন ও অধঃশক্তির সঙ্কোচ ধ্যানবলেই সাধিত হয়, পরন্তু তাহার প্রক্রিয়া কিরূপ? তাহা লয়যোগীর নিকট উপদেশ না পাইয়া বলা উচিত নহে।

রাজযোগ।

দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কএক জন মহাত্মা ইহার প্রথম সাধক। মন ও শারীর-

বায়ু স্থির বা নিশ্চল করাই ইহার প্রধান অঙ্গ ; কাযেকাযেই ইহাতে প্রাণায়ামের অপেক্ষা আছে। প্রাণায়াম ব্যতীত অন্য কোন প্রক্রিয়ায় শ্বাস-বায়ুর স্থিরতা হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপ উপদেশ এইরূপঃ—

"দত্তাত্রেয়াদিভিঃ পূর্ব্বং সাধিতোঽয়ং মহাত্মভিঃ।
রাজযোগোমনোবায়ূ স্থিরৌ কৃত্বা প্রযত্নতঃ॥
পূর্ব্বাভ্যস্তৌ মনোবাতৌ মূলাধারনিকুঞ্চনাৎ।
পশ্চিমং দণ্ডমার্গস্তু শঙ্খিন্যন্তঃপ্রবেশয়েৎ॥
গ্রন্থিত্রয়ং ভেদয়িত্বা নীত্বা ভ্রমরকন্দরম্।
ততস্তু নাদয়েদ্বিন্দুং ততঃ শূন্যালয়ং ব্রজেৎ॥
অভ্যাসাত্তু স্থিরস্বান্ত ঊর্দ্ধরেতাশ্চ জায়তে।
পরানন্দময়োযোগী জরামরণবর্জ্জিতঃ॥
অথবা মূলসংস্থানমুদ্ঘাতৈঃ সংপ্রবোধয়েৎ।
সুপ্তাং কুণ্ডলিনীং নাম বিসতন্তুনিভাকৃতিম্॥
সুষুম্নান্তঃপ্রবেশেন পঞ্চ চক্রাণি ভেদয়েৎ।
ততঃ শিবে শশাঙ্কেন্দু স্ফূর্জন্নির্ম্মলরোচিষি॥
সহস্রদলপদ্মান্তঃস্থিতে শক্তিং নিযোজয়েৎ।
অথ তং সুধয়া সর্ব্বাং সবাহ্যাভ্যন্তরাং তনুম্॥
প্লাবয়িত্বা ততোযোগী ন কিঞ্চিদিতি চিন্তয়েৎ।
তত উৎপদ্যতে তস্য সমাধির্নিস্তরঙ্গিণী॥
এবং নিরন্তরাভ্যাসাদ্‌যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥"

হঠযোগ।

হঠযোগ দুই প্রকার। গোরক্ষ নামক জনৈক যোগী এবং মার্কণ্ডেয়-নামক অন্য এক জন ঋষি হঠযোগের প্রথম অনুষ্ঠাতা। পরন্তু গোরক্ষ মুনি যেরূপ করিয়া হঠযোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় মুনি ঠিক্ সেরূপ করিয়া সিদ্ধ

হন নাই। তিনি অন্য এক সুপন্থা উদ্ভাবন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই জন্যই হঠযোগটী দুই প্রকার, ইহা বলা হইয়াছে। যথা—

"দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্তু গোরক্ষাদিসুসাধিতঃ।
অন্যোমৃকণ্ডুপুত্রাদ্যৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ॥"

গোরক্ষ মুনির মতে যোগাঙ্গ ৬টী, কিন্তু মার্কণ্ডেয়ের মতে ৮টী। পতঞ্জলি আট অঙ্গের কথাই বলিয়াছেন। গোরক্ষমতের ৬ অঙ্গ কি? তাহা শুনুন।

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি স্মৃতানি ষট্॥"

মন্ত্রযোগ।

প্রণব প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিতে করিতে যে মনোলয় উপস্থিত হয়, তাহার নাম মন্ত্রযোগ। দেবতা আরাধনা করিতে করিতে মনোলয় হইলে তাহাও মন্ত্র যোগ। ভৃগু, কাণ্ব, প্রচেতা, দধীচি, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি প্রভৃতি ইহার উপদেষ্টা।

মন্ত্রযোগের ইতিকর্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠানপ্রকার) ও ফলাফল মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে।

ভগবদ্গীতা।

যোগানুষ্ঠানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকায় উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রধান যোগের অনেক নাম আছে। সে সকল নাম ও প্রভেদ ভগবদ্গীতাগ্রন্থে আছে। সাঙ্খ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানকর্ম্মযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মযোগ, রাজগুহ্যযোগ, বিভূতিযোগ, ভক্তিযোগ, প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ, গুণত্রয়যোগ, পুরুষোত্তমযোগ, আচারবিবেকযোগ ও মোক্ষযোগ।

আসন।

৩২ প্রকার আসন আছে। তন্মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসনই প্রসিদ্ধ, সহজ ও যোগের বিশেষ সাহায্যকারী। অন্যান্য আসন কেবল শক্তিচালন ও কায়স্থৈর্য্যের উদ্দেশেই সাধিত হইত; পরন্তু সমাহিত হওয়ার জন্য পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন (অর্দ্ধচন্দ্রাসন) ও সিদ্ধাসন,—এই তিন্ আসনই গ্রাহ্য অথবা উক্ত আসনত্রয়ের অন্যতম অভ্যস্ত হইলেই যথেষ্ট হয়; সুতরাং এস্থলে অন্যান্য আসনের বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া, উল্লিখিত আসনত্রয়ের বর্ণনা করিলাম।

"পদ্মমর্দ্ধাসনং চাপি তথা সিদ্ধাসনাদিকম্।
আস্থায় যোগং যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি॥
সমঃ সমাসনোভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ।
সম্বৃতাস্যস্তদাচম্য সম্যক্‌বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ॥
পাণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণাবস্পৃশন্ প্রযতঃ স্থিরঃ।
কিঞ্চিদুন্নামিতশিরোদন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্॥
সম্পশ্যন্ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকযন্।
কুর্য্যাদ্দৃষ্টং পৃষ্ঠবংশ-মুড্ডীয়ানং তথোত্তরে॥
উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
দক্ষিণোরুতলে বামং পাদং ন্যস্য তু দক্ষিণম্॥
ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী পদ্মাসনং ত্বিদম্॥
দক্ষিণোরুতলে বামং পাদং ন্যস্য তু দক্ষিণম্।
বামোরূপরি সংস্থাপ্যমেতদর্দ্ধাসনং মতম্॥
পার্ষ্ণিস্তু বামপাদস্য যোনিস্থানে নিযোজযেৎ।
বামোরোরুপরি স্থাপ্য দক্ষিণং সৈদ্ধমাসনম্॥"

পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন, অথবা সিদ্ধাসন আশ্রয় করিয়া প্রণব ধ্যান পূর্ব্বক যোগযুক্ত হইবে। সমকায (শরীর নত ও বক্র না হয় এরূপভাবে) ও সমাসন হইয়া, চরণদ্বয় সংহত করিয়া (গুটাইয়া), মুখবিবর সংবৃত করিয়া (মুখ বুজিয়া), মুখচ্ছদ (ওষ্ঠ) স্তব্ধ করিয়া, লিঙ্গ ও মুষ্ক স্পর্শ না করিয়া (ক্রোড়ের এরূপ স্থানে হাত রাখিবেক যে, যে স্থানে রাখিলে লিঙ্গস্থান স্পৃষ্ট না হয়) প্রযত ও স্থির হইয়া অর্থাৎ আন্তরিক যোগচেষ্টা উত্তেজিত করিয়া, মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া, দন্তের দ্বারা দন্ত স্পর্শ না করিয়া, কোনও দিক্ না দেখিয়া, স্বীয় নাসাগ্রমাত্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পৃষ্ঠবংশ উড্ডায়ান করিয়া (?) পদ্মাসনে, অর্দ্ধাসনে, কি সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইবে।

দুই পা চিৎ করিয়া উঠাইয়া দুই উরুতে এবং হস্তদ্বয় উত্তান অর্থাৎ চিৎ

... স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপবিষ্ট হইলে তাহা "পদ্মাসন" ... । দক্ষিণ উরুতে বাঁম পা এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পা রাখিয়া ...ভপ্রকারে বসিলে তাহা "অর্দ্ধাসন" হইবেক।

বাঁ পায়ের পার্ষ্ণি (গোড়) মলদ্বারে রাখিয়া দক্ষিণ পা বাম উরুতে স্থাপনপূর্ব্বক শ্লোকোক্তপ্রকারে বসিলে তাহা "সিদ্ধাসন" হইবেক। অন্য এক প্রকার সিদ্ধাসন আছে তাহাও প্রায় এইরূপ।

সমাধির ও সমাধিস্থযোগীর লক্ষণ।

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
নিস্তরঙ্গপদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী॥
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসমুক্তোবা নিষ্পন্দোঽচললোচনঃ।
শিবধ্যায়ী সুলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে॥
ন শৃণোতি যদা কিঞ্চিৎ ন পশ্য...
ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমা...

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হওয়া ... নিস্তরঙ্গপদলাভ ও পরমানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই ... স্পন্দরহিত, নির্নিমেষচক্ষু, শিবধ্যানে লীন-চি... সমাধিস্থ এবং যিনি কিছুমাত্র দেখেন না, ... না, স্পর্শকেও জানেন না, তিনিও সমাধিস্থ।

কালবঞ্চনা।

অরিষ্টজ্ঞ যোগী আপনার মৃত্যু বা দেহপাতের ... জানিবা মাত্র তাঁহারা যোগবলে দেহ পরিত্যা... যোগবলে দেহ ত্যাগ করার নাম কালবঞ্চনা। যোগে প্রাণপরিত্যাগ করিবার বিধি যোগচিন্তামণি প্রভৃতি যোগগ্রন্থে লিখিত আছে।

যোগিচর্য্যা।

যোগিগণ কিরূপ চরিত্রে কালযাপন করেন তাহা নিম্ন লিখিত শ্লোকের দ্বারা জানা যায়। যথা—

পরিশি[illegible]

"বাক্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ ম[illegible]
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডা স [illegible]
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং ত[illegible]
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি [illegible]
যেন কেন চিদাচ্ছন্নোযে[illegible]
যত্রসায়ংগৃহে যাতি তং [illegible]
মানাপমানৌ যাবেতৌ [illegible]
তাবেব বিপরীতার্থৌ যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ ॥
চক্ষুঃপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপূতং বিচিন্তয়েৎ ॥
সর্ব্বসঙ্গবিহীনশ্চ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
জড়বন্মূকবদ্‌যোগী বিচরেত মহীতলম্‌ ॥
অসিধারাং বিষং বহ্নিং সমত্বেন প্রপশ্যতি।
[illegible]ত্রসমবুদ্ধির্যঃ স যোগী কথ্যতে বুধৈঃ ॥
[illegible]তথ্যে শ্রাদ্ধযজ্ঞেষু দেবযাত্রোৎসবেষু বা।
[illegible]জনে চ সিদ্ধার্থো ন গচ্ছেদ্‌যোগবিৎ ক্বচিৎ ॥
[illegible] বিধূমে চাঙ্গারে সর্ব্বস্মিন্‌ ভুক্তবজ্জনে।
[illegible]ত যোগবিদ্‌ভৈক্ষ্যং ন তু তেষ্বেব নিত্যশঃ ॥
যথৈনং নাবমন্যন্তে জনাঃ পরিভবন্তি চ।
তথাযুক্তশ্চরেদ্‌যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্‌ ॥
ভৈক্ষ্যং গৃহ্নন্‌ গৃহস্থেষু শ্রোত্রিয়েষু চরেদ্‌যদি।
ফলমূলং যবাগ্বন্নং পয়স্তক্রঞ্চ সক্তবঃ ॥
ব্রহ্মচর্য্যমলোভঞ্চ দয়াঽক্রোধঃ সুচিত্ততা।
আহারলাঘবং শৌচং যোগিনাং নিয়মাঃ স্মৃতাঃ ॥

[illegible] জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধনম্ ।
[illegible]য়ং যোগবিঘ্নকরী হি সা ॥
[illegible] জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ ।
[illegible] নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥
[illegible]প্রমাদী,
[illegible]যতেন্দ্রিয়ঃ ।
[illegible] সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ,
প্রাপ্নোতি যোগী পরমব্যয়ং পদম্ ॥"

* বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কর্ম্ম, যে ব্যক্তি এই ত্রিবিধ নিয়মিতরূপে ধারণ করেন, সে ব্যক্তি ত্রিদণ্ডী অথবা ত্রিদণ্ডযোগী বলিয়া উক্ত হন।

যাহা সকল প্রাণীর রাত্রি, সংযমী যোগী তাহাতে জাগ্রৎ অর্থাৎ তাহাই সংযমীর (যোগীর) দিবা। আর আর প্রাণী যাহাতে জাগ্রৎ থাকে, প্রত্যক্ষদর্শী মুনি তাহাতেই নিদ্রিত থাকেন। [illegible] আত্মতত্ত্বে নিদ্রিত এবং সংসারের প্রতি [illegible] জাগ্রৎ এবং সংসারবিষয়ে নিদ্রিত থা[illegible]

দেবতারাও জানেন যে, যোগীরা [illegible] আহার করেন, যেস্থানে সন্ধ্যা হয় [illegible] দের আহার, আচ্ছাদন ও গৃহের বা [illegible] স্থিত মতে তাঁহারা আহার ব্যবহার [illegible]

মান ও অপমান, যাহা সাধারণ [illegible] নিকট তাহা বিপরীত অর্থাৎ তাঁহারা মানেও সন্তুষ্ট হন না, অপমানে[illegible] হন না, সর্ব্বত্রই সমদর্শী।

যোগীরা দৃষ্টিপূত করিয়া পদচালনা করেন, বস্ত্রপূত করিয়া জল পান করেন, সত্যপূত করিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন, বুদ্ধিপূত করিয়া চিন্তা করেন।

তাঁহারা কোন প্রকার আসঙ্গ করেন না, কোন প্রকার পাপকার্য্য করেন না, জড়ের ন্যায় ও বোবার ন্যায় হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

অসির ধার, বিষ ও অগ্নিকে যাঁহারা সমান জ্ঞান করেন, (অর্থাৎ সর্ব্বত্রই নির্ভয়) বুধগণ তাঁহাদিগকেই যোগী বলিয়া উল্লেখ করেন।

যোগবেত্তা যোগী, যাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা অতিথি-শালায় গিয়া অতিথি হন না, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিস্থানে যান না, দেবযাত্রায়, উৎসবে ও জনতাস্থানেও যান না।

গৃহস্থের পাকশালার অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, সকলের ভোজন সমাপ্ত হইলে, তাদৃশ যোগীরা ভিক্ষার্থে গৃহস্থগৃহে গমন করেন, কিন্তু নিত্য নিত্য যান না।

যে প্রকার অনুষ্ঠান করিলে বা যে প্রকার আচার ব্যবহার করিলে, তাঁহাকে কেহ অবমাননা করিবে না, পরিভব করিবে না, বা বিরক্ত করিবে না, তাঁহারা সেই প্রকার অনুষ্ঠান ও সেই প্রকার আচার ব্যবহার করতঃ বিচরণ করেন; এবং কোন সদ্ধর্ম্মের প্রতি নিন্দাবাদ উচ্চারণ করেন না।

যোগীরা যখন কোন গ্রামে আসিয়া গৃহস্থের নিকট ভক্ষ্য ভিক্ষা করেন, তখন তাঁহারা অন্য কিছু ভিক্ষা করেন না, কেবল ফল, মূল, যবান্ন, দুগ্ধ, তক্র, সক্তু,—ইত্যাদি যোগিদিগের যাহা উপযুক্ত খাদ্য তাহাই ভিক্ষা করেন।

ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, দয়া, অক্রোধ, সরলচিত্ততা, আহার-লাঘব, শৌচ,— [illegible]ই যোগীদিগের নিয়মিতরূপে সেব্য।

[illegible] বলমাত্র কার্য্যসাধক সার-জ্ঞানের উপাসনা করেন, অনেক [illegible] ব্যগ্র হন না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানের বহুত্ব অর্থাৎ বহু [illegible]র ইচ্ছা থাকিলে তাহা যোগের বিঘ্নকারী হয়।

ইহা জানিব, উহা জানিব, উহা না জানিলে হইবে না, যে ব্যক্তি এরূপ জ্ঞানতৃষ্ণায় ব্যাকুলিত হইয়া ভ্রমণ করে, হাজার হাজার কল্প অতীত হইলেও সে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞাতব্য জানিতে পারে না, প্রকৃতপ্রাপ্তব্যও পায় না।

সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমত্ত, জ্ঞানবান, একাগ্রচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, শুদ্ধবুদ্ধি, লো[illegible] কাঞ্চনে তুল্যবুদ্ধি,—এরূপ যোগীই অক্ষয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

সমাপ্ত।